প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমী
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগের
মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ
মাহবুবুর রশীদ

দু-চার কথা

'বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় রচনা' নামে এই যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল, মূল গবেষণাপত্রে তার নাম ছিল 'খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনাধারা' [Christian Tracts and Others Literature in Bengali]। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের সপ্রশংস অনুমোদনে ১৯৬৭ সালে গবেষণা পত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. উপাধির জন্য ছাড়পত্র পায়।

এই গবেষণার বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিক কোন মানসিকতা যে কাজ করেছিল, সেটা ভাবতে গিয়ে কখনও কখনও মনে হয়েছে, ছোটবেলা থেকে মিশনারী স্কুলে এবং পরবর্তীকালে চার্চ নিয়ন্ত্রিত কলেজে পঠন-পাঠনের কোনও প্রভাব হয়তো এক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকতে পারে। বিশেষত স্কুলের খ্রীষ্টান দিদিমণিদের বিশেষ বাচনভঙ্গি, তাঁদের বক্তব্য বিষয়ের নতুনত্ব, ধর্মপ্রচারের কৌশল হয়তো সে সময় থেকেই মনকে প্রভাবিত করেছিল। তবে শুধু সেটুকুই নয়। পরবর্তীকালে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, বাংলা ভাষায় খ্রীষ্ট-প্রাসঙ্গিক রচনার সঙ্গে এদেশের বৃহৎ এক লেখক সম্প্রদায়ের শ্রম, মনন, আবেগ ও অনুভূতি কি ভাবে জড়িয়ে ছিল। তাঁদের এই অধ্যবসায়ের ফলে 'খ্রীষ্টীয় বাংলা' নামে একটি পৃথক মান্য ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই ভাষা পরে স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছিল গদ্যের বহুমুখী অনুশীলনে। এ সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্যে একটি নির্দিষ্ট কালসীমা যদিও এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে তথাপি এর বিস্তার বা ব্যাপ্তি এই কালসীমার বাইরেও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে।

বিগত চার শতক ধরে বিভিন্ন সময়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রমুখ বণিকেরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু সকল সমব্যবসায়ীকে পর্যুদস্ত করে কেবল ইংরেজরাই এদেশে স্থায়িত্ব লাভ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নিয়ে এদেশে বণিক হিসেবে যে ইংরেজের প্রথম পদার্পণ ঘটে পরবর্তীকালে শুধু বাণিজ্য সম্প্রসারণই নয়, বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে শাসন ক্ষমতা দখল করাও তাদের কাছে অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সেই পথ ধরেই আসে ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তর প্রক্রিয়া। এ কোনও নতুন কথা নয়। বিষয়টি সবারই জানা। কিন্তু এই ধর্মান্তরিতকরণ ও ধর্মপ্রচারের কাজে ইংরেজ মিশনারীগোষ্ঠী অর্থাৎ খ্রীষ্টান পাদ্রীবর্গ, তাঁদের শিষ্য-শিষ্যা এবং অন্যান্য প্রচারকরা যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে তা অমূল্য। বিশেষত ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভারতীয় ভাষা-বিভাগের স্থাপনা ও তৎপরে শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রণ যন্ত্রে ধর্মপ্রচার-পুস্তিকা প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা আরও গতি পায়। ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে, সেই গঠন পর্বের বাংলা ভাষার একটা ভিত্তিভূমি স্থাপন করে দেবার কাজে এই খ্রীষ্টান-মিশনারীদের প্রচেষ্টা অনেকটাই সহায়ক

হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এই গ্রন্থে আমার বক্তব্য মূলত ঐ ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণকে ঘিরে খ্রীষ্টীয় বাতাবরণে সেই সময়ে [১৭০০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ] বাংলা ভাষার গঠন ও বাংলা সাহিত্যের বীজ কিভাবে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, সেই বিষয়ে। ধর্ম সম্পর্কিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রশ্নোত্তর, চিঠিপত্র, জীবনী, কথাসাহিত্য, কবিতা, গান প্রভৃতি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা গেছে, নমুনা হিসেবে এ গ্রন্থে তার প্রায় সবটুকু সংকলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আজ এই গ্রন্থটির প্রকাশ লগ্নে গুরুঋণ স্বীকার করে আমার দুই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করি। সেইসঙ্গে ড. হরপ্রসাদ মিত্র, যিনি দশ বছর ধরে তাঁর বহুবিধ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার এই গবেষণা কর্মে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন। এঁরা সকলেই আজ প্রয়াত—তাই তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

এতদবধি এই গবেষণাপত্রটি যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা যায়নি, তার কারণ হিসেবে কেবল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব অথবা অধ্যাপনায় যুক্ত থাকার আনুষঙ্গিককে দায়ী করা চলে না; প্রথম দিকে কিছু আর্থিক অসঙ্গতি ও পরের দিকে গ্রন্থ প্রকাশের চিন্তাটাই ছেড়ে দেওয়া এর অন্যতম কারণ। সেই লুপ্ত চিন্তাকে উদ্ধার করে সোৎসাহে এটিকে প্রকাশ করার পথ দেখানোর কৃতিত্ব ও শ্রম—আমার একান্ত প্রীতিভাজন সহকর্মী ড. সনৎকুমার মিত্রর। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

সর্বশেষে, যাঁর প্রেরণা, প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা-কর্ম, এমন কি শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই আমার ছিল না, তাঁর প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতার ঋণ-স্বীকারই যথেষ্ট নয়, এই গবেষণা গ্রন্থ রচনার সমস্ত শ্রম, অধ্যবসায় ও আনন্দ আমি তাঁরই উদ্দেশে অর্পণ করলাম।

মিনতি মিত্র

সূচীপত্র

¤

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স আজ প্রায় সহস্রাধিক বছর হতে চলল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে যদি বাংলা সাহিত্যের শুরু ধরা যায়, তাহলে চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, কড়চা, পাঁচালী, অনুবাদ সাহিত্য, গাথাকাব্য, জীবনী-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন রচনাবলীর ধারা বেয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের যে রূপ দাঁড়িয়েছে, আদিযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য আমূল। আদিযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পথপরিক্রমায়, ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমানতার ধর্মানুযায়ী, এই ভাষা ও সাহিত্যও রূপান্তর লাভ করেছে — এ কথাও যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য একথাও যে, যুগে যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও পণ্ডিত গোষ্ঠীর ভাষা সংস্কার ও সাহিত্য-চেতনাও এই রূপান্তরের পশ্চাতে বিদ্যমান। সাধারণতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে ধর্ম-ভাবনাকে আশ্রয় করে এই সাহিত্য নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক থেকে শুরু করে পাঁচালীকারেরা, বৈষ্ণব পদকর্তারা, শাক্ত সাধকেরা— এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশী মিশনারীরাও এই ভাষাকে তাঁদের ধর্মপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে, জন্মকাল থেকেই এই ভাষা, ধর্মানুশীলনের বাহন হিসেবে সাহিত্যিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থের সময়সীমা— সতেরশ' থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল। এই সময়কালে, বিশেষত উনিশ শতকে উপনীত হবার পর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে দিক্‌নির্ণয়কারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়, তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক রচনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত। উনিশ শতকের দেশব্যাপী ভাবসংঘাতের যুগসন্ধিতে অংশতঃ খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য-পদ্য নানাভাবে অনুশীলিত হয়ে চলেছিল। বাংলায় রচিত খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক রচনাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রয়াসও তাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

এদেশে বসবাসের গোড়ার দিক থেকেই খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকেরা বাংলা ভাষায় তাঁদের ধর্মপুস্তক অনুবাদে ব্রতী হন। অজস্র গদ্য রচনা ছাড়া অনতিস্ফুট কিছু নাট্যধর্মী রচনা এবং কিছু খ্রীষ্ট গীতিও তাঁরা রচনা করে গেছেন। যেমন, ধরা যাক্ এঁদের প্রার্থনা বিষয়ক রচনাগুলির কথা। এগুলি 'প্রার্থনা সঙ্গীত' নামে পরিচিত কিন্তু প্রার্থনা সঙ্গীত বলে তা যে কেবল গীতিমূলক, তা নয়। গদ্যে রচিত প্রার্থনাও সুপরিচিত। গীত ও গদ্যে আশ্রিত এইসব রচনা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোনও বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। আবার Catechism বা কড়চা শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর জাতীয় রচনার কয়েকখানি মাত্রই আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসকারগণ এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকায় বাংলা গদ্য-পদ্যের যে বিশেষ একটি ভঙ্গির অনুশীলন চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে, তা বেশ লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলি মোটামুটিভাবে

'খ্রীষ্টীয় ট্র্যাক্ট্' হিসেবে পরিচিত।

'ট্র্যাক্ট্' কথার অর্থ ক্ষুদ্রায়তন গদ্যরচনা। ইংরেজিতে বলা হয় short essay। খ্রীষ্টান ধর্মে, খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের রচনায় 'ট্র্যাক্ট' একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। সেখানে 'ট্র্যাক্ট' কথার অর্থ শুধুমাত্র ক্ষুদ্রায়তন গদ্যরচনা নয়। এই সমস্ত লেখকদের রচনায় বরং এর অর্থ সংক্ষিপ্ত না হয়ে বিস্তৃতই বলা যায়। খ্রীষ্টীয় 'ট্র্যাক্ট' বলতে নির্দিষ্টভাবে ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক ক্ষুদ্র প্রবন্ধকেই বোঝায়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় লেখকদের রচনায় সর্বদাই 'ট্র্যাক্ট্' কথাটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ট্র্যাক্টের উপজীব্য হল একাধারে নৈতিক শিক্ষা ও আত্মোন্নতিমূলক শিক্ষা আবার যীশু সম্বন্ধীয় যে কোন রচনাই যেমন—গল্প, গান, প্রার্থনা, নাটক, প্রবন্ধও 'ট্র্যাক্টে'র অন্তর্ভুক্ত। সেখানে ক্ষুদ্র রচনাও আছে আবার দীর্ঘ প্রবন্ধ, নাটকেরও সন্ধান মেলে। মোটের ওপর খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের শ্রী ও মহিমা প্রদর্শনই 'ট্র্যাক্ট্' রচনার অন্যতম বিষয়। এই বিষয়কে বিশেষিত করার জন্যেই যীশুর মাহাত্ম্য বর্ণন যেমন এখানে স্থান পেয়েছে, তেমনই যীশুর ভক্তমণ্ডলী এবং তাদের মাহাত্ম্যকীর্তনও 'ট্র্যাক্টে'র বিষয়ীভূত হয়েছে। খ্রীষ্ট - প্রাসঙ্গিক কবিতা, স্তব, প্রশ্নোত্তরময় রচনা — ইত্যাদিব মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আদর্শের প্রচার-বাসনাই খ্রীষ্টান লেখকদের উৎসাহিত করেছিল।

ষোড়শ শতকে বাঙালী বৈষ্ণব সাধকদের কড়চা শ্রেণীর কয়েকটি রচনায় এবং উত্তরকালে তাঁদেরই অনুশীলনের আদর্শ অনুযায়ী লেখা পর্তুগীজ পাদরিদের প্রশ্নোত্তরের কিছু কিছু ট্র্যাক্টে বাংলা গদ্যের আদিরূপ বিদ্যমান। সাহিত্যে ব্যাপকভাবে গদ্য-বাহনের অনুশীলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘটনা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কালের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংস্কারক মণ্ডলীর প্রয়াসে ও যত্নে বাংলা গদ্যচর্চার বিপুল প্রসার ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ একটি গোষ্ঠী, বাঙালী মুন্সী আর ছিল বিদেশী ইংরেজ, পর্তুগীজ, দিনেমার মিশনারী সম্প্রদায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যকে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু পথ বন্ধুর। তাই একদিকে পথিকের ও অপরদিকে পথিকৃতের দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল এঁদের। অভিধান, ব্যাকরণের সাঁকো তৈরি করে, দুর্গম পথকে মসৃণ করবার সাধনায় এগিয়ে এসেছিলেন এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী-লেখক গোষ্ঠী।

ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' [তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬] গ্রন্থের আদিতে এই আবির্ভাবের ইতিহাসকে কালানুযায়ী যথাক্রমে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

সূচনাস্তর	:	ষোড়শ ও তার পূর্ববর্তী কাল থেকে আনুমানিক ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।
উন্মেষ স্তর	:	১৮০০ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।
অভ্যুদয় স্তর	:	১৮৪৭ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।
আধুনিক স্তর	:	১৮৬৫ থেকে আধুনিক কাল অবধি।

এর আগে বাংলা সাহিত্য বলতে ছিল বাঙালীর মুখের কথা, কিছু চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণব কড়চা ; আর এরই অনতিপরবর্তী কালে বিদেশী খ্রীষ্টান লিখিত ধর্মগ্রন্থ। সাম্প্রতিক বর্তমান কাল পর্যন্ত খ্রীষ্ট প্রসঙ্গের লেখক-লেখিকার ধর্মানুসৃত বাংলা-চর্চার বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তক-পুস্তিকা ও সমশ্রেণীর অন্যান্য

বিষয়-বৈচিত্র্য, রূপরীতি ইত্যাদির পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে ভাষাশিক্ষার জন্য খ্রীষ্ট বিষয়ক রচনাকারদের যে পরিশ্রম করতে হয়, তা' অবর্ণনীয়। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ব-প্রচলিত, পুরাতন ধারার বিভিন্ন বাহন বা রূপরীতির প্রতি তাঁরা যথার্থই অনুগত ছিলেন। কড়চা, পদাবলী, জীবনীগ্রন্থ ইত্যাদির ধারাগুলি তাঁরা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের এই আদিযুগের রচনা-প্রয়াসের অন্যতম নিদর্শন হ'ল দোম আন্তোনিও প্রণীত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। আন্তোনিও ছিলেন পূর্ববঙ্গের ভূষণার রাজপুত্র। বিদেশী খ্রীষ্টান লেখক সম্পর্কে তাঁর নামোল্লেখ করা হলেও তিনি কিন্তু বিদেশী ছিলেন না। তবে, রচনার সমগোত্রীয়তার জন্যেই তাঁর নাম এখানে উল্লেখ্য। এই একই সময়ের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান লেখক— মানো- এল-দা-আসসুম্পসাঁও ছিলেন পর্তুগীজ। এঁদের উভয়ের রচনাতেই গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর রীতি অনুসৃত হয়েছিল। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে এঁদের এই অনুরাগ ও পূর্ববর্তী আরও কয়েকটি অনুরূপ প্রয়াসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবিশেখর জ্যোতিরিশ্বরাচার্যের মৈথিল গদ্যভাষায় কথকতার ঢঙে রচিত কড়চা গ্রন্থ 'বর্ণরত্নাকর'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় কিছু গুজরাটি গদ্যের নিদর্শনও পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার বৈষ্ণব সাধকেরা গদ্যে অথবা গদ্য-পদ্যের মিশ্রিত বাহনে সাধন-ঘটিত প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা কড়চা রচনা করতে থাকেন। নরোত্তম দাসের 'দেহ কড়চা'র ভাষাও কতকটা এই জাতীয় — 'ছাঁটা ছাঁটা গদ্য এবং শেষাংশ পয়ার'। খ্রীষ্ট-বিষয়ক লেখকগণও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের আকারে তাঁদের প্রশ্নোত্তরমালা শ্রেণীর রচনাগুলি লিখেছিলেন।

ষোড়শ শতকের আগে, বাংলা সাহিত্যে জীবনী জাতীয় রচনা পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতক ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনুশীলিত বাংলা গদ্যে এই প্রয়াস দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, অষ্টাদশ শতকের সীমা অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্ট প্রসঙ্গের লেখকরাও অনুরূপভাবে খ্রীষ্টের জীবনী বিষয়ক কিছু কিছু রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং', তৎপরবর্তী কালে 'নিস্তাররত্নাকর' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' একটি জীবনীকাব্য। সুপরিচিত 'নিস্তার রত্নাকর' গ্রন্থখানির নাম নরোত্তম দাসের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ 'ভক্তি রত্নাকর' নামটির অনুরূপ। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১৮২৫-এ খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর জাতীয় রচনা 'দীপক' প্রকাশিত হয়। 'দীপক' ও সমশ্রেণীর বহু রচনার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে নবীন ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ঘটানো।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, ড. সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ নানা বাংলা সাহিত্যের আলোচক— খ্রীষ্টীয় বাংলা চর্চা'র কালটিকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন— **প্রথমত : ষোড়শ-সপ্তদশ শতক। দ্বিতীয়ত : অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক।** এই দুটি পর্বের মধ্যে পরের পর্বটিই নিঃসন্দেহে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্বে ব্যাকরণ, অভিধান, ভাষারীতি ইত্যাদি নানা বিভাগে গঠন ও নির্মিতির কাজ চলেছে। অবশ্য এর পূর্বেও পর্তুগীজ ও ইংরেজ পাদরিদের বিভিন্ন

রচনা প্রয়াসের নজির রয়েছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন পর্তুগীজ ভাষায় এক কোঙ্কনী ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন ['বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' : প্রথম খণ্ড, অপরার্ধে]। এই পুস্তকের লেখক জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরেজ পাদরি টমাস স্টীভেন্স। এটির রচনাকাল ১৫৪৯ থেকে ১৬১৯ এর মধ্যে। বাংলায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন অষ্টাদশ শতকের পর্তুগীজ পাদরি মানো এল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও। খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণ এবং ঐ ধর্মের প্রচার এঁদের মৌল উদ্দেশ্য হলেও ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠাজাত ভালবাসাই এই সকল কাজের প্রধান উৎস। মানো-এল তাঁর বাংলা ব্যাকরণের মুখবন্ধে জানিয়েছিলেন যে, যে প্রচারক তার প্রচার ক্ষেত্রের ভাষা জানে না, সে প্রচারক হবার উপযুক্ত নয়।

এযাবৎকাল বাংলায় পয়ারে ও ত্রিপদীতে সাহিত্য রচনার স্রোত বয়ে এসেছে। গদ্য এসেছে অনেক পরে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। তবে, জাতির প্রাত্যহিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গদ্যের প্রচলন জন্মগত সংস্কারের সঙ্গেই তুলনীয়। তা' যেন সহজাত ও অনায়াস প্রসূত। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে নানা প্রকার সংস্পর্শ ও বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত জাতি বিশেষের অভ্যাসে ও আদর্শে যেমন পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি আবার তার ভাষা সাহিত্যের স্রোতপ্রবাহে কিছু কিছু স্থায়ী তরঙ্গও রেখে যায়। গদ্য-পদ্য-উভয় ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর দেখা যায়। বাংলাদেশের চিরাভ্যস্ত গৃহ পরিসীমার মধ্যে বাস্তব প্রয়োজনের প্রেরণায় সর্বার্থসাধক যে কথোপকথনের গদ্য নিয়ে এবং তারই সঙ্গে বাংলার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক গদ্যের যে প্রকৃতিভেদ সম্বলিত ভাষা নিয়ে বাঙালীর দিন কেটেছে, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে মোগল-পাঠান প্রমুখ কত আগন্তুকের ভাষা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় মুসলিম শাসনের ফলে আরবী-ফারসীর প্রচলন খুবই ব্যাপক হয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস লিখতে বসে মার্শম্যান সাহেব বলে গেছেন যে, বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত বৈদেশিক উপনিবেশগুলিতে সেকালের পর্তুগীজ ভাষাই ছিল ইউরোপীয়দের সঙ্গে আদান-প্রদানের সর্বজনীন ভাষা।[১] খ্রীষ্টীয় বাংলা রচনায় তাই পর্তুগীজ, ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। এই সমস্ত ভাষা-সম্প্রদায়ের রচনাকারেরা বাংলা গদ্যের পরিণতি সৃষ্টিতে যে নিদারুণ সাহায্য করেছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[২] ১৭০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং তারও আগে রচিত খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক যে বাংলা রচনাগুলি এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, সেগুলির সংখ্যা বা পরিমাণ পরবর্তী শতকের অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে রচিত সমশ্রেণীর রচনাগুলির তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই বেশি নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধেই বাংলায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে। ড. সুশীলকুমার দে তাঁর উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ইংরেজি আলোচনার সূচনাতেই বলেছেন যে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ একটি শতকের ব্যাপ্তিকাল অবলম্বন করে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় সাধিত হয়েছিল। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাও সেই শতবর্ষ সীমার অন্তর্ভুক্ত ঘটনা; সেই কারণেই তাঁর মতে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত ধরতে হলে সেই ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-র পরিসীমাই সঙ্গত ভাবে স্মরণীয়।[৩] উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক দে তাঁর পূর্বোক্ত বাংলা গ্রন্থে আলোচনার সূচনাকাল ধরেছেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর নির্ধারিত এই কাল-চিহ্নের আরও

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে যথার্থ আধুনিক সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৪]

উপরিউক্ত সামগ্রিক পরিবেশ, ভাষা-সাহিত্যের পরিস্থিতি এবং বৃত্তান্ত বিবেচনা করে এই খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশত বছরের পর্বটিকে বাংলা গদ্যের শিক্ষানবিশী পর্ব বলা যেতে পারে। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ও কাহিনী বর্ণনার প্রাথমিক আগ্রহ এই পর্বেই বিশেষ এক শ্রেণীর লেখকদের রচনায় দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও ড. বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক' [১৩৬৭] গ্রন্থে লেখা হয়েছে :

"বাঙালী চিরকাল কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, বাক্‌বিতণ্ডা এমনকি কলহ মারামারিতে গদ্য ব্যবহার করে আসছে,— কেউ সে সব পত্রপুটে ধরে রাখেনি, কোন দেশেই কেউ বড় ধরে রাখেনা। কিন্তু এখানেই হচ্ছে বাংলা গদ্যের আসল ভিত্তি — বাঙালীর মুখের কথা। ঐ সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে বাংলা গদ্যের কিছু কিছু লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, বৈষ্ণব কড়চায় আর পরবর্তী কালে বিদেশী খ্রীষ্টানগণ লিখিত ধর্মগ্রন্থে।"[৫]

আবার অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন :

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত আরও কয়েকখানি গদ্য নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই শতাব্দীতে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষ করিয়া ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা বাংলা গদ্যের কিছু কিছু অনুশীলন হইতে থাকে একথা স্বীকার করিতে হয়। পুথির সন্ধান না রাখিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, শ্রীরামপুরের পাদরি এবং ফোর্টউইলিয়াম কলেজের শিক্ষকেরাই বাংলার সাহিত্যিক গদ্যের প্রবর্তনকারী।"[৬]

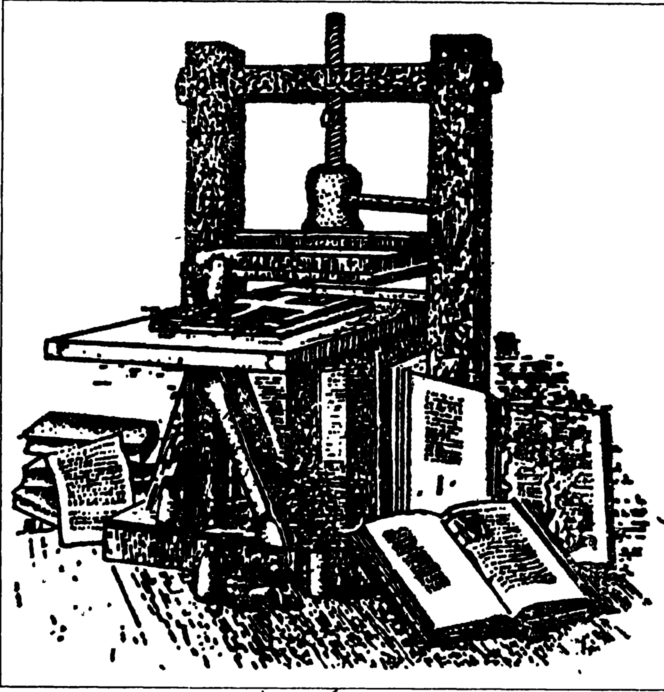
খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ও ট্র্যাক্ট্‌ জাতীয় রচনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাকারেরা অনুবাদের কাজেও হাত দিয়েছিলেন এবং সে কাজ বাইবেল থেকেই শুরু হয়েছিল। এই বাংলা বাইবেলের অনুবাদে অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্নে খ্রীষ্টীয় অনুবাদক দল যে কত অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন, তার বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রিত 'Contributions Towards a History of Biblical Translation in India' গ্রন্থে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Life and Times of Carey, Marshman and Ward', Canton-এর 'History of the British and Foreign Bible Society', Historical Catalogue of Printed Bibles' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। জে. এস. হুপার প্রণীত Bible Translation in India, Pakistan and Ceylon' [W. J. Culshow কর্তৃক পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৩] এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থেও বাইবেলের বঙ্গানুবাদের সংশিষ্ট লেখক ও প্রতিষ্ঠানগুলির অপরিসীম শ্রম ও নিষ্ঠার বিবরণ রয়েছে। তবে শুধুমাত্র বাইবেলের অনুবাদই বা কেন, আরও বিচিত্র সৃষ্টিমূলক রচনায় এই লেখকগণ তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, খ্রীষ্ট বিষয়ক গান, কড়চাজাতীয় পুস্তক রচনার প্রধানতম ও শেষতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার। মানব-জীবন-সংসারের সকল অবস্থায় খ্রীষ্টধর্মের আশ্রয়ই যে সর্বাধিক কাম্য, তাতেই যে যথার্থ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এই মূল বিষয়টি এদেশীয় জনমানসের অন্তরে গেঁথে দেওয়া ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। ইউরোপাগত যে কোন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের

সঙ্গে ইংরেজ জাতির ছিল এখানেই মূল পার্থক্য। ইংরেজ বা এই মিশনারী সম্প্রদায় শুধু যে ভারতের চিত্ত জয়ই করতে চেয়েছিল তাই নয় — কিভাবে তাদের চিত্ত জয় করা যায়, তাও উদ্ভাবন করেছিল। এই উদ্ভাবিত পন্থাই হল ধর্মবিজয়; অর্থাৎ হিন্দু ধর্মকে নস্যাৎ করে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। কেবল প্রবন্ধে, নিবন্ধে, গানে, প্রশ্নোত্তরমূলক রচনায় নয়, গল্প-উপন্যাসের বাহনেও এই প্রচার চলেছে। হারাণচন্দ্র রাহা, বিপ্রচরণ চক্রবর্তী, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, প্রভাবতী সরকার, কামিনী শীল প্রভৃতি দেশীয় লেখক-লেখিকাও এই একই উদ্দেশ্য-সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' এই জাতীয় প্রচারধর্মী উপন্যাস। এই জাতীয় খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

সকল শ্রেণীর খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্যের ভাষা, লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে এই সকল রচনায় কোন গভীর বা উচ্চস্তরের তথ্য বা সঙ্কেত নেই। পদ্য রচনাগুলি অধিকাংশই পঙ্গু। গদ্য রচনাগুলিও গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তর মাত্র। এগুলিকে গদ্য-নির্মিতির পথ প্রশস্তিকরণের প্রয়াস হিসেবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। কেবলমাত্র এই কারণেই রচনার অজস্রতা লক্ষণীয়। অজস্র এই রচনার স্রোতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি পুস্তিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন কলকাতার 'ক্রিশ্চান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত একটি আলোচনার নাম 'রাখহরি ও সাধু' এই দুইজনের কথোপকথন ভঙ্গিতে রচিত এবং একাধিক খণ্ডে প্রবাহিত যথাক্রমে— 'মহাপ্রায়শ্চিত্ত', 'মহাপ্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা' ও 'মহাপ্রায়শ্চিত্তের উত্তমতার বিষয়' পুস্তিকাগুলি স্মরণীয়। এই পর্যায়ের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয়, 'কোন্ শাস্ত্র মাননীয়' নামে আর এক পুস্তিকা। এখানেও রামচন্দ্র নামে একজন হিন্দুর সঙ্গে মার্ক নামক এক খ্রীষ্টীয়ানের শাস্ত্র বিষয়ক কথোপকথন । 'ধর্মব্যবস্থা' অর্থাৎ ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে প্রতিপালন করিতে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার বিবরণ।' এই পুস্তকে মুখ্য খ্রীষ্টীয় অনুশাসনগুলির সটীক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। একদিকে এই পুস্তিকাগুলির প্রাচুর্য, অন্যদিকে বিষয়ের বৈচিত্র্য কিন্তু সর্বোপরি একমুখী লক্ষ্য অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট সাম্স্' পুস্তিকা [দাউদের গীত] প্রকাশিত হয় Bengali Translation of the Book of Psalms and the Book of the Prophet Isaiah' নামে। ১৮৪০-এ কলকাতা বিশপ্স্ কলেজ প্রেস থেকে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারী প্রেস থেকে ধর্মমাহাত্ম্য চিহ্নিত খ্রীষ্টীয় নামগুলির এক তালিকা, ইংরেজি-বাংলা পাশাপাশি দুই ভাষায় একই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই তালিকার নাম লিস্ট অব প্রপার-নেম্স্ [List of Proper names]। ১৮৮৩- তে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত 'Stories from the Old Testament প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ তে মুদ্রিত হয় সটীক ভাববাদী গ্রন্থ [১ম সংস্করণ] 'য়িশায়াই, যিরামিয়াহ ও বিলাপ পুস্তক, যার ইংরেজী নাম ছিল — Isaiah, Jeremiah, Lamentations, annoted in Bengali'.

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই শ্রীরামপুর ও কলকাতার মিশনারী পাদরিদের প্রয়াসে বাংলা



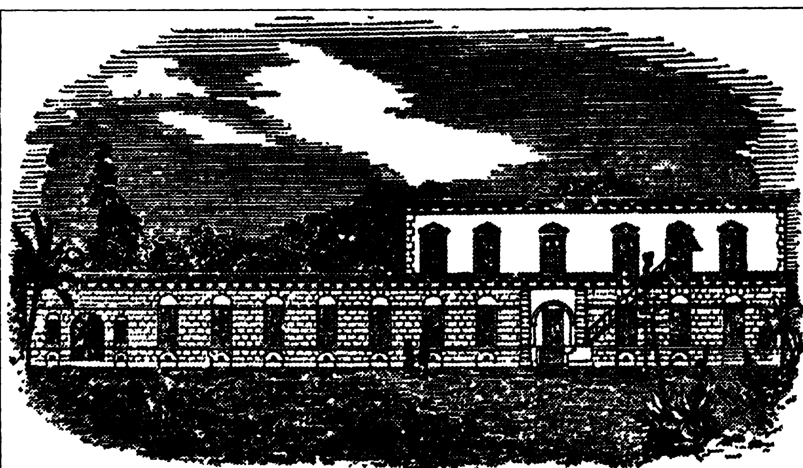
গুটেনবার্গের মুদ্রণ যন্ত্র



জোশুয়া মার্শম্যান



জন ক্লার্ক মার্শম্যান



কলকাতার ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস ভবন

ছাপা বইয়ের প্রাচুর্য দেখা দিতে থাকে। ছাত্রপাঠ্য ও জনসাধারণের পাঠ্য নানা বিষয়ের নানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় তাঁরা আনুকূল্য করেন অথবা নিজেরাই যোগ দেন। অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ধর্মপ্রচারমূলক খ্রীষ্টীয় বাংলা রচনার যে প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব চলেছিল, সেই আদিপর্বের প্রতিনিধিত্ব করছে দুখানি গ্রন্থ; তা' হ'ল— 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অবধি এইরকম কয়েকটি মাত্র রচনা ছাড়া বিদেশীয় প্রয়াসে রচিত বা সঙ্কলিত ব্যাকরণ, অভিধান, শব্দকোষ বা ভাষাশিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। বাংলা ইংরেজী শব্দকোষ প্রণয়নে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লস্ উইলকিন্স্-এর প্রয়াসের উল্লেখ আছে হ্যালহেড প্রণীত 'A Code of Gentoo Laws' [১৭৭৬]- এর ভূমিকায় এবং রটন সাহেবের বাংলা -ইংরেজী অভিধানের [লণ্ডন, ১৮৩৩] ভূমিকায়। জন মিলারের অনুরূপ আগ্রহের কথাও এই সূত্রে স্মরণীয়।[৭] স্বর্গত সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে [পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৯] মিলারের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় [১৩৫৩] অধ্যাপক সুশীলকুমার দে লিখেছিলেন, "মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে আনিয়াছেন।"

সজনীকান্তের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মিলারের এই গ্রন্থখানি মোটামুটি কাজ চালাবাব মত শব্দার্থগ্রন্থ বা 'ওয়ার্ডবুক' মাত্র, বিস্তৃত অভিধান নয়। এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং সেখান থেকে কয়েক পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ করে আনা হয়েছে। মিলারের এই গ্রন্থের নাম : 'The Tutor or New English and Bengali work, well adapted to teach the Natives English in three parts.' 'সিক্ষাগুরু কিংবা এক নৈতন ইংরাজি আর বাংলা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি শিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে' — Compiled Translated and printed by John Miller in 1797, সজনীকান্ত দেখিয়েছিলেন যে এই বইটি শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয় বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি নিজেই আবার পরে বলেছেন, "শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।" পূর্বের উল্লেখটি তাঁর অনুমান মাত্র। যাইহোক বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬ + ১৬৪। গ্রন্থের ভাষা বড়ই অদ্ভুত ধরণের। সজনীকান্তের গ্রন্থ থেকে এর ভূমিকাটি পড়লে সে কথা বোঝা যায় :

"বাঙ্গালি দিগেরকে আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সাহিত। জে কোন কেতাব বা অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে শিখাইতে তোমাদিগেরকে ইংরাজি কথা সহজে আর অনায়াসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সংগ্রহ করিয়া তর্জমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ কর্‌ব্যে জে এ তোমাদিগের সাহষের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিলো সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষণে দেখিলাম জে অতি অল্পলোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা কবিয়া তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।"

অনুবাদের ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গি বাংলার এই নিদর্শনই একমাত্র নিদর্শন নয়। উইলিয়ম কেরী, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রভৃতির গদ্যরীতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাঞ্জলতা অক্ষুণ্ন রেখেছে। সজনীকান্ত বলেছেন যে, জন ক্লার্ক মার্শম্যান সব্যসাচী, ইংরাজি বাংলায় ডাইনে-বাঁয়ে লিখিতে

পারিতেন।[৮] ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

'বাংলাভাষায় প্রথম বিজ্ঞান রচনার কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি তাহা যে ভাবেই করিয়া থাকুন। দুরূহ স্মৃতি শাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন মৃত্যুঞ্জয়, কাশীনাথ, রামমোহন ছাড়া দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না।'[৯]

একযোগে মিশনারীদের বাংলা চর্চা ও তাঁদের মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে মিলারের পূর্বোদ্ধৃত বাংলা গদ্যের নমুনা মনে রেখে, এরই অদূরবর্তী শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন [১০ ই জানুয়ারী, ১৮৮০] ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কেরী প্রভৃতির নেতৃত্বের যে সূত্রপাত হয়েছিল তারও উল্লেখ প্রয়োজন। একই সময়ে মিলারের অদ্ভুত ফিরিঙ্গি বাংলার সঙ্গে সুদূর পূর্ব যুগের খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনা রীতিরও তুলনা চলতে পারে।

যাই হোক্, বাংলায় রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজ পাদরিদের প্রবর্তিত খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি চলেছিল বলে অধ্যাপক সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। তারপর প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানী বাংলা রচনার চর্চা শুরু হয়। তাঁরা এদেশে এসে পূর্ববঙ্গের বাক্‌রীতির সান্নিধ্যে বাস করেছেন। তাই তাঁদের রচনায় পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষার আঞ্চলিক কথ্যরূপের চিহ্ন রয়ে গেছে। আবার সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে ভূষণার এক জমিদার পুত্র মগ দস্যুদের হাতে বন্দী হন এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেবার পর তাঁরই নাম হয় দোম আন্তোনিও। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনা করে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্যে যে প্রশ্নোত্তরধর্মী গ্রন্থখানি তিনি রচনা করেন তারই নাম 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। রোমান হরফে লেখা এই বইখানির একমাত্র পাণ্ডুলিপি পর্তুগালের এভোরা শহরে রক্ষিত ছিল। পরে সম্ভবতঃ এই প্রাচীনতম পুথি থেকে আর একখানি পাণ্ডুলিপি পুনর্লিখিত হয়েছিল।

অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন :

'পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ছাপ থাকিলেও দোম্-আন্তোনিওর নিবন্ধের ভাষা সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা। আরবী ফারসী শব্দ অত্যন্ত কম'। [১০]

পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এই রচনাটি কিন্তু বর্তমান আলোচনায় গৃহীত কালসীমার পূর্ববর্তী। ১৭০০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বাংলা খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয় নিদর্শনগুলির অন্যতম তাঁদের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ রচনাটিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহরে মুদ্রিত দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।[১১] আমাদের উপস্থিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও এর সম্বন্ধে যা কিছু মন্তব্য যথাস্থানে স্মরণ করা যাবে। পূর্ববঙ্গে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে বাসকালে পাদরি মানো-এল-দা-আসসুম্পসাঁও এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"রচনায় স্থানীয় উপভাষার ছাপ যথেষ্টই আছে। রচনারীতির প্রথম দোষ হইতেছে মধ্যে মধ্যে পর্তুগীজ রীতির অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ এবং ক্বচিৎ তদনুযায়ী অনুবাদ। অবশ্য তাহাতে ভাষার বিশুদ্ধি খুব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সম্ভবতঃ রচনায় দেশী লোকের বেশ হাত ছিল। আসসুম্পসাঁমর বইও যে প্রথমে বাংলা অক্ষরে লেখা হইয়া পরে রোমান হরফে অনুলিখিত

হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। আসসুম্পসামের লেখা দোম আন্তোনিওর লেখার মত পুরাপুরি সাধুভাষার ছাঁদে নয়। উহা প্রধানতঃ পর্তুগীজ হইতে অনুবাদ বলিয়া এবং পর্তুগীজ পাদরির রচনা বলিয়া বাক্যস্থিত পদ সমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের বিপর্যয় অনেক সময় ভাষাকে দুর্বোধ্য করিয়াছে।"

মানো-এলের একটি ব্যাকরণ বইও ছিল। কৃপার শাস্ত্রই হোক্ আর ব্যাকরণই হোক, তাঁর সকল চিন্তার মূলেই ছিল ধর্মপ্রেরণা বা ধর্মবিজয়ের এষণা। উনবিংশ শতকের লেখকদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা আবশ্যক। এইসব রচনার প্রকৃতি বিচার করতে গেলে এঁদের বিষয়-বস্তুর বিচিত্রতা, অনুবাদকের অনুবাদ পটুতা, রচনাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচনার সম্ভাবনা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এই কালবিস্তারের সকল রচনার পূর্ণাঙ্গ তালিকাও দুর্লভ। কতকগুলি সুপরিচিত পুস্তক-পুস্তিকার আলোচনা পূর্ববর্তী আলোচকরা অল্পবিস্তর বিশদ ভাবেই করেছেন। সে সকল ক্ষেত্রে পুনরালোচনা পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রধানতঃ ট্র্যাক্ট ও বাইবেল অনুবাদের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের লক্ষ্য নিয়েই এখানে বিশেষভাবে ১৭০০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাধারা পর্যালোচনার দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

আলোচ্য কালবিস্তারের মধ্যে এই জাতীয় অসংখ্য গ্রন্থাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লঙ্ সাহেবের [১৮৫৫] এবং মার্ডক সাহেবের [১৮৭০] প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তালিকা দুটি স্মরণীয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ তিনমাস থেকে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর লিটারারী সাপ্লিমেন্ট - এ, সেই বছর থেকে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হয়। অবশ্য এই তালিকাগুলির সব গ্রন্থ এখন দেখতে পাওয়া যায় না। আগে আলোচিত হয়নি এমন শতাধিক ট্র্যাক্ট্ এবং প্রসঙ্গ ক্রমে রচনাকার, প্রতিষ্ঠান — ইত্যাদির বিবরণ উপস্থিত আলোচনার প্রধান কথা। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রায় পদচিহ্নহীন এই প্রদেশটিতে খ্রীষ্টীয় উপকরণের বিচিত্র সম্ভারের একটি শ্রেণী নির্ণয়ের প্রয়াস এই সূত্রে রূপলাভ করবে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কখনই এবং কোনদিনই এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেনা। একদিকে বিদেশী যাজক ও অপরদিকে সিভিলিয়ান কর্মচারীদের আনুকূল্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যাকরণ, অভিধান, প্রার্থনাগীত, প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থ ইত্যাদির বিচিত্র প্রয়াসই দেখা যায় বটে, তবে নির্ধারিত কালসীমার বইগুলির সবকটিই উপস্থিত আলোচনার বিষয় নয়। প্রধানতঃ সেইসকল রচনা এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলি বাংলায় রচিত, যেগুলির মূলে ছিল ধর্মপ্রচারের প্রত্যক্ষ বা তির্যক উদ্যম এবং যে গুলিতে খ্রীষ্টজীবন ও খ্রীষ্টধর্মের মহিমা, খ্রীষ্টীয় সমাজের কথা বা অনুরূপ বিষয় স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষার কোন কোন ব্যাকরণ, শব্দকোষ, অভিধান ইত্যাদি এই সূত্রেই এ আলোচনায় গৃহীত হয়েছে। কাজে কাজেই, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের অনূদিত আইন গ্রন্থ 'এ কোড অফ্ জেন্টু লজ'- এই আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। কিন্তু প্রায় সমকালে প্রকাশিত গ্ল্যাডউইনের, 'A Compendions vocabulary, English and Persian compiled for East India Company' — [মালদহ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত] বইখানি স্মরনীয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়ম জোন্স-এর আইন গ্রন্থ 'Institute of Hindu Law' অথবা পরবর্তী শতকের সমশ্রেণীর রচনাগুলিও ঐ আলোচনার বিষয় নয়— যদিও সাহিত্যিক কীর্তি

বা সামাজিক প্রভাব হিসেবে এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, তাঁরই আগ্রহে হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও শ্রম ভুলে থাকা সম্ভব হয়। বর্তমান আলোচনার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভূমিকায় এই সকল বিষয়গুলি আভাসিত হল মাত্র।

বর্তমান আলোচনায় এরপর তিনটি মাত্র অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। ভূমিকাটি এর প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতকে এদেশে যে সকল খ্রীষ্টীয় প্রচারক দল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যমের ফলে খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাদির অনুশীলন চলেছে — তাদের কাজ কর্মের পরিধি পরিক্রমা করে একটি সুস্পষ্ট ধারা চিহ্নিত করাই এ আলোচনার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য দল বা প্রতিষ্ঠানের কথাসূত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর, কোথাও কোথাও গভীর মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন ও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত 'করেসপণ্ডিং কমিটি' ও ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সূচিত কলকাতার 'বাইবেল সোসাইটী',— ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটী',— ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লসন প্রভৃতি নবাগত মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতার মিশন ও প্রেস,—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'কলকাতা জুভেনাইল সোসাইটী', ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চান ট্র্যাক্ট্ এণ্ড বুক সোসাইটী', ১৮২৪-এ 'লালবাজার ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটী', '১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটিই যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে একনিষ্ঠ ছিল তা কিন্তু নয়। তবে আলোচনার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার যোগসূত্রে এইসকল প্রতিষ্ঠানের কথা উঠেছে। কলকাতার 'অক্সফোর্ড মিশন হাউস', 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী' ইত্যাদি আরও কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নাম এ আলোচনায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সকল কথা আনুষাঙ্গিক বৃত্তান্ত মাত্র। বর্তমান গ্রন্থের আসল বিষয়টি অর্থাৎ খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাধারা তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই শাখার উল্লেখযোগ্য বিষয়বৈচিত্র্য ও রীতিগত বিভিন্নতা অনুভব করা যাবে। সাধুরীতি - চলিতরীতি, উর্দু-আরবীর সঙ্গে বাংলার অদ্ভুত মিশ্রণের উদাহরণ, আবার গদ্য, পদ্য, গান, নাট্যভঙ্গির রচনা, উপন্যাস শ্রেণীর খ্রীষ্টীয় পত্রপত্রিকা ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়াসের পরিচয় এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়টি হল উপসংহার। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট অংশে বর্ণানুক্রমিক ভাবে খ্রীষ্টীয় পুস্তকগুলির একটি তালিকা সংযোজিত হল। প্রথমে লঙ সাহেবের ক্যাটালগ থেকে, পরে মার্ডক সাহেবের ক্যাটালগ থেকে বাংলা খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার তালিকা এবং পরিশেষে বেঙ্গল লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ থেকে অনুরূপ তালিকা অনুরূপ ভাবেই প্রদত্ত হয়েছে।

১ মার্শম্যান রচিত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২১-২২ দ্রঃ।

২. 'Bengali prose was not altogether a novel phenomenons in the field of our literature before the advent of English It must however be admitted that prose was not the general medium in those days The development of Bengali prose is certainly due to the English' - Bengali Prose Style from 1800 - 1857, by D C Sen, pp 8-9

৩ Broadly speaking, our literature, began no doubt, with the performance of the British rule and the spread of western ideas, but these events cover almost a century from 1757 - 1857 " – Nineteenth Century History of Literature in Bengali S K Dey, 1800

৪ "Taking two hundred to be roughly the date of commencement of the modern era of Bengali Literature, we find however that it is not until nearly half a century elapses, that we come across any literature strictly deserving the name "

৫ উক্ত গ্রন্থের পৃ· ৬ দ্রষ্টব্য।

৬ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' [১৩৫৬], পৃ ৮ দ্রষ্টব্য।

৭ রামকমল সেনের Dictionary in English and Bengalee বইখানির ভূমিকায় [পৃঃ ১৭-১৮] লেখা আছে : "In 1801 a Mr Miller compiled a work in English and Bengalee, cotaining in a thin folio volume about hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of grammar and some stories, not equal however to forty pages of the English Reader, lately published by the School Book Society He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 rupees the copy before the work issued from the Press

৮. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস [১৩৬৯] পৃ: ২৬২।

৯. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস [১৩৬৯] পৃ: ২৫১।

১০. 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' [১৩৫৬, পৃঃ ১১] দ্রষ্টব্য।

১১. ডঃ সুকুমার সেন লিখেছিলেন, — "যতদূর জানা গিয়াছে, ছাপার অক্ষরে বাঙ্গালা বই এইটিই প্রথম। এ ধরণের বই যে তাঁহারা আরও লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু পর্তুগীজদের এইসব রচনা সাধারণ লোকের গোচরে আসে নাই।" উক্ত আলোচনার পাদটীকায় বলা হয়েছে — "বইটির নাম সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার আবশ্যক। মূলে আছে— Crepar Xaxtrer Orth, bhed এবং সকলে কমা চিহ্নটি উপেক্ষা করিয়া মানে করেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবিচার'। আসলে হইবে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ও রহস্য।" — 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' — সুকুমার সেন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬২, পৃঃ - ৪।

¤

দ্বিতীয় অধ্যায়
খ্রীষ্টীয় প্রসঙ্গের রচনাধারা

বাংলায় খ্রীষ্টীয় প্রসঙ্গের প্রচার চলেছে বিভিন্ন পথে। বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ব্যক্তি ও মণ্ডলীর প্রয়াস এবং দেশীয় নানা ব্যক্তি ও সঙ্ঘের কর্মোদ্যোগ এইসূত্রে স্মরণীয়। বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে সাধারণভাবে, এই প্রয়াসের আদিপর্ব ও পরবর্তী পরিণতির পরিচয় দিয়ে ক্রমশ প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রচার প্রতিষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অথবা বাংলা ভাষা অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে সব বিদেশী বা দেশীয় খ্রীষ্টানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব স্বীকৃত, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম যে পাদরি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে তাদের মধ্যে জেসুইটরাই প্রধান।'[১] ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই এদের প্রকৃত প্রচার কার্য শুরু হয়। এই সময় নিকোলাস পিমেন্টা নামে একজন পাদরি জেসুইট সম্প্রদায়ের ভারতীয় পরিদর্শকরূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে চারজন পাদরি বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস্‌কো ফের্নাণ্ডেজ ও দোমিনিক সোসা অন্যতম। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ফের্নাণ্ডেজের সহকর্মী দোমিনিক দে সুজা বাংলা ভাষা শিখবার চেষ্টা করেছিলেন।[২] দোমিনিক সোসা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গোয়া থেকে যাত্রা করে হুগলীর পথে অক্টোবর মাসে যশোহর পৌঁছান। আবার ষোড়শ শতক থেকেই এদেশে পর্তুগীজদেরও আগমন ঘটে। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন সিলভেরিয়া নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশের লোকাচার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই এদেশে আগত প্রথম পর্তুগীজ বলে পরিচিত।[৩] ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পর্তুগীজ পাদরিরা বাংলা শিখে পর্তুগীজ থেকে বাংলা ভাষায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মসংক্রান্ত বই অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁদের এই অনুবাদ গ্রন্থগুলিকেই বাংলা ভাষায় খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের ভিত্তি স্বরূপ বলা যায়, যদিও বর্তমানে এগুলির কোন হদিশই পাওয়া যায় না। সোসা যশোহর থেকে ফের্নাণ্ডেজকে স্বয়ং সেখানে আসার জন্য পত্র লেখেন। এখানে এসে ফের্নাণ্ডেজের সঙ্গে যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় হয়। পাদরির ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি আপন রাজ্যে তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আজ্ঞাপত্র দান করেন। ইতিমধ্যে ফের্নাণ্ডেজ ফাদার ফন মেকাকে প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহের জন্য দ্রুত যশোহরে পাঠিয়ে দেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে একটি গীর্জা নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী পিমেন্টাকে ফন মেকা যে পত্র লেখেন তাতে দেখা যায়— "...... তিনি আমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করি শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন। .... আমরা রাজার কাছে সেটি [জায়গা] চাহিলাম কারণ যাহাদিগকে আমরা খ্রীষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস করাইলে তাহাদিগকে অতি সহজে সাহায্য করিতে ও ধর্মপথে রাখিতে পারিব।

তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া এ সম্বন্ধে একখানি ফার্মান শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন।"

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন সেকা যশোহরে আসেন। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে পূর্বোক্ত গীর্জার কাজ শেষ হয়। ফন সেকার পূর্বোক্ত পত্রেই লিখিত হয় যে, বঙ্গদেশে জেসুইটদিগের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত হয়।[৪]

ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের ঠিক একশত বৎসর পরে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর রীতিতে একখানি কড়চা জাতীয় পুস্তক পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদরি ফ্রানসিসকো ফেরনান্দেজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে পত্র[৫] লেখেন, তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ফেরনান্দেজ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোচিন থেকে শ্রীপুরে আসেন। সুতরাং মনে হয় বইটি রচিত ও অনুদিত হয়েছিল ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দোমিনিক সোসা নামে আর এক জেসুইট যাজক বাংলা ভাষায় আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬] ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী লেখক Marcos Antomo Santiucci S J. পর্তুগীজ উপনিবেশ নলুয়াকট থেকে এরকম একটি পত্র লেখেন।[৭] ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দিয়াগো বারবোসা মাসাদো [Barbosa Machado] একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁর সেই গ্রন্থের নাম Bibliothica Lucitana। পরে মাসাদো ও ইনোসেন্সিয়া ফ্রান্সিসকো দ্য সিলভা [Innocenica Francisco da Silva] নামে দু'জন পর্তুগীজবাসী সেকালে পর্তুগীজ ভাষায় যত গ্রন্থ লেখা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং উক্ত গ্রন্থকারদের একটি জীবনী কোষও সঙ্কলন করেন। অন্যান্য জেসুইট যাজকেরা ব্যাকরণ, শব্দকোষ, প্রার্থনামালা, স্বীকারোক্তি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি নানা ধরণের পুস্তক রচনা করেন।

প্রথমে রোমান ক্যাথলিক ও পরে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মিশনারীরাই এদেশে আসেন। ধর্মপ্রচারার্থী যাজক সম্প্রদায়ের বাইরে বিদেশীদের মধ্যে আরও কেউ কেউ দেশীয় ভাষায় ও সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের আগ্রহ সকল ক্ষেত্রে ঠিক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারমুখী ছিল না। তা সত্ত্বেও ১৭০০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের এই আলোচনায় তাঁদের মধ্যে কারও কারও নাম স্মরণীয়। বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্যের চর্চা, আলোচ্যকালে, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি রচনা এবং নানাভাবে ভাষা অনুশীলনের প্রবর্তনায় এঁদের প্রয়াসের সঙ্গে যে সকল বিদেশী, ঠিক ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে না হলেও, একই কাজে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরাও স্মরণীয়। যেমন মানো-এল-এর ব্যাকরণের কথা তুললে হ্যালহেডের ব্যাকরণের কথা স্মরণ করতে হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে পড়ে যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কাশিমবাজারের কুঠিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে জে. মার্শাল নামে একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন যিনি ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ করেন।[৮]

পরবর্তী প্রায় সত্তর আশি বছরের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর কোন কর্মচারী এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন কিনা তা অজ্ঞাত। গভর্নমেন্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে [No. 355 - consultation, July - 3] দেখা যায়, দেশীয় ভাষা জানতেন না বলে কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে [Mr. Bristow] ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে অপসারিত করা হয়।[৯] সুতরাং

বোঝা যাচ্ছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়েছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের যে পত্র দেন তাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় অধিকার অর্জনের দৃষ্টান্তগুলি যে কর্তৃপক্ষের কত সমাদরের বিষয় ছিল, তারই নজীর রয়েছে।[১০]

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা একটি বণিকসঙ্ঘ স্থাপন করে ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে। এই বণিক সঙ্ঘই দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে খ্যাত। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সে যাই হোক, এ সময়ে দেশীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে প্রকৃত শাসনক্ষমতা এই বণিক সঙ্ঘের হাতেই এসে পড়ে। তখন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, দেশের শাসনব্যবস্থা হাতে নিয়ে এই বণিক সঙ্ঘই ক্রমশ দেশের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়। ক্রমে এই সঙ্ঘের অর্থাৎ ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং পলাশীর যুদ্ধের আগেই এই প্রভাব একেবারেই অন্তর্হিত হয়। এদেশে নেটিভদের ব্যাপকভাবে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য ইতিমধ্যে আর কোন নতুন পাদরি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়নি। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্র্যাঙ্কোভার মিশনের ডেনিস পাদরি কিয়েরনাণ্ডারকে বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আনিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ কোন যোগ ছিলনা।[১১] তিনি মূলত পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গীদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা দান করতেন। কলকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ের নাণ্ডার ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এই কিয়েরনাণ্ডারেরই বন্ধু বেন্টো-ডি সেল ভেস্ত্রো বা ডি'সুজা নামক গোয়াবাসী এক পর্তুগীজ বঙ্গদেশে অবস্থানকালে 'প্রার্থনা' ও 'প্রশ্নোত্তর মালা' — যথাক্রমে ' 'The Book of Common Prayer' এবং 'The Catechism' পুস্তক দু'খানির অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের এই প্রকার অনুবাদের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর আমাদের গদ্যরীতির কতকটা উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড একখানি আইনের বই বাংলায় অনুবাদ করেন। এই বইখানির নাম 'A Code of Gentoo Law ' । এই বই-এ স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। এর দু'বছর পর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের সৃষ্টি হয় এবং হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়। এতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশবিশেষ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস চার্লস উইলকিনসকে দিয়ে গীতার অনুবাদ করান। জার্মান কবি গ্যেটে এই সময়ে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সপ্তম দশকে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড, চার্লস উইলকিন্স, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, হটন, স্যার উইলিয়াম জোন্স, গিলক্রাইস্ট, উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং ঐ সব বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। এর কিছু আগে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গ্ল্যাডউইন হেস্টিংসকে যে পত্র লেখেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যবহুল।[১২] এই পত্র লিখবার আগেই তিনি একখানি বাংলা শব্দ সংগ্রহ রচনা করেন। ১৭৮০ তে মালদহ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলকিন্স মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। উইলকিন্সের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্যার উইলিয়াম জোন্স মনুস্মৃতির অনুবাদের ভার নিজেই গ্রহণ করেন এবং কেবল তাই নয়, এই উৎসাহের ফলেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জোন্স একখানি আইনের বইও প্রণয়ণ করেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, যে এই বইখানি হল, Institute of Hindu Law। এ পর্যন্ত তাঁরা যে ধরণের বইপত্র লিখতেন — এ বইখানি নিঃসন্দেহে তার থেকে আলাদা। আরও একখানি বই এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে। এর নাম 'Fables of Pilpay' অর্থাৎ সংস্কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ। এটি প্রকাশিত হয় প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে। এইসব মিশনরিদের কাজকর্মের এই বিস্তৃতির যদিও একটাই উদ্দেশ্য ছিল — সে উদ্দেশ্য হল ধর্মপ্রচার, তথাপি কখনো কখনো একথা নিশ্চয়ই মনে হয় যে, ভারতবাসীর প্রতি, তাদের জীবন যাত্রার প্রতি, তাঁদের মমতা ছিল এবং কৌতূহলও ছিল। আর এই মমতা এবং কৌতূহলের অপর প্রান্তে ছিল তাঁদের অপরাজিত কর্মনিষ্ঠা। ১৮০০ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে তিনি (স্যার উইলিয়াম জোন্স) আরও অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এইগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম যথাক্রমে — 'Sanskrit Grammar' [১৮০৮], 'Radicals of the Sanskrit Language' [১৮১৫], 'Dushmanta and Sakoontala', 'Translation of the Mahabharata'।

চার্লস গ্রান্ট সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে আসেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীর মালদহের কুঠীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হন। তিনি যখন আবার কলকাতায় আসেন, তখন জর্জ উডনী তাঁর পদে বহাল হন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁরও পরোক্ষ যোগ ছিল। গ্রান্টের ভগ্নীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফারসী-ইংরিজী দোভাষী ছিলেন। ফারসী ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। এইজন্যেই তিনি নিউ টেষ্টামেন্টের ফারসী অনুবাদ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরের চেষ্টায় সেন্ট ম্যাথুর মাত্র ১৩ টি অধ্যায় অনুদিত হয়।

এই বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা মিশনরিদের কাজকর্মকে একসুত্রে গ্রথিত করলে দেখা যায়, আদি পর্বের সেই জেসুইট যাজকদের আমল থেকে শুরু করে শ্রীরামপুর মিশনের অভ্যুদয় পর্যন্ত কালসীমায় কত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস এতে বিধৃত হয়ে আছে।

ষোড়শ শতকের প্রাক্কালে জেসুইট সম্প্রদায়ের যাজক ফ্রান্সিস জেভিয়ার [Francis Xavier] স্পেন থেকে গোয়ায় এসে উপস্থিত হন। জেভিয়ার ভারতে এসে বহু লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে চীন যাত্রার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন আগে একদল সীরিয়ান খ্রীষ্টান মালাবারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সীরিয়ান চার্চের সঙ্গে এরপর পর্তুগীজ খ্রীষ্টান সঙ্ঘের বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত জেসুইট পাদরিদের প্রতিষ্ঠা এবং ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হলে খ্রীষ্ট ধর্মের ইংরেজ প্রচারকেরা প্রথম ভারতে এসে উপস্থিত হন। আবার সপ্তদশ

শতকের সূচনা থেকেই দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে ডেনমার্কের মিশনরিদের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত তাঁরা একজন ভারতবাসীকেও খ্রীষ্টান করতে উদ্যোগী হননি বলে জানা যায়। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনকর্তা চতুর্থ ফ্রেডারিক ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দু'জন প্রোটেষ্টান্ট মিশনরি [Bartholomew Ziegenbalg এবং Henry Plutscho] কে ভারতে পাঠান এবং তাঁরা জলপথে করোমণ্ডল উপকূলে এসে পৌছান। ১৭০৭-এর ১২ ই মে, এঁরা এদেশে প্রথম কয়েকজনকে ধর্মান্তরিত করেন। তামিল ও পর্তুগীজ উভয় ভাষাতেই এঁদের ধর্মসভা পরিচালিত হত। মাদ্রাজে তখন পুরোদমে ইংরেজ খ্রীষ্টানদের প্রচারকার্য চলছিল। তাঁরা নবাগত মিশনরিদের স্বাগত জানান। তাঞ্জোরে, ত্রিবাঙ্কুরে, ডেনমার্কের মিশনরিদের কর্মক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই মিশনেরই অন্যতম কর্মী জন কিয়েরনাণ্ডার কলকাতায় আসেন এবং খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। লর্ড ক্লাইভের আমন্ত্রণে তিনিই কলকাতায় তথা বঙ্গদেশে আগত প্রথম প্রোটেষ্টান্ট মিশনরি, যিনি কলকাতায় প্রোটেষ্টান্ট গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে মিশনরিদের কর্মোদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করেন।

ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ইংরেজ প্রভৃতি নানা খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরনীয়। ইংলিশ চার্চ মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, 'ক্লার্জি অফ ইভাঞ্জেলিকাল স্কুল' সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও কার্যাবলীর কথা মনে পড়ে। এঁরা অধিকাংশই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিযুক্ত যাজক হয়ে এদেশে আসতেন। যে পাঁচজন প্রথমে আসেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে ডেভিড ব্রাউন [David Brown], ক্লডিয়াস বুকানন [Claudius Buchanon], হেনরি মার্টিন [Henry Martin], ড্যানিয়েল করি [Daniel Corrie], এবং টি. টি. টমাসন [T. T. Thomason]। এঁদের কার্যকাল ছিল ১৭৪৭ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত। পূর্ব ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ও খ্রীষ্টীয় সংগঠক হিসেবে এঁরা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।

কিয়েরনাণ্ডারের কার্যকালের শেষদিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ব্যাপটিষ্ট মিশনরিদের প্রথম আগমন ঘটেছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন টমাস এদেশে পদার্পণ করেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, ম্যাথু এবং মার্ক লিখিত সুসমাচারের বঙ্গানুবাদ তিনি তখনই শেষ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হয়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A word of comfort and encouragement to the poor afflicted people of god' নামক পুস্তক মুদ্রিত করে বিতরণ করেন। কিন্তু তাঁর আনন্দের মুহূর্তটি স্থায়ী হয়নি — এই বৎসরেই তাঁর পূর্ণ পতন ঘটে।

কিয়েরনাণ্ডার [John Jachory Krirnender] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মিশনে সতের বছর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে এসে পৌঁছান। সেখানে ক্লাইভ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমাদর তিনি লাভ করেন এবং তাঁর নতুন কর্মজীবন শুরু হয়। কলকাতার তৎকালীন খ্রীষ্টীয় আচার্য রেঃ হেনরি বাটলার ও রেঃ জন কেপের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়।

কিয়েরনাণ্ডার ছিলেন মনেপ্রাণে ধর্মপ্রচারক, তাই তাঁকে এদেশীয়দের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে প্রবৃত্ত করেছিল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৭৬৬-র শেষদিক পর্যন্ত

সর্বসমেত ১৮৯ জনকে তিনি ধর্মান্তরিত করেন।[১৩] ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে কলকাতার ইংরেজ সমাজ খুব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে ১৭৮০-র দশকেই কিয়েরনাণ্ডার ঋণভারে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যান। ঐ বছরেই 'হিকির গেজেট' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দুর্নীতিগ্রস্ত ইংরেজ সমাজের কথা প্রকাশিত হয়। কিয়েরনাণ্ডারও কলঙ্কমুক্ত ছিলেন না।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরেই ১৭৮৭ তে কলকাতায় সেন্ট জনের গীর্জা নির্মাণ শেষ হয় যার সূচনা হয়েছিল হেস্টিংসের আমলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিনগুলি কলকাতার খ্রীষ্টীয় সমাজের পক্ষে ছিল এইরকম ঘটনাবহুল।

চার্লস গ্রান্ট কোম্পানীর ডিরেক্টর হয়ে এলে তিনি কোম্পানীর কর্মচারী ও অন্যান্য ভারত প্রবাসী ইংরেজদের পক্ষে ধর্মানুমোদিত আচরণের উপর জোর দেন। অতঃপর কলকাতার রাজপুরুষ ও দেশীয় উচ্চমহলে মজলিশ-নাচ-ভোজসভার উচ্ছৃংখলতা কমে আসে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে নভেম্বরে টমাস ফ্যানশ মিডলটন কলকাতার প্রথম বিশপ হয়ে এদেশে আসেন। তিনিই প্রথম সরকারী বিশপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং ফ্রী স্কুলের উন্নতি সাধন করেন। চার্চ মিশনরি সোসাইটিকে তিনি একটি বলিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহায়তা করেন এবং তাঁরই পরামর্শে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতায় বিশপ্‌স্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাদরিদের পড়াশুনা করার ব্যবস্থা ছিল। কলেজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশপ এইরকম নির্দেশ দেন :

১. দেশীয় ও অন্যান্য খ্রীষ্টানদের চার্চের নীতি নিয়ম অনুসারে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে প্রচারক ও শিক্ষক হতে পারে।
২. সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করতে হবে এবং হিন্দু মুসলমান সকলকেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।
৩. খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাসনা — ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত রচনাদির অনুবাদ করতে হবে।
৪. এদেশে আগত প্রথম ইংরেজ মিশনরিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে হবে।

সীরিয়ান চার্চের কাজ সম্বন্ধে টমাস ফ্যানশ, বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন, দেশীয় ধর্মান্তরণেরও বিরোধী ছিলেন। এদেশের সমাজে প্রচলিত শিথিলতা দূর করতে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে এদেশের প্রবাসী খ্রীষ্টান সমাজের উন্নয়নকল্পে এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবব্যস্থার পরিকল্পনায় স্যার চার্লস গ্রান্ট এবং ডেভিড ব্রাউনের প্রয়াস অবশ্যই স্মরণীয়। ভারতের খ্রীষ্টান সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি চার্চের Charles Simeon-এর সঙ্গে এবিষয়ে পত্রালাপ শুরু করেন। কেম্ব্রিজের ও লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার খ্রীষ্টানুরাগীদের যখন পত্রালাপ চলছিল সেই সময়ে চার্চ মিশনরি সোসাইটির পত্তন হয়। এদিকে লর্ড কর্নওয়ালিসের পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে আসেন সার জন শোর [Sir John Shore]। তিনি এসেই পরের বছরেই আর একটি গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এই যে, একের পর এক গীর্জা নির্মাণের অনুমতি পাওয়া গেলেও এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সরকারী অনুমোদন,

হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস বা শোর কেউই দেননি। এ নিয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতে বাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্ক চলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই বিলাতে এবিষয়ে আলোচনা বেশ জমে ওঠে। হিন্দু আদর্শের অনুকূলে এবং এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধেও কেউ কেউ পুস্তিকা লিখেছিলেন। আবার ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষেও অনেক পুস্তিকা লেখা হয়। কোম্পানীর প্রাক্তন কর্মচারী [Late Senior Merchant of the Company's Bengal Establishment] টমাস টোয়াইনিং [Thomas Twining] ছিলেন এইরকম খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের বিরোধী। কোম্পানীর চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে লিখিত এক আবেদনে তিনি ভারতবর্ষ, তথা পূর্বাঞ্চলে দেশীয়দের নিজ নিজ ধর্মানুশীলনের স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে তীব্রভাবে[১৪] নিজের অভিমত প্রকাশিত করেন। অবশ্য তাঁর সে পুস্তিকারও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। তবে এই বাদানুবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, অবশেষে স্থির হয় যে, সরকার দেশের অনুসৃত ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা রক্ষা করে চলবেন এবং সরকারী আনুকূল্যের বাইরে থেকে ইংরেজ মিশনরিরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাবেন। টমাস টোয়াইনিং-এর এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ তা কর্মকর্তাদের পর্যন্ত সচকিত করে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর এই টালমাটাল প্রবেশ পথ উত্তীর্ণ হয়ে তবেই খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের প্রয়াস এদেশে দৃঢ়তর ভিত্তিভূমি অধিকার করেছে।

গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির শাসনকালে, অর্থাৎ উনিশ শতকের সূচনাতেই ইংরেজ প্রোটেস্টান্ট মিশনরিদের নানামুখী কর্মের সূত্রপাত দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলির আমলেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বুকানন, ব্রাউন, উইলিয়ম কেরী ইত্যাদি মিশনরিরা নানা সূত্রেই এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন। খ্রীষ্ট ধর্মের বহুল আলোচনা এবং দেশবাসীর শিক্ষা সংস্কৃতির আনুকূল্য-- দু'টি অতঃপর যেন একযোগে একই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ১৮০০ থেকে ১৯০০ শতাব্দীর দীর্ঘ সময়ে এরকম আরও নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট কথার প্রচার সেজন্য অল্পবিস্তর বাধা পেলেও রুদ্ধ হয়ে যায়নি।

বর্তমান আলোচনায় অতঃপর কয়েকটি খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া গেল। খ্রীষ্ট মহিমা প্রচারে এদের অবদান অবিস্মরণীয়।

:: কয়েকটি প্রচার প্রতিষ্ঠান ::

জেসুইট মিশন [*১৫৩৯*] :

যীশুর নামে 'যীশু সমিতি'; এই সমিতির সভ্যবৃন্দই জেসুইট নামে পরিচিত।[১৫] ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়। পোপের অনুমোদিত ইগ্নেশিয়াস লায়োলার নীতিই এঁরা অনুসরণ করতেন। এঁদের কোন স্থির নির্দিষ্ট রাজ্য বা দেশ ছিলনা; বিশ্বের সর্বত্রই এঁরা বিচরণ করতেন। সবদেশকেই স্বদেশ মনে করাই ছিল, এঁদের বিশেষত্ব।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে জেসুইটরা ছিলেন অনেক অগ্রসর। নিজেরা নিত্য নূতন শক্তি সংগ্রহ করে শিক্ষাদান এবং প্রচার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তাঁরা কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই নভেম্বর এই জেসুইট মিশনরি সম্প্রদায় ভারতের গোয়া পরিত্যাগ করে প্রথমে পর্তুগীজ বন্দর দমন-এ এবং সেখান থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পশ্চিমদ্বার সুরাটে এসে উপস্থিত হন। আরবদেশীয় ধর্মাবতার মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তাঁরা কিন্তু মোটেই সহনশীলতার পরিচয় দেননি। এমন কি, এমন ব্যবহার তাঁরা করেছিলেন যে, তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর, গোয়ার রেক্টরকে লিখিত একপত্রে একথা জানা যায়।

এত কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও এইসব কারণেই জেসুইটদের প্রথম মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর আবার গোয়ার নেতৃস্থানীয় জেসুইটদের কাছে এদেশে খ্রীষ্টান শিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ করেছিলেন। তাই আকবরের আমলে জেসুইটদের আবার নূতন করে পরওয়ানা দেওয়া হয়। গোয়ার জেসুইট সমিতির ফাদারদের কাছে আকবরের লিখিত একটি পত্র এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করে।

এত সমৃদ্ধির পরেও ঐ মোগল আমলেই জেসুইট খ্রীষ্টানদের এই মিশনের হঠাৎ কি করে যে পরিসমাপ্তি ঘটল তার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৫৯২-এর কোন এক সময়ে মিশনের সভ্যবৃন্দ গোয়ায় ফিরে যান। তাঁদের এই অকস্মাৎ ফিরে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের ব্যর্থতা কোনটিই রোমের কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয়নি।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তৃতীয় জেসুইট মিশন আহূত হয়। এই সময় শেষবারের মত আকবর খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মনেতাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ববারের ব্যর্থতার কথা স্মরণ রেখে মিশনের গোয়াস্থিত প্রাদেশিক প্রধান প্রথমে অস্বীকার করলেও শেষকালে তাঁদের মনোমত কয়েকজন মিশনরি পাঠিয়েছিলেন—তাঁরা যথাক্রমে — জিরোম জেভিয়ার, ইমানুয়েল পিনহেইয়ো, এবং একজন পর্তুগীজ ও তাঁর ভাই বেনেডিক্ট। এই মিশন ভারতবর্ষে ষাট বছর কাজ করেছিল। তথাপি কিবা মোগল দরবার অথবা দেশের জনগণ কেউই জেসুইটদের যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারেন নি। ঐতিহাসিক ওরমে [Orme] প্রমুখ ব্যক্তিরা জেসুইটদের বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ করেছেন। একদিকে তাঁদের ধর্মান্ধতা অন্যদিকে স্বার্থ সাধনে তাঁদের নীচতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বটে, কিন্তু এই সত্য নানা সূত্রেই সমর্থিত।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী রাজা প্রতাপাদিত্যের অনুমোদনে যশোহরে জেসুইটদের এক গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে গোয়া এবং দমনে পর্তুগীজ মিশনরিদের কর্মকেন্দ্র ছিল। ষোড়শ শতকের শেষদিকে বাংলা দেশে দু'জন জেসুইটের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন F. F. P. Dais এবং A. Vaz.। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা গোয়া থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের প্রকৃত প্রচার কাজ শুরু হয়।

ক্রিশ্চান নলেজ সোসাইটি [১৭৮৯] :

১৭৮৯ সালে'ক্রিশ্চান নলেজ সোসাইটি' রেভারেণ্ড আব্রাহাম টমাস ক্লার্ক নামে এক মিশনরিকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সরকারের অধীনে কাজ নেওয়ায় মিশনের কাজে তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেন নি।

ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটি এবং ব্যাপটিষ্ট মিশন [১৭৯২] :

প্রায় দু'শো বছর আগে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এই খ্রীষ্টীয় সংস্থার জন্ম এবং ১৯৪২-এ বিশ্বব্যাপী মহাসমরের মধ্যে এর সার্দ্ধ শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময়ের মধ্যে এদেশের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের একটি গৌরবময় অধ্যায় তাঁরা অতিবাহিত করেছেন।

নানা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী সমূহ সুসংগঠিত হয় এবং খ্রীষ্ট তত্ত্বপ্রচার উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা পায়। জগতে যীশুর রাজ্যস্থাপন ও তার বিস্তার সাধন করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তাঁরা তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন — ১. সু-সমাচার প্রচার, ২. ভারতীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্রের অনুবাদ ও তার বিবরণ, ও ৩. শিক্ষা বিস্তার।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ডাঃ মার্শম্যান ও তাঁর পত্নী শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হন। এঁদেরই সহযোগী ওয়ার্ড শ্রীরামপুর প্রেসের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং বাইবেল ছাপানোই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন এবং এই ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির মধ্যে সহযোগিতা থাকলেও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের সঙ্গে ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অবশ্য এই বিচ্ছেদে আর কেউ কাতর না হলেও কেরী অত্যন্ত মর্মাহত হন। কারণ, এই সোসাইটি তাঁর নিজের হাতে গড়া। তাঁরই অদম্য আকাঙ্ক্ষা, ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মিশন গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আবার দুই মিশনের মিলন ঘটে।

লালবাজার মণ্ডলীকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এই মিশনের আচার্য জে. লসন, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য ই. কেরী. ও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জে. ইয়েট্স্ বঙ্গদেশে আসেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লসন প্রমুখ নবাগত মিশনরিরা শ্রীরামপুর মিশনের অনুকরণে কলকাতায় একটি মিশন, মণ্ডলী ও প্রেস স্থাপন করেন। ১৮২৭-এ কলকাতায় ৬টি প্রচার কেন্দ্র থেকে সুসমাচার প্রচার করা হত। এই সময় ৭৫,০০০ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় একটি মিশন গৃহ নির্মিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীর যুবকগণই 'কলকাতা জুভেনাইল সোসাইটি' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। ১৮২৪-এ লালবাজার ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটি স্থাপিত হয়।

১৮৪১-এ মিশনের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই সময় খ্রীষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্রের চাহিদা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। পাঁচ বছরে ১,৫২,০০০ কপি বাইবেল ও বাইবেলের অংশ বিতরণ করা হয়। ' দি নেটিভ ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটি' এদের অর্থ সাহায্য করতেন।

ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে 'নেটিব ফিমেল অ্যাসাইলাম', ১৮২৮ এ বালকদের জন্য মিশন বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। লসন এবং ইয়েটস ব্যাপটিষ্ট মিশনের জন্য একটি প্রেস স্থাপন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭০,০০০ ট্র্যাক্‌ট্, এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তক এতে ছাপা হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান বাইবেল সোসাইটি অনুবাদের কাজের জন্য এই প্রেসকে অর্থ সাহায্য করেন। এই সময় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য-বিষয়ক কাজে কলকাতার প্রায় সকল মিশনরি

প্রতিষ্ঠানই অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮৫৪ তে 'নূতন নিয়ম' ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ তে 'বাইবেল ট্র্যাক্ট সোসাইটি'র সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বাইবেল ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কাজের ফলে দশটি রবিবাসরীয় স্কুল, চারটি কলেজ, তিনটি হাইস্কুল, একটি ট্রেনিং স্কুল, তিনটি মিডল স্কুল ও একশ'টি পাঠশালা এবং একটি কিণ্ডার-গার্ডেন স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েঙ্গারের মৃত্যুর পরে ১৮৮১ তে মথুরানাথ নাথ 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ তে 'ম্যানুয়েল অফ্ থিয়লজি' এবং ১৮৮৫ তে ওয়েঙ্গার প্রণীত ব্যাকরণের নূতন সংস্করণ ব্যাপটিষ্ট মিশনরি প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেল পুনরায় সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীতে একটি বিশেষ উদ্যোগ সমিতি ছিল। সভ্যরা সুসমাচার প্রচার, পারিবারিক প্রার্থনা সভা, ট্র্যাক্ট বিতরণ প্রভৃতি কাজ পরিচালনা করতেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বৎসরে বেঙ্গল ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়ন বা বঙ্গীয় ব্যাপটিষ্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন থেকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া, কলকাতা, এমনকি কলকাতার বাইরে হাবড়া, দিনাজপুর, যশোর, ঢাকা, বরিশাল, রংপুর, রাঙ্গামাটি, খুলনা, প্রভৃতি স্থানের মিশন কার্য, যেমন, প্রচার শিক্ষাবিস্তার, মণ্ডলী সমূহের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজ এই সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়।

দিনাজপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে উইলিয়ম কেরী আদিম অধিবাসীদের জন্য একটি 'মটো' অর্থাৎ আদর্শবাণী লিখেছিলেন। তা এইরকম— 'অজ্ঞতা এবং কলুষিত কুসংস্কারজাত মনোভাবের বিষয়ে সম্যকরূপে বিবেচনা করা আমাদের উচিত বলে (আমি) মনে করি। তাদের (এনকোয়ারারদের) অবগাহনের পূর্বে খ্রীষ্টে তাদের নির্ভরতা ও সর্ববিষয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত আর অধিক কিছু আমরা তাদের কাছে দাবি করবার চিন্তা করতে পাবি না।'

যশোহরের ঝিনাইদহ নিবাসী রামপ্রিয়া ও শ্যামপ্রিয়া নামে দু'জন স্ত্রীলোক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যীশুর সম্বন্ধে ধর্মগীত লিখেছিলেন। সেইরকম একটি ধর্মগীতের প্রথম তিন ছত্র এখানে উদ্ধৃত হল :

'জগতে এসেছেন যীশু হে, ঐ পাপী তরাইতে,
পাপী তরাইতে হে, অধম তারিতে,
প্রভু এসেছেন হে অধম তারিতে— ।।ধর্মগীত ৫৯।।

অনুরূপ আরও কয়েকটি গানের নমুনা পাওয়া যায়, যেগুলি বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হত। যেমন :

.... যাও গ্রামে গ্রামে প্রতি নগরে
কেঁদে কেঁদে বল প্রতি জনারে
যীশু মরেছেন তোরই তরে রে।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলেও পুরুষ-নারী ছাত্র এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মিশনরিগণ

ধর্মপ্রচার করেছেন। কিন্তু এই প্রচার বেশীদিন চলেনি। হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের ফলে একাজ ব্যাহত হয়। খুলনার ব্যাপটিষ্ট মিশনের ইতিহাসে পূর্বালোচিত জেসুইটদের আগমন বৃত্তান্ত এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তাঁদের গীর্জা ইত্যাদির সংবাদ পাওয়া যায়। সেই মিশনের দু'শো বছর পরে এই ব্যাপটিষ্ট মিশনের ইতিহাসে জানা যায় যে, মিশনের কাজকর্ম চালাবার পক্ষে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানকার পরিবেশ অনুকূল ছিল। আবার ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ই ফেব্রুয়ারী ডা. রাইল্যাণ্ডকে লিখিত মার্শম্যানের পত্রে জানা যায় যে, চট্টগ্রামে তখন শ্রীরামপুর মিশনের একটি সাবষ্টেশন ছিল। তখনও রেলপথ তৈরি হয়নি। তাই এসব জায়গায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা ছিল। বর্মাদেশ ইংরেজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। বহু পলাতক আরাকানি মগ চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরাই বিশেষভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ২০ বছরে ১১ টি ভারতীয় ভাষায় ধর্মপুস্তিকা প্রচারিত হয়। একটি ছাপাখানার বদলে ৭ টি ছাপাখানা ক্রীত হয়। এইরকম দুর্দান্ত গতিতে ব্যাপটিষ্ট মিশনের অভিযান চলতে থাকে।

শ্রীরামপুর মিশন [১৭৯৯] :

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রান্ট প্রভৃতি মিশনরিগণ কলকাতার আশ্রয়কে নিরাপদ মনে না করে দিনেমারদের অধিকার ভুক্ত শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জন ফাউন্টেন তাঁদের সাদরে বরণ করে নেন। এই মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য তাঁরা ১৪ই নভেম্বর নৌকাযোগে কেরীর বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ১লা ডিসেম্বর মালদহে কেরীর বাসভবনে পৌছান। কেরী তখন নিজ পারিবারিক বিড়ম্বনায় বিপর্যস্ত। তিনিও নতুন কর্মপন্থা অনুসরণের জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং আপন পরিবারকে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবছিলেন। শ্রীরামপুর তাঁর মনোমত হয়েছিল। তিন সপ্তাহপরে তিনি সেখানে [মালদহে] ব্যবহৃত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি ৪০ পাউন্ড, মতান্তরে ৪৬ পাউণ্ড মূল্যে কিনে নিয়ে ২৫-শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর যাত্রা করেন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে শ্রীরামপুর কলেজ, তারই কাছাকাছি 'মায়ার্স ট্যাভার্ন' নামে একটি ডেনিস সরাইখানা ছিল। পাদরিরা প্রথমে সেই সরাইখানায় আশ্রয় নেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরীর আগমনে 'শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনে'র সূচনা হল। মাত্র দু'মাস পরেই ১০ই মার্চ ম্যাথুলিখিত সুসমাচার-এর প্রথম পৃষ্ঠাটি কেরী-সম্পাদিত হয়ে ছাপাখানায় যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত খ্রীষ্ট বিষয়ক কয়েকটি বাংলা প্রার্থনা সঙ্গীত নূতন ছাপাখানায় প্রথম মুদ্রিত হয়। ২০শে মার্চ 'লর্ডস ডে' উপলক্ষে যখন ট্র্যাক্ট্ বিতরণ প্রথম আরম্ভ হয়, সে অভিজ্ঞতার কথা ওয়ার্ড লিখে গেছেন। রামরাম বসু লিখিত 'গসপেল মেসেঞ্জার' নামে একখানি ট্র্যাক্ট্ পরবর্তীকালের অসংখ্য খ্রীষ্টীয় পুস্তক রচনার সূচনা করে দেয়। স্যামুয়েল পীয়ার্সের , 'এ লেটার-টু-লাসকারস' - এর অনুবাদ করে কেরী এই বছরেই অগাষ্ট মাসে তা ছাপাখানায় পাঠান। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে প্রথমে 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত এটিই প্রথম গদ্যপুস্তক। নানা কারণেই এই পুস্তকখানি মূল্যবান।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে রামরাম বসু এসে শ্রীরামপুরের মিশনরি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। তিনি খ্রীষ্টমহিমা প্রচারার্থে 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', প্রভৃতি কবিতাপুস্তক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। ওয়ার্ড সাহেব নিজে বাংলা খুব ভাল না জানলেও খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচার

পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ১৮০১ এর ৭ই ফেব্রুয়ারী নিউ টেষ্টামেন্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মিশনরিরা ছিলেন কর্মঠ, অধ্যবসায়ী এবং তাদের কার্যপ্রণালী ছিল সুপরিকল্পিত।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামপুর দুই একবার ইংরেজের হাত বদল হয়ে এ বছর একেবারেই ইংরেজদের দখলে চলে আসে। এতদিন পর্যন্ত ভাড়া বাড়িতেই শ্রীরামপুর মিশনের কাজ চলছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মিশনের নানা বৈষয়িক কাজের জন্য স্থানাভাব ঘটে। ইতিমধ্যে মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁরা নূতন গৃহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা অক্টোবর জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নাল থেকে জানা যায় :

" We agreed to purchase the adjoining house for 10,340 rupees. The garden etc. contains more, than four acres of land By this addition, we have rooms not only for our two schools, increasing family, printing and binding business, but also for a number of new missionaries. We therefore thought it an object of some importance to secure it while it was offered."

১২ই অক্টোবর এই জমি ও বাড়ি ক্রয় করা হয়। এইভাবে মিশনের কাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারীর মধ্যেই পঞ্চানন নামে একজন বাঙ্গালী ও তার জামাতা মনোহর, চার্লস উইলকিন্সের সহায়তায় বাংলা ও দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত শেষ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পক্ষ থেকে শ্রীরামপুর ছাপাখানায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত হয়। এর পরে কেরী বেদ ছাপাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮০৬ সালে এর প্রথম খণ্ড, ও ১৮১০ সালে এর তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়। ১৮১২ সালে মিশন ভবনে হঠাৎ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হয়।

শ্রীরামপুরের মিশনরি লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উইলিয়ম কেরী স্বয়ং, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান, এবং তৎপুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় কেবলমাত্র খ্রীষ্টীয় সাহিত্য প্রচারের জন্যই নয়, ব্যাপকভাবে বাংলা গদ্য চর্চায়, ভাষানুশীলনে এবং ছাত্রপাঠ্য নানা গ্রন্থাদি রচনায় ও প্রকাশের কাজে শ্রীরামপুর মিশনের দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি [১৮১১] :

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়, 'বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি' স্থাপিত হওয়ার আগে, কলকাতায় দুটি বাইবেল অনুবাদকের দল ছিল এবং তাদের দুটি ছাপাখানা ছিল। একটি অনুবাদক দল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত, আর একটি ছিল 'বাইবেল সোসাইটি'র সঙ্গে। এদের সহায়তা ব্যাতিরেকে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইবেল অনুবাদক গোষ্ঠী কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ সম্পাদনা করতে পারত না। তখন ১৮১১ সাল। ফোর্ট উইলিয়ম করেসপণ্ডিং কমিটির প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন ডেভিড ব্রাউন। পরবর্তীকালে এই করেসপণ্ডিং কমিটি উঠে যায় এবং বাইবেল অনুবাদের দায়িত্ব একমাত্র বাইবেল সোসাইটির উপরই ন্যস্ত হয়। এই সোসাইটি আজও বর্তমান।

বাইবেল সোসাইটির জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সোসাইটির অফিসে সোসাইটির রিপোর্ট এবং কার্যাবলীর ইতিহাস সঞ্চিত আছে। ধৈর্য সহকারে এই ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই মিশনরি গোষ্ঠী ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ধর্ম প্রচারের জন্য কী অক্লান্ত নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এই সব প্রচারকদের কাছে আমাদের দেশ ছিল নূতন। সেখানকার জল-হাওয়া সহ্য করাই ছিল তাদের পক্ষে সমস্যার ব্যাপার। তাছাড়া, মিশনরিদের সঙ্গে কেউই প্রথমে আলাপ করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করত না। তবুও হাটে বাজারে অর্থাৎ জনসমাগমের নানা স্থানে তাঁরা ঘুরে ঘুরে যীশুর কথা শুনিয়ে বাইবেল প্রচার করতেন। বলা বাহুল্য, ধর্মপ্রচারক পাদরির দোষগুণ সুপরিচিত। যাইহোক, এমত অবস্থাতেও তাদের উৎসাহের অভাব ছিল না। কে কি পরিমাণ বাইবেল বিতরণ করতে পারলেন— এর দ্বারাই তাঁরা নির্ণয় করতেন, ভারতবাসীর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে আর কত বাকী। কোন বছর, কোন্ ভাষায় কত বাইবেল, কত জেনেসিস, জেমস বা ম্যাথু প্রচারিত হয়েছিল, তারও তালিকা এই সমিতির রিপোর্টগুলিতে দেওয়া আছে।

ক্যালকাটা খ্রীষ্টান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি [১৮২৩] :

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকজন মিশনরি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মিলিত হন। উদ্দেশ্য ছিল একটি সমিতি গঠন করে বাংলায় এবং হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ভাষায়, খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করা। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রথম কাজ হল অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি এইভাবে বিশেষ করে এই ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করে তাঁরা নিবৃত্ত হন। Bengal Auxiliary of the London Missionary Society এবং Calcutta Baptist Missionary Society এই কমিটিতে পাঁচশত টাকা অর্থ সাহায্য করেন। তাঁদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এবং তাঁদের নিজব্যয়ে মুদ্রিত ট্র্যাক্ট সমূহ সম্বন্ধেও এই কমিটিকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু এই কমিটির সাহায্যের জন্যই ঐ পুস্তকগুলি Common Stock হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এই সমিতির রক্ষিত প্রথম যে পুস্তকখানি মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয় তা একটি ক্ষুদ্র ট্র্যাক্ট— নাম 'মিরাকল অফ লর্ড'। এটা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বাংলায় লিখিত। এর অল্পদিন পরে 'কিথস্ ক্যাটেকিজম' ছাপা হয়। প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি এবং পরের সংস্করণে 'পিয়ারসনের ক্যাটেকিজম' ২০০০ কপি ছাপা হয়। এই তিনখানি পুস্তক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেটিভ মিশনরি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে খুবই ব্যবহৃত হত। এই সমিতি নেটিভ ধর্মান্তরিতদের মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য এতদিন নামে মাত্র যে সব ক্ষুদ্র ট্র্যাক্ট্ ব্যবহার করত, ক্রমে তাদের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এই সমিতির নাম পরিবর্তনেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই ইচ্ছানুক্রমেই এঁরা এঁদের পরবর্তী সভায়, 'The Calcutta Tract and Book Society' নাম গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নতুন নাম গ্রহণ করে এই সমিতি দুটি বাংলা ট্র্যাক্ট্ মুদ্রণের উদ্যোগ করেন। বই দুখানি হল যথাক্রমে রেভারেণ্ড S. Trawin এর 'Skeleton of Hymn Suitable for public worship' এবং 'A Treatise on the Lord's supper' এই বইগুলিতে ভক্তিমূলক কয়েকটি গান ও প্রার্থনা সংযোজিত হয়েছে। প্রথম পুস্তক খানি ৭৫০ কপি এবং দ্বিতীয়খানি ২৫০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির আয়-ব্যয় বিভাগের সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ হন রেভারেণ্ড

জে. হেবারলিন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি সমিতিকে নূতন প্রাণদান করে। তাঁর সময়ে তিন বছরে চাঁদার পরিমাণ তিনগুণ হয়। তিনি সমিতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য অনেক ভাল ভাল প্রস্তাব করেন যা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ই মে তারিখের বিবরণে পাওয়া যায়। তাঁর তত্ত্বাবধানে সমিতি উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। হৃতগৌরব এই সমিতির অস্তিত্ব আজও বর্তমান।

স্কুল বুক সোসাইটি [১৮২৩] :

স্কুল বুক সোসাইটি নামেতেই প্রকাশ যে এই সোসাইটি কোন খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান নয়। তাই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও একথা মনে রাখতে হবে যে উইলিয়ম কেরী এই সমিতির ব্যবস্থাপকদের অন্যতম ছিলেন। বিভিন্ন ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ সরবরাহের জন্য শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে এই সমিতির যোগাযোগ ছিল। আবার শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ এই সমিতির কয়েকখানি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বিবিধ পশুর বৃত্তান্ত নিয়ে 'পশ্বাবলী'- বা Animal Biography নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে পশুর ইতিবৃত্ত এবং যে পশুর বিষয় বর্ণনা করা হত তার একটি প্রতিকৃতি প্রচ্ছদে ছাপা থাকত। এই ইতিবৃত্ত লিখতেন জে. লসন এবং অনুবাদ করতেন ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্স। পাদরি ইয়েটস দু'খানি বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। গ্রন্থ দু'খানি হল 'পদার্থ বিদ্যাসার' এবং 'জ্যোতির্বিদ্যা'। এগুলি যথাক্রমে ১৮২৫ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 'পদার্থবিদ্যাসার' কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জ্যোতির্বিদ্যা' David Brewstar রচিত গ্রন্থের অনুবাদ, মূলসহ প্রকাশিত হয়। ইয়েটস্ 'সারসংগ্রহ' নামে একটি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন ১৮৪৪ সালে। এ বই তারই ইংরাজি থেকে অনুবাদ। 'সার সংগ্রহ' বা 'Introduction to Bengali Language', গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম, 'Selections from Bengali Literature'। এতে 'তোতা ইতিহাস', 'লিপিমালা', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি', 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', 'পুরুষ পরীক্ষা', 'হিতোপদেশ', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'জ্ঞানার্ণব', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এবং 'তথ্য প্রকাশ' এই সকল গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরিশিষ্টে কাশীরামের মহাভারত থেকে নলোপাখ্যান, রামমোহন রায়ের সংগ্রহ থেকে কয়েকটি গান, এবং পূর্ণ চন্দ্রোদয় ও সত্য সঞ্চারিণী পত্রিকা থেকে কিছু কিছু প্রস্তাব উদ্ধৃত হয়েছিল। ইয়েট্সের মৃত্যুর পর বইটি জে. ওয়েঙ্গার-এর সম্পাদনায় কলকাতায় মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পীয়ার্সের রচিত 'ভূগোল বৃত্তান্ত' সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি. পীয়ারসন রচিত কথোপকথন ছলে ভূগোল, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা [Vernacular Literature Society] [১৮৫১] :

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় Vernacular Literature Society স্থাপিত হয়। সমিতির নামেই বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পেই এই সোসাইটির উদ্ভব হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এও কোন খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান নয়। তাই এই সমিতির সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের যোগ বেশি নয়। সহজ বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, ইংরাজি থেকে ভাল

ভাল বই-এর বাংলায় অনুবাদ ইত্যাদিই এই সমিতির কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় কথার প্রচারে নিযুক্ত কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সমিতির অল্প-বিস্তর সম্পর্ক ছিল। সর্বপ্রথম এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন Hodgson Pratt এবং পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ্য E. B. Cowell. বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গে প্যারী চাঁদ মিত্র রেভারেণ্ড লং সাহেবও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সমিতির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হরচন্দ্র দত্ত রচিত 'লর্ড ক্লাইভ'-এর ভূমিকায় বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সন্তোষ উৎপাদনের জন্য এই পত্রিকায় জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক এবং কৌতূহলোদ্দীপক নানা প্রবন্ধ ও কাহিনী প্রকাশিত হত। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে এ-ব্যাপার যে কতদূর আনন্দদায়ক হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে তার উল্লেখ আছে। শকাব্দ ১৩৭৩ থেকে ১৭৮১ পর্যন্ত যথাক্রমে বিবিধার্থ সংগ্রহের মোট ছয়টি পর্বের সম্পাদনা করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল নিজে। পরে এই সমাজের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। পরে ১৭৮২ শকাব্দে [ইং ১৮৬০]-এ কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। অবশ্য এরপরে পত্রিকাটি আর বেশিদিন চলেনি। তবে এই বছরেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক রাজেন্দ্র লালের 'শিল্পিক দর্শন' বইখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে W. S. Setonkarr-এর সহযোগিতায় তাঁর 'পত্র কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের আলোচনায় এই সমিতির উল্লেখ তাই একেবারে অবান্তর নয়। 'সুশীলার উপ্যাখান' এর লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এই সমাজেরই লেখক ছিলেন। তিনি কমপক্ষে সতেরখানি গ্রন্থ 'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ'-এর আনুকূল্যে রচনা করেছিলেন। এগুলির কয়েকখানি শিশুদের উপযোগী গল্পপুস্তক, কয়েকখানি নীতিকথা, কয়েকখানি জীবনী আর কয়েকখানি উপন্যাস। শিশুপাঠ্য গল্প বলতে প্রথমে অ্যাণ্ডারসন রচিত গল্পের অনুবাদ, যেমন, ১৮৫৯-এ 'হংসরূপী রাজপুত্র, ১৮৬০-এ বড় কৈলাশ ও ছোট কৈলাশ [Great Clans and Little Clans] ইত্যাদি। ১৮৫৭ খ্রীষ্ঠাব্দে জীবন চরিত বিষয়ে রচিত হয় 'নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবন বৃত্তান্ত', একবছরই 'মনোরমা পাঠ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'জাহনিরার চরিত্র' এবং 'অহল্যা হড্ডিকার জীবন বৃত্তান্ত', ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মুজাহিদ সাহ' প্রকাশিত হয়। নীতি গল্প বিষয়ে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কথা তরঙ্গ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীলকের নীতি গল্প প্রকাশিত হয়। এইগুলি যথাক্রমে Krilof's Fables এবং Sandfard and Merton অবলম্বনে রচিত। এঁদের অন্যতম কীর্তি, তিনখণ্ডের 'সুশীলার উপাখ্যান'-এর প্রকাশন। এই উপন্যাসখানি মৌলিক রচনা, অনুবাদ নয়। বালক বালিকা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যে খ্রীষ্টধর্মের অনুসরণে শান্তিলাভ করতে পারে, সুনিশ্চিতভাবে এইকথা জানানোর জন্যই লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর নিজস্ব অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর 'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহে'র কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে মনে হয়।

বাংলা খ্রীষ্টকথা ও খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রচারে সেকালে এইরকম আরও নানা কর্মশক্তি সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত হয়েছিল। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে'র মত পরোক্ষ দৃষ্টান্ত আরও ছিল, যাই হোক এই সূত্রে পরোক্ষ নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে ঐ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উদ্ধার করা হল।

অক্সফোর্ড মিশন হাউস [১৮৮০] :

এই প্রতিষ্ঠানের কোন রেকর্ড না থাকায় এর সম্বন্ধে কোন পূর্ব ইতিহাস জানা যায় না। তবে আজও এই প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় রয়েছে। তাই এর সম্বন্ধে বর্তমান তথ্যাবলী পাওয়া যায়। এই মিশনের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এরও উদ্দেশ্য ছিল একইরকম মহৎ, যদিও তা শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করেনি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'India and Oxford' শিরোনামে একটি পুস্তক লণ্ডন থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে মিশন হাউসের ৫০ বছরের ব্যর্থতার কাহিনী লেখা আছে। এতে বলা হয়েছে বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চাপে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার অত্যন্ত ব্যাহত হয়েছে। তবে বরিশালে তাঁরা কতকটা সাফল্যলাভ করেন। সেখানে একটি গীর্জাও নির্মিত হয়। দার্জিলিং-এও তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল। মোটের উপর উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং এদেশে বেহালা ছাড়া আর কোথাও তাঁদের কোন সুবিধা হয়নি। এই মিশনের সঙ্গে যে সব ব্যক্তি প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন এডওয়ার্ড কিং, হেনরি স্কট হল্যাণ্ড, হেনরি প্যারী লিঙ্কন, এডওয়ার্ড উইলিস, মার্শম্যান আর্গলিস, উইলিয়ারা ব্রাইট, চার্লস গোরে এবং এডওয়ার্ড ট্যালবট।

লণ্ডন মিশনরি সোসাইটি [১৮৮০] :

অন্যান্য মিশনরি সোসাইটির তুলনায় কলকাতায় লণ্ডন মিশনরি সোসাইটির কাজ শুরু হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। তবে পরে তৈরী হলেও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এর দান অপরিসীম। এই সোসাইটির মিশনরিগণ কয়েকটি বাংলা স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন তো বটেই, তাছাড়া অন্যান্য কাজও ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের ক্ষেত্রে যেমন কেরী, ওয়ার্ড এবং টমাস এই তিন মহান ভ্রাতৃত্রয়ের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়, তেমনই এই সোসাইটির উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে রবার্ট মে. জে. হার্লি, এবং জে. ডি. পীয়ারসন — এই তিনজনের নাম একত্রে স্মরণ করা হয়। উদ্যোক্তদের মধ্যে জেমস কীথের নামটিও অবশ্য স্মরণীয়। তবে শ্রীরামপুর ভ্রাতৃত্রয়ের অবদান ছিল সাহিত্যিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু লণ্ডন মিশন ভ্রাতৃত্রয়ের কাজ ছিল অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠায়। এই স্কুলগুলি ছিল কালনা এবং চুঁচুড়ায়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট মে চুঁচুড়ায় তাঁর নিজের বাড়ীতে সামান্য আয়ে একটি ফ্রি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। এক বছরের মধ্যে তিনি আরও ১৫ টি স্কুল স্থাপন করেন এবং মোট পড়ুয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫১-তে। এই কাজে তিনি লর্ড হেষ্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এর অল্পদিন পরেই মে সাহেবের মৃত্যু হয়। তাই তাঁর অসমাপ্ত কাজ তাঁর সহকারী বন্ধুরা হার্লি এবং পীয়ারসন চালিয়ে যান। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মে সাহেব দেশীয় গণিত রীতিতে গণিত বিষয়ে একটি বই লেখেন। সাধারণভাবে এ বইটি 'মে গণিত' নামে পরিচিত ছিল। হার্লি মে গণিতের অনুকরণে দেশী ও বিদেশী মিশ্র পদ্ধতিতে গণিতের একখানি বই লেখেন। তার নাম 'গণিতাঙ্ক'। এ বইটি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। মে, হার্লি এবং পীয়ারসনের মধ্যে পীয়ারসনের কাজই অধিকতর মূল্যবান। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার পুরো তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি বইয়ের কথা বলা অবশ্যই দরকার। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূগোল ও জ্যোতিষ বিষয়ে কথোপকথনের ছলে তিনি একটি বই লেখেন এবং সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পীয়ারসনের অপর একটি বই— 'বাক্যাবলী'

প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইটির বিশেষত্ব এই যে, এতে কতকগুলি ইংরেজী বাক্যের প্রতিবাক্য দেওয়া আছে। এ ধরণের বই আগে কখনও দেখা যায়নি। সেদিক থেকে বইটি একেবারেই নতুন ধরণের। এই বছরেই তাঁর আর একটি মূল্যবান বই 'ইংরিজী ভাষার ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়। ১৮২২ এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে 'পত্রকৌমুদী' এবং 'পাঠশালার বিবরণ' প্রকাশিত হয়। 'পত্রকৌমুদী'তে চিঠি পত্র ও দলিল দস্তাবেজের আদর্শ কিরকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নানা নির্দেশ দেওয়া আছে। অনুরূপভাবে, 'পাঠশালার বিবরণ' পাঠশালা পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ ও মন্তব্য সম্বলিত পুস্তক। পুস্তকগুলির বিষয় অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছিল। মিশনরি সম্প্রদায়ের এই বিভিন্ন প্রয়াস থেকে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন— বাংলা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা, উচ্চমানের গ্রন্থ রচনার আদর্শের অভাব এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিষয় হল, সেকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সামান্য প্রাথমিক জ্ঞানের পুস্তকের অভাবই যেখানে দূর হয়নি, সেখানে সাহিত্য পুস্তক রচনার প্রশ্ন উঠতেই পারেনা। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও জে. ডি. পীয়ারসন যে গ্রন্থের জন্য খ্রীষ্টান জনমানসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন —সেই গ্রন্থটি হল 'Pilgrim's Progress বা 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ'। এর একটি অনুবাদ এবং একটি School Dictionary-ও তিনি প্রণয়ন করেন।

এই সব প্রতিষ্ঠানের কথা প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নামোল্লেখ ঘটেছে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেও যেমন দোম-আন্তেনিও, মানো-এল দ্য আসসুম্পসাঁও প্রভৃতির নাম স্মরণীয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তেমনি, কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি বহুসংখ্যক মিশনরি এমন কি যাঁরা খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন না তেমন ব্যক্তিকেও স্মরণ করা হয়েছে। যেমন হ্যালহেডের মত বিদ্বজ্জন— এই প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছেন। এই জাতীয় কারনেই এইরকম আলোচিত কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সংযোজিত হয়েছে। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড, চার্লস উইলকিনস, সার উইলিয়ম জোনস, এন. বি. এডমন্টস্টোন, ফরষ্টার, কেরী কিয়েরনাণ্ডার, জোশুয়া ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জন ম্যাক, জন লসন, জন ওয়েঙ্গার, জন রবিনসন, ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্স, উইলিয়ম ইয়েটস, রবার্ট মে. জন হার্লি, জন ডি পীয়ারসন, জেমস কীথ ইত্যাদি অনেকের কথাই এই আলোচনায় আছে। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনার অনুশীলনে এঁদের সকলেরই যে সমান আগ্রহ ও সামর্থ্য ছিল অথবা এঁরা সবাই যে সমভাবে সহায়তা করেছেন তা নয়। এই আর্দশের কথা মনে রেখে এঁদের কয়েকজনের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল।

:: কয়েকজনের অনুশীলন ::

ন্যাথনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড [১৭৫১ - ১৮৩০] :

১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে অক্সফোর্ডশায়ারের অতি প্রাচীন এক পরিবারে ন্যাথনিয়েল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হ্যারোতে শিক্ষালাভ করে ইংল্যাণ্ডের কোন এক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হন। আঠারো বৎসর তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে এদেশে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই পরামর্শে তিনি একখানি আইনের বই অনুবাদ করেন। এই বইখানিই জেন্টু কোড [Gentoo Code] নামে পরিচিত। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম সংস্করণ এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এঁর সর্বপ্রধান কীর্তি একখানি ইঙ্গ বঙ্গ ব্যাকরণ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'অ্যাঙ্গলো বেঙ্গলী গ্রামার' রচনা করেন। হুগলীতে ঐ বই ছাপা হয়। এই পুস্তক প্রণয়নে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা টাইপ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এই বইই সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা বই। এই জন্যই বাংলা ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বছরটি স্মরণীয়। কারণ এই বছর থেকেই মুদ্রিত প্রমাণসহ বাংলা ভাষাও সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ সূচিত হল। নূতন আনন্দের উৎসাহে এই গ্রন্থখানির শেষে লেখক কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশ বিশেষ মুদ্রিত করেছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কোম্পানীর হাতেই বাংলা দেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। এজন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা শিখতেই হত। তাঁদের বাংলা শেখার সুবিধার জন্যই মূলত হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়। কিন্তু এটাই বাংলা ব্যাকরণ রচনার একমাত্র কারণ নয়। এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যেমন এঁদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না তেমনই শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। এই বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি সংস্কৃত ভাষার গঠন, পরিণাম, বাংলা ভাষার প্রকৃতি, পরিবর্তন, প্রয়োজনীয়তা, মূল উৎস, ভাষার সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমানদের আগমনে এবং তাদের প্রভাবে যে, বাংলাভাষার কৌলীন্য বজায় থাকেনি সে বিষয়ও তিনি বলে গিয়েছেন।

"The Hindostanic has not been able to maintain its purity and universallty to the present age. For the modern Indians vary almost as much in language as in Religion. So they keep their Religious work with such devotions, secrecy and grandeour....... . But this concealment of religious matters was first abolished by the Mahamedan invaders who for their own sake had to learn this Hindostanic language. They brought a constant influx of exotic words and unpracticed idioms."

ভাষার উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করে গেছেন তা এই, "In short, if vigours impartiality and dispatch be required to the operations of government, to the distributor of justice, to the collection of revenues and to the transactions of commerce, they are only to be secured by a proper attention to that dialect used by the body of the people."

প্রধানত এঁর এবং উইলিয়ম জোন্স-এর উদ্যোগে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র এশিয়া খণ্ডের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন।

হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য বন্ধু স্যার চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা টাইপ তৈরী করতে অনুরোধ করেন। তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাংলা টাইপ তৈরী করতে লাগলেন। কিন্তু একজন ইংরেজের পক্ষে এ কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ — যদিও একাজ তাঁর পক্ষে গৌরবেরও বটে। কিন্তু ভাগ্যবলে তিনি একজন বাঙ্গালী কর্মকারকে এই সময়ে পেয়ে যান। তাঁব নাম পঞ্চানন কর্মকার। তাঁর সাহায্যে উইলকিন্সের দুঃসাধ্য কাজ সহজ হয়ে ওঠে।

হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নামপত্রে সংস্কৃত শ্লোকে পুস্তক রচনার কারণটি ব্যক্ত করেন।

এতেই বোঝা যায় যে এদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁদের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা ছাড়া এত মহৎ এবং এত দুরূহ কাজ কিছুতেই করা সম্ভব ছিল না। তাঁর গ্রন্থের নামপত্রটি এইরকম :

বোধপ্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং
ফিরিঙ্গি নামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হ্যালহেদঙ্গ্রেজী
A Grammar of the Bengali Language
By
Nathaniel Brassey Halhed
ইনদ্রাদয়োপি যস্যান্তর নয় যুঃশব্দ বারিধেঃ
প্রাদ্রিয়ান্তস্য কুৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুঃনরঃকথ ।।
Printed at Hoogly in Bengal
1778, ১১৮৫
MDCCLXX VIII.

জন টমাস [১৭৫৭ - ১৮০১] :

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই মে তারিখে গ্লষ্টারশায়ারের ফেয়ারফোর্ড অঞ্চলে জন টমাসের জন্ম হয়। তাঁর আত্মজীবনীর কিয়দংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত হল।[১৬]

এই আত্মজীবনী থেকে তাঁর পারিবারিক জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বৃত্তি ছিল চিকিৎসা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন। ১৭৮৪-র ১৬ই মার্চ আবার তিনি 'আর্ল অফ অক্সফোর্ড' জাহাজে স্বদেশে ফিরে যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তিনি ঐ জাহাজেই রওনা হয়ে ১৪ই জুলাই আবার বাংলাদেশে এসে পৌঁছান। এই বছরেই তিনি 'A word of comfort and encouragement to the poor afflicted people of god' নামক একটি পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রিত করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। এই পুস্তকটি রচনার পরই তাঁর একটা মানসিক পরিবর্তন হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই ফেব্রুয়ারী তিনি চিকিৎসকের বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। এরপর তিনি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ঈশ্বরের কাজে নিয়োগ করার জন্য পাদরি হন। এ সম্বন্ধে Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society [VL. I, P. 18] বিবরণীতে তিনি নিজেই লিখেছেন, "After a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans in the darkness, and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work and the Lord removed difficulties out of the way........ "

পাদরি টমাস যীশুর মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হয়ে এদেশের মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানে ভাষার বাধাই প্রধান অন্তরায় বলে অনুভব করেন। তাই তিনি পুথিপত্র থেকে যেমন খ্রীষ্টীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতেও আগ্রহী হন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ই মার্চ রামরামবসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই বছরই তাঁরা দুজনে

তাঁদের তৎকালীন কর্মকেন্দ্র মালদহে উপস্থিত হন। একবছরের মধ্যে তিনি রামরাম বসুর কাছ থেকে কিছু কিছু করে বাংলা শিখে নেন এবং তারপরই বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক ও জেমস প্রভৃতি অংশ টমাস বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অনুবাদ পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়নি। কেরীর অনুবাদের সঙ্গে এই অনুবাদ এক হয়ে গেছে। অসম্পূর্ণ বাংলা ভাষার জ্ঞান নিয়েই তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে যত্রতত্র অনর্গল বক্তৃতা করে বেড়াতেন। বহুদিন এদেশে থাকার ফলে সকল বিষয়েই তাঁর একটা অধিকার বোধ জন্মে গিয়েছিল।

টমাস সাহেবই বাংলাদেশে আগত ও পরে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিষ্ট মিশনরিদের মধ্যে প্রথম। এই জন্য তাঁর মনে ছিল অদম্য উৎসাহ এবং অপরিমিত আশা। কিন্তু তিনি সেই পরিমাণে ফললাভ করতে পারেন নি। অন্তহীন আশা এবং সেই সঙ্গে ব্যর্থতায় শেষ বয়সে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। মুন্সী রামরাম বসু এবং তাঁর স্ত্রী পার্বতী ধর্মান্তরিত হবেন এই মিথ্যা আশাও তাঁকে পাগল করেছিল। কেবল তাঁরা কেন, তিনি একজন হিন্দুকেও ধর্মান্তরিত করতে পারেন নি। একদিকে খ্রীষ্টধর্মে গভীর বিশ্বাস অন্যদিকে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দুর্বলতা—এই সবে মিলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাঝে মাঝে জুয়াও খেলতেন এবং এজন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ পাল নামে এক ব্যক্তিও যে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এ খবর জেনে টমাস কতকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যেন এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁরই। যাই হোক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে যান।

ধর্মপ্রচারের অপূরণীয় আশা নিয়ে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর তিনি সপরিবার কেরীকে নিয়ে আবার বঙ্গদেশে ফিরে আসেন। এখন থেকে আজীবন তিনি কেরীর সান্নিধ্যেই ছিলেন। এই তৃতীয়বার বঙ্গদেশে আসার সময় টমাস জাহাজে বসে কেরীর কাছে হিব্রু শিখে নেন এবং 'জেনেসিসে'র অনুবাদ শেষ করেন। এদেশে এসে তিনি মহীপাল দীঘির কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে, তিনি এদেশে এসে যথার্থ ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তির অনুসন্ধান করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হন। তার কারণ তখন কলকাতার সামাজিক অবস্থার মান অত্যন্ত নেমে গিয়েছিল। এতে টমাস বিশেষ মর্মাহত হয়ে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর, ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। সেই বিজ্ঞাপনটি এই :

Religious Society :

'A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about Bengal. .

তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা ও হিন্দুজাতি সম্পর্কে যা লিখে গেছেন তাতে বাংলা ভাষা ও হিন্দু জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। তিনি লেখেন —"As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the whole time is devoted to it, three or four months will bring a man through the greatness of them; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself, and profit to them, as it is with other paganes, of whom we have read and heard for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour, and the province of Bengal and its inhabitants are proverbially

distinguished from all other parts of India, for their gentleness of manners and harmless behaviour to their enemies, as well their friends I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me because they imagined my work effected their interest, but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night without a sword or firearms, and free from the smallest apprehension of danger." [১৭]

ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সমিতির যে সভায় [১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে অক্টোবর] টমাসের সঙ্গে কেরীর এদেশে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার আগেই কেরীর সঙ্গে টমাসের পরিচয় হয়। সর্বপ্রথম টমাসের উৎসাহে এবং পরামর্শে কেরী এদেশে আসেন। উভয়েই প্রচারকের কাজ করতে শুরু করেন। এরজন্য টমাস চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহও করেন। এইভাবে কেরীকে কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর [কেরীর] কাজ অসমাপ্ত থাকতেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দিনাজপুরে টমাসের মৃত্যু হয়।

জন টমাসের ডায়েরী থেকে জানা যায়, তাঁর আত্মীয় পরিজন তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁকে Lost Child হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু করুণাময়ের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ঐশ্বরিক উপলব্ধি হওয়ায় তিনি এ জীবনে তো সুখী হয়েই ছিলেন এবং পরজীবনেও সুখী হওয়ার বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। তিনি আরও লিখেছিলেন যে, ধর্মবিষয়ে তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে কোন মিল ছিলনা। কারণ তাঁর স্ত্রী ইংল্যাণ্ডের গীর্জার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। মতের এত অমিল থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীর কথা বলতে গেলে তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে পারতেন না। নানা ব্যাপারে বোঝাই যায় যে, তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রী-র মমতা এবং সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তাই তিনি যখন তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে ছেড়ে কর্তব্যের টানে এদেশে আসেন, তখন ঐ পরিবেশের কথা তিনি ভুলতে পারতেন না, আবার কর্মবন্ধনে পড়ে যখন এদেশবাসীর প্রতি তিনি বিরূপ হতেন তখন তিনি আক্ষেপ করে বলতেন যে :

"Let the poor, inoffensive, docile creatures alone," he said, "to till their land, settle their dispute, say their prayers and go to heaven their own way. I have journeyed naked, barefooted and hungry through their land ; have had them put rice on a leaf at my feet and pour water into my mouth when overpowered with grief, fatigue and misery by the wayside."

***উইলিয়াম কেরী** [১৭৬১ - ১৮৩৩]* :

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই আগষ্ট নর্দাম্পটনশায়ারের পার্লসপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তখন তন্তুবায়-বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি একটি স্কুলের শিক্ষক হন এবং গীর্জায় কাজ গ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে কেরী স্বগ্রাম থেকে ন' মাইল দূরে এক জায়গায় মুচির কাজ গ্রহণ করেন। বারো বছর ধরে জুতো তৈরি এবং জুতো মেরামত করাই ছিল তাঁর কাজ।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন সার্থক শিক্ষক এবং প্রচারক করে তুলেছিল।

এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনের গতিপথ নির্দেশের সহায়ক হয়েছিল। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষাগুরু হয়ে ওঠেন, তাঁর ব্যবসায়ের কর্তা হন এবং ঐ বছরেই তিনি বিয়ে করেন। তিনি সর্বদাই ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করতেন, এমন কি যখন তিনি মুচির কাজ করতেন তখনও তাঁর পুস্তক খোলা থাকত। তিনি নিখুঁত ভাবে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং এই দুই ভাষাতেই তিনি খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি হিব্রুও আয়ত্ত করেছিলেন। বহুদিন ধর্মগুরুর কাজ করার পর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, নর্দাম্পটন-শায়ারের মোল্টন শহরে তিনি ধর্মযাজক নিযুক্ত হন [Baptist Minister]। মাত্র দশ পাউণ্ডের বিনিময়ে প্রায় অবৈতনিক ভাবেই তিনি এই কাজ করতেন। ভাগ্যবশতঃ এই সঙ্গে তাঁর স্কুলের আয় ছিল বলে চলে যেত। স্কুলে তিনি শিশুদের ভূগোল ও বাইবেল পড়াতেন। কিন্তু এসব কাজ করতে করতে তাঁর ধর্মীয় চেতনা ও ঈশ্বর ভাবনা তাঁকে অহরহ ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজকদের একসভায় তিনি একথাই প্রকাশ করে ফেলেন। তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র সাংসারিক কাজে তিনি নিজেকে লিপ্ত রাখতে পারছেন না। তিনি নিজের সম্বন্ধে শুধু এই কথাটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। ঐ সভার আলোচনায় তিনি ঘোষণা করেন যে, জগতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সর্বজাতির মুক্তির পথ চিন্তা করাই ঐ ধর্মালোচকদের বিশেষ দায়িত্ব। এই ঘোষণায় সভাপতি তাঁকে অত্যন্ত তিরস্কার করে বলেন যে, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হত তাহলে তিনি উইলিয়ম কেরীর সাহায্য ব্যতিরেকেই হিদেনদের ধর্মান্তরিত করতে পারতেন। ধিক্কার দিয়ে সভাপতি কেরীকে বলেন 'miserable enthusiast'। কিন্তু এ যুক্তি কেরী মানতে পারেন না। তিনি ভাবেন, কাজ যেখানে করতেই হবে, সেখানকার ভাষারীতির সঙ্গে অবশ্যই পরিচয় থাকা দরকার। তা না হলে উপযুক্ত ফললাভ হতে পারে না। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা কে তুচ্ছ করে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিসেস্টারে তাঁর বন্ধুর বদান্যতায় তাঁর বক্তব্য বিবৃত করেন। অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছরেই কেরী জন টমাসের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিজের একজন পাদরি নিযুক্ত হলেন। জন টমাস জাহাজের একজন ডাক্তার ছিলেন। এর আগে কিছুদিন তিনি বাংলাদেশে ছিলেন।

এদেশে এসেই কেরী বাংলা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এদেশে পৌছানোর পর অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই অগাষ্ট তিনি সাটক্লিফকে একটি পত্র লেখেন। এইপত্রে এবং অন্যান্য পত্রেও বাংলা ভাষার অনুশীলনে তাঁর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। নিজের ব্যয়ে ছাপার হরফ নির্মাণের সঙ্কল্পও এই সব পত্রে ব্যক্ত হয়।

সাটক্লিফকে একটি পত্রে তিনি লেখেন যে :

"বাংলা ভাষার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমি তো মনে করি এ ভাষা সুন্দর। আমি এই ভাষায় কিছু কিছু কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি .... । আমি তোমায় বাংলা ভাষায় রচিত একখানি যাত্রাপুস্তক, ম্যাথু, মার্ক এবং জেমসের পাণ্ডুলিপি পাঠাতে চাই। তাহাতে কিছু কিছু বাংলা শব্দকোষ এবং ব্যাকরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।"

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী একটি পত্রে তিনি লেখেন :

"I intend soon to send Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense, I hope to be able to bear myself."

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ফুলারকে লিখিত এক পত্রে জানান : 'খ্রীষ্টধর্মপুরাণের প্রথম পঞ্চ গ্রন্থ এবং নূতন টেষ্টামেন্টের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে।'[১৮]

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাইবেলের প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়ে যায়। অনুবাদের প্রথম সংস্করণে দেখতে পাওয়া যায় যে মিঃ ফাউন্টেন ও টমাস তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। ফাউন্টেন যশুয়ার কিছু অংশ, যাজেস, রুথ এবং টমাস ম্যাথুর কিছু অংশ মার্ক, লুক, জেমস অনুবাদ করেছিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত অংশই কেরীর অনূদিত এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তাঁরই সংশোধিত।

এলার্টনের নিউ টেষ্টামেন্ট এবং টমাসের যাত্রা পুস্তকের কথা ছেড়ে দিলে,এটাই সমগ্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদের প্রথম প্রয়াস। অবশ্য এলার্টনের বাইবেল কেরীর আগে অনূদিত হলেও মুদ্রিত হয়নি। টমাস তাঁর গ্রন্থ অনুবাদে কেরীর যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। এলার্টন যখন নিউ টেষ্টামেন্ট অনুবাদে ব্যস্ত, সেই সময় তিনি জানতে পারেন যে, কেরীও নিউ টেষ্টামেন্ট অনুবাদ করছেন। এজন্য তিনি তাঁর কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখেন। শেষপর্যন্ত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অনুবাদটি বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে কেরী গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এতে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক হিসেবে কেরীর আকাঙ্খা চরিতার্থ হয়েছিল। লর্ড ওয়েলেসলির নবগঠিত কলেজকে কেন্দ্র করেই তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ঘটে। তিনি এখানে প্রথম বাংলা ভাষা প্রবর্তনের গৌরব অবশ্যই লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম ঐ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময় তিনি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেন। তা ছাড়া গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু তিনি জানতেন। এই তিনটি ভাষা ও অন্যান্য ভাষাগুলিতে তিনি ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এসে তাঁর কাজকর্মের অনেক সুবিধা হয়েছিল এবং বাংলা শিক্ষিত ইংরেজ বলে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনামূলক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর প্রাপ্ত খ্যাতি ও স্বীকৃতি প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও স্বীকৃতিকে ম্লান করে দিয়েছিল। তাঁর জীবিতকালেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গৌরবের যুগ গেছে।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা করেছিলেন। তারই ফলে তাঁর 'কথোপকথন', 'ইতিহাস মালা' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করেন। বাংলা প্রবাদ বাক্যের সঙ্কলন তাঁর অভিনব কীর্তি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর রচিত অভিধান। দুটি গ্রন্থই দুটি করে খণ্ডে সমাপ্ত। অভিধান ২ খণ্ডের দাম তৎকালে— ২০০ টাকা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করে উইলিয়ম কেরী সংস্কৃত ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। তাঁর এই ভাষণে নিজের সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন।[১৯]

> " হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি।........বঙ্গীয় ভাষা এখন আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে [বঙ্গ দেশে] এবং এই সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এখন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশী বলিয়া সন্দেহ হয়।"

কেরীর বক্তৃতার এই অংশটুকু এইজন্য মূল্যবান যে, তাঁর স্বরূপটি তাঁর নিজ বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে এবং এর চেয়ে সত্য কথা তাঁর সম্বন্ধে আর কেউই বলতে পারতনা। এখানেই তাঁর এদেশে আসার বাসনা, ধর্মপ্রচারের এষণা, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ যাবতীয় ব্যাপারের মূল সূত্রটি রয়েছে। অবশ্য প্রথমদিকে কেরীর মধ্যেও কিছু কিছু সঙ্কীর্ণতা ছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে, এদেশের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কল্যাণ হস্ত সর্বদাই প্রসারিত ছিল। সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সারা জীবন ধরে নানা ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে করতে এই অনুসন্ধিৎসু মহৎ প্রাণের সমাপ্তি ঘটে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন।

হেনরি পিট্স্ ফরষ্টার [*১৭৬১ - ১৮১৫*] :
১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি পিট্স্ ফরষ্টার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগাষ্ট তিনি কোম্পানীর কাজে বাংলাদেশে আসেন এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে তিনি কলকাতার টাঁকশালে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং এখানকার শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই সেপ্টেম্বর কলকাতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা ভাষার প্রতি ফরষ্টারের শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে মিঃ সি. ই. বাক্ল্যাণ্ড বলেছেন, "Largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal. "

ফরষ্টার তাঁর গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় সে যুগের বাংলা রচনা প্রয়াসের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলে গেছেন যে, এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ণের উদ্দেশ্য যতখানি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল রাজনৈতিক প্রেরণায়। তাই এই সব গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য উপদান খুঁজতে গেলে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই।

সরকারী কাজকর্মে তিনিই প্রথম ফার্সী ভাষার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হন। এইভাবে ফরষ্টারের দ্বারা প্রস্তাবিত, হ্যালহেডের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায়, শ্রীরামপুর মিশনের কেরী প্রমুখ ইউরোপীয়দের চেষ্টায়, এবং রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে অফিসের কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলন ত' শুরু হলই, উপরন্তু অচিরেই এই ভাষা প্রচুর সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক ভাষারও মর্যাদা লাভ করল। সে যুগে সরকারী কাজে বা অন্যান্য প্রয়োগে বাংলা ভাষার আর একটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। তৎকালীন বাংলা পুস্তক রচয়িতাদের সকলকেই তা সহ্য করতে হত। ফরষ্টার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে লিখে গেছেন যে, বাংলায় চলিত আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ভেদ ছিল অত্যন্ত পরিমিত। আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতা সর্বাপেক্ষা অন্তরায় সৃষ্টি করত প্রধানতঃ আয় ব্যয় বিভাগে ও বিচার বিভাগে। সাহিত্যের ভাষারও কোন নির্দিষ্ট মান ছিলনা। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্বে, ভাষা ও সাহিত্যের সেই নৈরাশ্যের যুগে শব্দের বিশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস ছিল অসম্ভব। ফরষ্টার উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশীয় বৈয়াকরণ বা উচ্চ শ্রেণীর কোন গ্রন্থ প্রণেতা না থাকায় বাংলায় শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাসের কোন মান নির্ণয় করা সম্ভব ছিলনা। এই বিশাল দেশে যে ভাষা চলিত ছিল, তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঝোঁকে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হত। পৃথক পৃথক বাংলা শব্দের শুদ্ধ রূপ তখন অনেক ক্ষেত্রেই যেন লোকচক্ষুর বাইরে

ছিল। তখন অনেক ক্ষেত্রেই মূল শব্দটির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত শব্দের সাধারণতঃ ব্যবহৃত রূপটি আজ আর চিনতে পারা যায় না। ফরষ্টার সাহেব তাঁর অভিধানে এইরকম বিশেষ বিশেষ শব্দের বিকৃত রূপের পরিবর্তে মূল সংস্কৃত শব্দও গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ, দেশের অধিকাংশ লোক, যাদের সঙ্গে তাঁদের কাজ কর্মের আদান প্রদান চলত, তারা সকলেই আঞ্চলিক, লোকমুখে বিকৃত হয়ে এসেছে, এমন ভাষাই ব্যবহার করত। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ফরষ্টার অতি কষ্টে একটি মূল্যবান শব্দকোষ রচনা করেছিলেন। এ যাবৎ এরকম শব্দকোষ আর প্রণীত হয়নি। মার্শম্যান ফরষ্টার সম্বন্ধে লেখেন : 'Most eminent Bengali Scholar, till the appearance of Dr. Carey ' তাঁর অপর বিখ্যাত বইটি হল 'কর্নওয়ালিস কোডে'র বঙ্গানুবাদ। তার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত হল :

'হাকীমের উচিত যে, ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুঃস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়েব ঐ শ্রীযুক্ত সকল মফস্বলী তালুকদার প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দিষ্ট করেন। '

কিন্তু যিনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এত চিন্তা করতেন এবং তৎকালে এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এরূপ পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁর শেষ জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনা যে কোন বাঙ্গালীর পক্ষেই বেদনাদায়ক। তাঁর মৃত্যুর তারিখটি জানা যায় বটে কিন্তু তাঁর সমাধির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চের 'মিরর' পত্রিকায় তাঁর এই দুঃখময় জীবনের বিবরণ আছে। ঐ পত্রিকা থেকে জানতে পারা যায় যে, ১৮০৩ থেকে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফরষ্টার যখন টাঁকশালে চাকরী গ্রহণ করে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখনই তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়টি ঘটে। তহবিল তছরূপের দায়ে তাঁকে বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আনা হয় এবং চীফ্ জাষ্টিস সার হেনরি রাসেল কর্তৃক একশত টাকা জরিমানা সহ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ বিচার নিষ্পত্তির রায়দান প্রসঙ্গে সার হেনরি রাসেল বলেন :

"You have been found guilty of a breach of trust and duty, as servant of the East India Company, which by a statute passed in the 33rd of his present Majesty, is declared to be a misdemeainour at law, and to be punished as such "

জোশুয়া মার্শম্যান [১৭৬৮ - ১৮৩৭] :

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল উইল্ট্শায়ারের ওয়েষ্টবেরি লে-তে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যাঁর পিতা জন মার্শম্যান প্রথমে তন্তুবায়ের কাজে , পরে নাবিক বৃত্তিতে, পুনরায় তাতের কাজে এবং অবশেষে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যানের বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ও বীর পুরুষের কাহিনী পাঠ করতে বিশেষ ভালবাসতেন। তাঁর এই অধ্যয়ন স্বভাব লক্ষ্য করে এবং বই পত্রের ওপর গভীর আসক্তি দেখে কেটর নামক একজন পুস্তক বিক্রেতা তাঁকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিজ দোকানের সহকারী

পিওনের কাজে নিযুক্ত করেন। প্রথমে জোশুয়া খুবই আনন্দিতহয়েছিলেন এইমনে করে যে বই-এর দোকানে চাকরী মানেই নিত্য নূতন বই পড়ার সুযোগ। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁর ভুল ভাঙ্গল। কাজের চাপে তিনি একখানি বইও খুলে দেখতে সময় পেতেন না। এ অবস্থায় পাঁচমাস কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন এবং সেখানে স্বাধীনভাবে পিতার সঙ্গে তাঁতের কাজ শুরু করেন। কিন্তু বই পড়ার বাসনা প্রবল থাকায়, হাতের কাছে যা পেতেন, উপন্যাস কবিতা, প্রবন্ধ অথবা গল্প, পাঠ্য-অপাঠ্য সকল পুস্তকই পড়ে ফেলতেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হ্যানা শেফার্ড-এর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নূতন জীবনে পদার্পন করেন। হ্যানা ছিলেন বিখ্যাত এক ব্যাপটিষ্ট পরিবারের কন্যা। সুতরাং বিয়ের পরই জোশুয়া ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলী ভুক্ত হবার সুযোগ পেলেন। তাঁর পরবর্তী ধর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে এখানেই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিষ্টলে তিনি একটি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় ব্যাপটিষ্ট এ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এখানে তিনি ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রীক ও সিরিয়ার ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ মিশনরি রূপে তৈরি হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। অতঃপর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল এ্যাকাউন্টস' পাঠ করে তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বিলম্ব না করে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে 'মিশনরিরূপে' যাত্রা করেন। চার্লস গ্রান্ট এই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তে জোশুয়া মার্শম্যান এদেশে এসে পৌছান এবং মিশনের শিক্ষা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে গ্রহণ করেন।

এদেশে এসে তিনি চীনা ভাষা শেখেন এবং ঐ ভাষাতেও বাইবেল অনুবাদ করেন। চীনা ভাষাতে তিনি একখানি ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। মিশনরি হিসেবে এগুলিই তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। সংস্কৃত থেকে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কেরীর সহকারী।

রামমোহন রায়ের সঙ্গে এদেশে মিশনরি গোষ্ঠীয় ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদ চলে আসছিল। জোশুয়া যখন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সংবাদ পত্রের অন্যতম সম্পাদক তখন তিনিও এই তর্কযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এরপর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশে যান এবং সারা ইউরোপ ভ্রমন করে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে ফিরে আসেন। যেন এদেশের মাটিতে তাঁর জীবন দান করবেন বলেই আসার কিছুদিন পরেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড [১৭৬৯ - ১৮২৩] :

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে অক্টোবর উইলিয়ম ওয়ার্ড ডার্বিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মা তাঁর লেখা পড়ার ব্যবস্থা করেন। ছোটবেলায় তিনি কিছুদিন এক ছাপাখানায় কাজ করেন। ডুরি নামক একজন ইংরেজের এই ছাপাখানাটি ছিল ডার্বিতেই। এখানে শিক্ষানবিশ থাকার পর ওয়ার্ড 'ডার্বি মার্কারি' নামক স্থানীয় একটি পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। পরে আর একখানি পত্রিকা, 'হাল এ্যাডভার্টইজার' এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে থাকা কালেই ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি মিশনরির দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর একবছর পর্যন্ত ড. ফসেটের অধীনে তিনি প্রচারকের কাজ করেন।

ভারত যাত্রার আগেই ওয়ার্ডের সঙ্গে কেরীর পরিচয় হয়। এই সময়ই কেরী তাঁর কর্ম পরিকল্পনা এঁর কাছে প্রকাশ করেন। ওয়ার্ডও তখন কথা দেন, কেরী যদি কোনদিন প্রয়োজন বোধ করেন তবে তিনি তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত করে ফেলেছেন— শুনেই তিনি তাঁকে সাহায্যের জন্য এদেশে রওনা হন। এদেশে এসে তিনি একাধারে মিশনের কাজ অন্যদিকে কেরী প্রদত্ত ছাপাখানার সমস্ত দায়িত্ব পালনে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তখন শ্রীরামপুর প্রেস সম্পূর্ণ তাঁরই তত্ত্বাবধানে চলত। এসব কাজ ছাড়াও— একটি কাগজের কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করেন।

অবশ্য তিনি খুব ভাল বাংলা পড়তে বা বলতে জানতেন না। তবুও তিনি কয়েকটি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারমূলক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাছাড়া Accounts of writings, Religions and Manners of the Hindoos including Translation from their principal works [in four volumes, Serampore, 1811] গ্রন্থখানি তাঁর কীর্তির পরিচায়ক। 'এশিয়াটিক জার্নালে' তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :

'Word......excelled in a knowledge of Hindu life of which he must be accounted to have been a thorough master. From a continual study of the subject, he had intensibly acquired no inconsiderable share of the out ward habit of the Hindu. '

শ্রীরামপুর প্রেসের ভার হাতে নিয়ে ওয়ার্ড দক্ষতার সঙ্গে কাঠের মুদ্রণযন্ত্রটি ভাড়াটে বাড়িতে স্থাপন করেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ই জানুয়ারী। সুদক্ষ কারিগরের হাতে পড়ে খিদিরপুর থেকে ক্রীত ভাঙ্গা মুদ্রাযন্ত্রটিও যেন তৎপরতা লাভ করল। তিনি চমৎকার করে বাংলা হরফগুলি সাজালেন। কেরীও নিউটেষ্টামেন্টের অনুবাদ প্রস্তুত করলেন। ওয়ার্ড কম্পোজ করে, কপি ও প্রুফ সংশোধন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময়ই পঞ্চানন কর্মকারও শ্রীরামপুরে এসে ছেনি কেটে হরফ তৈরির কাজে যোগ দেন। সুতরাং সমস্ত অসুবিধা দূর হয়ে গিয়ে চারদিক পূর্ণ হয়ে উঠল। ১০ই মার্চ কেরীর নিউটেষ্টামেন্টের প্রথম পৃষ্ঠাখানি মুদ্রিত হয়। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ডের জার্নালে আছে :

"This day brother Carey took an impresion at the press of the first page in Mathew."

আবার এই বছরই ১৫ ই অগাষ্ট থেকে ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে লেখেন :

"and also 500 additional copies of Mathew for immediate distribution, to which are annexed, same of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting christ."

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে ওয়ার্ডের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এই কাজে তিনি অবশিষ্ট জীবন কেরীর সঙ্গী ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফেলিকস কেরী [১৭৮৬ - ১৮২২] :

উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই নভেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁরও তাঁর পিতার মতই অবদান আছে। তাঁর জীবনের স্বল্প পরিসরে তিনি লোকহিতব্রতের বিশেষ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যে কাজে পিতাও জীবন দিয়েছিলেন, সেই মহৎ ব্রতে তিনিও আপনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন।

তিনি একজন সুদক্ষ চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ পাদরি ছিলেন। মুদ্রণ ব্যাপারে তাঁর প্রথম শ্রেণীর দক্ষতা ছিল। এই পটুতা তিনি ওয়ার্ডের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। তিনি পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এদিকে বাংলা ও বর্মী ভাষাও জানতেন। এই সকল বিষয়ে তিনি রামকমল সেনের সহকারী ছিলেন। তিনি নিজেও বাংলা ভাষায় একখানি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর অনেক পরিকল্পনার মত এটিও অ পূর্ণ থাকে। তবে তাঁর একটি ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল — তাঁর মৃত্যুর পূর্বে 'বিদ্যাহারাবলী' [A treatise of Anatomy]-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে তাঁর সব রচনাগুলিই আস্বাদ্য। কিন্তু বিদ্যাহারাবলীর আকর্ষণ অধিকতর। কারণ ইউরোপীয় রীতিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এই প্রথম। যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করলেই এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বোঝা যাবে। গ্রন্থখানির তিনটি বিভাগ **'কাণ্ড'**, প্রত্যেকটি ভাগে কয়েকটি খণ্ড [Chapters] এবং প্রত্যেকটি খণ্ডে কয়েকটি অধ্যায় [Section] আবার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ [Paragraph] আছে। প্রথম কাণ্ডে অস্থি বিদ্যার আলোচনা; দ্বিতীয় কাণ্ডে তুল্যাতুল্য ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং তৃতীয় কাণ্ডে অস্থিবিদ্যার ইতিহাস ও উন্নতি আলোচিত হয়েছে। এই তৃতীয় কাণ্ডে, অস্থিবিদ্যা, ভেষজ ও রসায়ন শাস্ত্রের উপর হিন্দুদের লিখিত যে সব গ্রন্থ ছিল তার একটি তালিকা, রচয়িতাদের নাম ও রচনার বস্তু সংক্ষেপ সংগ্রহ করে মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় হল ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সংজ্ঞার্থজ্ঞাপক এক অভিধান। এই বই সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষেও নিঃসন্দেহে কৌতূহলের বিষয়। এতে দুরূহ কারিগরি শব্দ সমূহ সঙ্কলিত হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০০। এর রচনারীতি কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য। দুর্বোধ্য, পারিভাষিক শব্দ এবং বাক্যাংশ সমূহ গ্রন্থ প্রণেতার অক্লান্ত অধ্যবসায়, গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য বহন করে। যদিও শব্দকোষটি সর্বত্র যথার্থ ও সহজবোধ্য হয়নি, তবুও সেযুগের পক্ষে এটি যে বেশ প্রশংসাযোগ্য প্রচেষ্টা সে বিষয়ে দ্বিমত থাকবার কথা নয়। ছোট হরফে ছাপার ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী অংশে রচয়িতার বিচিত্র প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রথমেই রয়েছে। এই প্রচেষ্টার দুরূহতা সম্বন্ধে লেখক নিজেই অবহিত ছিলেন। তাই গ্রন্থের প্রথমে পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন :

> "অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞা শব্দ না হইলে নির্ব্বাহ হয়না অতএব যে স্থানে সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাও গৃহীত হইয়াছে কিন্তু যে স্থানে উপযুক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই সেই স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃত সংজ্ঞা গঠন গিয়াছে তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় তাবদ গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে।"

'বিদ্যাহারাবলী' গ্রন্থের নাম পত্রটি এইরকম :

"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী [তৎ প্রথম গ্রন্থ] ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। ফেলিক্স কেরী কর্তৃক পঞ্চমবার ছাপাকৃত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গলা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উইলিয়ম কেরী কর্তৃক তর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্ক শিরোমণি কর্তৃক সাহায্য কৃত। শ্রীরামপুরে মিশিয়ন ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন-১৮২০।"

এই গ্রন্থে লেখকের আলোচনা রীতির কিছু নমুনা দেওয়া হল :

"পৃষ্ঠের কন্টাকৃতি প্রবর্দ্ধন ঐ মাংসপেশী উর্দ্ধস্থ কট্যাবর্ত্তকের এবং অধঃস্থ পৃষ্ঠ-বর্তকের কন্টকাকৃতি প্রবর্দ্ধনেতে প্রবিষ্ট হয়। পৃষ্ঠের কন্টক প্রবর্দ্ধন প্রযুক্ত ঐ মাংসপেশী কশেরুকা বর্তকাকে উত্তোলন করে।"[পৃ. ১৬১]

এঁর অপর রচনা হল 'Pilgrim's Progress' গ্রন্থের অনুবাদ। এর বাংলা নাম, 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' অর্থাৎ ইহলোক থেকে পরলোক গমন বিবরণ। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি শ্রীরামপুর ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে এর বিশদ আলোচনা হবে।

ফেলিক্স কেরীর বাংলা ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ছিল। গোল্ডস্মিথ রচিত 'An abridgment of the History of England' পুস্তক অবলম্বনে তিনি 'ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' রচনা করেন। এই বই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান [১৭৯৪ - ১৮৭৭] :

জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট-এ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় পুত্রও বাংলা ভাষা চর্চায় এবং শ্রীরামপুর মিশনের গঠন কার্য প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহ ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এদেশের সর্বময় হিত সাধনে তাঁর পিতার মতই আগ্রহ ছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি তাঁর পিতার ধর্মীয় কৃত্যগুলিও গ্রহণ করেন এবং মিশনের কার্যে মনোনিবেশ করেন। একজন বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় হিসেবে তিনি সরকারী অনুবাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের অন্তর্গত কেনসিংটনের রেডক্লিফ স্কোয়ারে তাঁর মৃত্যু হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচনা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ছিল। তাঁর রচনার পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করা কঠিন। তাই তাঁর অধিকতর মূল্যবান গ্রন্থগুলির তালিকার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

তিনি ইংরেজীতে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। এই ইংরেজীতে লিখিত ইতিহাসকে অবলম্বন করে দেশীয় বহু লেখক তখন স্বদেশের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মার্শম্যান নিজে ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন। এই পুস্তকের নামপত্রে 'শ্রীযুক্ত মার্শম্যান সাহেব কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংগৃহীত' এই রকম লেখা ছিল। এই বই দু'খণ্ডে সমাপ্ত এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত হয়। তাঁর আর কয়েকখানি বাংলা বই হল, দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ, দারোগার কর্ম প্রদর্শক গ্রন্থ, ক্ষেত্রবাগান বিবরণ ও পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ বা Brief Survey of History ইত্যাদি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইংরেজি ও বাংলা

উভয় ভাষায় রচিত। এর প্রথম খণ্ডটি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

মার্শম্যানের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে স্মরণীয় 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' বা 'An epitome of Ancient History', এবং 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস' বা 'Anecdotes of virtue and valour'। প্রথমটি ১৮৩০ এবং দ্বিতীয়টি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়ের' একটি দ্বিভাষিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এর বর্ণনীয় বিষয় হল : 'মিশর দেশীয় লোকের বিববণ', 'আশার ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ', 'মীড ও পারসী লোকের বিষয়', 'গ্রীক লোকের বিষয়' এবং 'রুম রাজ্যের বিবরণ' ইত্যাদি। 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস'ও বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। এ অনুবাদও মার্শম্যান কৃত। এর প্রথম পৃষ্ঠায় আছে : 'সকল লোকের হিতার্থে বাংলা ভাষায় তর্জমা করা গেল।' 'তাহার একদিগে ইংরেজি ও একদিগে বাংলা' এই প্রকার লেখা আছে। অনুবাদকের নাম লেখা নাই। জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরীর অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। জনের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তৎকালে ইতিহাসের আদর ছিল সর্বাধিক। তাই অধিকাংশ লেখকই ইতিহাস রচনায় উৎসাহী হতেন। মার্শম্যানের ইতিহাস তাঁদের পক্ষে আকর গ্রন্থের কাজ করত।

মার্শম্যানের রচিত গ্রন্থগুলিতে সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ প্রায় সবগুলি গ্রন্থের বিষয় বস্তুই আপাত দৃষ্টিতে সাহিত্য বহির্ভূত। তবে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গুলিতে কিছু কিছু সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকলেও, মার্শম্যানের রচিত ইতিহাসগুলি হয় ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ না হয় স্বকৃত মূল ইংরেজি গ্রন্থের হুবহু অনুকরণ। অধিকাংশ ইউরোপীয় বাংলা গ্রন্থ লেখকগণ যেমন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, ক্লার্ক মার্শম্যান তেমন কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বিবৃতি হয়েছে, যদিও সেখানে কিছু কিছু সাহিত্যিক বাগ্‌ভঙ্গির সুযোগ ছিল। মোট কথা তাঁর লেখায় কোন নিজস্বতা ফুটে ওঠেনি। তাঁর বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী যাঁরা বাংলা লিখতেন ও পড়তেন, তাঁদের তুলনায় তাঁর বাংলা গুণগত বিচারে অনেক নীচুস্তরের ছিল বলতে হয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮১৩ - ১৮৮৫] :

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মে কলকাতার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কৃষ্ণমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর নিদারুণ দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এরজন্য তাঁর প্রতিভা ও গুণপনা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতে খড়ি হয় এবং ছয় বৎসব বয়সে তিনি ঠনঠনিয়ায় ডেভিড হেয়ারের পাঠশালাতে ভর্তি হন। ১৮২৪-এ তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮২৮ -এ তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং বার্ষিক ষোল টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

এই সময় দিল্লীতে তাঁর শিক্ষকতা কর্মের একটি প্রস্তাব আসে। কিন্তু 'জেনারেল কমিটি অয পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' স্থানীয় কমিটির এই সুপারিশ বাতিল করে দেয়। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ

করেন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করে সোসাইটির পটল ডাঙ্গা স্কুলের সরকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এটিও ডেভিড হেয়ারের স্কুল বলে পরিচিত ছিল। হেয়ারের কাছ থেকে তিনি বহু প্রকার সাহায্য পেতেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

কৃষ্ণমোহন বাবু ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র বা শিষ্য ছিলেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সমকালে উপস্থিত থেকে তিনি তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেও পারেননি। তিনি নব্য হিন্দু সংস্কারকদলে যোগ দিয়ে প্রচলিত দেশীয় প্রথাগুলির সর্বৈব বিরুদ্ধাচরণ করেন। দেশবাসীরা প্রধানত দুটি কারণে তাঁদের কাছে অবজ্ঞাত হত। এক : পৌত্তলিকতা ও দুই : পাপকর্ম ও দূষিত চরিত্র। তবে কেবল মাত্র হিন্দু ধর্মের প্রতিই এঁরা বীতরাগ ছিলেন না— খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও তাঁদের অনুরূপ অনাগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ক্রমে দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের ন্যায় খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও কলকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতেন। তাঁরা কখনও গসপেল প্রচার করার ভাণ করতেন, কখনও পাদ্রীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ দেখিয়ে দিতেন।

কৃষ্ণমোহনের গৃহে মাঝে মাঝে নব্যদলের আলোচনা সভা বসত। তাঁরা খাদ্যাখাদ্য বিচার করতেন না। একদিন এইরকম নিষিদ্ধ আহার্য নিয়ে তাঁদের কৃষ্ণমোহনের অভিভাবকদের সঙ্গে বিরোধ বাধে এবং এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহনকে তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত করতে বলায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগের কিছুদিন পরেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Persecuted নামে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখে প্রকাশ করেন। হিন্দু যুবকদের নামে এই বইখানি উৎসর্গ করা হয়। হিন্দু সমাজের গুরু পুরোহিত এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি নাটকটি রচনা করেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের পরিচয় হয়। তাঁর সান্নিধ্যে এবং উপদেশে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্ট ধর্মের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তিনি ডাফের গৃহেই খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন।

ডাফ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের মিশনরি। দীক্ষা গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন কিন্তু স্কটিশ মিশনের নির্দেশনুযায়ী আপনাকে প্রস্তুত করে নিতে পারলেন না। এইজন্য তিনি ঐ চার্চের অনুবর্তী না হয়ে চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এতে বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁর বহু সমালোচনা করলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর স্ত্রীকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গীর্জার পাদ্রী হন। তিনি বিশপ কলেজেরই বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন।

পরবর্তীকালে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ডাফ ও ডিয়ালট্রীর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। বর্তমান ক্রাইষ্ট চার্চ গীর্জার প্রথম ভারপ্রাপ্ত আচার্য হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য এজন্য তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং ডাফ প্রমুখ পাদ্রীগণই এইসব বাধা অপসারিত করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর এই গীর্জার দ্বার উন্মোচিত হয়। ১৮৩৯ থেকে ১৮৫২ এই তের বছর তিনি আচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তাঁর প্রার্থনাগুলি বাংলায় পরিবেশিত হত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নিবেদিত প্রার্থনাগুলিই একত্রে 'উপদেশ কথা' নামে সঙ্কলিত হয়। এই বছরেই তাঁর সহায়তায় মাইকেল মধুসূদন এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। তিনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এছাড়া একাধিক সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করতেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'[১৩ খণ্ড] প্রকাশিত গ্রন্থ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বীটন সোসাইটির সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বার ও পরে সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। একবার তিনি 'ফ্যাকাল্টিঅফ্ আর্টসে'র ডীন হয়েছিলেন। তিনি অনারারি 'ডক্টর অফ্ ল' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৬৪ তে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এই কীর্তিমান পুরুষ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে লোকান্তরিত হন।

কৃষ্ণমোহনের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল :

১. এনকোয়ারার, ২. হিন্দু ইউথ, ৩. সংবাদ সুধাংশু, ৪. গভর্নমেন্ট গেজেট।

তাঁর বাংলা পুস্তকাবলী :

১. উপদেশ কথা, ২. মিথ্যানাশন ও সত্যস্থাপন, ৩. ধর্মজিজ্ঞাসুদের শিক্ষার্থ প্রশ্নোত্তর, ৪. বিদ্যাকল্পদ্রুম, ৫. ধর্মপোষক বক্তৃতা, ৬. ষড়দর্শন সংবাদ ইত্যাদি

তাঁর নানা ইংরাজি রচনার মধ্যে নিম্নোক্তগুলিও বিশেষ স্মরণীয় :

1. The Persecuted. 2 A prize essay on native female education
3 Dialogues on the Hindu Philosophy. 4 The Claims of Christianity in British India. 5. The Aryan witness.

সপ্তদশ শতকের আগে থেকে বাংলায় খ্রীষ্টীয় প্রসঙ্গের প্রচার ধারা এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এইকাল বিস্তারের অন্তর্ভুক্ত আরও নানা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে প্রধান বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রেখে অনাবশ্যক আলোচনা বর্জন করা হয়েছে। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনার পরিমাণ কম নয়। সেই বিষয়টিই এ আলোচনায় মুখ্য। সেই প্রয়াসেই এবার তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

১. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস [শ্রাবণ, ১৩৬৯] পৃ. ১৮ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২. ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইগ্নেশিয়াস লয়োলা নামক স্পেন দেশীয় এক ব্যক্তির দ্বারা জেসুইট সম্প্রদায় গঠিত হয়। নানা উপায়ে জগতের সর্বদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার এবং নানা প্রণালীতে লোকসেবা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।

৩. 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ : IV, দ্রষ্টব্য।

৪. যশোর-খুলনার ইতিহাস : ২য় খণ্ড, সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৮৫-২৯১।

৫. পত্রখানির অংশ : 'ছেলেরা শোভাযাত্রা করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আমাদের স্বাগত করিতে আসিল। তাহারা সনির্বন্ধে বলিল, আমাদের শিক্ষা দাও, ধর্ম্ম উপদেশ দাও। শিক্ষকের অভাবে তাহাদেব কাল বৃথা কাটিতেছিল। তাহাদের প্রার্থনায় আমরা বিচলিত হইলাম, কিন্তু আমাদের অবসর না থাকায়

আমবা আমাদের একজনকে পাঠশালা কবিয়া ছেলেদের পড়াইবার ভাব লইবার ব্যবস্থা করিলাম। ইহাই আমাদের মিশনেব প্রথম এবং সবিশেষ মূল্যবান কাজ। শিক্ষা কাজের উপযুক্ত হইবে মনে কবিয়া আমাদের ধর্ম্মেব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক প্রশ্নোত্তবময় একটি ছোট কড়চা বই লিখিলাম। সে বইখানি পাদ্রী দো-মিঙ্গ-দে-সোসা তাহাদেব ভাষায় অনুবাদ কবিল। এই বইখানিব উপযোগিতা শুধু ছেলেদেব পক্ষে নয়, বড়দের পক্ষে এবং খাস পর্তুগীজদের পক্ষেও যেহেতু বইটির সাহায্যে তাহারা তাহাদেব ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের এবং তাহাদের অধীন দেশীয় লোকদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত শিক্ষা দেয়।'— 'বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস' [দ্বিতীয় খণ্ড], সুকুমাব সেন, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩।

৬ Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian Religion in which were confuted the gentile and Mahumatan errours; to which as added a short calichisme by way of dialogue, which the children freqently the sheels learned by heart '---Purchas His Pilgrimes, vol X, P 205 —সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃ. ১৯ দ্রষ্টব্য।

৭. Father Marcos Antinio, S J the superior of the Mission among these Bengali converts between 1679 and 1684, Wrote from Noluocot to Provincial of Goa on January 3, 1683 The Father (Ignatius Gomes, Manoel, Sardy and himself) have not failed in their duty, They have learned the language well, have composed vocabularies, a grammer, a confessionary and prayers", they have transmitted the christian Doctrine (doutrine Christa or Catechism) etc nothing of which existed until now (O chronista de Tissuary, Goa, Vol II, 1867, p 12, Father Hosten in Bengal Past and Present, vol IX, Part-I pp 46

৮ He made a translation of the Sanskrit Book entitled Sree Bhagabat Pooran in the English language which was translated to England and was deposited in the British Museum (B M Hari Ms 4253-55) The Calcutta Review No CC IXX pp 397

৯ Selections from unpublished 'Records of Government', Vol 1 pp 146

১০. "Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country,"

১১. The History of Christianity in India, from the commencement of christian era- by the Rev. J. Hough--- Calcutta Review : 'In 1759 he opened an English school for Armenions, Bengalis, English and Portuguese, in a year, it contained 135 scholars, some of whom, were Brahmana and made no objection to be thought the Christian Doctrins . he also took charge of the Charity school(the present free school), one of his first convents was a Brahmana . . '

১২ পত্রের এই অংশ বিশেষ স্মরণীয় : I have placed the languages in the order yoy see them, gentlemen, show in whatsmannr the Arabic is incorporatoited with the Persic and its exhibit how the persic is inflicted in the Hinduse as well as to endeavour some traces of the Sanskrit language in the Bengal Dialect "

১৩ 'It is no small thing that mainly at his own expenses, he erected, a protestant Church, where no Church was, and thus restored to the inhabitants of the city of British India, the long forfeited privilege of worshipping God in a public place, consecrated to His service.' --- 'Christianity in India',1859, by John william Keye, pp. 92

১৪ তাঁর আবেদনে বলা হয়-- 'As long we continue to govern India in the mild and tolerant spirit of Christianity, we may govern it with eases, but if the fatal day should arrive when Religious innovation, shall set her foot in that country, indignation will spread from one end of Hindusthan to the other and the arms of fifty millions of people will drive us from that portion of the globe with as much easas the sand of the desert is seallered by the wind"---'Christianity in India',1859, by John william Keye, pp 154

১৫ ইগেশিয়াস লায়োলা [Ignatias Layola] এবং ফ্রান্সিস জেভিয়ার [Francis Xaveer] ছিলেন জেসুইট সম্প্রদায়ের আদি কল্পক। দু'জনের জন্মভূমি স্পেন। সম্ভবত ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইগেশিয়াস এবং ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিসের জন্ম হয়।—'The origin of the Gesuits'by James Broderick S J [1940] দ্রষ্টব্য।

১৬ My father is deacon of a Baptist Church at fairford, in Gloucestershire He trained me up in the nurtue and admonituonion of the Lord, but I proved a longtime a hopeless child very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled, till it pleased God to make my sins a heavy burden to me, in the year 1781, I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife

At the time mentioned, I was settled in Great Newport street, in the practice of Surgery and Midwifery, but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings till an offer was made me of going to sea and in the year 1783, I sailed in the capacity of Surgeon of the oxford Indimnan to Bengal on my arrival at Calcutta, I sought for religious people but found none "

১৭ Periodical Accounts Vol I p-31.—সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' পরিবর্ধিত সংস্করণ- ১৩৬৯।

১৮ History of Bengali literature in the 19th Century, S K Dey, pp 107

১৯. তাঁর মন্তব্যটি [ইংরেজি ভাষায়] এইরকম— This ancient language which refused to disclose itself to the former Governers of India,unlocks its treasurers at your command, and enriches the world with the history, learning and science of a distant age "

¤

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনাধারা

বাংলা ভাষায় খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার সাহিত্যমূল্য হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু বাংলার বৃহৎ এক লেখক সম্প্রদায়ের শ্রম মনন আবেগ ও অনুভূতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই এর ব্যবহারিক মূল্য তুচ্ছ হলেও এর মানবিক আবেদন তুচ্ছ নয়। ভাষার ক্ষেত্রে ইসলামী বাংলার মত খ্রীষ্টীয় বাংলারও একটি পৃথক প্রকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। যে সব রচনার কথা বলা হয়েছে সে সব রচনাত বটেই, তাছাড়া, বাইবেল অনুবাদের নানাপ্রয়াস ও বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, — খ্রীষ্টীয় প্রসঙ্গের শব্দকোষ বা অভিধান জাতীয় গ্রন্থাদিও এইসূত্রে বিবেচ্য। এখানে বিভিন্ন খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার ধারাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত : বাইবেলের বঙ্গানুবাদের বিচিত্র রূপভেদ, বিভিন্ন সংস্করণ ও খ্রীষ্টতত্ত্বের অথবা খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বালোচনামূলক নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ।

দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক গীতি।

তৃতীয়ত : খ্রীষ্ট ও প্রাসঙ্গিক সাধুসন্ত যেমন সেন্ট ম্যাথু, সেন্ট পল প্রভৃতি ভক্ত খ্রীষ্টানদের

চতুর্থত : গদ্য কথা সাহিত্যের ভঙ্গিতে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা মূলক নানা রচনার প্রয়াস এবং শেষ পর্যায়ে ১৮২৪ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পত্র-পত্রিকা।

এই পর্বের আলোচনায় যে সকল পুস্তক পুস্তিকা স্থান পেয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম হল :

যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত[১৮১৮], যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ প্রথম খণ্ড [১৮২২] ও দ্বিতীয় খণ্ড [১৮২২], দীপক [১৮২৫], যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ [১৮০৫], দানিএল মুনির চরিত্র [১৮৩৭], Book of common prayer [1840], List of proper Names [1840], Companion to the Bible in Bengali [1846], Moral Tales [1849], The Preachers companion [1851], ধর্ম পুস্তকের ইতিহাস [১৮৬৮], জীবনালোকে [১৮৮৪], বঙ্গে খ্রীষ্ট মণ্ডলী [১৮৯২] , ইত্যাদি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত অথবা প্রকাশিত যে সকল পুস্তক এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে সেগুলির মধ্যে স্মরণীয় হল : দলিত কুসুমচয় [১৮২৩], সঙ্গীতমালা [১৯২৩] , খ্রীষ্টাবিবরণামৃতং, পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী [১৯২৪],কৃপাশাস্ত্র [১৯২৪], নির্জনধ্যান [১৯২৬], স্বপত্নী বিবাদ [১৯২৭] ইত্যাদি। কয়েকটি পত্র- পত্রিকাও প্রসঙ্গত এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। যথা : সমাচার দর্পণ, সংবাদকৌমুদী, ব্রাহ্মণ সেবধি, সমাচার চন্দ্রিকা,

খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি, সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, দুর্জন দমন, মহানবমী, সুধাংশু, উপদেশক, সত্যার্ণব, অরুণোদয় ইত্যাদি।

এই সকল পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক-পুস্তিকা নানাস্থানেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগার, কলকাতা বাইবেল সোসাইটির অফিস এবং অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রাসঙ্গিক অল্পবিস্তর তথ্যাবলী পাওয়া যায়।

এই আলোচনার কালসীমার পূর্ববর্তী দুটি রচনাকে এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করা হয়েছে। তার কারণ এই দুখানি গ্রন্থ রচনা খ্রীষ্ট সংক্রান্ত বাংলা সাহিত্যের বহুল আলোচিত প্রাচীনতম প্রয়াস। প্রথম বইখানি হল : দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিওর— 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ও দ্বিতীয়খানি মানো-এল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও— এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ'। এর আগেও অন্য প্রসঙ্গে এই গ্রন্থ দুখানির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, সাহিত্য আলোচনাকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা কঠিন।

ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ :

'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এর শেষ সংস্করণ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সজনী কান্ত দাসের সম্পাদনায় ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ কলকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্র নাথ সেনের সম্পাদনায় ঐ গ্রন্থের পূর্ব সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের [শ্রাবণ ১২৬৯] ২০ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' প্রসঙ্গে পূর্ব সংস্করণ গুলি থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন।

পর্তুগীজ আমলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। পর্তুগীজ প্রয়াসের এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটির লেখক ছিলেন একজন বাঙ্গালী। মানো-এল-দ্য আস্‌সুম্পসাঁও রচিত বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রচনার পূর্বেই দোম আন্তোনিও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' রচনা করেন। মুদ্রণের জন্য এই পুস্তকখানি মানো-এল এর গ্রন্থের সঙ্গেই একই সময়ে পর্তুগালে প্রেরিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বইখানি মুদ্রিত হয়নি। এভোরার গ্রন্থাগার Bibliothica Nacional-এ রক্ষিত পুথি থেকে নকল করে এই পুস্তকের অনুলিপির মুদ্রিত সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথি বিভাগে রক্ষিত আছে।

দিয়াগো বারবোসা মাসাদো [Diago Barbosa Machadoda] ও ইনোসেন্সিয়া ফ্রান্সিসকো দ্য-সিলভা [Innocencio Francisco da Sylva] এই দুই মণীষী পর্তুগীজ গ্রন্থের তালিকা এবং পর্তুগীজ গ্রন্থকারদের জীবনীকোষ সঙ্কলন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের কোন তালিকাতেই দোম আন্তোনিওর পুথির কোন উল্লেখ নেই, তাতে একথা সহজেই মনে হয় যে তারা দোম আন্তোনিওর পুথি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। থিরসো লোপেস-এর গ্রন্থ তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থকারদের মধ্যেও কেউই দোম আন্তোনিওর পুথির কথা উল্লেখ করেননি। অথচ থিরসো লোপেস ব্রাহ্মণ রোমাল ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলে গেছেন—

কেবলমাত্র কুন্হা রিভারা [Cunha Rivara] ১৮৫০ সালে এভোরার সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তকেব হস্তলিখিত একটি তালিকা প্রস্তুত করার সময় দোম আন্তোনিওর পুথিটির উল্লেখ করেন। কেবলমাত্র পুথির নামোল্লেখই নয়, তাঁর পুস্তক তালিকায় ঐ পুঁথি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। পুথির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি লিপিবদ্ধ করেন এবং পুথির একটি ক্রমিক সংখ্যা দেন। সেই ক্রমিক সংখ্যাই এভোরায় রক্ষিত পুথির ক্রমিক সংখ্যা। কিন্তু তিনি এর মুদ্রণ বর্ষ উল্লেখ করেন নি।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত আগাস্তিনো মিশনের ফাদার আম্ব্রোসিও [Frey Ambrosio de Santo Agustinrno] মিশনের যে বিবরণ লিখেছেন, তাতে তিনিও পুথির নামোল্লেখ মাত্র করেছেন, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কথা বলেননি। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আম্ব্রোসিও যখন এদেশে প্রচার কাজ আরম্ভ করেন তখন তিনি এই পুথি দেখেছিলেন। অথচ ইতি মধ্যেই পুস্তকখানি যথেষ্ট পরিচিত লাভ করেছিল। মিশনের কোন যাজক যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সঙ্গে কোন ধর্মীয় তর্কে অবতীর্ন হতেন তখন এই পুস্তকখানিই হত তাঁর অবলম্বন। এই প্রয়োজনেই পর্তুগীজ খ্রীষ্টীয় যাজকদের অনেকে গ্রন্থখানি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করে নেন। তারই ফলে বইখানির খ্যাতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং পরবর্তীকালে ধর্মপ্রচারকদের কাছে এই বইটি অপরিহার্য বলে মনে হয়েছিল। আর এই বিবিধ কারণেই যতশীঘ্র সম্ভব মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়াতেই বইটি পর্তুগালে প্রেরিত হয়। কারণ তখনও বাংলাদেশে মুদ্রণ ব্যবস্থা সুদূর পরাহত।

পুথিটির সম্বন্ধে মিশনরিদের কৌতূহল ছিল এবং প্রয়োজনীয়তাও ছিল। কিন্তু পুথিখানি সম্বন্ধে পূর্ণধারণা ছিল না। এই অস্পষ্ট ধারণা এবং আরও কয়েকটি কারণে ফাদার হস্টেন পুথিখানি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে হয়তো দোম - আন্তোনিও আদপে কোন পুথি রচনা করেননি। তাঁর পুথি বলে যা আমরা পাই তা কোন জেসুইট যাজকদের রচনা। যে কোনভাবেই হোক অথবা যে কোন কারণেই হোক এ পুথি দোম আন্তেনিওর নামে চলে এসেছে। এমন ঘটনার নজীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমিল নয়। ফাদার হস্টেনের এরকম সন্দেহের আরও কারণ রয়েছে। কারণটি হল এই যে দোম আন্তেনিওর চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের ধারণা বিভিন্ন রকম। যেমন ফাদার আম্ব্রোসিও বলেন, যে দোম আন্তোনিও অত্যন্ত সাধু চরিত্রের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। খ্রীষ্ট্র ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্মের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ইত্যাদি। কিন্তু জেসুইট পাদরিরা একথা স্বীকার করেন না। এমন কি তাঁরা দোম আন্তোনিও সম্বন্ধে অনেক সন্দেহজনক উক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।

যা হোক, বর্তমানে এভোরায়, ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের যে পুথিখানি রক্ষিত আছে তার বর্ণনা এবং পরিমাপ সম্বন্ধে জানা যায় যে পুথিখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আট পৃষ্ঠা ফর্মার পাতায় দুই কলমে লেখা। শিরোনাম ও প্রস্তাবনা দুটি ভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বামদিকের কলমে মূল বাংলা ভাষায় কিন্তু রোমান হরফে এবং ডানদিকে পর্তুগীজ ভাষায় বাংলা অংশের সারাংশ লিখিত হয়েছে। এই পর্তুগীজ অনুবাদটুকু মানো-এল কৃত। পুথির প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছেন :

'সরল পাঠক, তোমাকে এই বইখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি, মৎকৃত বলিয়া নহে, কারণ বাংলা হইতে পর্তুগীজ অনুবাদটুকু মাত্র আমার; কিন্তু যিনি বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সুপরিচিত ছিলেন সেই ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিওর নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার ফল বলিয়া অধীত হইয়া থাকিলেও এই পুস্তকের বহুবার পুনরধ্যয়নে যদি হিন্দু হও, তোমার অবতারদিগের, অথবা তোমার ভ্রান্ত মত অসারতার কথা বুঝিতে পারিবে, যদি নূতন খ্রীষ্টান হও তোমার ধর্মে আস্থা দৃঢ়তর করিতে পারিবে এবং ভগবানের মাহাত্ম্যে ও মহিমায় এই শাস্ত্রের সাহায্যে ক্যাথলিক পন্থায় বহু আত্মার সমাবেশ করিতে পারিবে। ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসাবে নগণ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও তোমাকে জানাইতেছি যে, যতগুলি অক্ষরে পুথি লিখিত হইয়াছে সম্ভবত ততগুলি আত্মা যিনি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার লেখা তোমার পরিশ্রম সহকারে পাঠ করা উচিত বিদায়।'

এভোরার সাধারণ গ্রন্থাগারে, যে পুথি রক্ষিত আছে তাতে বাংলা হরফ একেবারেই নেই। বাংলা অংশ রোমান হরফে লেখা। কিন্তু ফাদার আম্ব্রোসিও তাঁর বিবরণে পুথির যা পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে নগরীর পুথিতে একদিকে পুরোপুরি বাংলা এবং অন্যদিকে পর্তুগীজ ভাষায়, বাংলা অংশের ঠিক অনুবাদ নয় সারমর্ম লিখিত হয়েছে। একথা পূর্বেও অল্পবিস্তর জানা গেছে, কিন্তু আম্ব্রোসিওর বিবরণে একই ধরণের উল্লেখ এর সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিগুণ নিশ্চিন্ত করে।

কিন্তু এতরকম সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার পরও এমনকি আম্ব্রোসিওর বিবরণ পাঠের পরেও একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতেই হয় যে মূল পুস্তকখানি বাংলা হরফেই লিখিত হয়। কারণ সমসাময়িককালে যে সকল মিশনরি এই পুঁথি নকল করতেন, তাঁরা পুরোপুরি বাংলাতেই তা করতেন এবং পরে সময় ও সুযোগমত ঐ গ্রন্থ পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করে নিতেন। এই অনুবাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটার কারণ এই যে, তাঁরা কেউই বাংলা হরফে নকল করেন নি। তাঁরা যে ভাবে বাংলা উচ্চারণ করতেন, সেই উচ্চারণ অনুসারে পুথিগুলি সাজিয়ে নিয়ে নকল করেন। লিপি রোমান অথচ উচ্চারণ বাংলা হওয়াতে, মূল পুস্তকখানি বাংলায় না পর্তুগীজ ভাষায় রচিত হয়েছে এই সংশয় দেখা দিয়েছিল। কারণ তাঁদের বাংলা ভাষায় জ্ঞান ছিল সীমিত, তাই এই ভ্রম তাঁদেরও যেমন বিপাকে ফেলেছিল— আমাদেরও তেমনি বহুদিন ধরে বইটি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে রেখেছিল। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে কতগুলি অপরিচিত শব্দ এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেমন ধ্রুব, প্রছাত, নীলা, কেমতে ইত্যাদি। পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় ভুবনের বানান দেখা যায়— Bubon। আবার ঐ শব্দটিই ২৮ পৃষ্ঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে— bhubone। এরকম দৃষ্টান্ত আরও আছে— যেমন ৪র্থ পৃষ্ঠায় আছে Purazhinio, ৬৪ পৃঃ আছে Bodotarzier এবং ৫২, ৭৩ পৃষ্ঠায় biate ও beati ইত্যাদি শব্দ। অর্থাৎ তাঁদের ব্যবহৃত রীতি কোন সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেনি। কোথাও সাধু কোথাও চলিত, কোথাও শুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ এইভাবে ভাষা প্রবাহ অগ্রসর হয়েছে। পুথি নকল করার সময় অনভিজ্ঞতা এবং অজ্ঞতাবশত তাঁরা কিছু কিছু শব্দের হাস্যকর পরিণতি দান করেছেন। তার ফলে পাঠ বিকৃত হয়ে গেছে। দোম আন্তোনিওর লেখকের সংস্কৃত জ্ঞান আদৌ ছিল না। কিন্তু নিজের প্রতি অপরিমিত বিশ্বাস তাঁকে দুঃসাহসিক করে তুলেছিল।

উপরিউক্ত এই সকল দোষ ত্রুটি বা অবিমৃষ্যকারিতার কথা ছেড়ে দিলে বলতে হয় পুস্তকখানির ভাষা সত্যিই সরল। এর গদ্যের মান তৎকালের তুলনায় অনেক উঁচু। কারণ গদ্য সৃষ্টির কোন আদর্শই যখন লেখকের সম্মুখে ছিল না, তখন একজন বিদেশীর পক্ষে এই অপরিচিত ও অপরীক্ষিত পথে গদ্য সৃষ্টির প্রয়াস কেবলমাত্র অসাধারণই নয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়ও বটে। সে সময়ের আদর্শের মধ্যে ছিল কেবল গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রীতিতে রচিত বৈষ্ণব সহাজিয়া পুথিগুলি যেগুলির না ছিল কোন সাহিত্যের আস্বাদ, না ছিল আঙ্গিকগত কোন বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দোম আন্তোনিওর রচনাতেও এ দুটিই অনুপস্থিত। তবে সেই ঘোরতর মুসলমান যুগে তাঁর রচনায় আরবি-ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায় না। এই ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ফার্সী ছিল তখনকার রাজভাষা। সেই জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নাগরিককেই এই ভাষা শিখতে হত। তখন আরবি ফার্সীর প্রচলন এত ব্যাপক ছিল যে, চলিত বাংলা ভাষাতেও কিছু কিছু আরবি-ফার্সীর মিশ্রণ ঘটেছিল। অথচ দোম আন্তোনিওর রচনায় আরবি ফার্সীর প্রয়োগের তুলনায় বরং বা ঙ্গলার পূর্বাঞ্চলের উপভাষারই প্রয়োগ এবং মিশ্রণ ঘটেছিল। সামান্য কয়েকটি ফার্সী শব্দের যে নজীর পাওয়া যায় যেমন— বেমাত [পৃষ্ঠা-৩], পাডিলা ও নফর [পৃষ্ঠা-৪৪], হায়াত [পৃষ্ঠা-৪৭], হামেশা ও রাত্র [পৃষ্ঠা-৪৭], তাগাদ [পৃষ্ঠা-৬৭], বাকারে [পৃষ্ঠা-৭২] ও বদরিয়া [পৃষ্ঠা-৭৫]। তৃতীয় পৃষ্ঠার 'বেমতি' শব্দটি— সংস্কৃত 'মতি' শব্দের সঙ্গে ফার্সী অভাবসূচক 'বে' যুক্ত হয়েছে।

দোম আন্তোনিওর পুথিতে অধুনা লুপ্ত অপ্রচল অনেক শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৩৯ পৃষ্ঠায়— 'গৃহস্তোবীর্যের শরীরনাশী, ৫৩ পৃষ্ঠয়— 'মলংধারী শানো শরীর ' ইত্যাদি। আবার 'মরা' অর্থে 'নাশীন' ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ৭৪ পৃষ্ঠায় 'নাশীন বটপত্রে বা কোথাএ ছিলো' ইত্যাদি বাক্য বা বাক্যাংশ আধুনিক কালে সচারচর দেখা যায় না।

এই পুথিতে হিন্দুধর্মের নানা বিধি নিষেধ ও আচারদির উল্লেখ আছে এবং খ্রীষ্টধর্ম যে অভ্রান্ত একথা প্রমাণের ব্যগ্রতাও ছিল। সর্বোপরি সাধারণ ট্র্যাক্ট্ গ্রন্থের রীতি অনুসারে এতে প্রচার করা হয়েছে যে, ক্যাথলিক ধর্মই প্রকৃত মুক্তির পথ এবং এতেই ঈশ্বর দত্ত বিধানগুলির প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়। মিশনরি প্রচারকগণ যাতে বাংলা ভাষায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিচার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই দোম আন্তোনিও তাঁর এই পুস্তক রচনা করেছিলেন।

পর্তুগীজ ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণ 'ম' এর উচ্চারণ নেই। ঢাকা চট্টগ্রাম অঞ্চলের হ, ধ, র, ড়, ঢ় কোথাও অনুচ্চারিত আবার কোথাও ভিন্নরূপে উচ্চারিত। আর একটি স্মরণীয় প্রসঙ্গ হল এভোরার পুথিতে বাংলা অংশের যে সারমর্ম দেওয়া আছে তাতে সর্বত্র মূলের অনুসরণ করা হয়নি যেমন : প্রথম পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিককে বলছেন, 'ইহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপরিণাম নাহি।' পর্তুগীজ ভাষায় এর অর্থ বা অনুবাদ—Logoa vossa Lei nao he boa। পরিষ্কার বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়— 'তোমাদের রীতি বা শাস্ত্র ভাল নয়।'

সবশেষে বলা যায় যে পুস্তকখানি অতর্কিতে অত্যন্ত আকস্মিভাবে শেষ হয়ে গেছে। যেমন : 'আরো তীর্থ কারে কহো তাহা বুঝাই।'— এরপর আর কোন আলোচনাও নেই বা নূতন কোন প্রসঙ্গের অবতাবণাও নেই। অবশ্য এসব তথ্য সুপরিচিত।

মানো-এল-দ্য-আসসুম্পসাঁও ও তাঁর প্রয়াস :

মানো-এল-এর নামও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল এই যে, ইনি বিদেশীয়দের মধ্যে প্রথম বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর জন্মস্থান লিসবন থেকে ৭৫ মাইল দূরবর্তী এভোরা নগরী। মানো-এল এদেশে আসেন খ্রীষ্টান ধর্ম যাজক হিসেবে। তাঁর কর্মস্থল ছিল ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি বাংলা দেশে বাস করে গেছেন। তাঁর জন্মের সাল তারিখ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন্ শিক্ষকের কাছে তাঁর বাংলার শিক্ষানবিশি পর্ব শুরু হয়েছিল সে সম্বন্ধেও কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়ালে বসে তিনি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এর পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। তখন তিনি পূর্ব ভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন এবং বাংলা দেশে সিদ্ধা নিকোলাস দে তলেন্তিনোর নাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচার কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪ ও ১৭৫৭ এই দুটি সালের পূর্বে পরে অথবা মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ৬১ টি ধর্মীয় উপাখ্যান আছে। গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের আকারে বৈষ্ণব কড়চা জাতীয় রচনারীতি অবলম্বনে লিখিত। এই গ্রন্থে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের ভাষারও কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের 'অর্থভেদ'-এর প্রথম সংস্করণ লিসবন শহরে, দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুরে এবং তৃতীয় সংস্করণ তদানীন্তন ভারতীয় পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ার কাছাকাছি মারগাঁও শহরে মুদ্রিত হয়।

মানো-এল-এর আর দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ হল বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা পর্তুগীজ শব্দকোষ। একজন যাজক হিসেবে তাঁর পক্ষে এই জাতীয় বই লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে— কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না বরং তা খুবই বিস্ময়কর এবং তাৎপর্য পূর্ণ বলে মনে হয়।

মানো-এল প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ :

মানো-এল-এর ভাষা চর্চার বিশেষ আগ্রহের অন্যতম নিদর্শন এই ব্যাকরণ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক অনূদিত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণের 'প্রবেশক' থেকে জানা যায় যে, এই বইখানি আকারে ক্ষুদ্র। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা X+592। প্রথম দশ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি আছে। তারপর ১-৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাকরণ। মাত্র এই অংশটুকুই বঙ্গানুবাদের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর থেকে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা-পর্তুগীজ, ৩০৭-৫৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পর্তুগীজ-বাংলা এবং ৫৭১-৫৯২ পর্যন্ত অবশিষ্ট পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগৃহীত হয়েছে। যেমন, তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্ত গ্রহের নাম, হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থের নাম, [আগম শাস্ত্র, পুরান শাস্ত্র, ভাগবত গীতা, তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, বৈদ্যক], ব্রাহ্মণের গায়ত্রীমন্ত্র [সংস্কৃতে], ঈশ্বরের গুণাবলী এবং সর্বশেষে সমোচ্চার্য বাংলা শব্দাবলী।

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার ধারায় ব্যাকরণের আলোচনা স্বল্প হলেও চলতে পারে, কিন্তু এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার আগ্রহ, ধর্মপ্রচারের সংকল্পের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত ছিল সে বিষয় সংশয়াতীত। তাঁর পুস্তকের মুখবন্ধটি একথাই প্রমাণ করে। এখানে মুখবন্ধটি উদ্ধার করা হল:

মুখবন্ধ

"পাঠক ও নবীন প্রচারকদের প্রতি

পাঠক বন্ধু ও নবীন প্রচারক মহাশয়, আশা করি ধর্মশক্তি লইয়া, খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গজনোচিত প্রেম লইয়া এবং যীশুখ্রীষ্টের ধর্মে সকল জগৎকে দীক্ষিত করিবার, সঙ্ঘের বুকে পথভ্রষ্ট সন্তানগুলিকে ফিরাইয়া আনিবার যত উৎসাহ লইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছ এবং এই অভিপ্রায়ে মূল হইতে বঙ্গভাষা শিখিতে চাহিতেছ, তোমাকে এখন এই পুস্তকখানি উপহার দিতেছি, ইহাতে তুমি উক্ত ভাষার নিয়মাবলী পাইবে, আর পাইবে দুইভাগে বিভক্ত এক শব্দকোষ, প্রথমভাগে বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ, দ্বিতীয়ভাগে পর্তুগীজ ও বাংলা, এতে তুমি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ দেশীয়দের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে।

এতদ্‌ভিন্ন তোমাকে অনুরোধ করি যে, তুমি সমস্ত যত্ন প্রয়োগ করিয়া তোমার কর্তব্যবুদ্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাতে ব্যাপৃত হও কারণ, ভাই যোআউ (যোহান) বাউপতিস্তা তাঁহার উপদেশাবলীর (২১৪ পৃষ্ঠা) মধ্যে যেমন বলিয়াছেন,—যে প্রচারক তাহার ধর্ম গোষ্ঠীর ভাষা জানে না, সে প্রচারক হইবার উপযুক্ত নহে (Nullo mod-est absolvendus) অর্থাৎ কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেনা, ইহা তাঁহারই কথা এবং তদ্‌ভিন্ন মন্তি-নেগ্রু বলিতেছেন যে, তাদৃশ ব্যক্তি স্বভাবতঃই অনুপযুক্ত, কারণ যাহার হস্তাঙ্গুলি নাই সে ব্যক্তি যেমন খ্রীষ্ট যজ্ঞের পুরোভাস ও পবিত্র করুণাধার একত্র করিতে, বিযুক্ত করিতে ও উত্তোলন করিতে— এককথায় সংস্কারপূত করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম, তদ্রুপ যাহার নিজ ধর্ম্মাধিকার ভুক্ত জনগণের ভাষায় জ্ঞান নাই— সেও স্বভাবতঃ তাহাদের পরিচালক হইবার অনুপযুক্ত, কারণ যে আধ্যাত্মিক আহারে তাহাদের এত প্রয়োজন তাহা সে দান করিতে পারেনা।

আর যদি বল আমরা বিদেশীপল্লীতে ধর্ম্মযাজকতা করিতে চাহি, সেখানে অধিকাংশ লোক ত পর্তুগীজই বলে, তবে আমি তোমাকেএই উত্তর দিতে চাহি যে, এই অধিকাংশতে বাঙ্গালাও বুঝে, যে অল্প সংখ্যক লোক পর্তুগীজ জানে না, তাহার ও তোমার অধিকার ভুক্ত, তুমি যদি আধ্যাত্মিক খাদ্য না দিতে পার তবে তাহারা অনন্তকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহাদের সঙ্গে তুমিও ভোগ করিবে— যাহা ভগবান হইতে দিবেন না।

এইরূপ অনুমান করিয়া আমি তোমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, যে ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমের দিব্য, ভগবানের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্ম প্রসারের জন্য এই পুস্তক অভ্যাস করিতে যথাসাধ্য যত্ন কর। বিদায়।"[১]

এই ব্যাকরণের কয়েকটি পর্তুগীজ বাংলা শব্দ সংগ্রহের দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল :

Acux V Longor	আকুশ বা লঙ্গার	Barancancana	বারাঙ্কানখানা
Akında Agora	এখন	Bocado	গ্রাস
Aotton	আওটন	Cazadeaudıencia	সভাগৃহ
Azade Vazo	আংটী	Debaıxo	নীচ, অধস্তাৎ

Dhong	ঢং	Fececia	ভঙ্গীকরা
Ditenca	বিলম্ব	Hette	হেটে
Eposa	স্ত্রী	Mulher Pejada	গর্ভবতী স্ত্রী
Fandicao	মন্থন, পালন		

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে মানো-এল-এর এই ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশীয় শব্দ সংগ্রহ, বিশেষ স্মরণীয়। এই ব্যাকরণই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ। এর প্রায় একশত বছর পরে দেশীয় লেখকের লিখিত বাংলা ব্যাকরণ পাওয়া যায়। এরপর তাঁর প্রধান রচনাটির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ : Crepar Xastrer Orth, Bhed:

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'— এর প্রথম সংস্করণের নিদর্শন কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। কিন্তু এ বই খণ্ডিত। এর বহু পৃষ্ঠা নেই। এর প্রথম সংস্করণের নাম প্রত্রটি এইরকম :

> Crepar Xastrer Orth, Bhed, Xixio Gurur Bichar, F Manoel-da-Assumpcao Leqhiassen b uzhassen Bengalla te Baoal dexe, Xonhazar xat xoho pointix bossor christor zormo bade. Bhetten corilo boro thacurque D Fr. Miguel de Tavora Evora xohorer Arcebispo Lisbaote Franciscoda sylvar xaze Patxer quitaber xap corinia xpor zormo bossore 1743; xolol uchiter hucume.

এই পুস্তকখানিও আকারে ক্ষুদ্র। ইহার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১। পুস্তকের মূল বক্তব্য ৩৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ৩৮০ থেকে ৩৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিছুই লেখা নেই এবং পরের পৃষ্ঠাগুলিতে পুস্তকের সূচীপত্র মুদ্রিত হয়েছে। রচয়িতা মানো-এল-দ্য আসসুম্পসাঁও যখন ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে, ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হয়। পুস্তকখানির মূল পাণ্ডুলিপি বাংলা হরফে লিখিত হলেও আমাদের দেশে তখন কোন মুদ্রণ যন্ত্র ছিলনা। এই কারণে এই বই মুদ্রণের জন্য পর্তুগীজরা সুদূর পর্তুগালের লিসবন নগরীতে নিয়ে যায়। সেখানে পুস্তকখানি রোমান হরফে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকার জোড় পৃষ্ঠায় বাংলা এবং বিজোড় পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ অনুবাদ বিদ্যমান। এই পুস্তিকা মুখ্যত কথোপকথন রীতিতে লিখিত। এতে একদিকে যেমন খ্রীষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা যায়, অপরদিকে তেমনই হিন্দুধর্মের যৌক্তিকতা খণ্ডনের চেষ্টাও বিদ্যমান।

সমগ্র পুস্তকখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড বা পুথি কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। 'তাজেল' গুলিকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে :

পুথি : ১ম খণ্ড :

তাজেল — ১ : সিদ্ধিক্রুশের অর্থভেদ।

তাজেল — ২ : 'পিতার পড়ন' এবং তাহার অর্থ।

তাজেল — ৩ : 'প্রণাম মারিয়া' আর তাহার অর্থ আর 'নিস্তার রানী'।

তাজেল — ৪ : 'মানি সত্য নিরঞ্জন' আস্থার চৌদ্দভেদ আর তাহাদিগের অর্থ।
তাজেল — ৫ : দশ আগ্যা ও তাহাদিগের অর্থ।
তাজেল — ৭ : সাক্রামেন্তোস এবং তাহাদিগের অর্থ।

পুথি : ২য় খণ্ড : পড়ন, শাস্ত্র সকল আর যে উচিত জানিতে স্বর্গে যাইবার।

তাজেল — ১ : আস্থার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার, শিখাইবার, উপায় তরিবার।
তাজেল — ২ : পড়ন শাস্ত্র নিরালা।

এইভাবে পুস্তকের দুই খণ্ডেরই অধ্যায় বিভাগ করা হয়েছে। মূল পুস্তকে ৬১টি উপাখ্যান আছে। তার সূচীপত্র ঐ পুস্তকেরই শেষে রয়েছে। উপাখ্যানগুলি পর্তুগীজ ভাষায় যে যে পৃষ্ঠায় আছে, সূচীপত্রে সেই সেই পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। পরিশিষ্টের এই সূচীপত্রের পূর্বে একটি শব্দকোষ আছে। ১৪১ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হয়ে ২২১ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে।

এই পুস্তকের মূল বক্তব্য রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাকে অতিশয় প্রাঞ্জল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্যই ধর্মমূলক উপাখ্যানগুলি এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কলকাতাস্থিত 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল' লাইব্রেরীতে যে পুস্তকটি রক্ষিত আছে, তার যে পৃষ্ঠাগুলি নেই, সেই পৃষ্ঠাগুলি এভোরার পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা থেকে নকল করে আনা হয়েছে। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পুস্তকের যে অংশগুলি পাওয়া গেছে— তা থেকে বাংলা অংশটুকু নিয়ে এদেশে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়েছে।

ভাষার বিষয়ে সামান্য বন্ধুরতা লক্ষ্য করা যায় এই পুথির ক্ষেত্রে — কিন্তু তৎকালে সে বন্ধুরতা ছিল অনিবার্য। এর কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত সহজ। কতকটা এদেশীয়ভাবে ভাবিত। এই পুস্তক থেকে কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে :

ক.
Guru – Tomi ni Christao ?
Xixio – Hoe, Poromexor Crepae
Guru – Cothae hote paila christaor nam ?
Xixio – Christao hote.
Guru – Con xomoe ?
Xixio – Baptismor xomoe.
Guru – Christaor nixan qui ?
Xixio – Xidhi Crux.[২]

উক্ত দৃষ্টান্তের অর্থ :

গুরু – তুমি না খৃষ্টান ?
শিষ্য– হ্যাঁ, পরমেশ্বরের কৃপায়।
গুরু – খ্রীষ্টের নাম কোথা হতে পাইলে ?
শিষ্য– খ্রীষ্টের নিকট হতে।
গুরু – কোন সময়ে ?

শিষ্য— বাপ্তিস্মোর সময়ে।
গুরু — খ্রীষ্টের নিশান কি ?
শিষ্য— সিদ্ধি ক্রুশ ।

পুস্তকের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে :

খ. গালিসিয়া দেশে এক ভক্তী যাইয়া জন্মিল, লুসিয়া নামে। তাহারে জোয়ান কালে সিদ্ধা দোমিনগোস মালার ভজনা শিক্ষা দিলেন, সেও শিক্ষা করিল: প্রতিদিন ভক্তিরূপে মালা করে বার বছর তাহার উমর হইল, বড় মুনিষ্যের লগে তাহার বিবাহ হইল। বিবাহ হইয়া তাহার ভাতারে তাহারে লইয়া গেল আন্দালুসিয়াতে, সেখানে বসত করিল।

লুসিয়া এত দুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরানীর অনুগ্রহ চাহিল, কহিল! ও করুণাময়ী মাত, আমাব ভরষা তুমি কেবল, মুনিষ্যের অলক্ষ্য আছি আমি, তথাচ আশা রাখি যে, তুমি আমারেই উপায় দিবা। আমার কেহ নাই, কেবল তুমি আমার এবং আমি তোমার, আমি তোমার দাসী, তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা।[৩]

গ. গুরু — ভাল এখন নৈরাকারের ভেদ বুঝাও। 'মানি, যে কেবল এক পরমেশ্বর হয়েন।' এহি ভেদ কেমতে বুঝ।
শিষ্য — বুঝি যে বিস্তর পরমেশ্বর নহেন। তিনি কেবল এক অনন্ত, অপার, অমর, সর্ব্বরীত, সর্ব্ব জান, আর আর ইত্যাদি যত।
গুরু — 'মানি যে তিনি পিতা, তিনি পুত্র, তিনি ইস্পিরিতো সান্তো'। এ হি তিনভেদ কেমতে বুঝ।
শিষ্য — বুঝি যে পিতা পরমেশ্বর, পুত্র পরমেশ্বর, ইস্পিরিতো সান্তো পরমেশ্বর, এবং বুঝি য়ে এহি তিনজন সমান, কেবল এক পরমেশ্বর পরমসার।[৪]

দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলমান শাসনের ফলে এদেশের ভাষায় আরবি-ফার্সীর যে প্রভাব পড়েছিল- এ পুস্তকখানিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। নানাবিধ ভাষার মিশ্রণে এর রচনারীতি কতকটা উদ্ভট হয়ে উঠেছে। 'ভাতার' 'উমর' 'ইস্পিরিতো সান্তো' - একই রচনায় এই বিভিন্ন রকম শব্দের সমাবেশ ঘটে গেছে। আবার অন্যত্র দেখা যায় একদিকে 'তেজোবন্ত', 'পরাজয়' ইত্যাদি, অন্যদিকে 'ছয়াঘড়ি', লাগাল ইত্যাদি। কয়েকটি বাক্যের ব্যবহারে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। যেমন, 'তরোয়াল খসিয়া মারামারি করিল', 'ঠাকুর পরাজয় হইয়াছিল' ইত্যাদি। কিন্তু এই দুর্বোধ্য ভাষার পরেই কয়েকটি বাক্যে বেশ মসৃণ সুষ্ঠু ভাষার নিদর্শন রয়েছে।

মূল পুস্তকে যতি চিহ্নের ব্যবহারের সমতা কোথাও নেই। সম্মান বাচক প্রথম পুরুষের সঙ্গে পূজনীয় বা শ্রদ্ধেয় অর্থে 'যাহান', 'তাহান' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থী বিভক্তিতে 'রে' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'সিদ্ধারে', 'জনেরে'। নাস্তিবাচক শব্দ বাক্যের আগে ও পরে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সংস্করণের পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে 'কৃপার শাস্ত্রের

অর্থভেদ'- এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করেন, ফরাসী ধর্মযাজক ফাদার গ্যোঁরে। তৃতীয় সংস্করণ পর্তুগীজ পাদরিদের দ্বারা মুদ্রিত, এইজন্য এই পুস্তকখানি পর্তুগালের এভোরা নগরীর Bibliotheca Nacional Library-তে রক্ষিত আছে। ফাদার গ্যোঁরে কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি 'বিজ্ঞপ্তি' আছে। এই 'বিজ্ঞপ্তি' টি মানো-এল-এর রচনা। এছাড়া প্রকাশক তাঁর ভূমিকায় বলেন, :

'অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানো-এল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদকগণ তাঁহার আড্ডায় খ্রীষ্টান বিরোধী নানা গালগল্প জুড়িয়া দিত।'

তাঁর আলোচনায় আরও জানা যায় যে, পুস্তকখানি আসসুম্পসাঁও রচনা করেন পর্তুগীজ ভাষায়। পরে তিনি যে কোন দেশীয় ব্যক্তির দারা এর বঙ্গানুবাদ করিয়ে নেন। অবশ্য এই দেশীয় ব্যক্তিটির পরিচয় তিনি দেননি। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্যোঁরে যে নূতন বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করেছিলেন, তার কৈফিয়ৎ হিসেবেই তিনি বোধহয় এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, আসসুম্পসাঁও রচনায় যে আদর্শ রক্ষা করতে পারেন নি, নূতন বিষয় যোগ করে তিনি সেই আদর্শ রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে মূল পুস্তক ১ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই সংস্করণে 'ভেদ' কে 'বেদ' করা হয়েছে। অর্থাৎ পুস্তকের শিরোনামটি দাঁড়িয়েছে — 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'। মূল রোমান হরফের শিরোনামটি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই এই সতর্কতা। দ্বিতীয় সংস্করণের ১-৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত অংশটুকুই মানো-এল-এর রচনা। প্রথম সংস্করণে যে ৬১ টি উপাখ্যান স্থান পেয়েছিল তার অধিকাংশই এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫৮ পৃষ্ঠার পর থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান ধর্মমত খণ্ডন করা হয়েছে। ৬২ পৃষ্ঠা থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হিন্দু ধর্মমত খণ্ডন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ফরাসী পাদরির প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী অনেক নূতন বিষয়বস্তু ও কাহিনী এতে সংযোজন করা হয়েছে। আবার ৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান গুরু কর্তৃক খ্রীষ্টান জগতের ইতিহাস শোনানো হয়েছে এবং রোমান ক্যাথলিক মতের মহিমা ও প্রাধান্য কীর্তন করা হয়েছে। ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সঙ্গে খ্রীষ্টান গুরুর বাদানুবাদ স্থান পেয়েছে। আবার ৯৯ পৃষ্ঠা থেকে ১২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের গণনা মূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংস্করণের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এর দ্বিতীয় সংস্করণের কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে এইরকম পার্থক্য লক্ষিত হয়।

তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি আলোচনা করলে আবার এই সংস্করণ সম্বন্ধেও বাঞ্ছিত ধারণা পাওয়া যাবে :

গুরু — অপূর্ব কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে ঃ আমি মালা জপিনা। তথা আন ধারণ ভজনা করি, জাপি খ্রীস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা কর, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য — যে আমি কহি তাহা তুমি শোন; সকল মত ভজনা ভাল, কিন্তু বিণে

ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরানীর ভজনা বিনা আর যত ভজনার বাছ মুক্তি পাইবার।

পৃষ্ঠা — ৫৪, তৃতীয় সংস্করণ।

ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও সুর বদলায় নি। এতে একটা পর্তুগীজ বাংলা ঢং রয়েছে। এখানে — 'সিদ্ধারে ভজনা করি কিন্তু ঠাকুরাণীর ভজনা বিনা মুক্তির আশা নাই'। এই সিদ্ধা বা ঠাকুরানী কে বা কারা তা আরও বিশদভাবে বলে দিলে পাঠকের অর্থবোধে সুবিধা হত।

সমগ্র পুস্তকখানির অনুলিখন প্রণালীতে প্রচুর অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন, 'ইচ্ছা' লিখতে কোন জায়গায় echa [পৃষ্ঠা. ১১] আবার কোন স্থানে echcha [পৃষ্ঠা. ১৫] ব্যবহার করা হয়েছে। আবার 'উচ্ছেদ' শব্দটির used [পৃষ্ঠা. ৩৬] এরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়। এছাড়া বিচারে Bisara [পৃষ্ঠা. ১৭] 'অবিচার' obichar [পৃষ্ঠা. ৪], 'অগোচর' oxogor [পৃষ্ঠা. ৭] 'সেই' হয়েছে xei। 'সেইয়া' হয়েছে Seia। এইরূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুলিখন প্রণালী অবলম্বন করায় পুস্তকটির বিভিন্ন স্থানে অর্থের তারতম্যও ঘটেছে এবং যার সামঞ্জস্য গড়ে ওঠেনি। পুস্তকখানিতে প্রাঞ্জলতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। পুস্তকখানির উপাখ্যান অংশের ভাষা যতখানি প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট অপর অংশ তেমন নয়। আসসুম্পসাঁও কে বহু স্থানেই উপযুক্ত পরিভাষার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল যেখানে বাংলায় তিনি উপযুক্ত পরিভাষা পাননি, সেখানে অনুপযুক্ত বাংলা শব্দের পরিবর্তে লাতিন বা পর্তুগীজ শব্দই বজায় রেখেছেন। এদেশে বহুদিন বসবাসের ফলে তিনি দেশীয় মৌখিক ভাষা হয়ত আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু সাধু ভাষায় বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁর সে অধিকার অল্পই ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই মিশনরি বাংলা ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা তাঁদের ধর্মপুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। এই ধর্মপুস্তক বলতে সবসময় যে সম্পূর্ণ বাইবেল বা পৃথক ভাবে কেবলমাত্র 'পুরাতন নিয়ম' অথবা 'নূতন নিয়ম' কিংবা 'আদি পুস্তক' বা 'যাত্রা পুস্তক' ইত্যাদিকে বোঝায় তা নয়। ধর্ম বিষয়ক, ত্রাণ বিষয়ক, যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে, তাঁর প্রদত্ত উপদেশ সম্পর্কিত ইত্যাদি নানা জাতীয় পুস্তক তাঁরা লিখতে শুরু করেন। কখনও গদ্যে কখনও পদ্যে, কখনও গল্পাকারে কখনও বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। এখানে লেখকরা হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষ বিরূপতা করেছেন। বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকায় তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দুর কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী কেউই মানুষকে এই ভবযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে পারেননা। তাঁরা প্রত্যেকেই ঈর্ষাদ্বেষগ্রস্ত কামাসক্ত দেবদেবী। দুর্গা এবং কালী মাত্র কয়েকটি অসুর নিধনের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সামান্য মাত্র কাজের জন্য তাঁদের পৃথিবীতে একাধিক বার আবির্ভূত হতে হয়েছে। হিন্দুর দেবী কালী সারা পৃথিবী ধ্বংস করতে করতে এসে স্বামীর বুকের উপর দাঁড়ালেন। যে দেবী ত্রাণকর্ত্রী তাঁর ত' অন্ততঃ এরূপ আচরণ হওয়ার বা এত অজ্ঞতা থাকার কথা নয়। এইভাবে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দু দেবদেবী, হিন্দু পূজাপার্বণ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রভৃতি প্রত্যেকটিতেই তাঁরা দোষ দেখেছেন।

ঊনবিংশ শতকে এই জাতীয় নানা বিষয় অবলম্বনে বাংলায় অসংখ্য ট্র্যাক্ট রচিত হয়। এই পুস্তক-পুস্তিকায় বাইবেলের নানা কাহিনী এবং খ্রীষ্টধর্মের শ্রেয়ত্বসূচক নানা প্রসঙ্গ বিদ্যমান।

বাইবেল অনুবাদের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ট্র্যাক্‌ট্‌গুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে এদের বিষয়ানুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় :

১. খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ নিবন্ধ। প্রশ্নোত্তরমূলক অথবা কথোপকথন রীতির রচনা এবং চিঠিপত্র আকারে লিখিত তত্ত্বকথা ও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় গীতি রচনা। এই সকল গানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টপ্রসঙ্গ ও খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ভক্তের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। যীশুর জন্ম, তাঁর উপদেশ, তাঁর দশ আজ্ঞার বিষয়, তাঁর মৃত্যু-বিবরণ, ইত্যাদি নানা কথাই এই গীতগুলির বিষয়।

৩. জীবনী জাতীয় রচনা। যীশু ও ভক্ত খ্রীষ্টানদের জীবনীই এই শ্রেণীর রচনার উপজীব্য।

৪. গদ্যে রচিত কথা সাহিত্যের ভঙ্গিতে খ্রীষ্ট ধর্মের মহিমামূলক রচনা।

১৭০০ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাংলায় এই সকল পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা নির্দেশ করা দুরূহ। প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ ট্র্যাক্টগুলির কথা বলতে গেলেও একথা অনস্বীকার্য। তার কারণ হল,প্রথম সংস্করণের রচনা খুব অল্পই পাওয়া যায়। অর্থাৎ অধিকাংশ পুস্তকই যে একাধিক সংস্করণ হত এটা তারই প্রমাণ এবং এক এক সংস্করণে অল্পবিস্তর পাঁচ থেকে ছ' হাজার কপি আবার এমনও দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে দশ-পনেরো হাজার কপিও মুদ্রিত হত। এই ঘটনা পুস্তকগুলির প্রচার বাহুল্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম সংস্করণের কপি বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুলর্ভ বলেই প্রথম প্রকাশকাল ধরে কোন নির্ভুল তালিকাও প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে এই সব পুস্তিকা প্রকাশিত হত। এগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ও ছিল বহু বিস্তৃত।

শ্রীরামপুরের মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তিক হল বাইবেলের বঙ্গানুবাদ। এলার্টনের নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে, সমগ্র বাইবেল অনুবাদের কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরীর। জন এলার্টনের বিস্তৃত পরিচয় বিশেষ, কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে একজন নীলকর চাষী ছিলেন, অধ্যাপক সুশীলকুমার দে তা উল্লেখ করেছেন।[৫] ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেল সর্ব প্রথম বাংলায় অনূদিত হয়। এর সম্পূর্ণ গৌরব এবং দায়িত্ব কেরীর; প্রথমে জন টমাস এবং পরে রামরাম বসু ছিলেন এই অনুবাদের কাজে প্রধান সহায়ক। কেরী এদেশে আসার এক বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি সাটক্লিফ এবং ফুলারকে লিখিত পত্রে জানান যে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর 'নূতন নিয়ম' বা 'নিউটেস্টামেন্ট'-এব অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এই কাজে তাঁকে মিঃ ফাউন্টেন ও জন টমাস প্রভৃত সাহায্য করেন। যশুয়ার কিয়দংশ, যাজেস ও রুথ অনুবাদ করেন মিঃ ফাউন্টেন। ম্যাথু, মার্ক, লুক ও জেম্‌স-এর অনুবাদ করেন জন টমাস। অবশিষ্ট সকল অংশই কেরী কৃত অনুবাদ। সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানিও তিনিই বারে বারে সংশোধন করেন। সংশোধনের পর রচনাটি একেবারে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

এলার্টন ঐ একই সময়ে বাইবেল অনুবাদের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কেরীর অনুবাদের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁর অনুবাদের কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখেন। অবশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক তাঁর অনূদিত বাইবেল মুদ্রিত হয়। এতে তিনি গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের রীতিতে সৃষ্টির বিবরণ রচনা করেন। বাইবেলের আরও অনেক

অংশ তিনি পৃথক ভাবে অনুবাদ করেন। যেমন, 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত', 'মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত' ইত্যাদি।

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারকর্তা কেরীর যে সর্বোচ্চ আকাঙ্খা ছিল, বাইবেল অনুবাদের মাধ্যমেই তার চরিতার্থতা ঘটে। তিনি বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। তাঁর সমর্থকেরা তাঁকে যথার্থই বাংলা বাইবেলের টিণ্ডেল এবং উইক্লিফ বলে অভিহিত করতেন। বাইবেলে প্রথম বাংলা অনুবাদ তাঁরই সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাঁর অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রামরাম বসুকে দিয়ে চারবার পরীক্ষা কবান। তাঁর জীবিতকালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বাইবেল সংশোধিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হত। তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাইবেলের অনুবাদ এবং খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার, একমাত্র এই ধ্যানেই যাঁর জীবন কেটেছে, তাঁর সুদীর্ঘ ধর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই জুন। তাঁর এই সমাপ্তির কথা তিনি লিখে গিয়েছিলেন বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার কাজ সমাপ্ত হল, প্রভুর ইচ্ছায় থাকা ব্যতীত আমার আর কিছুই করণীয় নাই।'

প্রথম বাইবেল অনুবাদের কাজে কেরীকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম ইয়েটস ও জন ওয়েঙ্গারের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস তথা কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার, ইয়েটস সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "Mr. Yates was an eminent linguist, applied with such dilligence to the cultivation of oriental literature, under the able tution of Dr. Carey, as to become eventually second only to his master as a translator "
>
> [The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol II, p 88]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন ওয়েঙ্গারের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্করণের মধ্য দিয়ে বাইবেল অনুবাদের ভাষারীতির অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটেছিল। এ সমস্ত পরিবর্তনের মূলে ছিলেন যে তিনজন অক্লান্ত ও উদারকর্মী, তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সে তিনজন হলেন উইলিয়ম কেরী, ইয়েটস এবং ওয়েঙ্গার। ওয়েঙ্গারের মৃত্যুর পরে জর্জ রাউজ নামে একজন পাদরি বাংলাদেশে আসেন এবং বাইবেল অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে বাংলা বাইবেলের শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি একটি স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুদূর ১৮০১ থেকে বর্তমান শতাব্দী অতিক্রান্ত প্রায়। অদ্যাবধি বাইবেল অনুবাদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলা বাইবেলের নবতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্তের গ্রহণের পর ইংলিশ প্রেসবিটারিয়ান মিশনের আচার্য A. Macleod এগিয়ে আসেন এবং Baptist Missinory Society-এর আচার্য H. M. Angux সাহেব এই কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সংস্করণের ভাষা একেবারে আধুনিক। 'বাইবেলী বাংলা' বলতে আমাদের মনে যে বিশেষ ধারণা আছে, এ ভাষার সঙ্গে তার আদৌ মিল নেই। এতে আরও একটি নূতন সংস্কার সাধন করা হয়েছে— তা হল উপবেশক, শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় টিপ্পনী সংযোগ। অবশ্য ১৮৭৪ এর সংস্করণেই বাংলা বাইবেলে টিপ্পনী সংযোগের নজীর রয়েছে। বাইবেলের

পূর্ণ ও আংশিক নানা বাংলা সংস্করণের সঙ্গে এই ধর্মপুস্তকের বিভিন্ন আখ্যান ও অনুশাসন সম্পর্কিত সুবিপুল ট্র্যাক্ট্ সাহিত্যের কথা একই সূত্রে জড়িত। খ্রীষ্টীয় নানা ধর্মগীতও এরই আনুষঙ্গিক উদ্ভব।

অতঃপর একে একে বাংলা বাইবেলের কয়েকটি সংস্করণের ভাষাগত নিদর্শন লক্ষ্য করা যেতে পারে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় তার নামপত্র :

> "ধর্ম্ম পুস্তক। তাহা ঈশ্বরের সমস্তবাক্য। যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের প্রাণ ও কার্য্য শোধনার্থে। তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— মোশার ব্যবস্থা। যিশরালের বিবরণ। গীতাদি। ভবিষ্যত বাক্য।
>
> মোশার ব্যবস্থা। তর্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১।"

১৮০১-এর এই সংস্করণেই ইংরেজি নামপত্রে তারিখ দেওয়া আছে ১৮০২। ইংরেজি নামপত্র :

> The Holy Bible, containing the Old Testament and the new : Translated out of the original toungue, Serampore, Printed at the Mission Press 1802.

নিউ টেষ্টামেন্টের নামপত্র :

> 'ধর্মপুস্তক তাহার অন্তভাগ। তাহা আমাদের ত্রাণকর্তা যেশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১।

বাইবেলের এই প্রথম সংস্করণের ভাষার নমুনা এই :

" তখন ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক স্বর্গের আকাশের মধ্যে দিবারাত্রি বিভিন্ন করিতে ও তাহা হউক চিহ্ন ও কাল ও দিবস ও বৎসর নিরূপণের কারণ। তাহারাও দীপ্তি হউক স্বর্গের আকাশে উজ্জ্বল করিতে পৃথিবীর উপর। তাহাতে সেইমত হইল।[৬]

আরও একটি দৃষ্টান্ত :

> 'প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকারা হইল এবং গভীরের উপর অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন, দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বরও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইল প্রথম দিবস— এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যস্থলে ও সে জল এ জল পৃথক করুক। অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও পৃথক করিলেন আকাশের উপরের জল নিচের জল হইতে। তাহাতে সে মত হইল। ঈশ্বর সে আকাশের নাম রাখিলেন স্বর্গ সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল দ্বিতীয় দিবস।'
>
> —আদি পুস্তক। যাহা মোশা রচিল। প্রথম পর্ব্ব।

এই জাতীয় উদ্ধৃতি থেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সে কালের বাইবেলের বঙ্গানুবাদ রীতির

উৎকর্ষের তারতম্য অনুভব করা যায়। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে লিখেছেন :

> "The Bengali style however in these versions, it will be seen, is not laboured and directed to simplicity, and some attempt is made, is however groping fashion to reproduce the poetry and significance of the Biblical style, so far as it was possible to do so in that early stage of Bengali prose."[৭]

ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকার[৭] "Early Literature and Newspaper" প্রবন্ধে প্রথম অনূদিত বাংলা বাইবেল সম্বন্ধে বলা হয়েছিল :

> "All the resources of the languages grammatical and lexico-graphical are called out to indicate new and foreign and noble ideas....... the remark, however, would have been perfectly true and appropriate, had the conditions of things been in India what it had always been in Europe. The Bibie is one book in European countries which is a universal favourite, and its ideas and language have through many centuries become almost a part of the ideas and language of the people at large."

বাংলা বাইবেল অনুবাদের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বা প্রাঞ্জলতার আভাস নেই বরং বন্ধুরতার নিদর্শনই অধিক। পরবর্তী আলোচনায় তারই সমর্থন মিলবে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে Old Testament [Psuhms] মুদ্রিত হয়। পুস্তকটির অপর নাম 'দাওদের গীত'। নামটি গীত কিন্তু এ পুস্তকটি পুরাপুরি গদ্যে লেখা। পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত নেই। 'গীত' শিরোনামে ১৪৯ টি গীত এবং পর্ব শিরোনামে ৬৬টি পর্ব আছে। নামপত্রটি এইরূপ :

দাওদের গীত।

এবং

য়িশয়ীহার ভবিষ্যৎ বাক্য।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩

একটি গীতের নমুনা দেওয়া হল—

গীত ২ : বর্গেরা হুড়াহুড়ি করে কেন ও লোকে কেন ঠাওরে অনার্থক ক্রিয়া। পৃথিবীর রাজা আপনারা প্রবর্ত্ত হইল এবং পতিরা পরস্পর পরামর্শ করে য়িহুয়াও তাহার অভিষিক্তের বিপরিতে। আইস আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলি তাহারদের বন্ধ ও ফেলিয়াদিই তাহারদের দড়ি আমারদিগ হইতে। যিনি স্বর্গে বসেন তিনি হাসিবেন য়িহুয়া তাহারদেরে নিন্দা করিবেন।[৮]

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ 'য়িশঔীহার ভবিষ্যত বাক্য'। ঐ অংশের তৃতীয় পর্বে দেখা যায় :

১৬ য়িহুয়া কহিয়াছেন ছীয়নের কন্যা অহঙ্কারী এবং বুক বাড়াইতে ২ ও কজ্জল

> দিয়া তাহারদের চক্ষু মিথ্যা সুন্দর করাইয়া ও আলকথায় গমণ করিয়া ১৭ ও পদ শীঘ্র বিক্ষেপ করিয়া গমণ করে। তে কারণ ভগবান নিচ করাইবেন ছীয়নের কন্যারদের মাথা ও য়িহুয়া প্রকাশ করাইবেন তাহাদের উলঙ্গতা। ১৮ সেদিনে য়িহুয়া খুলিয়া লইবেন তাহারদের সকল ১১ অলঙ্কার মল ও জালী অলঙ্কার মল ও চন্দ্রহার ও ঝুমকা ২০ ও মালা ও কর্ব্বল ও ঘোমটা।

আরও একটি দৃষ্টান্ত :

> পর্ব্ব........তুমি আমার সন্তোষ্য তোমার দেশও ৬২/৫ বিবাহিত নারী নামাঙ্কিত হবে কেননা তোমাতে য়িহুয়ার সন্তোষ হইবে এবং তোমার দেশের বিবাহ হইবে কেননা যেমন যুবাপুরুষ আইবড় কন্যাকে বিবাহ করে সে মত তোমার মুক্তদ তোমাকে বিবাহ করিবেন এবং যেমন বর কন্যার ওপরে আনন্দ করে তেমন তোমার ঈশ্বর তোমার ওপরে আনন্দ করিবেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে অনূদিত একটি বাংলা বাইবেলের নামপত্র :

ঈশ্বরের সমস্তবাক্য।

বিশেষত

যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য সাধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই ধর্ম্মপুস্তক

তাহার অন্তভাগ—

তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার

গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল —

১৮০৩।

এই নামপত্রের পর পৃষ্ঠায় আছে নির্ঘন্ট এবং তার পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দেখা যায় আরবি বর্ণমালার কয়েকটি উল্লেখ করে 'নামোচ্চারণের বর্নবিচার' দেওয়া হয়েছে।

রচনাংশের উদ্ধৃতি :

> পর্ব্ব ১০
>
> অতঃপরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের দিগকে ডাকিয়া অপবিত্র আত্মার দিগকে ছাড়াইয়া ফেলিতে তাহারদের উপর পরাক্রম দিলেন। ও সকল প্রকার পীড়া ও অস্বাস্থ্য ও সুস্থ করিতে পরাক্রমও দিলেন। দ্বাদশ প্রেরিতদের নাম এই প্রথম শীমন তাহার খ্যাত নাম পিতর ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রু জেবদির পুত্র যাঁকুব ও তাহার ভ্রাতা যোহন ফিলিপ ও বাতোলোমি ওতমা ও মাতিউ পাটোয়ারি আলফির পুত্র যাঁকুব ও লবি তাহার খ্যাত নাম তদী শীমন বানায়নি ও দুষ্টের হস্তগত তাহাকে করিল [illegible] সে য়হোদা স্মারিওটা এই দ্বাদশকে যিশু পাঠাইয়া এ আজ্ঞা দিলেন অন্য দেশী[illegible]দের নিকটে যাইওনা। শমরণী-য়দের কোন শহরেও প্রবেশ করিওনা। কিন্তু বরং য়িশ[illegible]লের বংশের অনুদ্দেশ্য মেষের ঠাঁই যাইও। ২-৭; নবম পর্ব মাতিউর রচিত।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী কৃত 'Bible Poetical Books in Bengali'-এর নির্ঘন্ট :

আইওয়ের বিবরণ।
দাউদের গীত।
হিতোপদেশ।
ধৰ্ম্মোপদেশক।
সলমনের পরমগীত।

এই পুস্তকেও আগের গ্রন্থের ন্যায় পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়নি। ১৮০৩, ১৮০৫, ১৮০৯ এই সময়ের সকল বইগুলিরই এই একই অবস্থা। যাইহোক ক্রুটিপূর্ণ অথবা ত্রুটিমুক্ত যেমনই হোক সকল প্রকার পুস্তক থেকেই কিছু কিছু নমুনা বা নজীর না দেখলে তাঁদের বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের ধারণা আজকের নিশ্চিন্ত এবং প্রতিষ্ঠিত [ভাষা সাহিত্যের দিক থেকে] জীবনে বসে করা সম্ভব নয়। সেদিনের সে সৃষ্টির উত্তাপ আজ স্বাভাবিক ভাবেই অনুভব করা খুবই কঠিন।

দাওদের গীত থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

'হে আমার প্রিয়া তুমি তরস্থার মত সুন্দরী তুমি যিরেশলসের মত রূপবতী ও ধ্বজযুক্ত সৈন্যের মত তেজস্বিনী। তুমি আমা হইতে আপন চক্ষু ফিরাও কেননা। তাহারা আমাকে জয় করিয়াছে। গলসদ হইতে গমণকারী ছাগলের পালের মত তোমার বেশ। সকলে পর্ষণ্ডস্থ যুগল বৎস এবং বন্ধ্যা রহিত ধোয়ান হইতে আসিতেছে এমন যে মেষপাল তাহারই মত তোমার দন্ত। তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত দাড়িম্বের এক খণ্ডের মত তোমার গাল। তোমার সেখানে ষাইট রাণী ও আশী সংগৃহিতা স্ত্রী এবং অসংখ্য যুবতীরাও থাকে। আমার কপোতী আমার সম্পূর্ণ সুন্দরী যে সে একি তাহার একি কন্যা তাহার জননীর মনোনীতা যুবতীরা তাহাকে দেখিয়া ধন্য ২ বলিল রাণীরা ও সংগৃহিতারা তাহার সুখ্যাতি করিল।'

—শলমনের পরমগীত

এই পুস্তকেরই ১৮০৫ সংস্করণের নামপত্র :

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য
. . . . . কার্য্য শোধনার্থে
ঈশ্বর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন
তাহাই
ধৰ্ম্মপুস্তক।
তাহার প্রথমভাগ যাহাতে চারিবর্গ।
মোশা করণক ব্যবস্থা।
যিশরালের বিবরণ।
গীতাদি।
ভবিষ্যদ্বাক্য।
তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।
এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৫

এই পুস্তকের ১৮০৯ এর সংস্করণেও পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ নেই। এর থেকে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি দেখা যাক :

"আমাদের মধ্যে আপন কন্যা বেনিমনকে বিবাহ দিবেনা যিশরালের লোকেরা মসফাতে একথা কহিয়া দিব্য করিয়াছিল। এবং লোকেরা ঈশ্বরের মন্দিরে আইল ও ঈশ্বরের সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সেখানে থাকিল এবং উচ্চঃস্বরে বড় ক্রন্দন করিল ও কহিল হে যিহুয়া যিশরালের ঈশ্বর যিশরালের মধ্যে যে এক গোষ্ঠীর অভাব হয় যিশরালের মধ্যে এ কেন ঘটিয়াছে, পরদিবস এই মত হইল লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া যজ্ঞবেদি সেখানে করিল এবং হোম ও স্বস্ত্যয়ন করিল।" — ২০ বিংশতি পর্ব্ব বিচারকর্ত্তার পুস্তক।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নূতন পুস্তক' বা New Testament আবার প্রকাশিত হয়। তার নামপত্রটি এইরকম :

ঈশ্বরের সমস্তবাক্য
বিশেষত
মনুষ্যের ত্রাণ ও আচরণার্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন
সেই

তাহার অন্তভাগ
অর্থাৎ আমারদের প্রভুও ত্রাণকর্ত্তা
যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার
গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮১৩।

এর সূচীপত্রে বা নির্ঘন্টে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে :

"যিশু খ্রীষ্টের জন্ম ও কালক্ষেপন ও আশ্চর্য ক্রিয়া ও মরণ ও পুনরুতত্থান এই চারি কেতাবে এই লিখায়াছে।

প্রেরিতদের ক্রিয়া।

যিশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা মঙ্গল সমাচার যেমত ২ প্রকাশ করিল ও পৃথিবীর চারিভাগেতে মণ্ডলী করিল এই কেতাবে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।"

য়িহুদাহের সর্ব্বত্র পত্র।

"লোকেরদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ও সকল ক্রিয়া স্থিরকরণ ও প্রত্যেক জনের কর্ত্তব্য দেখানের কারণ এই একুশ পত্র মণ্ডলীর দিগকে লেখা গিয়াছিল।

মঙ্গল সমাচার বক্তা যোহনেব স্থানে যে ২ প্রকাশিত ছিল। খ্রীষ্টের যে যে আজ্ঞা আসিয়ার সাত মণ্ডলীর প্রতি সে এই শেষ কেতাবের প্রথমভাগে এবং পৃথিবীর শেষ মণ্ডলীর যে ২ হইবে সে তাহার শেষভাগে আছে।"

পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল:

"য়োহনের এবং ফরিশিরদের শিষ্যেরা উপবাস করিত তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে য়োহনের ও ফরিশিরদের শিষ্যেরা উপবাস করে কিন্তু তোমার শিষ্যেরা উপবাস করেনা ইহার কারণ কি। যিশু বলিলেন যে বর তাহাদের সঙ্গে থাকিতে কন্যাযাত্রিলোকের উপবাস করিতে পারে। বর তাহাদের সঙ্গে যতকাল থাকে তাহারা উপবাস করিতে পারে না কিন্তু যাহাতে বর তাহারদের নিকট হইতে লইয়া যাওয়া যাইবে এমন দিন হবে সেইকালে তাহারা উপবাস করিবে। কেহ নূতন টুকরা দিয়া পুরাতন বস্ত্র তালি দেয়না তাহা করিলে যে তালি দেওয়া যায় সে পুরাতন হইতে ছিড়িয়া পড়ে তাহাতে ছেঁড়া অধিক হয়।"—দ্বিতীয় পৰ্ব্ব মার্ক রচিত। পৃঃ ১১৭

উপরিলিখিত পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা ইংরাজিতে লেখা। কিন্তু পরের বছরেই বাইবেলের পুনরায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার ইংরেজি নামপত্রটি এই রকম :

The
Holy Bible
containing
The old and New Testaments
Translated
From the Originals
INTO
The Bengalee Language
By the Serampore Missionories.
Vol – 1.
Containing the Pentateuch
Serampore
Printed at the Mission Press
1814.

বাংলা নামপত্রটি এইরকম :

অর্থাৎ মনুষ্যেরদের ত্রাণ ও কার্য্য শোধনার্থে
ঈশ্বর যে সমস্ত বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন
সে বাক্য।
তাহার প্রথম ভাগ তাহাতে চারিবর্গ।
মোশার ব্যবস্থা। য়িশরালের বিবরণ।
গীতাদি। ভবিষ্যদ্বাক্য।

তাহার মধ্যে প্রথম বর্গ অর্থাৎ
মোশার ব্যবস্থা
এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮১৪

এই দুটি নামপত্রের পরে গ্রন্থের নির্ঘন্ট এইরকম :

নির্ঘন্ট।
আদিপুস্তক।
যাত্রা।
লোঈয়ের ব্যবস্থা।
গণনা।
দ্বিতীয় বাক্য।

এই সকল বাংলা বাইবেলের ভাষা রীতির যে কী রূপ ছিল, উদ্ধৃত নিদর্শন গুলিই তার প্রমাণ। 'কচকচি করিয়া কহিল', 'খাটো হওয়া প্রযুক্ত' ইত্যাদি প্রয়োগ, বাক্য গঠনের অনেক জায়গাতেই কৃত্রিমতার লক্ষণ এবং সর্বত্রই লেখকদের আপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ প্রয়াসের চিহ্ন সুস্পষ্ট। আলোচ্য পুস্তক থেকেও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

পর্ব্ব ৮ — অনন্তরে য়িহুয়া মোশহকে কহিলেন ফরসাহের নিকটে যাও ও তাহাকে কহ যে য়িহুহা এমত কহেন আমার লোকের দিগকে বিদায় কর যে আমার সেবা করে। যদি তুমি তাহারদিগকে বিদায় করিতে অসম্মত হও দেখ আমি তোমার সকল সীমাতে ভেকেতে প্রহার করিব। এবং নদী ভেকেরদিগকে অতিশয় রূপে উৎপন্ন করিবে ও তাহারা উঠিবে ও তোমার ঘরে ও তোমার শরণের কুঠুরীতে ও তোমার শয্যাতে ও তোমার দাসেরদের ঘরে ও তোমার লোকেতে ও তোমার উনান ও তোমার গামলাতে তাহারা আসিবে।— ২—৪, ৭ সপ্তম পর্ব্ব যাত্রাপুস্তক।

আর একটি দৃষ্টান্ত :

"পরে যে কেহ য়িশরএলের বংশ জাত কিম্বা তোমারদের মধ্যে প্রবাসকারী কোন বিদেশী যদি কিছু রক্ত খায় তবে সে রক্ত পায়ির প্রতিকূলে আমি আপন মুখ রাখিব এবং তাহার লোকেরদের মধ্য হইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। কেননা রক্তের মধ্যে মাংসের জীবন থাকে এবং তোমারদের প্রাণের কারণ বেদির উপরে প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহা তোমারদিগকে আমি দিয়াছি কারণ রক্ত প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করে।"

এলার্টন বাইবেল এবং বাইবেল সংক্রান্ত অনেকগুলি বই অনুবাদ করেন। এখানে তাঁর বাইবেলের [নূতন পুস্তক-এর] নামপত্রের পরিচয় এবং রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

"Bible New Testament. Gospels, Bengali. Ellerton.
1817
Published by the Calcutta Auxiliary Bible Society Press not known.

পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি :

চতুর্দশ অধ্যায়— মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত :

সেই সময়ে হেরোদ চতুর্থাশী কর্ত্তা যিশুর সুখ্যাতি শুনিলেন। এবং আপনার ভৃত্যের দিগকে কহিলেন এই য়োহন ব্যাপটাইজক হইবে সে মৃত্যু হইতে উতথান করিয়াছে এই নিমিত্তে আশ্চর্য ক্রিয়া তাহাতে প্রকাশ হইতেছে। কেননা হেরোদের আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরাদীয়ার কারণ য়োহনকে ধরিয়াছিলেন ও তাহাকে বান্ধিয়া কারাগারেতে রাখিয়াছিলেন। সে কি জন্যে না য়োহন তাহাকে কহিয়াছিলেন যে উহাকে তোমার স্বনিকটে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি লোকের প্রতি ভীত হইলেন কেননা তাহারা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বক্তা করিয়া জানিলেন।— ২—৬, পৃষ্ঠা - ৫৭

মঙ্গল সমাচারলূকের রচিত - – ত্রয়োদশ অধ্যায় :

সেইকালে কতকলোক যে সাক্ষাৎ ছিল তাঁহাকে সেই গ্যালিলির দের প্রসঙ্গ কহিতে লাগিল যাহারদের রক্ত পিলাত তাহারদের বলিদানের সহিত মিশাইয়া ছিল। তখন য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সেই গ্যালিলিরা এখন দুঃখভোগ করিল এই নিমিত্তে তাহারা আর সকল গ্যালিলি লোক হইতে পাপী ছিল তোমরা নাকি এই অনুমান করহ। আমি তোমারদিগকে না কহি কিন্তু তোমারদের মন ফিরান না হইলে তোমা সকলের সর্ব্বনাশও হইবে। কিম্বা সেই আঠার জন যাহার উপর শিলোয়ার গুমট পাড়িয়া নিপাত করিল সে কি য়িরোশলমের সকল নিবাসি হইতে পাপী ছিল তোমরা বুঝহ। আমি তোমারদিগকে না কহি কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা সকলেই নষ্ট হইবা।—২—৬ ; পৃষ্ঠা ২৯২।

বাংলা বাইবেলের ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণটি 'কলিকাতা হিন্দুস্থানি ছাপাখানায়' মুদ্রিত হয়। প্রিন্টার ছিলেন মে ফিলিপ পেরেরা সাহেব। এটির নাম পত্রে দেখা যায় :

'জগত্তারক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত এবং পরমেশ্বরের বাণী গ্রন্থ প্রচারার্থে যে সকল মহাশয়েরা ও রূস জার্মানী প্রভৃতি পর-দেশে একযুক্তি হইয়া প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের প্রতি নিবেদিত।'

ঐ সংস্করণে যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত এই রকম :

'যিশু খীষ্ট্রের জন্ম এইমতে হইয়াছিল তাহার মাতা মারিয়া য়ুশফের স্থানে বাগদত্তা হইয়া তাহারদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে সে ধর্ম্মাত্মা অন্তরাপত্যা ঠাওরা গেল। ইহাতে তাহার স্বামী য়ুশফ সজ্জন হইয়া তাহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা করিয়া তাহাকে গোপন রূপে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেক। এই কর্ম্ম আপন মনের মধ্যে ভাবিতে ২ দেখ ঈশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহার স্থানে দেখা দিয়া কহিলেন, হে য়ুশফ দাউদের সন্তান তোমার স্ত্রী মারিয়াকে স্বস্থানে লইতে ভয় করিওনা কেননা তাহার উদরে যাহা জন্মিয়াছে তাহা ধর্ম্মাত্মা হইতে হইল। এবং সে পুত্র প্রসব হইবে ও তুমি তাহার নাম যিশু রাখিবা কেননা তিনি আপন লোকেরদিগকে তাহারদের পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।'

অতঃপর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের উইলিয়ম কেরী অনূদিত পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'অপর লোকেরা ছাউনিতে আইলে য়িশুরাএলের প্রাচীনেরা কহিল পলশতীয়েরদের সম্মুখে য়িহুহ অদ্য কেন আমারদ্দিগকে মারিয়াছেন আমরা শীলোহ হইতে আপনার দের নিকটে য়িহুহের নিয়ম সিন্দুক আমি যে তাহা আমারদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমারদের শত্রুরদের হস্ত হইতে আমারদ্দিগকে উদ্ধার কর।'— ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

ঐ পুস্তক থেকে এস্তের বিষয় আর একটি উদ্ধৃতি :

'পরে এস্তেরের দাসীরা ও খোজারা আসিয়া তাহাকে জানাইল তাহাতে রানী অতি শোকান্বিতা হইল এবং মারদিকইর পরিধানার্থে ও তাহার চট লইয়া যাওনার্থে তাহার নিকট বস্ত্র প্রেরণ করিল কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। তখন সে কি ও কেন ইহা মারদিকইর স্থানে জানিতে রাজা কর্তৃক তার পরিচর্য্যা করিবার কারণ নিরূপিত গৃহ প্রদর্শকেরদের মধ্যে হতাক নামে একজনকে এস্তের আজ্ঞা দিলেক। অতএব হতাক নগরের রাজদ্বার সম্মুখস্থ পথে মারদিকইর নিকটে গেল।' — ৪—৬ ; এস্তের বিষয়ক পুস্তক। পৃষ্ঠা ৬৯৭।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী শেষবারের মতো বাইবেলের অনুবাদের সংশোধন করান। এই সংস্করণের নামপত্র :

Holy Bible
Translated from
The original tongues
Into
The Bengali Language.
By
The Serampore Missionaries
ধর্ম্মপুস্তক
আদি যে ২ ভাষাতে লিখিত ছিল তাহা হইতে
বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮৩২

পুস্তক অনুবাদের কাজে কেরীর অভূতপূর্ব পরিশ্রম অধ্যবসায় ও উৎসাহের কথা স্মরণে রেখেও বলতে হয় এর ভাষা উন্নত পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। দু'একটি দৃষ্টান্ত থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। 'যিরিমিয়াহ' পুস্তকের ৩১শ পর্বে দেখা যায় :

'হে পিছলিয়া পড়া কন্যে কতকাল ভ্রমণ করিবা যেহেতুক য়িহুহ পৃথিবীতে নূতন এক বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন স্ত্রী পুরুষকে বেষ্টন করিবে' — পৃষ্ঠা - ২০১

আবার 'বিচার কর্তৃ' পুস্তকের ১৮ শ পর্বে দেখা যায় :

'অপর লাইসদেশ দর্শনার্থে গমণ করি পাঁচজন উত্তর করিয়া আপনার ভ্রাতার দিগকে কহিল ও ঘরেতে এক এফোদ ও তীরাফিম ও এক খোদা প্রতিমা ও এক ছাঁচুয়া প্রতিমা আছে ইহা কি জান অতএব তোমারদের যা কর্ত্তব্য তা বিবেচনা কর।'

মাতিউর রচিত বাইবেলের ৬ষ্ঠ পর্বে প্রসিদ্ধ একটি উপদেশ এইভাবে লিখিত হয়েছে :

'কিন্তু তোমারদিগকে আমি বলি হিংসার প্রতিঘাত করিও না কিন্তু যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিবে তাহার প্রতি অন্য গালও ফিরাও এবং আদালতে ফরিয়াদ করণেচ্ছুক ও তোমার কুর্ত্তি গ্রহণেচ্ছুক জনকে তোমার গিলাফও লইতে দেহ।'— পৃষ্ঠা ৩৬১

সকল ক্ষেত্রে ভাষাভঙ্গি অবশ্য এক প্রকার নয়। ক্রমশঃ ভাষা সহজতর হয়ে আসছে। কিন্তু যতিচিহ্নের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকায় এবং যতি চিহ্ন বলতে এক পূর্ণচ্ছেদ মাত্র থাকায় অনেক জায়গাতেই ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া শব্দের সমজাতীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় যেমন কোথাও খুব জাঁকজমক পূর্ণ শব্দ আবার কোথাও একেবারে হাল্কা শব্দ ব্যবহারের, এই অসামঞ্জস্যই ভাষাকে করেছে রিক্ত ও সৌন্দর্যহীন। তবে সর্বত্র এরকম নয় । কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সরল ভঙ্গিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন যোহন রচিত ৪র্থ পর্বে লেখা হয়েছে:

"যে জন কন্যা পায় সেই বর কিন্তু বরের যে মিত্র নিকটে দাঁড়াইয়া শুনে সে বরের কথাতে মহাহ্লাদ করে, অতএব এই আমার আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। তিনি অবশ্য বাড়িবেন কিন্তু আমি উত্তর ২ হ্রাস হইব।"[৮]— পৃষ্ঠা ৪৫১

এই অনুবাদের সঙ্গে ইংরিজি প্রতিরূপ তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

ইংরেজি : 'He that hath the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him, rejoieceth greatly because of the choices bridegroom's choices. This is my joy therefore is fulfilled 30 He must increase, but I must decrease.' – St. John 3.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নিউটেস্টামেন্টের নাম পত্র ছিল এইরকম :

The New Testament

of

our Lord and saviour

Jesus christ

In the Bengali Language

Translated from the Greek

By

the Calcutta Baptist Missionaries.

গ্রীক ভাষা হইতে ভাষান্তারিত
ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ।
At the Baptist Mission Press, Circular Road.
For the Baptist Missionary Society
1833

পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৮। এর থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'তুমি প্রিস্কাকে এবং আকুলাকে এবং অনীসিফ্‌রের পরিজনদিগকে নমস্কার কর। ইরাস্ত করিন্থ নগরে থাকিল, কিন্তু এফীস পীড়িত হওয়াতে আমি তাহাকে মিলীত নগরে রাখিলাম। তুমি হেমন্তকালের পূর্ব্বে শীঘ্র এখানে আসিবা। এইপত্রে ইউকুল, ও পুদীয়লীন ও ক্লোদিয়া ও অন্যভ্রাতৃগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছি। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তোমার অন্তরে বিরাজমান হউক তোমার প্রতি অনুগ্রহ হউক।'

ইতি।।— ৪৫৯ পৃষ্ঠা

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের একখানি 'ধর্মপুস্তক' যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কলকাতা চার্চমিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ও এর নামপত্রে দেখা যায় :

'সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরাবেশ দ্বারা দেওয়া গিয়াছে, শিক্ষা ও বিবেক ও শাসন ও ধর্ম্ম ক্রিয়োপদেশের কারণ ফলদায়ক আছে, যে ঈশ্বরীয় মনুষ্য সম্পূর্ণ হয় ও সর্ব্ব সৃক্রিয়াতে সর্ব্বতো ভাবে সসজ্জ হয়।

২টিমোথি, ৩। ১৬, ১৭।'

এই অংশের পর পৃষ্ঠায় 'প্রার্থনা' শিরোনামে লেখকের বক্তব্য ছিল :

প্রার্থনা

হে ধন্য প্রভো, তুমি আমাদের শিক্ষার্থে
ধর্ম্মগ্রন্থ সকল রচাইয়াছ, তাহাতে এই প্রদান
করহ, যে আমরা তাহা শুদ্ধভাবে শুনিয়া ও
পড়িয়া ও ধ্যান করিয়া ও শিক্ষিয়া ও ধাবণা করিয়া,
আমাদের প্রভু যেশু খ্রীষ্ট দ্বারা তুমি আমাদিগকে
যে অনন্ত জীবনের ভরসাদিয়াছ, তাহা যেন ক্ষান্তিতে
ও তোমার পুন্য বাণীর আশ্বাসে গ্রহণ করিয়া
সর্ব্বদা মনে রাখি,

আমেন

এই পুস্তকের শেষে জগৎ সৃষ্টি থেকে খ্রীষ্টের অভ্যুদয় ও তিরোভাব অবধি ঘটনাবলীর তালিকা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এই তালিকার কোন মৌলিকতা নেই, কিন্তু সংক্ষেপে খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের আদি ও পরিণতির পর্বগুলি বাংলা ভাষায় এই পুস্তকে যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে — সেই ভাষাগুলি লক্ষ্য করবার জন্য এই তালিকাটি এখানে উল্লেখ করা হল :

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে

বৎসর

৪০০৪ জগতের সৃষ্টি। ধার্ম্মিক, সুখী ও নির্দোষী নির্ম্মিত আদমের অধঃপতন

১৩৪৮ জলপ্লাবন

১৯২১ ঈশ্বরের আজ্ঞাতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আব্রাহামের কনআন দেশে আইসন।

১৮৯৮ আব্রাহামের সহিত পরমেশ্বরের নিয়ম করণ সদোম ও আমোরাহ্ নগরের অগ্নিতে নষ্ট হওন।

১৭০৬ যাকোব ও তাহার পরিজনের মিশর দেশে যাওন।

১৪৯১ পরমেশ্বরের মোশহের দ্বারা য়িশরায়েলদিগকে মিশর দেশের দাসত্ব হইতে মুক্ত করণ।

১৪৫১ য়িশরাএলদের চল্লিশ বৎসর মহাপ্রান্তরে ভ্রমণান্তর য়র্দন পার হওন

১০৯৫ শাউলের রাজ্যারম্ভ

১০৫৫ শাউল মরেন, ও য়িহুদা দ্বারা দাউদ রাজা মনোনীত হন

১০১৫ দাউদ মরেন, ও তাহার পুত্র শলোমন তাহার বদলে রাজ্য করেন।

১০১২ শলমন কর্তৃক ঈশ্বরের মন্দিরের পতন

১০০৫ সাত বৎসরের পর মন্দির নির্মাণ সমাপ্তি

৯৭৬ অবধি ৫৮৮ পর্যন্ত কুড়িজন য়িহুদিদের উপর রাজ্য করিলেন

৬০৬ য়িহুদিদের বশতাপন্ন আরম্ভ

৫৩৬ কোরেশ কর্তৃক য়িহুদিদিগের মুক্তি প্রকাশ

৪ জগতের ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্ট বিথলহম নগরে জন্মাইলেন, খ্রীষ্টীয়ান সনের চারি বৎসর পরে আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা জন্ম পাইলেন।

খ্রীষ্টের জন্মের পর

বৎসর

৩৩ যিশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর টাঙ্গা গিয়া বরিলেন

৭০ রোমিদের দ্বারা যিরূশালম নগর নষ্ট হওন

মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই পুস্তিকায় ভাষার গাম্ভীর্য প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। এর আরম্ভ এইরকম :

'ঈশ্বর ছয়দিনে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে তিনি কহিলেন যে, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। এবং তিনি দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। পরে তিনি জলচর ও খেচর ও ভূচর সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করিলেন এবং আপন প্রতিমূর্ত্তিকে আদাম নামে আদি পুরুষকে সৃজন করিয়া তাহার একখানা পঞ্জর বাহির করিয়া হাওয়া নামে আদি স্ত্রীকে নির্ম্মাণ করিলেন।'

আবার আব্রাহামের ঈশ্বরের করুণালাভ সম্বন্ধে পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা রয়েছে তা এইরকম :

'তাহার পর আব্রাহাম কাষ্ঠলইয়া আপন পুত্রের উপর রাখিলেন, এবং আপনি অগ্নি ও খড়্গ হাতে লইলেন। তখন ইসহাক আপন পিতাকে বলিল যে হে পিতঃ কাষ্ঠ ও অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু হোমের কারণ মেষের বাচ্চা কোথায় ? আব্রাহাম কহিলেন হে আমার পুত্র ঈশ্বর হোমার্থে মেষের বাচ্চা যোগাইবেন। পরে তাহারা দুইজন গমন করিতে লাগিল।'

বাংলা বাইবেলের আদিপর্ব্বের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যে এই নিদর্শন গুলির ভাষারীতি সারল্যে ও প্রসাদগুণে অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। বাংলা বাইবেলের ভাষারীতির আলোচনায় আরও স্মরণীয় যে, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জগত্তারক প্রভু যীশুর চরিত্র বর্ণন' নামে একখানি ট্র্যাক্ট্ প্রকাশিত হয়। কলকাতা ট্রাক্ট্ এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষে এই বইখানি চার্চ মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭-এর এই সংস্করণে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করলে বাইবেলের ভাষার ক্রমোন্নতি, ঐশ্বর্য ও মহিমা অনুধাবন করা যাবে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যীশুর জন্মবৃত্তান্ত এই ভাবে দেওয়া আছে :

'গালীল দেশীয় নাসিরিত নগরে দাউদ যুবক নামক পুরুষের প্রতি মরিয়ম নাম্নী যে কুমারী বাগদত্তা হইয়াছিল তাহার নিকট গব্রীএল দূত ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়া কহিল, ওগো, ঈশ্বরের মহানুগৃহীত কন্যে, তোমার কল্যাণ হউক, নারীর মধ্যে তুমিই ধন্যা, কারণ প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহায়। তখন তাহার কথা সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে এ কেমন সম্ভাসন। তাহাতে সে কহিল, ওগো মরিয়ম, ভয় করিওনা তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে। অতএব তুমি গর্ভিনী হইয়া এক পুত্রকে প্রসব করিবা, ও তাহার নাম যীশু রাখিবা।'

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় তা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কিন্তু সেই রক্ষিত কপিতে কোন নামপত্র নেই, সূচীপত্রও নেই। কার দ্বারা কোথা থেকে মুদ্রিত হয়েছে তার কোন বিবরণ নেই। এই খণ্ডিত কপিতে ২০৮ পৃষ্ঠা থেকে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশ নিশ্চিহ্ন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন সুসমাচারের কয়েকটি অংশ একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে :

ক. মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত

প্রথম অধ্যায়

'আব্রাহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান যিশু খ্রীষ্ট তাঁহার পূর্ব্বপুরুষাখ্যান আব্রাহাম হইতে ইসহাকের উদ্ভব ও ইসহাক হইতে যাকুবের উদ্ভব ও যাকুব হইতে য়িহুদা ও তাহার ভ্রাতাগণের উদ্ভব ও য়িহুদা হইতে তামরের উদরে ফরস ও জরখের উদ্ভব ও ফরস হইতে হসরোণের উদ্ভব ও হসরোণ হইতে রামের উদ্ভব।' ....

খ. মঙ্গল সমাচার মার্কের রচিত

প্রথম অধ্যায়

'ঈশ্বরের পুত্র যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার মঙ্গল সমাচারের আরম্ভ। ভবিষ্যৎ বক্তারদের গ্রন্থে যে রূপ লিপি আছে দেখ আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রসর করিয়া পাঠাই ও সে তোমার অগ্রে

তোমার পথ প্রস্তুত করিবে। প্রান্তরের মধ্যে চীৎকারায়মান একজনের রব যে প্রভুর পথ প্রস্তুত করহ তাঁহার সরূপ সফল সমান করহ।'

গ. মঙ্গল সমাচার লূকের রচিত

প্রথম অধ্যায়

'হে পরম পূজনীয় তেয়ফিলস যে সকল তত্ত্ব আমারদের মধ্যে নিশ্চিত প্রমাণে স্থির হইয়াছে যদনুসারে সেইজনেরা আমারদের স্থানে সোঁপিয়া দিলেন যাহারা আদ্যোপান্তে বাণীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সেবক ছিল তাহার উপাখ্যান রচিতে অনেকজনে প্রবৃত্ত হইলে আমি ও তাহার প্রথম আরম্ভ হইতেই সকল কথা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া তাহার আনুপূর্ব্বক আপনকাকে লিখিতে বিহিত বুঝিলাম তাহাতে যে সকল কথা আপনি শিক্ষিত হইয়াছেন তাহার নিশ্চয় যেন জ্ঞাত হন।

ঘ. মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত

প্রথম অধ্যায়

'প্রথমেতে বাক্য ছিল ও সে বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিল এবং সেই প্রথমে ঈশ্বরের সহিত ছিল। সকল বস্তু তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সৃষ্টি হয়নাই। তাহাতে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যের দীপ্তি। এবং সেই দীপ্তি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশমান ছিল। কিন্তু অন্ধকার তাহাকে অবধারণ করিল না। ....'

এই উদ্ধৃতিগুলির ভাষা প্রকৃতি তুলনা করলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একপ্রকার আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এ ভাষা ঠিক দুর্বোধ্য বলা চলেনা। যতি চিহ্নের সুপ্রয়োগ ঘটেনি বলেই বাক্য প্রবাহে সৌষম্যের অভাব দেখা যায়। 'দূত-কে তোমার অগ্রসর করিয়া পাঠাই', 'যদনুসারে সেই জনেরা আমারদের স্থানে সোঁপিয়া দিলেন', 'তাঁহার সরূপ সফল সমান করহ' ইত্যাদি বাক্যাংশের বন্ধুরতাও স্বীকার করতেই হয়। তবে ১৮০৩ এর 'দাওদের গীত'-এর তুলনায় আলোচ্য রীতি নিকৃষ্টতর নয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জর্জ পীয়ের্স সাহেব সংশোধিত 'ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকারক' দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মপুস্তকে ব্যবহৃত রূপক শব্দমালা, দেশাদির নির্ঘন্ট ও ধর্মপুস্তকে উল্লিখিত মনুষ্য ও স্থানাদির নামের অর্থ প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল

ধর্ম্মপুস্তকে ব্যবহৃত রূপক শব্দমালা :

| অপল্লয়োন | অবদ্দোন | এই দুই নাম আরবীয় রাজাদের উপাধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যদ্দারা আশিয়াদেশস্থ মণ্ডলী উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল সেই মহম্মদীয় রাজ্যকে বুঝায়।

উৎক্রোশ পক্ষীর :

১. রাজা বা রাজ্য। [যিহি ১৭]
২. যাহাদের পতাকায় উৎক্রোশ পক্ষীর মূর্ত্তি ছিল এমত রোমীয় সৈন্যগণকে বুঝায় [মঃ ২৪,২৮]
৩. পুনর্বল প্রাপ্ত হওনের নিদর্শন। গীত।

গোধূম :

১. সর্ব্বোত্তম খাদ্য [গী ৮১, ১৬]

২. ধন [গী ২২, ২৯] [ঘির ৫, ২৮]

বর :

মণ্ডলী স্বামী স্বরূপ খ্রীষ্ট [যোত, ২৯] [প্র ২১, ৯]

দেবপূজা — লোভ [ফল ৩, ৫]

অতিপ্রিয় বস্তু [১ যো ৫, ২১]

বনঘাস :

দুষ্ট নাস্তিক লোক [ম ১৩, ৩৮]

বেশ্যা :

ধর্ম্ম ত্যাগি কোন নগর বা মণ্ডলী [যিশ ১]

মেঘগর্জ্জন :

ভবিষ্যদ্বাক্য [প্র ১০, ৪]

মেষ :

খ্রীষ্টের শিষ্য। [সিখ ১৩, ৭] [যো ১০, ১১, ১৬] [১ পি, ২৫]

স্ত্রী :

খ্রীষ্টের মণ্ডলী, অর্থাৎ, খ্রীষ্টাশ্রিত লোক [প্র ২১, ৯]

দেশাদির নির্ঘন্ট :

অওলিয়া : গমফুলিয়ার এক সমুদ্রতীরস্থ নগর

ইফ্রাইম : ইফ্রাইম গোষ্ঠীর অধিকৃত পিষ্টেলিয়া দেশের এক নগর।

নাসরৎ : গালীল প্রদেশস্থ এক নগর।

ধর্ম্মপুস্তকে মনুষ্য ও স্থানাদির নামের অর্থ :

অরধিয়া = অরণ্য — আদম = মৃত্তিকা বা রক্তবর্ণ মৃত্তিকা

কাবিল = অধিকার — নোয়া = নোহ

সান্ত্বনা = বিশ্রাম — সসা = পরীক্ষা

শৌল= ক্ষমতা পূর্ব্বক চাহন, কবর — লূক = দীপ্তিমান

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নূতন পুস্তক'-এর নামপত্র এইরকম :

The
New Testament
of our
Lord and Saviour
Jesus Christ
in the
Bengali Language.

Translated from the Greek
By
The Calcutta Baptist Missionaries
With
Native Assistants.
Calcutta
Printed at the Baptist Mission Press,
Circular Road
For the Bible Translation Society
Fifth Edition, five thousand Copies.
1841

পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংস্করণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা থেকে সেকালে মিশনরিদের রচনার প্রচারপ্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় :

1st Edition, Testament 800, Seperate parts 4710, Total 5,510
2nd Edition of first three Gospels, 1500 each, Total 4,500
3rd Edition of Testaments – 2000 Separate parts 30, 100, Total 32,000
3rd Edition of Testament 1,500 Separate parts 26,500, Total 28000
4th Edition of Testament 3000 Gospels and Acts 2000, Total 5,000
5th Edition of Separate Gospels, Acts etc; Total 48000
5th Edition of Testaments 5,000 Gospels, Acts 2500, Total 7,500

এর পর পৃষ্ঠায় বাংলা নামপত্র :

ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগ।
অর্থাৎ
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
চারি সুসমাচার,
এবং
প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ,
এবং
উপদেশাদির ও ভবিষ্যদ্বাক্যের পত্র।
এই সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক
যুনানীয় ভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত হইল,
এবং
ইংলণ্ডদেশীয় ধর্ম্ম সমাজের উপকার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।
কলিকাতা
বাং সন ১২৪৮ ইং সন ১৮৪১

জর্জ পিয়ের্স কর্তৃক সংশোধিত ১৮৪৬ এর এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের দ্বাদশ অধ্যায়ে [পৃষ্ঠা ৫০] বাইবেলের 'অধ্যায়' বিভাগ এবং 'পদ' বিভাগ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :

'১২৪০ সালে হিউগো নামক একজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মপুস্তক 'অধ্যায়' ও 'পদের' দ্বারা বিভাগ করেন। নাথন নামে ইহুদীয়দের এক গুরু হিউগোর মত অবগত হইয়া ১৫০০ সালে অধ্যায় সকল অবিকল রাখিয়া পদ বিভাগের রীতি শোধন করিয়া ইব্রীয় ভাষায় আদি ভাগের এক শব্দনির্ঘন্ট পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। আর ফ্রান্সীয় রাজার ছাপাকর রবার্ট স্তীফেন্স নামে এক অতি বিদ্বান ফ্রান্সীয় লোক ১৫৪৫ সালে অন্তভাগ পদের দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।'

বাইবেল অনুবাদে বিভিন্ন লেখকের রচনারীতিতে বন্ধুরতা ও মসৃনতা দুইই লক্ষিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জর্জ পিয়ের্সের 'ধর্ম্মপুস্তক' গ্রন্থে বাইবেলের 'আদি পুস্তক' ও 'অন্তভাগ' এই দুই অংশের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এইভাবে :

'ধর্ম্মপুস্তকের দুই ভাগ আছে। খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইব্রীয়দের প্রতি অর্থাৎ ইস্রায়েল য়িহুদীয়দের প্রতি পরমেশ্বর ক্রমাগত যে সকল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সমস্ত আদিভাগে লিখিত আছে, এবং আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা প্রেরিতেরা ও সুসমাচার লেখকেরা পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছে তাহাকেই অন্তভাগ বলে। এই দুই ভাগের গ্রন্থ সংখ্যা ছেষট্টি খান।.......
অন্তভাগে সাতাইশ খান গ্রন্থ আছে, সে সকল ইতিহাস ও ধর্ম্মোপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাক্য এই তিনভাগে ভাগ করা গিয়াছে। অর্থাৎ মথি মার্ক লূক যোহন এই চারিজন লিখিত চারি সুসমাচার এবং প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ, এই পাঁচগ্রন্থ ইতিহাস সম্বন্ধীয়। এবং প্রেরিতেরা নানা মণ্ডলীর প্রতি ও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি যে একবিংশতি পত্র লিখেন, সে সমস্ত উপদেশ সম্বন্ধীয়। আর যোহনের প্রতি প্রকাশিত যে ভবিষ্যদ্বাক্য সে ভবিষ্যদ্বাক্য গ্রন্থ জানিবা।'

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় পুস্তকের অস্তিত্ব এবং প্রামাণিকতা বিষয়ে ধর্মপুস্তকের প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। তার নামপত্রটি এইরকম এবং নির্ঘন্টটি কিছু নতুন রকমের। নামপত্রটি যথাযথ এবং নির্ঘন্টটি আংশিক উদ্ধৃত হল :

The
Evidence of the Bible
Briefly Stated
ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য
অর্থাৎ
খ্রীষ্টীয়ান লোকদের স্বীকৃত ধর্ম্মপুস্তক
ঈশ্বর দত্ত
ইহার প্রমাণ ও মীমাংসা।
Calcutta :

Printed By J Thomas, Baptist Mission Press
for the christian Tract and Book Society.
1851.

নির্ঘন্ট।

১৩ অধ্যায়।
ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সকলের অধিকার আছে
ইহার প্রমাণ — ১৬৯

এই পুস্তকের ভূমিকাটি কিছু দীর্ঘ হলেও এখানে উদ্ধৃত হল। এই ভূমিকা থেকে ভাষা প্রকৃতির পরিচয় ও ব্যাখ্যান প্রয়াসের নিদর্শন দুইই পাওয়া যাবে :

'ধর্ম্ম পুস্তকের প্রামাণ্যের মীমাংসা।

আভাষ।

ধর্ম্মজ্ঞানের দুই আকর আছে, এক মনুষ্যের মন, আর ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য। মনুষ্যের মন হইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা তুচ্ছনীয় নহে, তথাপি তাহা অসম্পূর্ণ ও তেজ রহিত। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ২। পৃথিবীর মধ্যে যতলোক আছে তাহারা প্রায় সকলে মনুষ্যের মনকে ধর্ম্মজ্ঞানের উপযুক্ত আকর রূপে না মানিয়া কোন ২ ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রাহ্য, কিম্বা কোন বিশেষ, জাতিকে আপনাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যস্থরূপে জ্ঞান করে, এবং ঐ শাস্ত্রদ্বারা কিম্বা ঐ বিশেষ, জাতির প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাক্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, এমতবোধ করিয়া থাকে। তথাপি যাহারা কোন শাস্ত্র মানে না, এমন কতকব্যক্তি নানাদেশে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অতি বুদ্ধিমান হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় কিছুই নিশ্চয় করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ মনুষ্য অমর কিনা, এবং ঈশ্বর এক কি অনেক, এবং কিরূপ সেবা তাঁহার গ্রাহ্য হয়, এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কর্ম্মের নিয়ম কি, এবং পাপ করিলে সেই পাপের মোচন হইতে পারে কিনা এবং যদি হইতে পারে তবে পাপমোচনের উপায় কি, ইত্যাদি অতি ভারি জিজ্ঞাসার মধ্যে একেরও উপযুক্ত উত্তর স্থির করিতে পারক হয়নাই, অতএব ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য ব্যতিরেকে, ধর্ম্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ, ইহা স্বীকার করা সকলের কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল যে ধর্ম্মপুস্তক গ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথমে ইহার প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জগতের মধ্যে অনেক শাস্ত্র আছে। হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের কথা সকলে জানে; এবং মুসলমান লোকদেরও কুরান নামে এক শাস্ত্র আছে এবং অন্য ২ দেশীয় লোকদের অন্য ২ শাস্ত্র আছে। ঐ সকল শাস্ত্রের কথা যদি পরস্পর মিলিত, তবে সকলই সত্য এমন বোধ হইতে পারিত, কারণ যাহা সত্য তাহা সত্যের সহিত মিলে। কিন্তু সকল শাস্ত্রের পরস্পর ঐক্য দূরে থাকুক বরং তাহাদের মধ্যে যে অমেল তাহার সীমা নাই, অতএব সকলই সত্য হইতে পারেনা। তথাপি সকলই মিথ্যা এমন বোধ করণের কোন কারণ নাই। যদিও এই দেশে অনেক মেকী টাকা আছে, তথাপি সকল টাকা মেকী হয়না, তদ্রূপ যদিও জগতে অনেক মিথ্যা শাস্ত্র আছে, তথাপি সকল শাস্ত্র মিথ্যা হয় না।

এমন হইলে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গ্রাহ্য ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের বাক্য যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার যে ২ প্রমাণ আছে, সেই সকল প্রমাণ জ্ঞাত হওয়া আমাদের আবশ্যক বটে। সকলের মধ্যে যে প্রমাণ শ্রেষ্ঠতাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। দেখ, কোন রোগগ্রস্ত লোক বৃথা নানা উপায় গ্রহণ করিয়া যদি অবশেষে কোন বিশেষ ঔষধ খাইয়া সুস্থ হয়, এবং তাহার ন্যায় রোগগ্রস্ত যত লোক সেই ঔষধ খায় তাহারাও যদি

সকলে তদ্দ্বারা সুস্থ হয়, তবে অবশ্য সেই ঔষধ উত্তম বলিতে হয়। তদ্রূপ আমার যে পাপ রোগছিল, তাহার উপশম অনেক চেষ্টা করিলেও কোন উপায় দ্বারা হয় নাই, কেবল খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপুস্তকের কথা মনেতে গ্রহণ করিয়া আমি সুস্থ হইয়াছি, এমন সাক্ষ্য অসংখ্য ২ লোক দিতে পারেন, এবং এই সকল লোক অতি দৃঢ় মনে ধর্ম্মপুস্তককে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করে। আর কেবল সেই পুস্তক দ্বারা কেবল মনুষ্যের পাপ রোগেব প্রতিকার হয়, কিম্বা মনুষ্যের ইহকালের ও পরকালের বিষয়ে কেহ শিক্ষাতে ও সান্ত্বনাতে প্রয়োজন আছে, কেবল তাহার প্রাপ্তি হয় এমন নহে, তন্মধ্যে লিখিত সকল কথা মহিমান্বিত ও সর্ব্বজ্ঞ ও পবিত্র ও ন্যায়কারি ও দয়ালু সৃষ্টি কর্ত্তার অতিযোগ্যও আছে। তদ্ভিন্ন সেই ধর্ম্মপুস্তকে নানা গ্রন্থের পরস্পর অতি আশ্চর্য ঐক্য হওয়াতে সকলই যে সত্য এমন বোধ জন্মায়।

ধর্ম্ম পুস্তকে ঐ ২ প্রকার গুণ সকলের বোধগম্য হইতে পারে, এবং তাহা বিবেচনা করিলে বিশ্বাদি লোকের মনস্থির হয়, কারণ যে পারমার্থিক ঔষধ দ্বারা যে সুস্থ হইয়াছে, তাহার প্রস্তুত হওনের নিয়ম যদ্যপি সে যা জানে, তথাপি ঈশ্বর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তাহার মনে আর সন্দেহ হয়না। কিন্তু সকল মনুষ্য বিশ্বাসী হয়না এবং হইতে চাহেও না, আর যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা ধর্ম্ম পুস্তকের বিষয়ে নানা আপত্তি করিয়া থাকে, এবং তাহাদের কথার উত্তর দেওনে সমর্থ হওয়া জ্ঞানি লোকের অতি আবশ্যক। এইজন্যে আমরা ধর্ম্মপুস্তকের ঈশ্বর দত্ত হওনের যে প্রমাণ, তাহা শৃঙ্খল মতে এবং কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে লিখিব। তাহার সারকথা এই ২, ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পৌল, যাকুব, পিতর ও য়িহুদা, এই কএক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহারা যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই আমাদের এই সময়ে বিদ্যমান আছে। এই কএক ব্যক্তিরা যে ২ ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই সকল ইতিহাস আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য, বিশেষতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক তাঁহাদের সাক্ষ্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র ও কর্ম্মদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তিনি কোন সামান্য মানুষ না হইয়া ঈশ্বরের প্রেরিত এক শিক্ষক ছিলেন, অতএব তিনি যে ধর্ম্মকথা কহিয়াছেন তাহা সত্য এবং তাহার প্রেরিতদের উপদেশ সত্য। প্রভু যীশুর কথার দ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ যে সত্য ও ঈশ্বর দত্ত এমত বোধহয়, আর তাহার অন্য ২ অনেক প্রমাণ আছে। তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগও ঈশ্বর দত্ত বলিতে হয়।'

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যে অনুবাদ হয়, তা ব্যাপটিষ্ট মিশনরিদের কীর্তি। তা হল পুরাতন ও নূতন নিয়মের একত্রে অনুবাদ। ৮১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আদি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং এর পরে নূতন নিয়মের ধর্ম্মপুস্তক । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথমে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি নামপত্র এবং নূতন নিয়মের আরম্ভে আর একটি নামপত্র আছে। সেইগুলি যথাক্রমে এইরকম:

বাংলা নামপত্র :

ধর্ম্ম পুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম নিয়ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ।
ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত
এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশীয় ধর্ম্ম সমাজের উপকার দ্বারা
মুদ্রাঙ্কিত হইল।
কলিকাতা।
বাং সন ১২৫৯ ইং সন ১৮৫২

ইংরাজি নামপত্র :

Holy Bible
containing The
old and New Testament
in the
Bengali Language
Translated out of the original Tongues
By The
Calcutta Baptist Missionaries
with Native Assistants
calcutta
Printed at the Baptist Mission Press
for the Bible Translation Society
And the American and the Foreign Bible Society, 1852
Second Edition

নিউ টেষ্টামেন্টের নামপত্র :

THE
New Testament
of our
Lord and Saviour
Jesus Christ
IN THE
Bengali Language
Translated from the original Greek
By the
Baptist Missionaries
with Navive Assistant
calcutta
printed at the Baptist Mission Press For

the Bible Translation Society and the
American and Foreign Bible Society
1852

অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করার পর দেশীয় বাংলা গদ্যেও যেমন কিছু পরিণতির ছাপ পড়েছিল তেমনি বাইবেলের বঙ্গানুবাদের রীতিতেও অধিকতর প্রাঞ্জলতা দেখা গিয়েছিল— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারই নিদর্শন হিসাবে এই 'নূতন নিয়ম' ধর্মগ্রন্থের সূচনায় যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত অংশ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যূষফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্বে সে পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভবতী হইল। ইহাতে তাহার স্বামী যূষফ ধার্মিক হওয়াতে তাহার কলঙ্কপ্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে গোপনরূপে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। সে এমত ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে পরমেশ্বরের দূত স্বপ্ন যোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে দায়ুদেব সন্তান যূষফ তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিওনা, কেননা তাহার গর্ভ পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে। সে পুত্র প্রসব করিবে এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্তা] রাখিবা।'— পৃষ্ঠা-১

এই সংস্করণের ভাষা যে কত সাবলীল হয়ে উঠেছিল তা আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখলেই নিশ্চিতরূপে বোঝা যাবে :

'তোমার ক্রিয়া আমি জানি, তুমি শীতল নও, এবং উষ্ণও নও .... তুমি কহিতেছ আমি ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী, আমার কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু তুমিই যে দুঃখার্ত্ত ও দুর্গত ও দরিদ্র ও অন্ধ উলঙ্গ ইহা জাননা। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দি, তুমি ধনবান হইবার জন্যে অগ্নির দ্বারা পরিস্কৃত স্বর্ণ এবং তোমার উলঙ্গতার লজ্জা দূর করনার্থে বস্ত্রান্বিত হইবার জন্যে শুক্লবস্ত্র, এবং দৃষ্টি পাইবার জন্যে চক্ষুতে লেপনীয় অঞ্জন, এই সকল আমার কাছে ক্রয় কর।' — আদি পুস্তক, পৃষ্ঠা - ২৫৩।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ৩, ৪ অধ্যায়।

আর একটি বাক্যে অনুরূপ সুবোধ্যতার উদাহরণ :

'আমরা যেন কোনমতে [ভ্রমতরঙ্গে] ভাসিয়া না যাই; তন্নিমিত্তে শ্রুতবাক্যে মন লাগাইতে যতন করা আমাদের কর্ত্তব্য।'— আদি পুস্তক, পৃষ্ঠা - ২২৬। ইব্রীয়, ২, ৩ অধ্যায়।

কলকাতার ধর্ম্মপুস্তক সমাজের আদেশে মুদ্রিত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় তার ভাষায় যেন কতকটা সাহিত্য রসের আস্বাদও পাওয়া যায়। এর নামপত্রটি বাংলাতেই রচিত :

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ
অর্থাৎ
ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের নূতন ধর্ম্ম নিয়ম
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ।
ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক গ্রীক ভাষা হইতে

ভাষান্তরীকৃত ;

এবং

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মপুস্তক সমাজের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

বাংলা সন ১২৬১ ইং সন ১৮৫৫

এই সংস্করণের ভাষার দৃষ্টান্ত :

মথি অধ্যায় ২৫

'তখন স্বর্গরাজ্য এমত দশ কন্যার সমান হইবে, যাহারা আপন ২ প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন সুবুদ্ধি আর পাঁচজন নির্বুদ্ধি ছিল। যাহারা নির্বুদ্ধি তাহারা আপন ২ প্রদীপ লইয়া সঙ্গে তৈল লইলনা, কিন্তু সুবুদ্ধিরা আপন ২ প্রদীপের সহিত তৈল লইল। পরে বর বিলম্ব করাতে ঢুলিতে ২ নিদ্রান্বিতা হইল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে, দেখ বর আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে যাও, এমন জনরব হইল। তাহাতে সে সকল কন্যা উঠিয়া আপন ২ প্রদীপ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তখন নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে বলিল, তোমরা আপনাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে। কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিল, বোধহয় তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবেনা, তোমরা বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর। অপর তাহারা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আইলেন, তাহাতে যাহারা প্রস্তুতা ছিলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করিল, পরে দ্বার বন্ধ হইল। শেষে অন্য কন্যারাও আসিয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের নিমিত্ত দ্বার খুলিয়া দিউন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি আমি তোমাদি গকে চিনিনা। অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক, কারণ মনুষ্য পুত্র কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জাননা।'

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে মথির যে মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও গানেও সে কথাটি সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। এই গানগুলি ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে গাওয়া হত। এখানে দুটি গানের অংশ তুলে ধরা হল :

* * * *

ওগো প্রিয় যাত্রীবর্গ
আমরা যেতে পারি কি
তোমাদেরই অনুসঙ্গে যথা উজ্জ্বল পুরীটি
এস এস শীঘ্র এসো
আমাদের এই দলে মেশো
করি সবে সুপ্রবেশ
সেই সুন্দর শীয়নে।

* * * *

বল দেখি কিসের আসে
যাইতেছি সেখানে
নির্মল বস্ত্র গৌরব মুকুট
পাব পিতার সদনে

মথি লিখিত গদ্যে যে প্রাঞ্জল ভাষার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, উক্ত গ্রন্থের সর্বত্রই কিন্তু তা দেখা যায়নি। দুই একটি উদ্ভট শব্দও যেমন সেখানে দেখতে পাওয়া যায় তেমনি বলার ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত পারিপাট্যহীন। যেমন, 'প্রেরিতদের ক্রিয়া' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে [৩৫৮ পৃষ্ঠায়] দেখা যায় :

'তখন পিতর বলিল, স্বর্ণ কিংবা রূপা আমার নাই কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠিয়া গতায়াত কর। পরে সে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির চরণ ও গুলফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া গতায়াত করিতে লাগিল।'

আবার, লূক — ৮ - ৯ ম অধ্যায়ে —[২০১ পৃষ্ঠায়]

'এক স্ত্রীলোক নানা বৈদ্যের নিকট চিকিৎসা করাইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে যীশুর পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল।'....

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণেও অবশ্য এইরকম কিছু কিছু উদ্‌ভট এবং অদ্‌ভুত বাক্য পাওয়া যায়। যেমন :

'আমার আড্ডা লঙ্ঘন রূপ যোঁয়ালি তাঁহার হস্ত দ্বারা বন্ধ আছে; ও আমার ঘাড়ের উপরে বন্ধ হইয়া ভারেতে আমাকে দুর্ব্বল করে।'

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেষ্টামেন্টের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তার নামপত্রটি এইরকম :

ধর্ম্মপুস্তকের উত্তরভাগ
অর্থাৎ
ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
নূতন ধর্ম্ম নিয়ম
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ।
ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক গ্রীক ভাষা হইতে অনুবাদিত
এবং ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সমাজের সাহায্য দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।
কলিকাতা।
বাং সন ১২৭৯ ইং ১৮৭২

এই পুস্তকের ভাষায় নিদর্শন এই :

পরে যীশু আপনার চতুর্দিগে মহাজনতা দেখিয়া জলাশয়ের পারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন একজন শাস্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে কোন স্থানে

যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্য পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। অনন্তর তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর একজন তাঁহাকে বলিল, হে প্রভো অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়া আসিতে অনুমতি দিউন। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক। —পৃষ্ঠা-২০

শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ প্রান্তে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্ম্মপুস্তকের পরবর্তী নামপত্র যথানিয়মে একটি বাংলায় অপরটি ইংরেজিতে এইরকম :

ধর্ম্মপুস্তক
অর্থাৎ
পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ
ইব্রীয় ও গ্রীকভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত
এবং ইংলণ্ড দেশীয় ধর্ম্ম যাজকের উপকার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।
কলিকাতা
বাং সন ১২৮১ ইং সন ১৮৭৪

এবার ইংরাজি নামপত্র :

The
Holy Bible
containing the old and New Testament
in the
Bengali Language
Translated out of the original Tongues
By the
Baptist Missionaries
With Native Assistants
with Reference And Marginal Readings.
Printed at the Baptist Mission Press For the Bible
Translation Society.
1874.

এই ইংরেজি নামপত্রে চিরাচরিত প্রথার মধ্যেই নতুন যে লক্ষণটি দেখা গেল তা হল— With Reference And Marginal Readings, অর্থাৎ এইটিই বাইবেলের প্রথম সটীক বঙ্গানুবাদ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সম্প্রতিকালে অর্থাৎ একেবারে আধুনিক কালে ১৯৬৩ তে যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে টীকা টিপ্পনী সংযোগ করা হয়েছে এবং তখনই বলা হয়েছে যে, বিগত ৫০ অথবা ততোধিক বছরের মধ্যেও বাংলা বাইবেলে এইরকম পার্শ্বটীকা যোগ করা হয়নি। একথা সে সত্য তা এই প্রবন্ধে আলোচিত সংস্করণ গুলিতে প্রমাণিত হয়ে

গেছে—১৮৭৪ সালের সংস্করণটি ছাড়া আর কোনটিতেই ঐ রকম টীকা সংযোগ করা হয়নি। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অনুবাদে যীশু খ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> 'যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্বে জানা গেল, পবিত্র আত্মা হইতে তাহার গর্ভ হইয়াছে। ইহাতে তাহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক অথচ তাহাকে প্রকাশ্যে নিন্দাস্পদ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে তাহাকে গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিল। সে এমত চিন্তা করিলে, দেখ প্রভুর দূত তাহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে দায়ুদের সন্তান যোষেফ, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ব্ভ পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে। আর সে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা।'

বাংলা বাইবেলের এই সটীক সংস্করণের দশ বৎসর পরের একখানি পুস্তক এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তা ধর্ম্ম পুস্তকের প্রথাগত অনুবাদ মাত্র নয়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রকার গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লেখক হারাণ চন্দ্র রাহা, গ্রন্থের নাম 'গুণাহ ও নজাৎ' [Sin and Salvation]। তার নামপত্রটি এই :

গুণাহ্ ও নজাৎ
Sin and Salvation
শ্রী হারাণ চন্দ্র রাহার
বনায়া
Third Edition
কলিকাতা
চৌরঙ্গি রোড ২৩ নং মকানে
পাওয়া যায়

এই গ্রন্থে বাংলা ফার্সী মিশ্রিত ভাষায় কবিতাকারে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। বইটির পৃষ্ঠা বিন্যাস প্রচলিত রীতির বিপরীত—অর্থাৎ ফার্সী কায়দায় লেখা পড়তে হয় বই-এর শেষ দিক থেকে আরম্ভের দিকে। এই বইয়ে যীশুর জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা :

> "মরিময় মসীহের অছিলা জননী। সেই বিবি ইয়ছফের হইলে মাঙ্গনি। উঠাবসা তারা যবে নাহিক করিল। পাকরূহ মার্ফতে সে হামেলা হইল।। য়ছক কশম তার নেকবন্দ ছিল। বিবির বদনাম নাহি করিতে মাঙ্গিল।। ছিপায়া ছিপায়া তারে ভিতরে ভিতরে। এরাদা করিল দিলে ছাড়িবার তবে।। এ সববে ভাবাগোনা করিছে দিলেতে। খোদার ফেরেস্ত এক সেই ও ওখতে।। খোয়ারের ফাবফতে দেখক আখের। তাহার নজদিগে এসে হইল যাহের। আর দায়ূদের বেটা য়ুছফ মর্দ্দন। বিবি মরিয়ম তেরা করিলা আপনার নজদিগে তাহাতে লইতে। দশহৎ করিওনা আপন দিলেতে। খোদার ফেরেস্তা আদি কহি যে তোমায়। সে হলো হামেলা পাকরূহের হেল্লায়। বিবির শেকমে এক বেটা পএদা হবে। আর তুমি তার নাম মসীহ্ রাখিবে।।"

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং কেরীর সংশোধনে এবং সম্পাদনায় বাইবেলের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তার ৬ পর্বের মাতিউ রচিত ৯-১৩ অংশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় যে নির্দেশ দেওয়া আছে তার সঙ্গে গুণাহ্ ও নজাৎ-এর প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনার জন্য অংশদুটি নিচে উদ্ধৃত হল। — কেরীর বাইবেলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অংশটি এইরূপ :

> 'অতএব এইমত প্রার্থনা কর হে আমাদের স্বগস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্ট ক্রিয়া করা যাউক অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ আমারদিগকে দেও এবং যেমন আমরা আপনাদের ঋণ ধারিরদিগকে মাফ করি সেইমত আমারদের ঋণ মাফকর এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইওনা কিন্তু আমারদি গকে আপন হইতে পরিত্রাণ কর কেননা সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার।— আসিন- পৃষ্ঠা ৩৬১।

এই প্রার্থনার বিষয়টি 'গুণাহ ও নজাৎ' গ্রন্থে এইরূপ :

> 'তোমরা এইমতন দোয়া মাঙ্গিও, আর আমাদের আসমানি বাপ, তোমার নাম পাক বলিয়া মান্য হউক। তোমার বাদশাহৎ আইসুক। তোমার মর্জী আসমানে যেমন জমিনের উপরেও তেমনি পুরা হউক। আমাদের দরকারী খানা আজ আমাদিগকে দেও। আর আমরা যেমন আপন ২ করজদার দিগকে মাফ করি, তেমনি তুমিও আমাদের করজসকল মাফ কর এবং আমাদিগকে পরখেতে আনিওনা, কিন্তু বুরাই হইতে বাঁচাও; কারণ বাদশাহৎ ও কুদ্দরত ও জলাল এ সকলি হামেশা তোমার, আমেন।'— ইঞ্জিল মথি ৬ মধ্য ৯-১৩, পৃঃ ১৬।

আবার, বাইবেল অনুবাদের কোন কোন দৃষ্টান্তে আরবী-ফারসী মিশ্রিত অদ্ভুত বাংলার নিদর্শন রয়েছে। যেমন :

> 'এবতেদাতে কালাম ছিলেন, আর কালাম খোদার সাথে ছিলেন। আর সেই কালাম খোদা। ও তিনি এবতেদাতে খোদার সাথে ছিলেন। সব চিজ তাঁহার মারফতে পএদা হইল আর পএদা হইল যে সব চিজ তাহা সরের দরমিয়ানে এক চিজ তাঁহার ওসিলা বেষ এর পএদা হয় নাই। জেনদেগি এনসানের নূর ছিল। ঐ নূর আন্ধেরাতে জাহের হইল, লেকিন আন্ধেরা তাঁহাকে দরিয়াফ করিল না। এ হিয়া নামওয়ালা এক শকশ খোদার তরফ হইতে ভেজা গেল। সে গাওয়াহি দিবার ওয়াস্তে আসিল আর এসা তাহার মারফতে সব লোক ইসান তানে এই সববে ঐ রোষমির বাবদে সে গাওয়াহি দিতে আসিল।'

এই রকম মিশ্ররীতি, খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও লক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নবীদের কেচ্ছা' এই সূত্রে স্মরণীয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে একদিকে যেমন বাংলায় সংস্করণের পর সংস্করণ বাইবেল ও তৎ সংক্রান্ত নানা পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছিল, অপরদিকে তেমনি ধর্মপুস্তকের ইতিহাস, ধর্মপুস্তকের টীকা, ব্যাকরণ ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়। 'রোমীয়দের প্রতি পত্রের টীকা' এইরকম একটি টীকা গ্রন্থ। কিন্তু পরে এইরকম আরও একটি পুস্তক পাওয়া যাবে। এখানে এই পুস্তকেরই নামপত্রটি দেওয়া গেল :

রোমীয়দের প্রতি পত্রের টীকা
রেভাঃ উইলিয়ম ম্যাখলক কর্তৃক
প্রণীত।

Commentary on the Epistle to the Romans
For Bengali Readers
By the
Rev. W. Maccullock,
Calcutta
Christian Tract and Book Society
23. Chowringhee Road
1907

এই পুস্তকটি চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত। এর বিস্তৃত মুখপত্রে, পুস্তক রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত হয়েছে। এই জাতীয় পুস্তক অভিনব। এতে রচয়িতার অভূতপূর্ব নিষ্ঠা এবং শ্রমেব নিদর্শন রয়েছে। এর মুখবন্ধ এইরকম :

> খ্রীষ্টীয়ান ট্র্যাক্ট্ এবং বুক সোসাইটির উৎসাহ দানেই প্রথমে আমি এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই। এই আশা করিয়া আমি উঁহাদের হস্তে ইহা সমর্পণ করিলাম যে, ইহা দ্বারা উহাদের অভীষ্ট অন্ততঃ কতক পরিমাণে সংসাধিত হইবে। পুস্তকখানি প্রস্তুত করিবার সময়ে ডেনি সাহেবের টীকা আমার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছে। সাণ্ডে ও হেডলাম এবং লিপসিয়ুস সাহেবদের টীকা হইতেও বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছি। উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের সাহায্য বিনা রোমীয় পত্রের ব্যাখ্যা করণ কার্য্য কখনই আমার দ্বারা হইতে পারিত না। .... কলিকাতা বাইবেল সোসাইটির যে সমিতি নূতন নিয়ম ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ সংশোধনে নিযুক্ত আছেন, আমি তাঁহাদের কাছে বড় বাধিত হইলাম যে তাঁহারা রোমীয় পত্রের যে অনুবাদ করিয়াছেন, ইয়ং সাহেব সমিতির হইয়া আমাকে তাহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন।..........যাঁহারা গ্রীক ভাষা জানেননা, রোমীয় পত্রের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত অর্থগৌরব বিশিষ্ট সে সকল পাঠকের বোধগম্য করিয়া করিয়া দেওয়া— তাহাও আবার আপনার মাতৃভাষায় নয় — অল্প শব্দ ব্যবহার সাধ্য ব্যাপার নয়। শব্দ বাহুল্য ব্যতীত পুস্তক খানির ভাষাঘটিত অন্যান্য দোষের জন্য পাঠকগণের নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন।
>
> ....পৌলীয় পত্র গুলিতে এমন বিস্তর স্থলপাওয়া যায়, যাহার তাৎপর্য সম্যকরূপে বুঝিতে গেলে পাঠকের বেশ ভাল করিয়া 'মাথা ঘামান' আবশ্যক। ....
>
> যোহনের টীকা প্রস্তুত করণ উপলক্ষ্যে যেমন, তেমনি এই কার্যেও আমার সম্ভ্রান্ত সহযোগী রেভাঃ গোষ্ঠবিহারী মাকড় অনেক পরামর্শ দিয়া এবং বিশেষতঃ একদিকে প্রুফসকল দেখিয়া দিয়া আমার বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছেন। ....
>
> চুঁচুড়া উইলিয়ম ম্যাকুলখ
>
> ২৩ শে মার্চ, ১৯০৭

পুস্তকে ব্যবহৃত সঙ্কেতাদির ব্যাখ্যা করা হয়েছে পুস্তকের অপর পৃষ্ঠায়। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা — ২৭৩।

বাংলা বাইবেলের ধারা এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রবর্তিত হয়ে পরবর্তী শতকের সাম্প্রতিক পর্ব অবধি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বালোচিত সটীক সংস্করণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচনার কলেবর স্ফীতির আশঙ্কায় ঐ পুস্তক থেকে আর বিস্তৃততর উদ্ধৃতি দেওয়া হল না। অতঃপর বাংলা বাইবেলের শতাব্দী সংস্করণের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ বাউজের সম্পাদনায় বাংলা বাইবেলের শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ এ এর একটি সংশোধিত সংস্করণ বার হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একাদশ সংস্করণে দেখা যায় :

Rouse's Revision . . . Printed from Plate

১৯০৩ এর নামপত্র ঃ

ধর্ম্মপুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থ সমূহ।

মূল ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা হইতে কলিকাতাস্থ বাপ্তিষ্ট মিশনরিগণ কর্তৃক অনূদিত

পরিবর্তনসহ

সংশোধিত সংস্করণ

কলিকাতা — ১৯০৩।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ইংরিজি নামপত্রে কিন্তু সংশোধন বা পরিবর্তনের উল্লেখ নেই। সেখানে কেবল আছে ঃ

Translated out of the Original Tongues

By the Calcutta Baptist Missionaries

With Bengali Assistants

Calcutta

Published by the Auxiliary to the Baptist and Foreign Bible Society.

23, Chowringhee Road.

Calcutta.

1903.

১৯০৩ এর সংস্করণ থেকে ভাষারীতির নিদর্শন উদ্ধৃত হল :

ইশায়েলের জন্ম

আব্রামের ভার্য্যা সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিস্রীয়া দাসী ছিল। তাহাতে সারী আব্রামকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন, বিনয় করি, তুমি আমার এই দাসীর কাছে গমন কর, কি জানি ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন আব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন। ....অপর

আব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইল, এবং আপনার গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল....... ।

১৯০৯ এর বাইবেলের নামপত্রে সংশোধন এবং পরিবর্তন উভয় বিষয়েরই উল্লেখ আছে। এই বাইবেলের ইংরিজি নামপত্র এইরকম :

The
Holy Bible
in Bengali
Containing the
Old and New Testaments
Translated out of the original Tongues
Revised Edition
Calcutta
Published by the Translation Society,
(Auxiliary of the Baptist Missionary Society)
at 41, Lower Circular Road
1909.
Demy 8 Vol (Bourgeois

এই নামপত্রের পরপৃষ্ঠায় ছাপাখানার ঠিকানা ও সংস্করণের উল্লেখ ইত্যাদি বিদ্যমান—

Calcutta
Printed at the Baptist Mission Press
41, Lower Circular Road.
11th Edition (3,000)

বাংলা নামপত্র :

ধর্ম্মপুস্তক
অর্থাৎ
পুরাতন ও নূতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থ সমূহ।
মূল ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা হইতে কলিকাতাস্থ বাপ্তিষ্ট মিশনরিগণ কর্তৃক অনূদিত
সংশোধিত সংস্করণ
কলিকাতা।
বাপ্তিষ্ট মিশনারী সোসাইটীর সহকারী বাইবেল অনুবাদ সমিতি কর্তৃক
লোয়ার সারকুলার রোড ৪১ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।
১৯০৯

পরপৃষ্ঠায় নির্ঘন্ট। তারপর ভূমিকা—

ভূমিকা

বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য একমাত্র সত্যশাস্ত্র ; ঈশ্বর আর কোন শাস্ত্র মনুষ্যকে দেন নাই। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অবতীর্ণ হইবার পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা পুরাতন নিয়ম, এবং তৎপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নূতন নিয়ম নামে অভিহিত...... ।আদি পুস্তকের পরে যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ এই চারিপুস্তক পাওয়া যায়। ..... পরে কয়েকখানি ঐতিহাসিক পুস্তক পাওয়া যায়।........গীত সংহিতায় ঈশ্বরের স্তবার্থক অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট গীত সংগৃহীত হইয়াছে। হিতোপদেশ ও উপদেশ নামক দুইখানি পুস্তকে অনেক নীতি কথা ও নানা সদুপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমগীতে দম্পতির প্রেম এবং সেই প্রেমের দৃষ্টান্তচ্ছলে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রজাগণের পরস্পর প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর সতেরখানি ভাববাণী পুস্তক সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মার আবেশক্রমে তাঁহার ভাব মনুষ্যাদ্গিকে জ্ঞাত করেন তাঁহাকে ভাববাদী এবং তাঁহার কথাকে 'ভাববাণী' বা ভাবোক্তি বলা যায়।.......ভাববাণী পুস্তকগুলির নাম এইরকম; বিশাইয়, য়িরামিয়, বিলাপ, মিহিফেল, দনিয়েল, হোশেয়, যোয়েল, আমোখ, ওবদিয়, যোনা, মীথা, নহূম, ইবক্কূক, সকনিয়, হপয়, সখরিয়, মালাখি ইত্যাদি।

এর পরে.....'বাইবেল পাঠ করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য', 'কিরূপে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়' ইত্যাদি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৭৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম, পরে নূতন নিয়মের আরম্ভ। ২৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

১৯০৯ এর ঐ পুস্তক অর্থাৎ বাইবেল থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> দেখ, আমি তাহারাদিগকে নদীর ন্যায় শান্তি ও উথলিত বন্যার ন্যায় জাতিগণের প্রতাপ বহাইব, তাহাতে তোমরা স্তন্যপান করিবে....মাতা যেমন পুত্রকে সান্ত্বনা করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব, তোমরা যিরূশালেমে সান্ত্বনা পাইবে।
>
> —যিশাইয়, ১২ - ১৪, পৃষ্ঠা - ৬১০।

অপর একটি দৃষ্টান্ত :

> 'সদাপ্রভু'র এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার পূর্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, তুমি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম, আমি তোমাকে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। —৪ - ৬ যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক পৃষ্ঠা ৬১১।

গীতের দৃষ্টান্ত :

১. আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিব,
দেবগণের সাক্ষাতে তোমার কীর্ত্তন করিব।

২. তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রাণিপাত করিব,
তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব,
কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন
মহিমান্বিত করিয়াছ। গীতাসংহিতা—১৩৮ দায়ূদের ; পৃষ্ঠা. ৫২৩

পরম গীতের একটি দৃষ্টান্ত :

হে আমার প্রিয়। দেখ, তুমি সুন্দর, হাঁ তুমি মনোহর,
আর আমাদের শয্যা হরিদ্বর্ণ।
এরস বৃক্ষ আমাদের শয্যা গৃহের কড়ি কাষ্ঠ,
দেবদারু আমাদের বরগা।
আমি শারোণের গোলাপ,
তলভূমির শোশন পুষ্প। —২ (১৬১৭) শলোমনেব পরমগীত। পৃষ্ঠা ৫৫৯

প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে বাংলা ও নীচে ইংরেজিতে পত্র সংখ্যা সূচিত হয়েছে।

ধর্ম্ম পুস্তকের একখানি ইতিহাস ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর নাম পত্রটি এই :

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড।
The Oxford Mission
42, Cornwallis Street, Calcutta
কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহিরযন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৫ (১৯০৯)
এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১।

ভাষার নমুনা :

'তখন সেই স্বর বলিতে লাগিল, ' আমার লোকেরা মিশর দেশে যে যন্ত্রণা ভুগিতেছে তাহা আমি দেখিয়াছি, তাহাদের দুঃখের ক্রন্দন আমি শ্রবণ করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে মিস্রীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া এক উৎকৃষ্ট দেশে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকোবের দেশে, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহী কনান দেশে, আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আর যিহূদী জাতিকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য আমি তোমাকে সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইব।' পৃষ্ঠা ৬৬ [দশম অধ্যায়] যাত্রা ৩-৬।

এই ধর্মপুস্তকের ইতিহাসে, গদ্যে লেখক যে ভাব ব্যক্ত করেছেন, সমগ্র মিশনরী সমাজই অল্প বিস্তর এই ভাবে ভাবিত ছিলেন। এইজন্য তাঁদের গান বা কবিতা প্রভৃতি অন্যান্য রচনাতেও এইভাব ফুটে উঠত। অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ এবং অনুগমনে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। এখানে একটি প্রার্থনা জাতীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করা হল। ঐ ধরণের গানগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউনিয়ন চ্যাপেল হল প্রমুখ মিশনরি স্কুলে প্রার্থনায় গাওয়া হত। এরকম একটি গান :

ঊর্দ্ধে এক রম্যদেশ সাধুর সে অধিকার
দূর অতি দূর শোক ব্যথা নাহি আর
নাই তথা দুঃখের লেশ নাই সেথা অন্ধকার
সে অমরপুর সে অমরপুর

১৯০৯ এর অনুবাদেও অনুরূপ সারল্য দেখা যায়। এই সংস্করণে যীশুর জন্মের বিবরণ অংশটুকু একেবারে সাম্প্রতিক কালের, সেই কারণে এই পুস্তকের ভাষার সঙ্গে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের বাইবেলের ভাষারীতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে;

১৯০৯-এর অনুবাদ :

> প্রভু যীশুর জন্ম এইভাবে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে — পবিত্র আত্মা হইতে। আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন, তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর একদূত স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যোষেফ, দায়ূদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে........ ভয় করিওনা, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে, আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবে, কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।'

১৯০৯-এর যীশুর জন্মবৃত্তান্তের এই অংশে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নতুন সংস্করণে সারল্যের কোন ব্যত্যয় তো ঘটেই নি, উপরন্তু গদ্য অনেক পরিণত এবং পরিপক্ক রূপ পেয়েছে। যেমন :

> যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল, তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের বাগদত্তা হইলে. তাঁহাদের মিলনের প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি পবিত্র আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছেন। আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি তাঁহাকে সাধারণের সম্মুখে লজ্জা দিতে চাহিলেন না, এইজন্য তাঁহাকে গোপনে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছিলেন এমন সময় প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, দায়ূদ সন্তান যোষেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিওনা, কারণ তাহাতে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে। তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন, আর তুমি তাঁহার নাম যীশু রাখিবে,'.....

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের আরও একটি ধর্ম্ম পুস্তকের বাংলা নামপত্রটি এইরকম :

ধর্ম্ম পুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন নিয়ম।

কলিকাতাস্থ বাপ্তিষ্ট মিশনরি গণ

কর্তৃক

মূল ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত

কলিকাতা

বাপ্তিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সহকারী বাইবেল অনুবাদ সমিতি কর্তৃক লোয়ার সার্কুলার রোড ৪১ নং ভবন হইতে প্রকাশিত

১৯২৪

পরপৃষ্ঠায় — কলিকাতা
৪১ নং লোয়াব সার্কুলার রোড, বাপ্তিষ্ট মিশন
মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত।
চতুর্দশ সংস্করণ (২০০০)

ইংরেজি নামপত্র :

The
Holy Bible
in Bengali
Containing the
Old and New Testaments
Translated out of the original Tongues
By the Calcutta Baptist Missionaries

Calcutta
Published by the Bible Translation Society,
(Auxiliary of the Baptist Missionary Society)
at 41, Lower Circular Road.
1924
Demy 8 Vo) (Bourgeois

পর পৃষ্ঠায় যথাক্রমে পুরাতন ও নূতন নিয়মের নির্ঘন্ট। তার পরের পৃষ্ঠায় 'ধর্ম্ম পুস্তকে উল্লিখিত বিষয় সমূহের সার'। এতে পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে লিখিত এবং নূতন নিয়ম অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতীর্ন হওয়ার পরে লিখিত পুস্তক সমূহের বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থে বাইবেলের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন :

'প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশের বর্ণনা।

..........প্যালেষ্টাইন দেশ বাইবেলে 'কনান' দেশ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রভু যীশুর পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে যর্দ্দনের পশ্চিম দিকে দেশের দক্ষিণে ভাগ 'য়িহুদিয়া', দেশের মধ্যভাগ 'শসরিয়া', এবং উত্তরভাগ 'গালীল' নামে অভিহিত ছিল।

কনান বা প্যালেষ্টাইন দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলি এই :

বেরশেবা— হিব্রোণ বেরশেবার ১৫ ক্রোশ উত্তরে।

বৈৎলেহল— হিব্রেণের ৮ ক্রোশ উত্তরে। এইস্থানে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

যিরূশালেম— বৈৎলহেমের ৩ ক্রোশ উত্তরে। এই শহরটি দেশের রাজধানী ছিল। যিরূশ্যালেমের পূর্বদিকে জৈতুন নামক পর্বত আছে। জৈতুন পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে বৈথনিয়া গ্রাম।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেম নগরে প্রাণত্যাগ ও পুনরূতথান, এবং বৈথনিয়া হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বেথেল —	যিরূশালেমের ৫ ক্রোশ উত্তরে।
শিখিম —	শীলোর ৬ ক্রোশ উত্তরে।
শীলো—	বৈথলের ৬ ক্রোশ উত্তরে।
শমরিয়ী—	শিখিমের ৩ ক্রোশ উত্তরে।
যিব্রিয়েল—	শমরিয়ার ১০ ক্রোশ উত্তরে।
নাসরৎ —	যিব্রিয়েলের ৫ ক্রোশ উত্তরে। এই নগরে প্রভু যীশু বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।......কনান দেশের উত্তরে ভূমধ্য সাগরের তীরে সোর ও সীদোন নামে দুইটি নগর আছে। পূর্ব্বকালে তদুভয়ই অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগর ছিল।

আবার 'বাইবেল পাঠ করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য' অংশে দেখা যায় :

'বাইবেল শাস্ত্রে অতি উত্তম শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহারা শিথিল তাহারা 'অনুযোগ' পায়, যাহারা পাপে বা দুর্ব্বলতায় পতিত হইয়াছে, তাহারা সংশোধিত হয়, এবং সকলে এমন শাসন পায় যে ধার্ম্মিক হইয়া উঠে, কেবল সামান্যভাবে নয়, বরং তাহারা পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত। বাইবেল শাস্ত্র পাঠের ফল অতি প্রচুর ও সুন্দর, সেই ফল সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা অপেক্ষা উত্তম।" —১১৯, ৭২।

'কিরূপে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়' অংশে বলা হয়েছে :

.......২। মদুশীল আত্মায় ও বাধ্যাভাবে বাইবেলে শাস্ত্র পাঠ এবং তাহা পালন করিতে হয়। অতএব তোমরা সকল অশুচিতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলিয়া দিয়া মৃদভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে। —যাকোব; ২১।

প্রভু যীশু বলেন, 'অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে তাহাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপর আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল।' . . .

৩। যেমন শরীরের জন্য খাদ্য চাই, তেমনি আত্মার জন্যও খাদ্য চাই। ঈশ্বর আমাদের আত্মার জন্য বাইবেল রূপ খাদ্য দিয়াছেন।

এই সংস্করণের বক্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চস্তরের। প্রকাশ ভঙ্গীর উৎকর্ষও অনস্বীকার্য। এই সংস্করণ প্রকাশে বিশেষ শ্রম এবং আন্তরিকতাই এর মূল কারণ। এর উপদেশক খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

তুমি ঈশ্বরের গৃহে গমণকালে তোমার চরণ সাবধানে রাখ, কারণ হীন বুদ্ধিদের ন্যায় বলিদান করা অপেক্ষা বরং শ্রবণার্থে উপস্থিত হওয়া ভাল, কেননা উহারা যেমন কার্য্য করিতেছে, তাহা বুঝেনা। তুমি আপন মুখকে বেগে কথা কহিতে দিওনা, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার হৃদয় ত্বরান্বিত না হউক, কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প হউক। ......

আবার :

তোমার মাংসকে পাপ করাইতে তোমার মুখকে দিওনা, এবং উহা ভ্রম এমন কথা দূতের সাক্ষাতে বলিওনা, ঈশ্বর কেন তোমার বাক্যে ক্রোধ করিয়া তোমার হস্তের কার্য্য নষ্ট করিবেন, বস্তুতঃ স্বপ্ন ও অসারতা বহু সংখ্যক, বাক্যেরও বাহুল্য আছে, কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে ভয়কর—উপদেশক ৫। – ৩, ৬-৭, পৃষ্ঠা ৫৫৪।

বইখানির শেষ দিকে কয়েকটি মানচিত্র আছে। পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত দেশসমূহে, কনানদেশের মানচিত্র [পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী], প্যালেস্টাইন দেশের মানচিত্র। খ্রীষ্টের সমকালীন। প্রেরিত পৌলের দেশভ্রমণ ইত্যাদি মানচিত্রগুলিও সত্যই বাইবেল পাঠের পক্ষে সহায়ক।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের কথা তো বটেই, তাছাড়া এই পুস্তকে কয়েকটি অদ্ভুত শব্দে প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত। যেমন — ' টেকুয়া, পাঁজ, জিতবৃক্ষা, কুন্দুর, আঁতড়ি ঢাকা মেদ, এফোদ, বুকফাটা, পটুকরে, সমাগম তাম্বুর প্রাঙ্গণে, অন্ত্রাপাবক, উৎসৃজ্য, ভর্জ্জুন পাত্র ইত্যাদি।

বাংলা বাইবেলের উপস্থিত আলোচনায় পরপর বিভিন্ন সংস্করণের নামপত্র স্মরণ করে প্রত্যেকটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হতে হতেও অনুভব করা যায় যে লেখকদের শ্রম ও অন্তহীন আগ্রহ সকল ক্ষেত্রেই যে ভাষার উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে তা নয় তথাপি ভাষায় সারল্য সঞ্চারের চেষ্টা ছিল ক্লান্তি জয়ী। ১৯০৯ এর সংস্করণে যীশুর জন্ম বিবরণের যে উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাই অন্যরূপ ধারণ করেছে। দুটি সংস্করণের একই অংশের তুলনা করলে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ এর সংস্করণে যীশুর জন্ম বিবরণ অংশ আগে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই অংশের সঙ্গে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নূতন সংস্করণের একই অংশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

প্রভু যীশুর জন্ম বিবরণ :

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল, তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের বাগদত্তা হইলে, তাঁহাদের মিশনের পূর্বে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি পবিত্র আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিকলোক ছিলেন, তিনি তাঁহাকে সাধারণের সম্মুখে লজ্জা দিতে চাহিলেন না, এইজন্য তাঁহাকে গোপনে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন এমন সময় প্রভুর একদূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, দায়ূদ-সন্তান যোষেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিওনা, কারণ তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে। তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন আর তুমি তাঁহার নাম যীশু রাখিবে, . . .

বলা বাহুল্য, ভাষা এক্ষেত্রে অধিকতর সাবলীল ও স্বাভাবিক হতে চেয়েছে। বারেবারে 'আরে' সংজোযকের ব্যবহার প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। আর একটি অংশ এখানে দেখা যেতে পারে। ১৯৬৩ র সংস্করণে মথি, ২৬: ৫৭-৫৮ অংশে দেখা যায় :

'যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে মহা-পুরোহিত কাইয়াফার নিকট লইয়া গেল। সেই স্থানে ধর্ম্মগুরুরা ও প্রাচীন বর্গও সমবেত হইয়াছিল। পিতর দূরে থাকিয়া মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গন পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং শেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য ভিতরে গিয়া অনুচরদের সহিত বসিলেন।'

বাইবেলের বঙ্গানুবাদের ধাবা এইভাবে এক সুপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর বাইবেল সংক্রান্ত কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ, বাইবেলের টীকা সম্বলিত কয়েকটি পুস্তক ইত্যাদি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হল। যেমন জন বাণিয়াণের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' গ্রন্থের অনুবাদ দুইখণ্ড, পৌল প্রেরিতের টীকাপত্র ইত্যাদি।

'পিলগ্রিসম প্রগ্রেস' ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই বই দু'খণ্ড রচিত হয়। জীবনের যন্ত্রণাই ছিল এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা। বাণিয়াণ উচ্চশিক্ষিত লেখক ছিলেন না। তিনি সেনাবিভাগে কাজ করেছেন আবার দীর্ঘকাল কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন কিন্তু গ্রন্থখানি তাঁর আন্তরিকতায় পূর্ণ। কাজে কাজেই এদেশে যাঁরা খ্রীষ্ট মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন তাঁদের কছে 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' ছিল বাইবেলের সমতুল্য গ্রন্থ। ফেলিক্স কেরীর এই অনুবাদের নামপত্র ও দীর্ঘ বিষয়সূচী দুইই স্মরণীয়।

পুস্তকের নামপত্র :

খ) যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ। অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোকে গমণ বিবরণ। বিশেষত

১) যাত্রিরা কোন বিষয় দ্বারা চালিত হইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল।

২) পথে তাহাদের কি কি দুঃখ কষ্ট ঘটিয়াছিল এবং

৩) বাঞ্ছিত দেশ কিরূপ স্বচ্ছন্দ পূর্বক প্রাপ্ত হইয়াছলি এতদ্বিবরণ য়োহণ বন্যান কর্তৃক তৎস্বপ্নলব্ধ এই গ্রন্থ বিবরণ রচিত হইয়াছে। অমি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি। হোশিড়াবাক্য ১২ প। ১০ পদ।

এতৎগ্রন্থের দুইভাগ

প্রথম ভাগে যাত্রির স্বীয় অগ্রেসরণ বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগে তাহার পরিবারের অগ্রেসরণ বিবরণ। এবং গ্রন্থান্তে গ্রন্থ কর্ত্তার সংক্ষেপতো বিবরণ।

ফেলিক্স কেরী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

ইংলণ্ডীয় সন ১৮২১ শাল। বাংলা সন ১২২৮ শাল।

জন বাণিয়াণের প্রসিদ্ধ 'Pilgrims Progress' গ্রন্থটির অনুবাদ ফেলিক্স কেরীর জীবনের শেষ কীর্তি। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২২ এ। প্রথম খণ্ডই 'আদি পুস্তক' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'যাত্রাপুস্তক'। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৭ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪০।

আদি পুস্তকে পৃথিবীর উৎপত্তি, মনুষ্যসৃষ্টির বিবরণ ইত্যাদি বিষয় এবং যাত্রাপুস্তকে ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন তাঁদের রাজ্য, বংশ পরম্পরা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মিশরদেশে যাত্রীদের গমণ বৃত্তান্তও বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এতে কুড়িটি অধ্যায় আছে। পুস্তকখানি মূলতঃ গদ্যে লিখিত — কিন্তু কোথাও কোথাও পদ্যও ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকর্তার এক 'সংক্ষিপ্ত বিবরণ' দেওয়া হয়েছে। যাত্রীরা কি উদ্দেশ্যে এবং কেমন করে তাদের বাঞ্ছিত দেশে উপস্থিত হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ

লেখক বর্ণনা করেছেন। এই বৃত্তান্ত তাঁর স্বপ্নলব্ধ। এই প্রসঙ্গে আমাদের মঙ্গল কাব্যের কবিদের কথা খুব মনে পড়ে। কারণ সেখানেও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরাও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বই রচনা করতেন এবং দেবীর আদেশেই অনেক কিছু বর্ণনা করতেন। যাইহোক, এই গ্রন্থের শেষে বিবাহের বিধান, ধর্ম পরিচারকের আচার ও আদর্শ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণনা করেছেন লেখক। গ্রন্থ কর্ত্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে এই পুস্তকের ভাষারীতির নমুনা পাওয়া যাবে।

> 'তাঁহার পিতামাতা লেখাপড়া বিষয়ে আত্মসংস্থানানুসারে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুষ্টমতি এইমত বর্দ্ধিতা হইয়াছিল যে তিনি অল্প দিনের মধ্যে লেখাপড়া তাবৎ প্রায় ভুলিয়া গেলেন এবং বালক কালাবধি সমস্ত প্রকার নীচ ব্যবহারেতে বিশেষতঃ পরের শাঁপদেওনেতে এবং সর্বদা ঈশ্বরের নিন্দা করণে এইমত রত ছিলেন যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্টানুসঙ্গিরদের অপেক্ষা অধিক দুষ্ট ছিলেন। তিনি আপনার বিষয় কহিতেন যে আমি নগরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পাষণ্ড এবং অল্পকাল মধ্যে অসৎ কার্য্যেতে এইমত নিপুণ হইলেন যে তাঁহার পরিচিত সৎ প্রতিবাসিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সমস্ত প্রকার অসৎ এবং পাষণ্ড কার্যকারিরদের অগ্রগণ্য ছিলেন।'

পিতা মাতার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বানিয়ানকে শিক্ষিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যত প্রকারের অসৎ কাজ সবগুলিতেই তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই বিষয়টুকু জানাতে তিনি 'আত্মসংস্থানুসারে' 'শাঁপদেওনে' 'দুষ্টানুসঙ্গিরদের', 'উত্তমপাষণ্ড', 'কার্যকারিরদের' এই সব অক্ষম জটিল শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ বিষয়ে পটুতার একান্ত অভাব এখানে দেখা যায়। আবার গ্রন্থের সূচীপত্রটি এইরকম :

এতৎ গ্রন্থের প্রথমভাগ নির্ঘন্ট।

তৎ প্রথমাধ্যায়

কারাস্থ হইয়া গ্রন্থ কর্তার স্বপ্নদর্শনোপাখ্যান এবং পাপ যে মন্দ তদ্বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ান বিজ্ঞানী হইয়া আগামি ক্রোধ হইতে পলায়ন করত খ্রীষ্ট নিকটে গমণ বিষয়ে মঙ্গল সমাচার দ্বারা সুশিক্ষিত হইতেছেন ইত্যাদি বিবরণ।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানের অগ্রেসরণ এবং তৎসহ গমণ বিষয়ে একগুঁইয়া অবজ্ঞা করণ এবং মহাপঙ্ক নামক স্থান পর্যন্ত গমণান্তর হাবলায় ফিরিয়া আইসন বিবরণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ান সংসার জ্ঞানিমহাশয়ের পরামর্শে ভ্রান্ত পথ হইয়া অত্যন্ত ভীত হইল কিন্তু তাহার শুভদৃষ্টি প্রযুক্ত মঙ্গল ব্যঞ্জক নামে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রকৃত পথে পুনঃ প্রবেশানন্তর পুনর্গমনারম্ভ বিবরণ।

চতুর্থাধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানের ক্ষুদ্রদ্বার পর্যন্ত গমণান্তর দ্বারে আঘাতকরণ এবং শিষ্টরূপে গৃহীত হওন বিবরণ।

পঞ্চমাধ্যায়।

অর্থদায়কের গৃহে খ্রীষ্টীয়ানের সৌজন্য পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া অতিথি হওন বিবরণ.......

ষষ্ঠ্যাধ্যায়।

ক্রুশ দর্শনে ভার হইতে খ্রীষ্টীয়ানের যুক্ত হওন বিবরণ

সপ্তমাধ্যায়।

অবিবেচক অলস ও ধৃষ্ট ইহারদিগকে নিদ্রাবস্থায় খ্রীষ্টীয়ানের পাইবার বিবরণ এবং ক্রিয়াবলম্বী ও কাল্পনিক এই দুইজন কর্তৃক খ্রীষ্টীয়ানের তুচ্ছীকৃত হওনের বিবরণ এবং খ্রীষ্টীয়ানের কঠিন নামক টিকরারোহন করণের এবং ধর্ম্ম পুস্তক হারাইয়া পুনঃ প্রাপণের বিবরণ।

অষ্টমাধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানের সিংহাস্থান দিয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হওনান্তর সুন্দরী নাম্নী অট্টালিকাতে উপস্থিত হইয়া সৌজন্যপূর্বক গৃহীত হইয়া বিনয় পূর্বক আতিথ্য প্রাপণ বিবরণ।

নবমাধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানের নম্রতা নামক স্থলীতে প্রবিষ্ট হওন এবং সে স্থানে অপাল্ল্যান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তদ্ব্যক্তিকে পরাজিত করণ বিবরণ।

দশমাধ্যায়।

মৃত্যুর ছায়া নামক স্থলী গমণকালে অতিশয় দুঃখ গ্রস্ত হইলেও নির্বিঘ্নে খ্রীষ্টীয়ানের পার হওন বিবরণ।

একদশাধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ানের বিশ্বাসির সহিত মিলন প্রযুক্ত উত্তম সাহায্যপ্রাপ্ত হওন এবং তাহার সহিত পথমধ্যে অনেক হিতালাপ বিবরণ।

দ্বাদশাধ্যায়।

বাবুদকশ্রেণী ধান নিবাসি সুবক্ত মহাশয়ের পুত্র বহুভাষিনামক নামক ব্যক্তির দৃষ্টান্তে রত এক ধর্মশূন্য ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তির বিলক্ষণ দৃরীরূপ দৃষ্টান্ত বিবরণ।

ত্রয়োদশাধ্যায়।

মায়িক নামক মেলাতে খ্রীষ্টীয়ানের এবং বিশ্বাসির অনেক ক্লেশ পাওনেতে খ্রীষ্টীয়ানেরা জগন্মধ্যে কিরূপে তাড়িত হন তন্নিদর্শন।

চতুর্দশাধ্যায়।

খ্রীষ্টীয়ান কৃতাশ নামক অন্য এক সহযাত্রি প্রাপ্ত হইলে তাহারদের এবং উপপথের এবং অর্থপ্রিয়ের এবং দিমাসের পরস্পর কথোপকথন বিবরণ।

ষোড়শাধ্যায়।

রমনীয় নাম পর্বতে যাত্রিরদের মেষপালক কর্তৃক অতিথি হওন বিবরণ।

সপ্তদশাধ্যায়।

যাত্রিকেরদের মূর্খনাম ব্যক্তিব সহিত মিলন এবং অল্প প্রত্যয়ের অপ্রস্তুত হওন এবং খ্রীষ্টীয়ানের এবং কৃতাশের জালে ধৃত হওন বিবরণ।

অষ্টাদশধ্যায়।

যাত্রিকেরদের নাস্তিক নাম ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া মোহভূমি পার হইয়া যাওন বিবরণ।

ঊনবিংশতাধ্যায়।

যাত্রিরদের মূর্খনাম ব্যক্তির সহিত কথান্তরকরণ

বিংশশতাধ্যায়।

বেঙলাহ্ নামে অতি রমণীয় ভ্রমণান্তর যাত্রিরদের স্বচ্ছন্দ পূর্বক মৃত্যুনাম নদী পার হইয়া মহাসৌন্দর্য বিশিষ্ট ঈশ্বর রাজধানীতে প্রবেশ প্রাপণ বিবরণ। ....

এই সূচীপত্রটি গ্রন্থের একরকম বিস্তৃত পরিচয় বলা চ'লে। তাই এই গ্রন্থের ভাষার যে বিশেষত্ব দেখা যায় তার অধিকাংশ নমুনাই বিষয় সূচীতে পাওয়া গেল। এইসব গ্রন্থে আগেও যেমন দেখা গেছে — এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এখানেও সেই জটিল শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক, অযথা 'ও' এবং সংযোজক অব্যয় ব্যবহারের বাড়াবাড়ি, সব কিছু মিলে বাক্যগুলি মাঝে মাঝে উচ্চারণের দিক থেকে দুরূহ হয়ে উঠেছে। একটি লক্ষ করার ব্যাপার হল, এখানে 'প' ধ্বনির অনুপ্রাস। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে — 'প্রকৃত পথে প্রবেশানন্তর পুনর্গমণারম্ভ'। সপ্তমাধ্যায়ে — 'অবিবেচক ও অলস ও ধৃষ্ট' ইত্যাদি। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহারাদর এবং উপপতের এবং অর্থপ্রিয়ের এবং দিমাসের। তা ছাড়া এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রূপকে ব্যবহার করা হয়েছে। এইজন্য এই রূপক ধর্মী চরিত্রগুলির নামও খুব অদ্ভুত। যেমন — একগুঁইয়া, মঙ্গলব্যঞ্জক, অর্থদায়ক, অর্থপ্রিয়, অবিবেচক, অলস, ধৃষ্ট, ক্রিয়াবলম্বী কাল্পনিক অল্প প্রত্যয়, অপাল্ল্যান, সুবক্ত, কৃতাশ, মূর্খ ও নাস্তিক ইত্যাদি। এগুলি সবই মানুষের নাম। স্থান অথবা পর্বত, অট্টালিকার নামগুলিও চমৎকার। যেমন — 'কঠিন' নামক পর্ব্বত, সুন্দরী নামে অট্টালিকা, 'নম্রতা' এবং 'মৃত্যুচ্ছায়া' নামক স্থান, 'আবুদক শ্রেণী' নামক ধাম, 'মায়িক' নামক মেলা 'রমনীয়' নামক পর্বত ইত্যাদি।

বিংশ অধ্যায়ে 'বেঙলাহ্ নামে অতিরমণীয় দেশ' অর্থে আমাদের বাংলাদেশের কথাই বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েই মহা সৌন্দর্য বিশিষ্ট ঈশ্বর রাজধানী অর্থাৎ স্বর্গের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মোটকথা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মিশনরি গদ্যের মান যে একটা নির্দিষ্ট উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্পই।

বিষয়বস্তু ও গদ্যরীতির এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর এর পদ্যাংশ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

সময়াবস্থানেতে মানুষ কিবারূপ।
স্মরণ করহে ইহা হও নম্রভূপ।।
না হইও ভয়াতুর অতি ভদ্রমত।
গ্রহণ করিল হও সর্ব্বরক্ষা স্বত।।

এখানে 'সর্ব্বরক্ষাস্বত' শব্দটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ হল — সর্বদিক রক্ষিত হয় এমন।

ঠঁগায়, স্বস্বোপকার, আত্মস্বামির, কটুবদন, কাকুক্তি, অপস্মরপেগাকৃষ্ট, ঘাইল গ্রন্থমধ্যে

এমন বহু শব্দ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। অবশ্য শব্দগুলির এই বে-দস্তুর গঠন অর্থের বিভ্রান্তি ঘটায় না। রচনার শেষ পর্যন্ত পড়লে মোটামুটি একটা অর্থ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যেমন 'কাকুক্তি' কথাটি মিনতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঠেঁগায়' অর্থ প্রহার করে নিজ নিজ উপকার অর্থে 'স্বস্বোপকার' ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সর্বত্রই যে এইরকম কৃত্রিম ও উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় তা নয়। এই গ্রন্থেরই নানাস্থানে অতি সহজ প্রাঞ্জল গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তার সামান্য এখানে উদ্ধৃত করা হল — 'যোশেফ' তুমি আপন স্ত্রী মারিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিওনা তাহার গর্ভস্থ যে, তাহা সদাত্মা হইতে হইল ; এইরূপ হওয়াতে যে কথা ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা কহিয়াছিলেন যথা দেখ এক কুমারী গর্ভবতী হইয়া পুত্রকে প্রসব করিবে, আর ইম্মানুয়েল তাহার নাম হইবে, তাহ পূর্ণ হইল — পরে যোসেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঈশ্বরের দূতের আদেশ অনুসারে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল, কিন্তু যে পর্যন্ত স্ত্রী আপন প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করিল সে পর্যন্ত যোসেফ তাহাতে উপগত হইলনা।'

এখানে ভাষার সরলতা লক্ষণীয়। এ যেন আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধু গদ্যের অগ্রদূত। তবে এখানে 'যোষেফ' বানানটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন — 'যোশেফ', 'যোষেফ' আবার 'যোসেফ' ইত্যাদি। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে তার 'যীশুর জন্মবৃত্তান্ত' আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে।

ফেলিক্স কেরীর এই অনুবাদের প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে । সে যুগে বাংলায় এই প্রকার খ্রীষ্টানী গদ্য-পদ্যের প্রয়াস ঘটেছে অজস্র রচনায়। প্রতিটি পুস্তক পুস্তিকার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ বিশিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সর্বত্রই প্রায় একই প্রকৃতির নিদর্শন লক্ষিত হয়। তাই কেবল নামপত্রের পরিচয় দিয়েই এক গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। তৎসত্ত্বেও ফেলিক্স কেরীর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ রচনায় তাঁর উদ্যমের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। মাত্র চার বছর তিনি বাংলা ভাষার সেবা করতে পেরেছিলেন। এ সময়টি ছিল তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ পর্ব। সজনীকান্ত তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের' ২২৭ - ২৯ পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরীর ভবঘুরে জীবনের অদ্ভুত প্রকৃতির কথা লিখেছেন। বেঁচে থাকলে তিনি যে সেকালের ইউরোপীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাংলা লেখক হতে পারতেন সে কথাও বলা হয়েছে। তাঁর বিজ্ঞান রচনার প্রসঙ্গ, বর্তমান আলোচনার বিষয় পরিসীমার মধ্যে গৃহীত হতে পারেনা। তাই তাঁর খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনার 'যাত্রাগ্রসরণ' অর্থাৎ 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' এর দ্বিতীয় খণ্ডটি এখানে আলোচিত হল। তার নামপত্রটি এই :

যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোক গমণ বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

১। খ্রীষ্টীয়ানের ভার্য্যার সন্ততিরদের নির্গমণ

২। তাহারদের সঙ্কটজনক পথে গমণ বিবরণ এবং

৩। বাঞ্ছিত দেশেতে তাহারদের স্বচ্ছন্দপূর্বক পহুছন বিবরণ যোহন বন্যান কর্তৃক স্বপ্ন লভ্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

ফেলিক্স কেরী সাহেব কর্তৃক বাংলা ভাষাতে অর্থ সংগৃহীত।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
ইংলণ্ডীয় সন ১৮২২ শাল। বাংলা সন ১২২৯ শাল।

প্রথম ভাগে যাত্রীদের মিশর দেশে গমণের বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে যাত্রীদের বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিত দেশে উপস্থিত হওয়ার বৃত্তান্ত আছে। তারপরে তাদের স্ত্রী-পুত্রগণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাণিয়াণের মূল গ্রন্থ যে ধর্মাশ্রিত রূপক, তা সর্বজন বিদিত। উপস্থিত বাংলা সংস্করণে তারই আনুগত্য লক্ষিত হয়। এখানে সঙ্কটের অর্থ জীবনের পরীক্ষা এবং বাঞ্ছিতদেশের অর্থ স্বর্গ। এতে পনেরটি অধ্যায় আছে এবং তারপরেও অন্ততঃ বলে আর একটি অধ্যায় আছে। পরেরটি অধ্যায়ের পরেও যদি লেখকের কিছু বলবার থাকত, তাহলে স্বচ্ছন্দে তিনি আরও একটি অধ্যায় যোজনা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি, আমরা চিঠিপত্রে যেমন 'পুনশ্চ' লিখি এবং তাতে আমাদের সামান্য কিছু বক্তব্য পেশা করি, এ গ্রন্থেও সেই রকম করেছেন। অর্থাৎ তাঁর যেন সামান্য কিছু বলবার বাকি ছিল, 'এবং অন্ততঃ' দিয়ে লেখক সংক্ষেপে তাই বলতে চেয়েছেন।

এর দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে :

> 'অপর মাতিউ জিজ্ঞাসিল যে উৎক্রোশ পক্ষী স্বচক্ষু দ্বারা আপন বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে কেন।
>
> অনুগত বিধাত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন যে সে আত্মরক্ত দ্বারা আত্মশাবকের দিগকে প্রতিপালন করে এতদ্ধেতুক এবং তদ্দারা আমারদের জ্ঞাতব্য যে ধন্য প্রাপ্ত খ্রীষ্ট আত্মশিষ্যেরদিগকে এমত স্নেহ করেন যে তিনি আত্মরক্ত দ্বারা তাহার দিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।'

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে, আত্মশাবকের দিগকে', 'এতদ্ধেতুক' 'তদ্দারা', 'আত্মশিষ্যেরদিগকে', আত্মরক্ত ইত্যাদি শব্দগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'জিজ্ঞাসিল' ইত্যাদি অতীতকালের ক্রিয়ারূপ বর্তমান কালেবাংলা গদ্যরীতিতে অচল। কিন্তু সেকালে এইরকম ব্যবহারের প্রচলন ছিল। 'এমত স্নেহ করেন' বা 'মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন' এই আড়ষ্ট প্রয়োগও দেখা যায় এই গ্রন্থে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে সেকালের এই মিশনরি লেখকের দল, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব ঘটতে দেননি। যে কোন প্রকারে তাঁদের বক্তব্যকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রভূত প্রযত্নের পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন। একাজ তাঁরা সবসময়ই করে এসেছেন।

এই দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায় থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

> 'খ্রীষ্টীয়ানীর আত্ম পরিচারি সন্তানকে এবং প্রতিবাসিকে সঙ্গে করিয়া যাত্রায় নির্গমণ বিবরণ।
>
> হে পাঠক মহাশয় খ্রীষ্টীয়ান নামকযাত্রি — বিষয়ক এবং স্বর্গীয় রাজ্যপতি তাহার অত্যাপদ- গ্রস্ত যাত্রা বিষয়ক স্বপ্নে তোমাকে জ্ঞাত করাওনে কতককাল পূর্বের আমার অতিশয় আহ্লাদ এবং তোমার অভিলাষ জন্মিয়াছিল।'

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে, 'রাজ্যপতি', 'অত্যাপদগ্রস্ত' 'করাওনে' ইত্যাদি শব্দগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'রাজ্যপতি' এই শব্দটি রাজা অর্থে অপ্রচলিত। অতি + আপদগ্রস্ত এইভাবে বিচ্ছেদ না করে সন্ধি করাতে শব্দটি জটিল হয়ে উঠেছে অথচ সুশ্রাব্যও হয়নি। এখানে আবার 'আত্ম' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখা যায়। এইরকম বিচিত্র শব্দ সম্ভার এবং বহু শব্দের বিচিত্র ব্যবহার রচনাগুলির সর্বত্রই দেখা যায়। ফেলিক্স কেরীর এই অনুবাদটির চার বৎসর পরে রচিত এবং প্রকাশিত বাইবেল সম্পর্কিত একখানি ট্র্যাক্টের প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য। এ-সবই হল প্রেরিত পৌলের টীকাপত্র।

The
Epistle to the Romans
with
A commentary
intended chiefly
For the instruction of the Native converts,

বাংলা নামপত্রটি এইরকম :

খ্রীষ্টীয়ান লোকেরদের শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত
রোম নিবাসি খ্রীষ্টীয়ান লোকের প্রতি
প্রেরিত পাউলের
সমূল টীকাপত্র।

Printed for the calcutta Tract Society, at the
Baptist Mission Press, 21 Circular Road
1825

এই পুস্তকে পঞ্চদশটি পর্ব আছে। প্রত্যেক পর্বের প্রারম্ভে 'আভাস' এই নামে ঐ পর্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি 'আভাস' উদ্ধৃত হল :

সমূল পঞ্চদশ পর্ব্ব টীকা

আভাস

> যাহারা প্রত্যয়েতে বলবান হয় তাহারদের উচিত যে দুর্ব্বল দিগকে প্রেমপূর্ব্বক গ্রহণ করে, আর শিক্ষার দৃঢ়তা করিতে পাউল ক্রিয়া ও ধর্ম্ম পুস্তকের নানা বাক্যের প্রমাণ দষ্টান্ত রূপে দেখাইয়াছেন, এবং পরস্পর সমান প্রেম উৎপন্ন করিতে অতি প্রয়াস দেখাইতেছেন।

এই ট্র্যাক্টের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ২১৮। এর রচনাপ্রকৃতির উদাহরণ হিসাবে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> 'প্রভুতে মনোন্বিত যে রুফ্স, এবং তাহার মাতা যিনি আমারও বটেন, তাহার দিগকে নমস্কার বলিও।
>
> রুফস খ্রীষ্টের মনোন্বিত ছিল, কেননা খ্রীষ্ট তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং

উপযুক্ত রূপে সে ধর্ম্মাচরণে ছিল। কেবল সে নয়, কিন্তু তাহার মাতাও বটে, যেহেতু পাউল পুত্রভাবে তাহাকে মাতৃস্নেহ করিয়া কহিলেন, যে তাহার ও আমারও তিনি মাতা বটেন।'

'যিশয়িয় দানিয়েল' আর একখানি ট্র্যাক্ট পুস্তক। এখানিও বাইবেল সংক্রান্ত ট্র্যাক্ট্। এর নামপত্র :

ইব্রীয় ও কসদীয়
ভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত
যিশয়ির ও দানিয়েল
ভবিষ্যদ্বক্তৃ লিখিত পুস্তক

The
Books of the Prophets
Isaih and Daniel
in Bengali
Translated from the Original Languages
By
The Calcutta Baptist Missionaries
Calcutta
Printed at the Baptist Mission Press,
for the Bible Translation Society
1842,

এই পুস্তকের যিশয়িয় অংশ চলেছে গ্রন্থ সূচনা থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা অবধি এবং দানিয়েল অংশ ১৩৭ থেকে ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম অংশের নাম যিশয়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য ও দ্বিতীয় অংশের নাম দানিয়েলের চরিত্র ও ভবিষ্যদ্বাক্য। পুস্তকের প্রথম অংশ অর্থাৎ 'যিশয়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য' ভাগের ৪৫ অধ্যায় থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল :

'.......... তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে উপনামে বিখ্যাত করিয়াছি। আমিই পরমেশ্বর, আর কেহ নাই, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই, তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বন্ধন করিয়াছি। তাহাতে আমা ভিন্ন যে আর কোন ঈশ্বর নাই, তাহা সূর্য্যোদয় স্থানাবধি পশ্চিমদিগ পর্যন্ত তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে। আমিই পরমেশ্বর, আমা ব্যতিরেকে আর কেহ নাই, আমি দীপ্তি সৃজন করি, ও অন্ধকার উৎপন্ন করি, আমি সন্ধি করি, ও বিপদ উৎপন্ন করি, আমি পরমেশ্বর এই তাবৎ কর্ম্মকরি।

হে আকাশ মণ্ডলস্থগণ, তোমরা উপর হইতে শিশির বর্ষণ কর, এবং মেঘগণ ধর্ম্মরূপ ধারা বৃষ্টি করুক, ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া পরিত্রাণ উৎপন্ন করুক ও ধর্ম্ম অঙ্কুর করুক, আমিই পরমেশ্বর তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা।' পৃষ্ঠা - ৯১

দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ দানিয়েল চরিত্র ও ভবিষ্যদ্বাক্য ৫ম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল:

'তদ্দণ্ডে মনুষ্য হস্তের অঙ্গুলি আসিয়া রাজবাটীর ভিত্তির লেপনের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিল, এবং যে হস্ত লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিল। তাহাতে রাজার মুখবিবর্ণ হইল, ও সে ভাবনাতে এমত ব্যাকুল, যে তাহার কটি দেশের গ্রন্থি শিথিল হইল ও তাহার হাঁটুতে আঘাত করিতে লাগিল। তখন রাজা গণক ও কসদীয় ও জ্যোতির্বেত্তা লোকদিগকে আনিতে উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিল, পরে রাজা বাবিলের বিদ্বানদিগকে কহিল, যেজন এই লিপি পাঠ করিয়া তাহার অর্থ আমাকে জানাইতে পারিবে, সে কৃষ্ণ লোহিত বর্ণের বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইবে, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার হইবে, ও সে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবে।' — পৃষ্ঠা ১৫৩

প্রথম উদ্ধৃতিটির মূলভাব হল ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বরই সব। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সব ধর্মগ্রন্থের মূলকথাই এক, যেমন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতার দশম অধ্যায়ে ঈশ্বর তাঁর বিভূতি বর্ণনা করেছেন। সেখানে কৃষ্ণ তাঁর সখা এবং পরমভক্ত অর্জুনকে বলছেন, "এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, আমিই এক পদ মাত্র' দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।" আবার বলা হয়েছে, "হে অর্জুন, যাহা সর্বভূতের বীজ স্বরূপ তাহাও আমি। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমা ব্যতীত সত্তাবান হইতে পারে। সবই মদাত্মক।" শ্লোক সংখ্যা ৩৯ এবং ৪২ — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত।

এইজন্য প্রথম উদ্ধৃতির সঙ্গে এই শ্লোকগুলির ভাবের দিক থেকে তুলনা করা চলে।

বাংলা খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের ধারায় বাইবেল সম্পর্কিত রচনাবলীর পরে অতঃপর কতকগুলি গীত শ্রেণীর রচনার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় গীতের সংখ্যাও অজস্র। নানা জায়গায় এগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে এই সকল খ্রীষ্টীয় গীত সুলভ নহে, বাং দুষ্প্রাপ্য এই জাতীয় রচনার সুনির্বাচিত সঙ্কলনও দুর্লভ। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও এই গীত গুলির ভাষা ও রচনারীতির আলোচনা আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই সকল খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা গান ও কবিতার সূচনা ঘটেছিল। বর্তমান শতক অবধি এই ধারা চলে এসেছে। সেই গত শতকের আদিপর্বের একখানি বই-এর নামপত্রে দেখা যায় :

যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত

তাহার তিন ভাগ

প্রথম ইংলণ্ডীয় স্বর। দ্বিতীয় চাম্বর্লিন সাহেবের রচিত। তৃতীয় — বাঙ্গালী স্বর। আমি মনের সহিত আত্মাতে গীত গাই বা প্রথম কককরিন্তী ১৪ পর্ব্ব, ১৫ পদ। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮১৮

এই বইখানির প্রথমভাগে গানের সংখ্যা হল ১৯; দ্বিতীয় ভাগে ১৫৫, তৃতীয় ভাগে ১২৭। ভূমিকাংশ এইরকম :

গানের উপদেশ

'ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ও দয়া ও নির্ম্মলতা প্রত্যেক সেবকের অন্তঃকরণে বড় শক্ত ও আশ্চর্যরূপে না লাগিলে ও নির্ম্মলান্তঃকরণ না হইতে তাহার সেবা সত্যরূপে করা যায় না এবং সে সেবার ফলও নির্ম্মলান্তঃকরণ। অতএব দুষ্ট গান ও দুষ্ট মন দিয়া গান করণ অতি দোষ ইহার ফলও আরও দুষ্ট হওয়া। কিন্তু পরিমার্থিক গান

মনকে ঈশ্বরাভিনিবিষ্ট করে এবং যাহাতে ধৰ্ম্মক্রিয়া ভাল রুচে এমত ফল জন্মায়। গান করিবার পূর্বে ঈশ্বর যাহা লিখিয়াছেন সে বাক্য ভারী জ্ঞান করিতে হইবে দেখ ১ করিন্তী ১৪ পৰ্ব্ব, ১৫ পদ আমি মনের সহিত আত্মাতে গীত হইব। অতএব ঈশ্বরের স্বকরণ কালে কৌতুক বিশিষ্ট মন রাখা কিম্বা মিষ্ট স্বরের প্রতি মন রাখা কিন্তু গীতের অর্থের প্রতি মন না রাখা অবশ্য দোষের মধ্যে পড়ে।'

এই গান গুলির নমুনা :

.....ত্রান জীবন দায়ক শব্দ যাউক।
সৰ্ব্ব পৃথিবীতে।
স্বর্গীয়লোকও যেন সব
তন্মত গান করে
হালিলুয়াস্তব ঈশ্বরের। ১ ম গীত

মোর মুখে অতি বড় লাজ।
তাঁর ক্রুশের দর্শনে।
মোর অন্তর স্তবে গলিত হউক
মোর নেত্র জলেতে। ২ য় গীত

সেকালের এই গান গুলির সঙ্গে অনেক পরবর্তী কালের জার্মান মিশনরী বমওয়েক সাহেবের রচিত গান তুলনা করলে ভাষা ও ভাবের দিক থেকে একই প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বমওয়েকের জন্ম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বংশবাটী থেকে এ. টি. সি. বিশ্বাস সঙ্কলিত তাঁর যে জীবনী প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় বমওয়েকের স্ত্রী ছিলেন বাংলা দেশেরই মেয়ে। সাহেবের তৈরী একটি গান এখানে উল্লেখ করা হল :

'স্বর্গের প্রতি মোদের পথ
যেন নিত্য যায়,
সাধুলোকদের মনোরথ
তথায় পূর্ণ হয়.........'

এই গ্রন্থেরই দশম গীতটি এইরকম :

শিব দুর্গা ও কালীর অসাধ্য মোর ত্রাণ।
কোন দেবতা না দেবী না নর পুণ্যবান।
কোন যাজক না যজ্ঞ না ধৰ্ম্ম না দান।
উদ্ধার করিতে পারে মোর বঞ্চিত প্রাণ। ১২ শ গীত।

..........যারা অন্ধকারে বসে।
দেখুক তাহার
ইস্তক পূৰ্ব্ব লাগাদ পশ্চিম।
প্রাতঃ খেদুক অন্ধকার।

দ্বিতীয় স্বরের প্রথম গীত।

ধ্বংস কর দেবের পূজা।
দেবতা সর্ব্ব ভুলা যাউক।
তুমি সকল লোকের রাজা।
সর্ব্বে তোমার শরণ লউক।

১৩৩ [ত্রয়স্ত্রিংশত্যুত্তর শততম] গীত :

..........দেবপূজকের হবে অভ্রম।
কোন দেবতা যে ঈশ্বরের সম।
তিনি নাশিবেন সর্ব্ব নিশ্চয়।
সব প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যাবে।
কোন দেবতা আর কোথায় না হবে।

তৃতীয় খণ্ডের — ত্রয়োদশ গীত :

আমি মহাদুরাশয় করুণা কুরু দয়াময়।
তার আশ্রয় নির্ভয় প্রেম কি।

ত্রয়োবিংশ গীত ঃ

ভাই বন্ধু পুত্র আছে যতেক
সময়েতে সব বুঝিয়া দেখ
অসময়ে তোমার কে করে নিস্তার
য়িশু বিনা নাহি তরিতে।

৪১ গীত।

শাবত দিবসের নিরূপণ মনে রাখ সর্ব্বজন
য়িশু খ্রীষ্টের নাম ব্যাপণ।
কর এ অনাথের ধন।

ষষ্ঠ গীত।

প্রভু বাড়াও তোমার রাজ্য।
করাও দেবের অপমান।
স্থাপন কর তোমার পূজা।
জয় না করুক আর শয়তান।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে 'হালিলুয়া', 'খেদুক', শাবত, ব্যাপণ, ইত্যাদি শব্দ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া 'নর্কক','অস্বীকার' এই বানান ও দেখা যায়। আবার 'করুণা কুরু' ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের আতি পরিচিত শব্দও পাওয়া যায়। ষষ্ঠ, দশম এবং ত্রয়োস্ত্রিংশত্যুত্তর শততম গীতগুলিতে হিন্দু ধর্মের বিরোধী মনোভাব প্রকটিত হয়েছে। ভাষা ও সাহিত্যের যতই উন্নতি হোক না কেন ধর্মের বিরোধ, পৌওলিকতা, তেত্রিশ কোটি দেবতার অস্তিত্বের প্রতি বিদ্রূপ ও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের রচনায় পাওয়া গেছে।

এক একটি গীর্জা এবং তৎসংলগ্ন মণ্ডলীর জীবন চর্চা থেকে মোটামুটি তাদের কর্ম পদ্ধতি, প্রেরণা, ঈপ্সা, নিষ্ঠা সব কিছুর একটা ধারণা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট গীর্জার অধীনে যে কয়েকটি খ্রীষ্টান পরিবার থাকত তারাই এক একটি মণ্ডলী বলে অভিহিত হত। এই মণ্ডলীতে বিভিন্ন দিনের প্রার্থনার বিষয়, গেয় গীত ইত্যাদি, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা থাকত। উল্লিখিত পুস্তকখানি এই রকমই একখানি গীত পুস্তক। বইখানি তিন ভাগে বিভক্ত। এতে মোট তিনশত একটি গান আছে। গানগুলির মূল কথা হল, মানুষ যত দুর্দশার মধ্যেই পড়ুক না কেন, — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কোন দেবতাই তাকে উদ্ধার করতে বা মুক্ত করতে পারে না। কেবলমাত্র যীশুই তাকে তারণ করতে পারেন। তাই যীশুর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর রাজ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

এই পুস্তকের একভাগ [২য়] চেম্বার্লিন কর্তৃক রচিত। আর দুই ভাগ যে কার রচনা সে বিষয়ে কোন নির্দেশ নেই— অতএব অজ্ঞাত বলেই ধরে নিতে হয়। 'গানের উপদেশ' নামক ভূমিকাতে গানগুলি কি উদ্দেশ্যে রচিত, তা বলা হয়েছে। দেবপূজার উচ্ছেদ যে তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তা বুঝতে সাধারণ লোকেরও কোন অসুবিধা হয় না। 'ধ্বংস কর দেবের পূজা' 'করাও দেবের অপমান' এমন খোলাখুলি ধর্মবিদ্বেষ এই সব গীতে লক্ষিত হয়।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে টমাস 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এই মর্মে এক বিজ্ঞাপনও দেন যে বঙ্গদেশে খ্রীষ্টের সুসমাচার যাতে বহুল প্রচারিত হয় তার জন্য পরিকল্পনা হচ্ছে। এবং এরই ফলে আরও বেশি করে এই ধরণের প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য কেবলমাত্র পুস্তক রচনাই নয়, এ দেশের অধিবাসীদের প্রথম থেকেই খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করবার প্রেরণা দিয়েই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারক গোষ্ঠী খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি এই শব্দটির একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে বলেই মনে হয়। খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষার প্রসারকেই এখানে খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি বলা হয়েছে। অর্থ হল, ধর্মান্তরিকরণের প্রচেষ্টা, যেন এই কাজে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা সর্বতোভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

'য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয়গীত' গ্রন্থে 'গানের উপদেশ' নামে যে ভূমিকা রয়েছে তাতে এই মিশনরিদের অক্লান্ত শ্রম এবং আন্তরিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। উপদেশের বক্তব্য হল, ঈশ্বর মাহাত্ম্যেই সেবকের অন্তঃকরণ নির্মল ও সেবাপরায়ণ হয়ে ওঠে। অন্যথায় অন্ত ঃকরণ নির্মল হয় না এবং হৃদয় নির্মল না হলে পূর্ণ নিষ্ঠায় ঈশ্বর সেবা করা যায় না। কেবলমাত্র পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এই গানগুলি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। সুতরাং এই গীত গুলির প্রতি সকলেরই মনোযোগ আবশ্যক। পাঠকের মনে এইভাব মুদ্রিত করে দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করতে হলে ভাষায় যতখানি অধিকার থাকা উচিত তা তাদের কারোরই ছিল না। সেই কারণেই এই সকল রচনায় ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে অসংখ্য অদ্ভুত শব্দ — যেমন 'ধর্মক্রিয়া ভাল রুচে', 'ঈশ্বর যাহা লিখিয়াছেন, সে বাক্য ভারী জ্ঞান করিতে হইবে' ইত্যাদি। 'রুচে', এবং 'ভারী' শব্দ দুটি অনাধুনিক গ্রাম্য।

অর্থাৎ এই পুস্তকের সাহিত্যিক গুণ বিশেষ কিছুই নেই। লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা মোটেই প্রাঞ্জল হয়নি। অথচ সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভাষাকে সহজবোধ্য করার তাদের যত্নের ত্রুটি ছিলনা। এইভাবে খ্রীষ্টীয় পুস্তিকা রচনায় মিশনরিদের প্রয়াস এবং

আন্তরিকতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও ভাষা আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। খুব কম ক্ষেত্রেই ভাষা সরল অথবা সুখপাঠ্য হয়েছে। আলোচ্য অপর একখানি গ্রন্থে কতকগুলি তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ গীতে পরিবেশিত হয়েছে। এইরকম একটি গীত সঙ্কলন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। তার নাম পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

Miscellaneous Series No 26,
গীত।
August, 1835, Second Edition
Printed at the Baptist Mission Press
For the Calcutta Christian Tract and Book Society

এই সঙ্কলনে ৪৯ টি গীত আছে। 'খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা', 'খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ', 'যীশুর প্রতি প্রার্থনা', 'খ্রীষ্ট পরিত্রাণ করিতে সাবধান'— এই চার শিরোনামে গীতগুলি সঙ্কলিত। দ্বিতীয় শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত গীতের সংখ্যা ৩৫, তৃতীয়ের ৪০ এবং চতুর্থের ৫২। এইরকম কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল।

৩৫
[খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ]
যে জন আপন প্রাণ দিয়া পাপি উদ্ধারে
ও মন ভুলনা তাঁরে।
১। না ভুলিও আর কর সেই সার
যীশু ব্রহ্ম নাম ত্রাণের তরে।
২। আর সব কার্য্য দূরে কর ত্যজ্য
খ্রীষ্ট প্রেম ধন রাখ অন্তরে।
৩। সত্য দয়া ক্ষমা সকলি অসীমা
যীশু আপন রক্ত পাপি নিস্তারে।
৪। সাধু বন্ধু তাঁরে বলি বারে ২
যীশু নামে পার করে আমারে।

এই ধারায় অতঃপর আর একটি গীত পুস্তকের প্রসঙ্গ আলোচ্য। তার নামপত্র এইরকম :

গীত [Select Christian Hymns]
[খ্রীষ্ট সাধন]
Printed at the Baptist Mission Press for the
Calcutta Tract and Book Society, 1835.

ঈশ্বরের বিষয়, মনুষ্যের দুর্দশা বিষয় ও খ্রীষ্টের বিষয় গান এতে সঙ্কলিত হয়েছে। নামপত্রের পরে পুস্তক পরিবেশিত বিষয়ের মূলকথা বলা হয়েছে দুটি চরণে :

'ভাই ভবের ঘাটে যীশু হইয়াছেন কাণ্ডারী।
মোরা তবে কেন পারে যাইতে ভয় করি।'

এই পুস্তকে থেকে একটি গান উদ্ধৃতি হল :

[সংসারের অবস্তুতা]

জগতে কিছু নাহি আর ও ভাই কেবল যীশুর প্রেম সার।
যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি চক্ষু মুদিলে অন্ধকার।
১। দারা পুত্র বন্ধু আদি আপন ২ বল্যা কান্দি
মায়াজালে বদ্ধ আছে তেঁই সে বলি আমার ২।।
২। যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কার প্রাণে নাই সম্বন্ধ তবে হেথা আছে কে আর
৩। অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ী
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে সঙ্গে নিবার।

এ পুস্তকে 'সংসারের বিষয়', 'খ্রীষ্টের উপাসনা বিষয়', 'ত্রাণের অন্বেষণ বিষয়', 'পবিত্র আত্মার ফলের বিষয়', 'মনের চৈতন্য বিষয়', 'নানা কালীয় বিষয়', 'নরক ও স্বর্গের বিষয়' ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর গীত সঙ্কলিত হয়েছে।

'সদ্ধর্ম্ম প্রকাশ' নামে আর একখানি গীত সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এর ইংরেজি নাম [A Catechism of the True Religion]। 'আভাষ' এই শিরোনামে এর একটি ভূমিকা আছে। এতে 'শরীরাত্মার বিষয়', ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়', 'যীশু খ্রীষ্টের বিষয়', 'মন ফিরাওমের বিষয়', 'খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়', 'মৃত্যুর বিষয়' 'বিচার দিনের বিষয়', 'নরকের বিষয়', 'স্বর্গের বিষয়' ইত্যাদি প্রসঙ্গের গান সঙ্কলিত হয়েছে। এখানে দুটি গান উদ্ধৃত হল :

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিষয়

......ধর্ম্ম গ্রন্থ শুনে পুন অন্যকার্য্য নাই।
তাদের বিবাহ বার্ত্তা শুন এবে ভাই।।
তাদের বিবাহে নাই কন্যা বেচা কেনা।
না বেড়ায় পথে পথে না বাজে বাজনা।।
ধর্ম্মের নিয়মে প্রেমে কন্যার সহিত।
ধর্ম্ম শিক্ষকের দ্বারা হয় বিবাহিত।।
ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা হইলে।
বিবাহ সম্পূর্ণ হয় শুনহ সকলে।।

[মন ফিরাওনের বিষয়]

হিংস্রক বঞ্চক আর বিগ্রহ পূজক।
মিথ্যাপ্রিয় বেশ্যাগামী মায়াবী ঘাতক।।
ইহারা সকলে থাকে স্বর্গের বাহিরে।
এইজন্যে ওরে ভাই করে পুণ্যাচারে।
হও সৎ স্বভাব কর বুদ্ধি গুণে দয়া।

শীঘ্র ছাড় প্রবঞ্চনা চৌর্য্যাদি কুক্রিয়া।।
মিথ্যা কথা কহা ছাড় পরস্ত্রী হরণ
আর মিথ্যাশ্রয় ছাড় দেবতা পূজন।।
জপ যজ্ঞ তীর্থ যাত্রা তপ বলিদান।
সহমরণাদি কর্ম্ম শ্রাদ্ধ গঙ্গাস্নান।।
পরে দয়াক্ষান্তি কর সহিষ্ণু হইয়া।
সত্য ধর্ম্ম পথ ধর মন ফিরাইয়া।।

'নিস্তার রত্নাকর' গ্রন্থের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বইখানি আর একটি গীতি সংগ্রহ। এর নামপত্র :

Miscellancous Series No 8
The Mine of Salvaticn
নিস্তার রত্নাকর

পুস্তকের নিচে : 3d. Ed. 1838.
শেষ পৃষ্ঠায় : Calcutta, Printed for the Calcutta Christian Tract and Book Society, At the Church Mission Row.

এই পুস্তক থেকে এখানে একটি গান উদ্ধৃত হল :

য়িহুদা দেশেতে রাজা দাউদ নগরে।
সদাত্মাজাত হইল নারীর উদরে।।
যতদিন ত্রাণ কর্ত্তা প্রকাশ পাইল।
স্থানে ২ নানাদ্ভুত প্রকাশ করিল।।
পঙ্গুকে দিলেন পদ অন্ধকে নয়ন।
নুলাচক দিলেন হাত মৃতকে জীবন।।
নানারূপে সুসংবাদ কৈল উপদেশ।
নানাবিধ দিয়া ধর্ম্ম জ্ঞান সবিশেষ।।
দোষিদের দণ্ড ভোগি সেই মহাজন।
দুরাত্মার হস্তে তাঁর হইল নিধন।।
....
স্তম্ভোপরি বদ্ধ হইলেন প্রভু যেই ক্ষণে।
নিজ ঘাতকের ক্ষমা চাহেন একমনে।।
ওহে পিতা ক্ষমা কর ঘাতকের প্রতি।
যাহা করে সেই নরে মূর্খতায় অতি।।
এইরূপে জগত্রাতা প্রাণ দিল শেষে।
ঘাতকির ব্যথা অঙ্গে ভোগ করি ক্লেশে।।

এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। এই শ্রেণীর খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক কবিতা ও গানের ধারা সাম্প্রতিক

কাল অবধি চলে এসেছে। সেকালের এই দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিকট কালের কোন কোন রচনার তুলনা অবান্তর হবে না। এইজন্য এখানে 'দায়ূদের গীত' নামে এই ধারার অপর একখানি গীত পুস্তক স্মরণীয়। এর নামপত্র :

দায়ূদের গীত।

[পয়ার ছন্দে]

কলিকাতা

১০, মিশন রো হইতে প্রকাশিত।

১৯১৬

Price four annas (মূল্য চারি আনা মাত্র)

এই পুস্তকের ভূমিকা :

ভূমিকা

পৃথিবীতে নানাস্থানে নানালোকে দায়ূদের গীত পাঠ করিয়া যে আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এখনও পাইতেছে তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয়ান মাত্রেই, জীবনের সর্বাবস্থায় ইহা পাঠ করিয়া প্রকৃত সুখ, শান্তি, সান্ত্বনা, শক্তি, সাহস ও সাহায্য পাইতে পারে, যদি তাহারা ইহার মধ্যেই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয় এই দেশের লোকেরা এই গীতাবলির মর্ম্ম ও ভাব বুঝিতে না পারাতে, বা তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করাতে, তাহাদের নিকটে ইহার তত কদর নাই।

এই কারণে আমি আমার সহকারী বাবু মদনমোহন বিশ্বাসের সহিত সমগ্র গীত পুস্তকটি যথাসাধ্য সহজ ভাষায় বিবিধ ছন্দে রচনা করিলাম। আশানুরূপ কৃতকার্য হইয়াছি বলিয়া মনে না হইলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরের আশীর্বাদে, এতদ্বারা অনেকের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধিত হইবেই।

ইচ্ছা করিলে ইহা রামায়ন ও মহাভারতের ন্যায় সুর করিয়া পড়া যায়, শুনিতেও মন্দ হয়না। — ই. টি. স্যাণ্ডিস

১০, মিশন রো; কলিকাতা

এই পুস্তকে মোট গীতের সংখ্যা— ১৫০, পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা— ২৩০। একটি গীত এখানে উদ্ধৃত হল :

৭৫ গীত

[ঈশ্বর বিচার করেন]

১। ধন্যবাদ ধন্যবাদ করিহে তোমায়,
হেতু, বিভু তবনাম নিকটস্থ হয়,
প্রচারে লোকেরা তব অপূর্ব্ব ক্রিয়ায়।

২। নির্দিষ্ট সময়ে আমি আনিব যখন,
তখন ন্যায্য বিচার করিব সাধন।

৩। পৃথিবী ও তন্নিবাসি লয়প্রাপ্ত হয়,
সুস্থির রাখিনু আমি ধরা সপ্তচর।

৪। কহিনু গৰ্ব্বীকে 'তুমি গর্ব করিওনা',
দুষ্টকেও কহিলাম, 'শৃঙ্গ তুলিও না'।
৫। 'উচ্চে তোমাদের শৃঙ্গ কভু রাখিওনা,
কভু গ্রীবাশক্ত করে কথা কহিও না'।
৬। পূৰ্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ দিক হতে হয়
শ্রীবৃদ্ধি লাভ, এমন কখন ত নয়।
৭। আছেন বিচার কর্ত্তা কিন্তু পরমেশ,
তিনি নত বা উন্নত করেন বিশেষ
৮। আছে এক পান পাত্র সদাপ্রভু করে।
মাতিয়াছে দ্রাক্ষারস তাহার ভিতরে।
পূর্ণ হইয়াছে তাহা মিশ্রিত মদ্যেতে,
ঢালিয়া সবারে দেন তিনি তাহা হতে।
এই ধরা ধামে আছে যত দুরজন,
তলানী পর্যন্ত চাটি করিবে সেবন।
৯। কিন্তু আমি চিরদিন প্রচার করিব,
যাকোব - ঈশ - উদ্দেশে সঙ্গীত গাহিব।
১০। আমি কাটিব দুষ্টের শৃঙ্গসমুদয়
ধার্ম্মিকের উচ্চীকৃত হবে শৃঙ্গ চয়।

এই সকল খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক গান ও কবিতার ধারাতেই একথাও স্মরণীয় যে প্রচারের সুবিধার জন্য 'লুক লিখিত সুসমাচার' গ্রন্থও একদা গদ্যবাহনে বা কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর নামপত্রটি এই :

Luke in verse লূক Bengali
শ্রী গুরু চরিতামৃত
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

(এরপর একটি ছবি ছাপা হয়েছে)

Calcutta
Printed and Published at the Baptist Mission Press
for the
Bible Translation Society
(Auxiliary of the Baptist Missionary Society)
1918
Third Edition 10,000 Copies
মূল্য দুই পয়সা।

দ্বিতীয় নামপত্রেও একটি ছবি আছে। এই ছবিটির নাম—'নিষ্ঠুর হেরোদের আদেশে শিশুদিগের বধ' [মথি ২. ১৬ - ১৮] এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭২। শেষ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ১৭২ পৃষ্ঠাতে একটি ছবি — 'নিদ্রিত যীশু উঠিয়া ঝড় থামান'[লুক-৮, ২২-২৫]

Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press, পুস্তকে একটি সংক্ষিপ্ত 'বিজ্ঞাপন রয়েছে। তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে বিজ্ঞাপনটি তাই উদ্ধৃত করা হল :

বিজ্ঞাপন।

'যাঁহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় আরও সূক্ষ্মরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পাদ্রি সাহেবদের বা খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদের নিকট গিয়া শিক্ষালাভের চেষ্টা করুন। সত্য সনাতন বাইবেল শাস্ত্র ও তাহার কোন কোন অংশে অতি অল্প মূল্যে উঁহাদের কাছে এবং কলিকাতাস্থ ৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, এবং ২৩ নং চৌরঙ্গি রোড ভবনে পাওয়া যাইতে পারে।'

একদিন সখরিয় পালা অনুসারে
করিছে যাজন সেবা ঈশ্বর গোচরে
মন্দিরের বিধিমতে গুলি বাঁট করে।
ধূপ জ্বালাইতে হল মন্দির ভিতরে
ধূপদাহ কালে তথা বহুলোকজন
বাহিরে করিতেছিল প্রার্থনা ভজন
ঈশ্বরের একদূত থামিয়া তখন
বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দিলদরশন
দিব্য দূতে সখরিয় করিয়া দর্শন
মহাত্রাসে অভিভূত আতঙ্কিত মন
দূত বলে সখরিয় নাহি কোন ভয়
তোমার মিনতি শুনেছেন দয়াময়
তব নারী ইলীশেবা প্রসবিবে সূত
যোহন হইবে নাম ভুবন বিদিত। পৃ. ২-৩

প্রত্যেক সংস্করণের শেষে একটি গীত। তা এই রকম :

যীশু বিনে কেহ নাই এ সংসারে,
এই মহাপাপের দায় কে উদ্ধার করে ?

১। এই জগৎ মাঝে যত জন আছে,
তারা সব দোষী হবে নিজ পাপভারে।

২। পিতামাতা সূত ভাই বন্ধু যত,
তারা আমার পাপের ভার নিতে নাহি পারে।

৩। ওরে আমার মন ধর যীশুর চরণ
যিনি তোমার পাপের ভার নিলেন শিরোপরে।

উপরিউক্ত পুস্তকেরই অপর এক সংস্করণে পুস্তকের আরম্ভ এইরকম :

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

এই সংস্করণে যীশুর জন্ম বৃত্তান্তও কবিতার আকারে :

নাসরৎ নামে তথা আছিল নগর।
মরিয়ম কুমারীর ছিল যথা ঘর।।
বাগ্‌দত্তা সে কুমারী আছিল তখনে।
দায়ুদ কূলের যুবা যোযেফের সনে।।
ভিতরে পশিয়া দূত করে সম্ভাষণ।
ধন্যা নারী ঈশ্বরের করুণা ভাজন।।
সহায় তোমার প্রভু হউক কল্যাণ।
শুনি বানী মরিয়ম বড় ভয় পান।।
চমকিয়া করে সতী করে আন্দোলন।
কেন মোরে দূত করে হেন সম্ভাষণ।।
দূত কহে মরিয়ম ভয় নাহিকর।
প্রসন্ন হলেন প্রভু তোমার উপর
গর্ভবতী হয়ে তুমি প্রসবিবে সূত্ত
যীশু নাম হবে তার ভুবন বিদিত। — পৃষ্ঠা ৫

এই সংস্করণে কোন নামপত্র নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৭২। শেষের নামপত্রে অন্যান্য সংস্করণের মতই—একটি ছবি আছে। 'নিদ্রিত যীশু উঠিয়া ঝড় থামান'— লূক-৮, ২২-২৫ — এইভাবে ছবির নীচে ছবির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

Calcutta – Printed at the Baptist Mission Press.

কাব্যাকারে লূকের পুস্তকের অনুরূপ, 'মথিলিখিত সুসমাচার' ও কাব্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এর নামপত্র :

Mathew in Verse Bengali

গুরু মাহাত্ম্য

নিত্যং শুদ্ধং নিবাভাসং নিরাকার নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্মং নমাম্যহম্।।

ছবি

আমি প্রভুও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম,
তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত।

—যোহন — ১৩; ১৪।।

Calcutta :

Printed and Published at the Baptist Mission Press

For the
Bible Translation Society
Auxiliary of the Baptist Missionary Society
1919
First Edition 10,000 Copies
মূল্য — একআনা

দ্বিতীয় নামপত্র :

'বিশ্রামবারে সৎকর্ম করা বিধেয়'।
মথি। ১২;১২।
First Edition 10,000 Copies

পুনরায় তৃতীয় নামপত্র : ছবি—

'ভাণ্ডারে যাঁহারা মুদ্রা রাখিতেছেন, তাহাদের সকল অপেক্ষা এই দরিদ্রা বিধবা অধিক রাখিল'। মার্ক ১২, ৪৩।।

এবং সর্বশেষ চতুর্থ নামপত্র : ছবি—

'আমরা পূর্ব্ব দেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।' মথি ২, ২।। নিমন্ত্রণ।

পুস্তক শুরু হয়েছে এইভাবে :

থল্লাভান্না পরোলাভঃ যৎ সুখান্না পরং সুখম্।
যদজ্ঞান্না পরং জ্ঞানং তদ্ব্র ক্ষেতদবধারয়েৎ।।

পুস্তকটি থেকে কিছু পদ্যের নমুনা দেওয়া হল :

দায়ূদ সন্তান প্রভু আমাদের প্রতি
করুন করুণা দৃষ্টি মোরা অন্ধ দুটী।।
বলে তারা ওহে প্রভু দায়ূদ সন্তান।
করুণ মোদেরে কৃপা করি নিরীক্ষণ।।
আমি যীশু ডাকিলেন তাদিগে তখন
কি চাও তোমরা মম নিকটে এক্ষণ।
কি করিব আমি এবে তোমাদের তবে।
কহিল তাহারা প্রভো জুড়ি দুই করে।।
আমাদের চোক যেন, যায় যে খুলিয়া
তাই যীশু তাহাদের করুণা করিয়া।।
করেন পরশ আঁখি তাহারা দেখিল
আনন্দে যীশুর সনে দুজন চলিল।। —পৃষ্ঠা ১০৩

অতঃপর 'গীত সংহিতা' নামে আর একখানি গীতের সঙ্কলনের প্রসঙ্গ আলোচ্য। এর নামপত্র নিম্নরূপ :

গীত সংহিতা।

প্রথম ভাগ।

১-৪১ অধ্যায়

ব্রিটিস ও ফরেন বাইবেল সোসাইটীর দ্বারা

২৩ নং চৌরঙ্গী রোড হইতে প্রকাশিত। ১৯২০।

Calcutta

Printed at the Baptist Mission Press

দ্বিতীয় নামপত্র :

Book of Psalms

in Bengali

Part 1

From the Bengal Bible of the Bible Translation Society

11 th Edition, by Permission

First imperssion,	1909	7000 copies	
Second "	1912	5000	"
Third "	1913	5000	"
Fourth "	1915	5000	"
Fifth "	1917	5000	"
Sixth "	1920	7000	"

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৫৪।

পুস্তক থেকে দায়ূদের সঙ্গীতটি উদ্ধার করা হল :

দায়ূদের সঙ্গীত [স্মরণার্থক]

......১০. আমার হৃদয় ধুক ধুক করিতেছে, আমার বল আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আমার চক্ষুর তেজ ও আমার ছাড়িয়া গিয়াছে।

১১. আমার প্রণয়ীরা ও আমার বন্ধুগণ আমার ব্যাধি হইতে দূরে দাঁড়ায়, আমার জ্ঞাতি ধর্ম দূরে দাঁড়াইয়া থাকে।

১২. যাহারা আমার প্রাণের অন্বেষণ করে, তাহারা যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা বিনাশের কথা কহে, আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।

১৩. কিন্তু বধিরের ন্যায় আমি শ্রবণ করি না, আমি এমন বোবার ন্যায় হইয়াছি, যে মুখ খুলেনা।

১৪. আমি এমন ব্যক্তির তুল্য, যে শুনিতে পায়না, যাহার মুখে প্রতীবাদ পাওয়া যায় না।

১৫. কারণ সদাপ্রভু আমি তোমারই অপেক্ষা করিতেছি, হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর দিবে।

এর পর 'সঙ্গীত মালা' নামে আর একটি সঙ্গীত সঙ্কলনের কথাও বিবেচ্য। সঙ্গীত মালায় কতকগুলি গান সঙ্কলিত হয়েছে। এই গানগুলির মাধ্যমে যীশুর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। আবার এগুলি প্রার্থনা সঙ্গীতও বটে। প্রতি প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট গান গাওয়ার নির্দেশ আছে। এগুলি মুখ্যতঃ Sunday School এর জন্য অনূদিত হয়েছিল। এতে মোট ২০ টি গান আছে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলশ প্রেসবিটোরিয়ান মিশন থেকে Dily's C Edmond কর্তৃক এগুলি অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫। পুস্তকের ছোট ভূমিকাটি পাদটীকায় অংশতঃ প্রদত্ত হল।[৯]

সঙ্গীত মালার একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হল :

১। পশ্চিমের সে মানব সমাজ
পায় একটি পরম জ্ঞান —
'ভারপ্রাপ্ত জীবের তরে হয়
সম্পূর্ণ পরিত্রাণ।'
কি আমাদের সুসংবাদ।
ভক্তগণ সাক্ষ্য দেয়,
সকল পাপী নরে জীবন পায়,
খ্রীষ্ট যীশুর রক্তেতে।

২। এখন বঙ্গের পর্দানসীন গণ
সুশিক্ষা পাইতে চায়,
সজল চক্ষু উর্দ্ধে তুলে কয়,
মোদের উদ্ধারে আয়
কি আমাদের সুসংবাদ।
ভারত নিবাসিগণ
অতি নিশ্চিত বিশ্বাসিবে
খ্রীষ্ট যীশুতে তখন।

দুইটি স্তবকে গানটি শেষ হয়েছে। এর মর্মকথা এই যে, মিশনরিদের পরম সুখের দিন এসেছে। কারণ এতদিন ভারতবাসী নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। তারা এমনই অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত ছিল যে তাদের যে উদ্ধার হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেকথাও তারা জানতনা এবং কোনদিন যে তাদের অবস্থা উন্নত হবে অথবা তাদের জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত হবে মিশনরিরা একথা পূর্বে বুঝতে পারেনি। একমাত্র এই কারণেই কেরী প্রমুখ ব্যক্তিদের এদেশে আগমন। 'হীদেন' অর্থাৎ এই পৌত্তলিক ভারতবাসীদের উদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক বা পাদরিরা এদেশে আসার জন্য ব্যাকুল হন। এখন তাদের সে দ্বন্দ্ব মিটেছে। অবশেষে সেই শুভদিন উপস্থিত। পর্দানশীন ভারতবাসী মিশনরিদের কৃপাতেই যেন আজ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা বুঝেছে যে হিন্দুধর্মে তাদের উদ্ধার নেই। অতএব তারা সাশ্রুনেত্রে অধমতারণ যীশুর কৃপাপ্রাপ্ত পাদরিদের করুণা ভিক্ষা করছে।

আর একটি গানের নাম 'সে পরম দয়াধার।' এইটি ১৩ সংখ্যক গান।

১। সে পরম দয়াধার,
রূপধরি মানবের,
এ ধরায় অবতার,
মোর নিলেন পাপের ভার।
ধন্য পিতা মোর ত্রাণেশ্বর,
জাব পাত্রে শুলেন গুণাকর।

২। কুমারীর উদরে
রহিলেন দয়াময়,
সে ঘোর কারাগারে,
তাঁর রাজ্য সর্ব্বময়।
কাল ভেরির যাতনা সহি
সুখ মোদের আনিলেন বহি।

এই গানের উপদেশটি খাঁটি খ্রীষ্টীয় শিক্ষা। দ্বিতীয় স্তবকে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। গদ্যে অথবা পদ্যে সর্বত্রই মিশনরিদের খ্রীষ্ট অথবা খ্রীষ্ট তত্ত্ব বিষয়ের মূল উপদেশটি হল, যীশু পাপী মানবের উদ্ধারের জন্যই নিজের অমূল্য জীবন দান করেছেন এবং তাঁর জীবনের বিনিময়ে মানব সমাজ সুখের অধিকারী হয়েছে। অন্যান্য গানেও একথাটি পাওয়া যায়— এইভাবে—'যীশু মরেছেন তোরই তরে রে'। তিনি পৃথিবী আদি ত্রিলোকের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও সামান্য এবং নগণ্য ব্যক্তির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একথাটিও একটি গানে পাওয়া যায় — 'সুদূর বেথলেহেমে জাব পাত্রেতে জন্মিলেন যীশু পাপী তরাইতে।'

আর একটি চমকপ্রদ বিষয় এই যে, এই সঙ্কলনটি পাঠকের দৃষ্টি নিশ্চিত ভাবে আকর্ষণ কর। কারণ 'সঙ্গীত মালা'র গানগুলির স্বরলিপি করে সুর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এখানে ইংরেজি গানের স্বরলিপির নিয়ম অনুযায়ী স্বরলিপি রচনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটি এই গ্রন্থেই প্রথম এবং নূতনও বটে। গ্রন্থ কর্ত্রী যিনি, তিনি মূলরচনা থেকে অনুবাদ তো করেছেনই আবার তার স্বরলিপি করে দিয়ে পাঠক সাধারণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এর আগে গানের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় বড়জোর রাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্বরলিপি কোথাও দেখা যায়নি।

'পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী' আর একটি সঙ্গীত সঙ্কলন। এখানে সঙ্গীতগুলির মাধ্যমে যীশুর জীবন ও অলৌকিক কার্যাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২ এবং সঙ্গীতের সংখ্যাও ৮২। পুস্তক খানির দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ইঞ্চি। এর নামপত্র :

পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী
Holy cross Hymnal
তৃতীয় সংস্করণ
Published by Rev. Fr. A Lepailleur. C. S. C.
ক্যাথোলিক মিশন,

ঢাকা।

১৯২৪

এ বই থেকে কয়েকটি সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যেতে পারে : ১৩ সংখ্যক গান :

পবিত্র যোসেফ

Air : Je Joseph celebrant again Coelitum

১। ধন্য যোসেফ তুমি সদা কুমারীর বর,
অমলত্বের গৌরব তোমার চারুভূষণ
আমরা গাব গুণ তব মুখে নিরন্তর
প্রেম এবং ভক্তিতে মগন।

২। যখন তুমি ধন্য কুমারীর বিষয়ে
অতি চিন্তিত হলে না জানি বিবরণ,
তখন প্রভুর দূত সমাচার লয়ে
স্বপ্নে তোমায় দিলা দর্শন।

৩। কোলে নিয়ে তুমি আপনার স্রষ্টারে,
করি তাঁরে যত্নে মিশরে আনয়ন,
আবার পেয়ে তাঁরে ঈশ্বরের আগারে
তুমি হলে হর্ষে মগন।

এটি একটি নির্ভেজাল যীশুর জন্ম বিবরণ বিষয়ক সঙ্গীত। এতে কোন উপদেশ কোন শিক্ষা, কোন উদ্দেশ্যের উল্লেখ নেই। এমনকি উদ্ভট রকমের কোন শব্দ প্রয়োগও এখানে চোখে পড়েনা। সহজ সুন্দর সাধু বাংলা ভাষার নিদর্শন এটি।

এখানে ঠুংরী অঙ্গের অপর একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

৬৮ সংখ্যক সঙ্গীত খাম্বাজ . ঠুংরী

উঠ হেসে, অশ্রু মুছে, বরিতে মোদের রাজারে।
অনাদি অনন্ত ভূতলে আগন্তুক, মোদের দুয়ারে
দীনহীন মানবাকারে।

১। পূর্ব্বের বিদ্বানগণ করি বহু পর্যটন,
পাইয়া দর্শন করিলা ভজন কমল চরণ,
ভকতির উপহারে।

২। ভীষণ ভব অরণ্যে হারাণ মেষের জন্যে
তিনি ভ্রমিলেন না পারে যেখানে যাইতে অন্যে,
অন্বেষণ করিবারে।

৩। তিনি নারীবংশ জাত বীর মহাপরাক্রান্ত
ভূমির কন্টক, সর্পের মস্তক চূর্ণিতে অক্লান্ত
আইস পূজিতে তাঁহারে।

রাগ খাম্বাজ-এর নির্দেশ দেওয়া এই সঙ্গীতটি চর্যাপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ছাড়া প্রাচীন বাংলা কাব্যের কোন কোন ক্ষেত্রে রাগ নির্দেশের দৃষ্টান্ত আছে। অর্থাৎ এখানে দেশীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। এই গানে হারানো মেষের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যীশুর প্রধান কাজগুলির প্রসঙ্গে ভূমির কন্টক এবং সর্পের মস্তক চূর্ণ করতে তিনি যে নিরন্তর ব্যাপৃত সে কথা ভক্ত মণ্ডলী ভোলেন না এবং কাউকে ভুলতেও দেন না। এখানে সর্প অর্থে দুষ্ট ব্যক্তি বা Satan, এই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যীশুর দ্বারে পৌঁছতে পারলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হয় এবং তাই অশ্রু মুছে হাসি মুখে যীশুর কাছে যেতে হবে। যীশুর চরিত্রটি আর একটি সঙ্গীতে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

৬৫ সংখ্যা সঙ্গীত- সুর—

আয় মন চল যাই

কোন দিক যাস মন তার অন্বেষণে ছুটে?
সে যে গোশালাতে রহিয়াছে পদ্মরূপে ফুটে।

১। তারে রাজপুরে পাবি নারে ভোগেরি মরুতে,
সেথা রুদ্র তাপে ক্ষুদ্র কলি বাহিরেতে টুটে।

২। যারা অহঙ্কারী অভিমানী রহে চক্ষু মুদে,
হেথা তত্ত্ব জেনে মত্ত হল রাখালেরা জুটে।

৩। করতে নষ্ট তারে ভ্রষ্টাচারে ব্যস্ত যতভূজে
যাহ ত্বরা করে, মধুপরে, নিতে মধু লুটে।

৪। তারে বিলাসীরা কোনমতে চাহিল না ছুঁতে
পেয়ে কৃপাধন হৃষ্ট মন হেরে চাষা মুটে।

এই গ্রন্থেই 'ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা' নামক রচনাটির পঞ্চম অংশে দেখা যায়—'পরের স্ত্রী ও পরের পুরুষ লালচ করিতে হয়না।'

গানগুলির ভক্তি ভাবের মধ্যে ইতস্ততঃ এই রকম দুই একটি উপদেশ বাক্য ছড়ান রয়েছে। উপরিউক্ত উপদেশটি খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ দশ আজ্ঞার অন্যতম। এখানে ১, ২, ৩, ও ৪ চিহ্নিত অংশগুলিতে সহজ বাংলা ভাষার সাবলীলতা তো আছেই তা ছাড়া এই ছত্রগুলি যেন নিধুবাবু, রামবাবু, গোপাল উড়ে প্রভৃতি বাংলার প্রিয় গীত রচয়িতাদেরই প্রতিধ্বনি। একযোগে আদর ও মহিমা বোঝানোর জন্য 'কৃপা'কে 'কৃপাধন' বলা হয়েছে। এইগুলি খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে বিশেষ ধরণের শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। ভক্তিভাবের চিরন্তন সত্যই এ সকল অংশে ধ্বনিত হয়েছে। খ্রীষ্ট ভাবুক ভক্ত বাংলার শাক্ত-বৈষ্ণব সর্ব সম্প্রদায়ের ভক্তি ভাবের সাধারণ ভূমিতে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন :

২। যারা অহঙ্কারী অভিমানী রহে চক্ষু মুদে
হেথা তত্ত্ব জেনে মত্ত হল রাখালেরা জুটে

৪। তারে বিলাসীরা কোন মতে চাহিল না ছুঁতে
পেয়ে কৃপাধন হৃষ্ট মন হেরে চাষী মুটে।

বৈষ্ণব সঙ্গীতেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সখীগণ এবং সখাগণ সকলেই নিরহঙ্কার এবং

নিরভিমান। তাই তারা না চাইতেই স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেছে। শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম প্রভৃতি সখাগণ খেলাচ্ছলে কৃষ্ণের বিভূতি কতই না প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাভারতেও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণও নিরভিমান এবং নিরহঙ্কার পাণ্ডবদের সহায়তা করেছিলেন। উদ্ধত, অহঙ্কারী কৌরবদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না।

'ত্রানোপায়' হল কাব্যাকারে রচিত খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক আর একখানি পুস্তিকা। এর নামপত্র এইরকম :

Miscellaneous Series No. 7.
The way of Salvation
ত্রানোপায়। 2nd Ed.

শেষ পৃষ্ঠায় : Calcutta : Printed at the Baptist Mission.
Press for the Calcutta Christian Tract and Book Society
Cost Price 2 Rs. 4. as per 100

পুস্তক থেকে কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যেতে পারে :

শ্রাদ্ধ পূজনাদি যত সকলি প্রবঞ্চনা
মানুষ ভুলা যাবে কত চক্ষে কেন দেখনা
অন্ধকারের ঘুমি লোকে কিছু জানেনা
নানামতে ভুলে ভ্রমি পালিলে অচেতনা।
দিবস উদয় হইল এখন চেতন হও জাগিয়া
ছাড়ি সর্ব্বমিথ্যা কল্পন সর্ব্বপাপ ত্যাজিয়া।
দেখ এখন কি কর্ত্তব্য ছাড় বিচার করিয়া
পথ সে কোথায় যে গন্তব্য জান মিথ্যা হারিয়া।

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের স্বরূপ কথন, পরমেশ্বরের দশ আজ্ঞার সংক্ষেপ, ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রতিবাসীর নিকটে আমাদের কর্ত্তব্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ-বিন্যাস ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা আছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

এরপর আর একখানি পুস্তিকার কথা। 'ধর্ম্ম পুস্তকের সার' পুস্তিকাটির নামপত্র এইরকম :

Miscellancous Series No. 13.
Essence of the Bible.
ধর্ম্মপুস্তকের সার
ত্রিপদী এবং পয়ারে লিখিত।
Calcutta, Printed for the Calcutta Christian
Tract and Book Society.

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। পয়ারে লিখিত কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

মোর কৃত এ জগৎ মোতে আছে ভাই।
নটপুত্তলির ন্যায় সমস্ত নাচাই।।

গৌরীকে কহিলা শিব দেখ নারায়ণে
হে পার্ব্বতি, শুন কাষ্ঠ পুত্তলী সমানে
নাচাইতেছেন রাম সংসার তাবৎ
বেদ কহে সেইরূপ নষ্ট কপিবৎ
নাচাইতেছেন রাম আর কৃষ্ণ প্রভু
ঈশ্বরের যোগ্য বাক্য ইহা নহে কভু
যার মনে যা উঠিল সে তাহার রচিল
কেহ নাহি প্রকৃতার্থ কহিতে পারিল ।।

এই সকল খ্রীষ্টীয় গীতের সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্যই বটে, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভক্তিমূলক কবিতা ও গীতাবলীর রীতিটি অনুকরণ করে এদের রচয়িতারা যে আগ্রহ ও পরিশ্রমের নিদর্শন রেখে গেছেন, তাকে কখনই তুচ্ছ বলা চলে না। দেশের প্রচলিত সাহিত্যরূপগুলি অবলম্বন করে খ্রীষ্টধর্মের গুণগান করবার প্রেরণাই এই সকল রচনার উদ্দেশ্য ছিল। 'দায়ূদের গীত' এর ভূমিকায় ত স্পষ্টই বলা হয়েছে — 'ইচ্ছা করিলে ইহা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় অনায়াসে সুর করিয়া পড়া যায়।'

অতঃপর খ্রীষ্টের জীবন কথা সম্পর্কিত আর এক শ্রেণীর খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল। এক্ষেত্রেও লেখকদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যবোধটিই ছিল প্রধান। এগুলিতে এবং অন্যান্য শ্রেণীর ট্র্যাক্টেও নিষ্ঠা অনুকরণ ও অধ্যবসায়ই প্রধানতঃ লক্ষণীয়।

জীবনী বিষয়ক রচনাগুলির বৈচিত্র্য অল্প নয়। 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং', 'দানিয়েল মুনির চরিত্র', 'নিষ্কলঙ্ক অবতার', 'এলিয়ের এবং ইলিশায়ের ইতিহাস', 'যোষেফের ইতিহাস', 'আদর্শ মনুষ্য', 'জগতের জ্যোতিঃ' ইত্যাদি বিভিন্ন পুস্তিকা এই শাখাটির প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে পর্যায়ক্রমে এরূপ কয়েকটি পুস্তিকার পর্যালোচনা করা হল :

'খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এর রচয়িতা রামরাম বসু। কেরী ও অন্যান্য মিশনারিগণ আশা করেছিলেন যে বাংলায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হলে ভারতবাসীর প্রাণে আলোড়ন উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে সেরকম কোন উত্তেজনা না দেখে তাঁদের আশাভঙ্গ হয় এবং ধর্মপুস্তকগুলিকে পুনরায় পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচালি ধরণের কাব্যের আকারে শেখাতে শুরু করলেন। তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' অর্থাৎ খ্রীষ্টের চরিত কথা। খ্রীষ্টবিবরণামৃতং নামটির প্রয়োগে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রভাব সুস্পষ্ট।

'অথ খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং পুস্তকং লিখ্যতে।'

এই উক্তির পরেই পদ্যবন্ধে গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। খ্রীষ্টের জন্মেব পূর্ব থেকে আরম্ভ করে তাঁর জন্ম ও বিভিন্ন কার্যাবলী, বিভিন্ন উপদেশ, মানবের বিভিন্ন বংশের উৎপত্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ই এই পুস্তকের উপজীব্য।

রচনার দৃষ্টান্ত :

ইআকুব তনয় হইল যুষফ নামেতে
যার জায়া মারিয়া বিখ্যাত জগতেতে।

যাহার গর্ভেতে যিশু জন্মিলা আপনি
যার খ্যাতি খ্রীষ্ট হয় বিখ্যাত অবনী।
অবহারাম আদি করি দাউদ অন্তেতে
চতুর্দশ পুরুষ হইলেন ক্রমেতে
দাউদাদ্য বাবেলেতে যাওন অন্তেতে
চতুর্দ্দশ পুরুষ হইলেন ক্রমেতে।

এই কবিতাটিতে একেবারে দেশী ঢঙ্-এ যীশুর বংশ-পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। যেমন :

এক জাতি ঈশ্বর হেতু প্রস্তুত করিয়া
আলিহার আত্মা পরাক্রম স্থির হইয়া।
তার অগ্রগামী তিহ হইতে নিশ্চয়
আমার বচন ইথে না হয় সংশয়।
তখন জখরীয়া বলিলেন দূত প্রতি
কহ মহাশয় এই অদ্ভুত ভারতী

যীশুর জীবন বৃত্তান্ত ছাড়াও এখানে নীতিবিষয়ক কবিতাও স্থান পেয়েছে। যেমন :

বিচারিত নাহি তোমরা সর্বজন
পরদোষ বিচার না করিহ কখন
যে বিচারে তোমরা সবে বিচার করিবা
সেই বিচারেতে তোমরা বিচারিতা হবা।
যেই পরিমাণে তোরা মাপিত দ্রব্যলবে
তাহে তোমাদের দ্রব্য মাপিত হইবে।
নিজ চক্ষে আড়া আছে তাহা না দেখিয়া
মাতৃ চক্ষে ক্ষুদ্র বস্ত্র বল অন্বেষিয়া।।

এই পদ্যবন্ধে 'ইথে', 'তিহ', 'আড়া', প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষণীয়। যীশুর জীবনের দু'একটি ঘটনা অক্ষোকৃত মসৃণ পদ্যে পরিবেশিত হয়েছে।

যিশু খ্রীষ্ট ভোজন আসনে বসিছিল
অসতী রমনী যাইয়া তথা উত্তরিল।
খ্রীষ্টের চরণ তলে বসিয়া রমনী
কাঁদি অশ্রু খ্রীষ্ট পদ ধোয়ায় তখনি
কেশ দিয়া পদযুগ মোছাইয়া তাঁর
সুগন্ধি মাখাইল পদে হরিশ অন্তর।
ঘন ঘন প্রভু পদ করিল চুম্বনে।
দেখিয়া সে ফারিসি ভাবিল মনে ২।
এই ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা যদি হৈত
তবে ইনি এইমত অজ্ঞান নহিত।

এ নারীকে স্পর্শ করিতে দিছে বারে বার।
জানিতে পারিতেন যেই প্রকৃতি তাহার।

'অজ্ঞান নহিত' উক্তিটির অর্থ হল—যদি জ্ঞানহীন না হত। এরূপ ব্যবহারের এবং অনুরূপ বা অন্যপ্রকার বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আগেও কিছু দেখা হয়েছে আবারও পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই বাইবেলের নাম ধাম গুলির অদ্ভুত বাংলা রূপান্তর ঘটেছে। ইতিপূর্বে 'সখরীয়', 'পাউল', ইত্যাদি নাম পাওয়া গেছে। তা ছাড়া 'মরিয়াম', 'ইলিশাবেৎ' এ নামগুলিও যত্র তত্র পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থের পর দানিয়েল মুনির চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং গ্রন্থের একটি নামবাচক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে — 'পীলাত' এইরকম একটি শব্দ।

যিশুতে পীলাত কৈল কহত কারণে
ইহারা যে প্রমাণ দিতেছে জনে জনে।
এর একও প্রত্যুত্তর তুমি নাহি কর কেন
তাহে কিছু না বলিলা ঈশ্বর নন্দন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দানিয়েল মুনির চরিত্র' নামে একখানি পুস্তক শ্রী মার্টিন সাহেব কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এই পুস্তকখানি একজন সাধুভক্তের জীবনী জাতীয় রচনা। পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৫। এর আবার এক শুদ্ধি-পত্র আছে। সে সময় এইরূপ জীবনী জাতীয় রচনার নিদর্শন এই প্রথম। দানিয়েল মুনির চরিত্রে বহুগুণের সমাবেশ করে সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষের আদর্শ কি, কোন কোন গুণের অনুশীলন করা উচিত, এতে সেই সব কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি আমেরিকান সানডে স্কুল ইউনিয়নের জন্য কলকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এর বাংলা নামপত্র :

দানিএল মুনির চরিত্র
শ্রী মার্টিন সাহেব কর্তৃক
গৌড়ীয় ভাষায় ভাষান্তরিকৃত হইল।

এই বাংলা উক্তির পরে ইংরেজিতে লিখিত হয় যে, এই বই আমেরিকার সানডে স্কুল ইউনিয়নের পক্ষে সার্কুলার রোডের ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। শ্রী মার্টিন এর নাম রেভরেণ্ড উইলিয়ম মার্টিন।

এইভাবে নাম-পরিচয়ের পর এক দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকাটি ইংরেজিতে লিখিত। সেকালে এই শ্রেণীর অনুবাদ প্রয়াসের প্রকৃতি ও সুবিধা অসুবিধার কথা এই ভূমিকায় বলা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার মূল কথাগুলি বলা হল :

ভূমিকা

'আমেরিকান সাণ্ডে ইউনিয়ন যে বইগুলি পাঠাইয়াছিল সেইগুলির মধ্যে এই গ্রন্থখানি আশ্চর্যরূপে অনুবাদের যোগ্য। যে সকল মিশনরি নানা প্রকার দান এবং মূল্যবান পুস্তক মুদ্রণ ইত্যাদি বিষয়ে তৎপরতা দেখাইয়া ভারতীয় মিশনরিদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন, এই গ্রন্থখানির মুদ্রণ তাঁহাদেরই কীর্তি।

ইহা মূলের হুবহু অনুবাদ নহে, ভারতবাসীর পাঠোপযোগী করিবার জন্য নানা স্থানে পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই পরিবর্তনের নীতি এই যে মোটামুটি মূলের সরলতা ব্যাহত না করিয়া ভাষার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। অনুবাদে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনের একমাত্র কারণ এই যে, যাহারা বর্তমানে শিশু নহে, প্রায় যুবক, তাহারা যেন পূর্ণভাবে সকল তথ্য অবগত হইতে পারে। কারণ জ্ঞানের পিপাসা তাহাদের অসীম। অনুবাদ-কর্মের বাংলার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য মূল ইংরাজি পুস্তকের ভাষারও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

অনুবাদে যে ভাষারীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা দুরূহ শব্দভারাক্রান্ত নহে, আবার, চলতি রীতির শিথিলতাও তাহাতে নাই।'

সাধারণত সমস্ত অনুবাদই মূলের অপেক্ষা কঠিনতর হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোন মতেই অনুবাদটি বিদেশী ভাব-বর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি দুর্লভ অনুবাদকর্মের পর্যায়ভুক্ত।

'দানিএল মুনির চরিত্র' গ্রন্থখানি মার্টিন সাহেবের এই জাতীয় অনুবাদের প্রথম নিদর্শন। তাঁর বাসস্থান থেকে মুদ্রণ যন্ত্রালয় ছিল বহুদূরে। সুতরাং মুদ্রণ বিষয়ক অনবধানতার জন্য তিনি ক্ষমার্হ। এই রকম পরিস্থিতিতে এর চেয়ে সুষ্ঠু অনুবাদ আশা করা যায় না।

এই দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য :

'আমেরিকান সানডে স্কুল ইউনিয়নকে মার্টিন সাহেব অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি এই প্রার্থনা জানিয়েছেন যে, পবিত্র কারণে খ্রীষ্টান মিশনরিরা নিষ্ঠা, প্রেম ও বিশ্বাসের সঙ্গে অনুবাদ কার্য করে তাদের উৎসাহের প্রমাণ রেখেছে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক। মূল গ্রন্থের ইংরাজি গ্রন্থকর্তার নাম জানা যায় না। বইখানি ভারতীয়দের হস্তে সমর্পিত হল।

কলিকাতা

ডিসেম্বর, ১৮৩৭'

এই পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৫। এখানে দানিএল মুনির উৎকৃষ্ট স্বভাব এবং উত্তম গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯শ অধ্যায়ের সেই চরিত্র বর্ণনা এই রকম :

১. 'প্রথমত দেখ তিনি বিশিষ্টরূপে ইন্দ্রিয়দমন করণে রতই ছিলেন অনুমান তিনি যে সময় বাবুলানেতে গেলেন তাহার কেবল অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল আর যৌবন যোগে প্রায় যুবা লোকের অতিশয় ইন্দ্রিয়দোষ এবং ঐহিকসুখাভিলাষ হয় এ চলন আর স্বাভাবিক অনবিজ্ঞতা প্রযুক্ত যুবকেরা প্রায় অদূরদর্শীও হয় এবং স্ব২ সুখ্যাতি সাধন ও উত্তম২ পদ প্রাপণ ইত্যাদি বিষয়ে অনবধানই থাকে আর আগামি কালে আপনাদের মঙ্গল যাহাতে হয় তাহাও প্রায় উপেক্ষা করিয়া কেবল বর্ত্তমান কালীন সুখভুঞ্জন ও স্বেচ্ছাআসক্ত হয় আর কোন ভাবি কারণে বা তাহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে সে দূরে থাকুক ববধ্ব প্রস্তুতে অত্যল্প কোন সুখ লাভাশয়ে আকর্ষিত মন হইয়া ভবিষ্যতে আপনাদের স্বগুণে সাধিত যে কল্যাণোৎপত্তি কিম্বা পরোপকারী হইতে পারিবে তাহা প্রায় মনে লয় না আর যাহাতে অবিলম্বে তাহাদের কোন ক্ষণিক তৃপ্তি হয় তাহাতেই

চেষ্টা করত ইহার পর আপনাদের কি পর্যন্ত অমর্যাদা ও অপ্রতিপত্তি ও অপযশ জন্মিতে পারিবে এ সমস্তই প্রায় মনে করে না।'

এখানে দীর্ঘ একটি অনুচ্ছেদে একটি মাত্র বাক্য সমাপ্ত হয়েছে। বাক্যের অর্থ আশানুরূপ প্রাঞ্জল হয়নি। অর্থাৎ এর আগে এর চেয়ে প্রাঞ্জল গদ্য আমরা পেয়েছি মিশনারিদের রচনাতেই। 'প্রচলন' ['এইরকম প্রচলিত থাকায়' এই অর্থে], 'প্রস্তুতে' ['বর্তমানে' এই অর্থে] 'আকর্ষিত মন' [আকৃষ্ট অর্থে] ইত্যাদি প্রয়োগগুলির বন্ধুরতা সহজেই চোখে পড়ে।

'দনিএলের' এইরূপ পরিচয় দিবার পূর্বে ঐ অধ্যায়ের ভূমিকায় লিখিত হয়েছে :

> 'তীগ্রীস নদীতীরে উপবাসী হওত প্রার্থনা করিতেছিলেন সে সময় স্বর্গদূত নিকটাগত হইয়া 'হে ঈশ্বর প্রীত দানিএল' এমন সম্বোধন বাক্য পূর্বক তাহার সহিত কথা কহিলেন কিন্তু মনুষ্য হইয়া ঈশ্বরের স্থানে মিত্রভাবে যে বিখ্যাত হওয়া ইহার অধিক সংগ্রাম নাই।'

বলা বাহুল্য, 'ঈশ্বরের স্থানে মিত্রভাবে যে বিখ্যাত হওয়া ইহার অধিক সংগ্রাম নাই।' অংশটি দুর্বোধ্য। ১৬শ অধ্যায়ে দেখা যায় :

> '.....দাউদ রাজা সীয়নসাম পুণ্য পর্ব্বতের অভিমুখে অবলোকন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবার্থে তৎস্থিত তাম্বুগৃহবৎ পুণ্যতম স্থানের প্রতি হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া প্রার্থনা করিতেন এবং সালমোন রাজা স্বনির্ম্মাপিত মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠাকরণ সময়ে যে প্রার্থনাবাক্য কহিলে তন্মধ্যেও ঐরূপ কথা লেখা আছে যথা 'হে ঈশ্বর তোমার দাস এ স্থানের অভিমুখ হইয়া যে কিছু যাচঞা করিবে তাহা আকর্ষণ করহ এবং তোমারি ভক্ত সাধারণ ইস্রাএলিরা আপন দাসের সহিতে এস্থানে যখন যে বিনয় প্রার্থনা করিয়া থাকিবে তখন তাহা অবধান করিয়া শুনহ।'

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কালের রচনার এই জাতীয় আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে আরও আধুনিক কালে সমশ্রেণীর অন্যান্য রচনায় ভাষারীতি কত প্রাঞ্জল হয়ে এসেছে তা অনুভব করতে হলে আর একটি পুস্তিকার নামোল্লেখ অবশ্যই করতে হয়। এই গ্রন্থের নাম 'অমৃতাভ'। গ্রন্থে লেখক চারজন মহাপুরুষের জীবনী পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে অমৃতের দীক্ষা দান করেছিলেন। এই চারজন যথাক্রমে বুদ্ধ, যীশু, হজরত মহম্মদ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> '.....বেদমূলক সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যতিরেকে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তি একজন লোকত্তর মহাপুরুষ হইতে হইয়াছে।......
>
> উক্ত মহাপুরুষ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই লোকশিক্ষার মহাগুরু।.....আমরা সেইজন্য এই গ্রন্থে চরিত্র গঠনের উপযোগী করিয়া শিক্ষাস্থলে চারিটি মহাপুরুষের অমৃতময় চরিত্রের আভাস মাত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলাম।'

উল্লিখিত পুস্তকখানি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম প্রিয়দর্শন হালদার। যীশুর জন্ম-পরিচয়ে তিনি লিখেছেন :

'মথি লিখিত গ্রন্থের রচনানুসারে যিহুদীদিগের প্রধানতম পূর্ব্বপুরুষ আব্রাহামের সঙ্গে যীশুর বিয়াল্লিশ পুরুষ দূরবর্তী সম্বন্ধ। বর্তমান প্রচলিত খ্রীষ্টাব্দের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যোষেফের সহিত যৎকালে জননী মেরীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তখন উভয়ে একত্র সংসারধর্ম্ম করিবার পূর্ব্বেই প্রচারিত হইল যে কুমারী মেরী পবিত্রাত্মা কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন। সুবিবেকী যোষেফ মনে করিলেন এ প্রকার কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলে জন সমাজে কু-দৃষ্টান্ত দেখান হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মেরীকে গোপনে পরিত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।'

পূর্ব দৃষ্টান্ত গুলির তুলনায় এই পুস্তকখানির ভাষা বেশ উচ্চস্তরের। 'সুবিবেকী' শব্দটি পূর্বে আলোচিত আরও কয়েকটি ট্র্যাক্ট্ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের কয়েকটি বিশেষ শব্দ, বিশেষ আচরণ এবং বিশেষ, চরিত্রের প্রতি এই সকল খ্রীষ্টীয় পুস্তিকার আগ্রহ্ দেখা যায়।

প্রিয়দর্শন হালদার মহাশয় 'যীশুখ্রীষ্ট' নামাঙ্কিত অধ্যায়ে যীশুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্মরণীয় কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলী সঙ্কলিত করেছেন। 'সারমন অন দি মাউন্ট' এর উপদেশের বঙ্গানুবাদ এই পুস্তিকায় এরূপ :

'দীনাত্মারা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শোকার্তেরা ধন্য কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। সুশীলেরা ধন্য কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মল চিত্তেরা ধন্য কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আমার জন্য লোকেরা যখন প্রতারণাপূর্ব্বক তোমাদিগকে নিন্দা ও নির্যাতন করিবে, এবং সকল প্রকার মন্দ কথা বলিবে, তখন তোমরা ধন্য হইবে। অতএব আনন্দিত এবং আহ্লাদিত হও। কেননা স্বর্গধামে তোমাদের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার সঞ্চিত আছে।'

যীশুর জীবনী জাতীয় রচনার আর একটি নিদর্শন হল, 'বাইবেল শাস্ত্র'। এর নামপত্র এই :

বাইবেল শাস্ত্র (Bengali)
নিষ্কলঙ্ক অবতার
জগত্রাতা
যীশু খ্রীষ্টের জীবন চরিত
Calcutta
Printed and Published at the Baptist Mission Press
For the Bible Translation Society
1908

এই পুস্তকটি ছাপা খরচ থেকেও অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। এর ভাষা প্রকৃতির উদাহবণ হিসাবে পুস্তক থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

"তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চলে য়িহুদার এক নগরে গেলেন, এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ঈলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ করিলেন। আর এইরূপ

হইল, যখন ঈলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটি নাচিয়া উঠিল, আর ঈলীশাবেৎ পবিত্রাত্মায় পূর্ণ হইলেন এবং উচ্চরবে মহাশব্দ করিয়া বলিলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল।"

.......পৃষ্ঠা চার [৪] ৩৯-৪৩। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বিষয়ে আগম সংবাদ।

এই পুস্তকেই বর্ণিত যীশুর অপার মহিমার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হল :

'আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে কিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ ? আমি তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলেনা, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন করিলেনা, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে আসিয়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতেছে, ক্ষান্ত হয় নাই। তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভিষিক্ত করিলে না। কিন্তু এ সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছে। এই জন্য তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহুপাপ তাহার ক্ষমা হইয়াছে। কেননা এ অধিক প্রেম করিল।' — অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশুর দয়া, ৪৪-৪৭ প: ২৮।

'প্রকৃত দানশীলতা বিষয়ে শিক্ষা' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

'পরে তিনি চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, ধনবানেরা আপন আপন দান ভাণ্ডারে রাখিতেছে। আর তিনি দেখিলেন একটি দীনাহীনা ও বিধবা সেই স্থানে দুইটি সিকি পয়সা রাখিতেছে, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই দরিদ্রা বিধবা সকলের অপেক্ষা অধিক রাখিল, কেননা ইহারা সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু কিছু দানের মধ্যে রাখিল, কিন্তু এ নিজ অনাটন সত্ত্বেও, ইহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় জীবনোপায় রাখিল।' — ২১ [৩-৪, পৃ: ৭৪]

বর্তমান শতাব্দীতেও এই সকল মহাপুরুষের জীবনী রচনা অব্যাহত গতিতে চলেছিল। এই রকম দুইজন মহাপুরুষের জীবনী নিম্নোক্ত পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। ঐ পুস্তকের নামপত্র :

History of Elijah and Elisha (Bengali)

এলীয়ের ও ইলিশায়ের

ইতিহাস

অর্থাৎ

ঈশ্বর দত্ত শক্তি দ্বারা যাঁহারা অনেক আশ্চর্য ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন, এমন ধার্ম্মিক ব্যক্তি দ্বয়ের বৃত্তান্ত।

Calcutta

Printed and Published at the Baptist Mission Press

For the

Bible Translation Society

[Auxiliary of the Baptist Missionary Society]

1920 10,000 copies

এই পস্তকটিও ছাপাই খরচ থেকে অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়।

মূল পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০ এবং বইখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। ৫৩ থেকে ৬০ এই ৭ পৃষ্ঠা 'পরিশিষ্ট'। 'পরিশিষ্টে' প্রতিমা পূজার অসারতা ও দোষ, সত্য ঈশ্বরে নির্ভয় করা এবং তাঁরই আরাধনা করা কর্তব্য, কি ভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হয়, কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয়, ঈশ্বরের অসীম প্রেম, মন পরিবর্তন ও বিশ্বাস বিষয়ে লেখা আছে। শেষে তিনটি গীত। 'পরিশিষ্ট' থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

'প্রতিমা পূজার অসারতা ও দোষ'।

'খোদিত প্রতিমায় কি উপকার হয় যে, তাহার নির্ম্মাতা তাহা খোদন করে ? ছাঁচে ঢালা প্রতিমার ও মিথ্যার গুরুতে বা [কি উপকার হয়] যে আপনার নির্ম্মিত বস্তুর নির্ম্মাতা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অবাক অবস্তুর নির্ম্মাণ করে ? যে জন কাষ্ঠকে বলে, তুমি জাগ্রত হও, আবার প্রস্তরকে বলে তুমি উঠ, সে সন্তাপের পাত্র। সে কি উপদেশ দিতে পারে ? কিন্তু সদাপ্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন, সমস্ত ভুবন তাঁহার সম্মুখে নীরব বাক।' — [হবক্‌কুক, ২, ১৮-২০] পৃষ্ঠা ৫৫

পুস্তকখানি সচিত্র। এতে ভাববাদী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'ঐ ভাববাদী যদি কোন সৎকর্ম্ম করিবার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, তবে কি আপনি তাহা করিতেন না? তবে স্নান করিয়া শুচি হউন, তাঁহার এই আজ্ঞাটি কি মানিবেন না? তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ছোট বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল, ও তিনি শুচি হইলেন।' — পৃষ্ঠা ৩৭।

১৮৭৬ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বইটির যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :

1876	–	First Edition	–	2500 Copies
1878	–	Second "	–	3000 "
1880	–	Third "	–	5000 "
1883	–	Fourth "	–	5000 "
1886	–	Fifth "	–	5000 "
1892	–	Sixth "	–	5000 "
1899	–	Seventh "	–	5000 "
1901	–	Eighth "	–	5000 "
1902	–	Ninth "	–	5000 "
1909	–	Tenth "	–	5000 "
1912	–	Eleventh "	–	5000 "
1913	–	Twelveth "	–	75,000 "
1915	–	Thirteenth "	–	10,000 "
1917	–	Fourteenth "	–	10,000 "

1919	–	Fifteenth "	–	10,000	"
1920	–	Sixteenth "	–	10,000	"

পুস্তকের শেষে যে তিনটি গীত আছে তার প্রথমটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

১

একতালা।

সুধাই ভারত, ঘুমাবে কত পড়িয়ে পাপের ঘোরে ?
দেখনা চাহিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
ত্রাণ ভানুদয় অদূরে

১। শুন গো ভারত, মধুর রবে বাজিতে তুরী, কহিছে সবে;
নিশি অবসান, কর গাত্রোতথান
সবিনয়ে বলি গো তোরে।
উরূপে মার্কিনে জাগিল সবে ;
ভারত, তুমি কি ঘুমায়ে রবে ? উঠ, উঠ সেব, তব যীশুদের,
সেবে যাঁর পদ অপরে।

মায়া মোহ তব ছাড়ি অচিরে, দেব দেবী ফেলি সাগরনীরে,
তারণ কারণ যীশুর কারণ কর না গ্রহণ সত্বরে।— পৃষ্ঠা ৫৯

প্রথম অবধি আমরা দেখে আসছি মিশনরিদের দুটি লক্ষ্য ছিল প্রধান—প্রথমটি প্রচার এবং দ্বিতীয়টি প্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তরি-করণ। এখানেও সেই লক্ষ্যটিই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রচারের উদ্দেশ্যটি এখানে সিদ্ধ হয়েছে বলেই এর মুদ্রণ ব্যাপারে কোন বাধাই ঘটেনি। কিন্তু সচিত্র এবং বহুল প্রচারিত এই রচনাগুলির গুণগত পার্থক্য বা মূল্য অল্পই। চরিত কথা মূলক রচনাগুলির মধ্যে 'যোষেফের ইতিহাস' একখানি অন্যতম মহাপুরুষ জীবনী। তার নামপত্রটি এইরকম :

History of Joseph (Bengali)
যোষেফের ইতিহাস।
অর্থাৎ
যিনি যৌবনকালে আপন ভ্রাতৃগণ দ্বারা দাসরূপে
বিক্রীত হইলেও পরে রাজমন্ত্রী হইয়া সেই
ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের আত্মীয় বর্গ সুদ্ধ
বাঁচাইলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত।
Calcutta :
Printed and Published at the Baptist Mission Press
For the
Bible Translation Society

(Auxiliary of the Baptist Missionary Society
1920 10,000 Copies

ছাপা খরচ হইতেও কম মূল্য এক পয়সা মাত্র। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৫ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ২০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৪। এই পুস্তকখানিও সচিত্র- এবং এরও একটি পরিশিষ্ট আছে ৫৬ পৃষ্টার পর। এর গদ্য রীতির কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

'যোষেফ ভ্রাতৃগণের কাছে আপনার পরিচয় দেন। তখন যোষেফ আপনার নিকটে দণ্ডায়মান লোকদের সাক্ষাতে আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে সব লোককে বাহির কর। তাহাতে কেহ তাঁহার কাছে দাঁড়াইল না, আর তখনই যোষেফ ভাইদের কাছে আপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, মিস্রীয়েরা তাহা শুনিতে পাইল ও ফরৌনের গৃহস্থিত লোকেরাও তাহা শুনিতে পাইল। পরে যোষেফ আপন ভাইদের কহিলেন, আমি যোষেফ, আমার পিতা কি এখনও জীবিত আছেন, ইহাতে তাঁহার ভাইরা তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, উত্তর করিতে পারিলেন না।'

এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট এইরকম .

'তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার পরিচিত, এবং লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষত বিক্ষত হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তি জনক শাস্তি তাঁহার উপর বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য লাভ হইল।'

অতঃপর আর একখানি যীশু জীবনীর প্রসঙ্গ স্মরণীয়। এরূপ অসংখ্য জীবনী গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় লঙ এবং মার্ডক সাহেবরে ক্যাটালগে। কিন্তু উক্ত তালিকাগুলিতে উল্লিখিত সব গ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক রচনাই এখনও রক্ষিত আছে। বর্তমান আলোচনায় এই সকল রচনার আয়তন ও গুণ নিরূপণের চেষ্টায় নেমে এই কথাই বিশেষভাবে মনে হয় যে, এই প্রচারব্রতী লেখকদলের যতো সাধ ছিল, ততোটা সাধ্য ছিল না। প্রাঞ্জল বাংলা রচনা রীতি তাই তাঁদের সাহিত্য কর্মে বিরল।

'বাইবেল শাস্ত্র' নামক এই ধারার পরবর্তী আলোচ্য বইখানিও রীতিগত ভাবে এই সাধারণ প্রকৃতির ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থের ন্যায় এরও নামপত্রে একটি ছবি ছাপা আছে। সেই ছবির বিষয়---শিশুর ন্যায় হইবার আবশ্যকতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি বাইবেল ট্রানস্লেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটাই এ গ্রন্থের আদি সংস্করণ নয়, ৪০ তম সংস্করণ। এখানে সেই ৪০ তম সংস্করণের কথাই বলা হয়েছে। গ্রন্থখানির প্রচার যে খুবই বেশি ছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়। এই ৪০ তম সংস্করণেও মোট ১৫০০০ কপি ছাপা হয়েছিল।

এর নামপত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

১৪৪ ধর্ম্মগীত

আস্থন। এস হৃদয় উদ্যানে,
তুষিব হৃদয় দানে।
১। যেমন বায়ু বিহনে, জীবাদি বাঁচেনা প্রাণে
সেই মত তোমা বিনে বাঁচিনা এ জীবনে।
২। যেমন বায়ু সুখী করে তেমন সুখী কর মোরে,
সদাই স্নিগ্ধ অন্তরে, ডাকব তোমায় এক প্রাণে
৩। ওহে প্রভু দয়াময়, উদ্যানে এস এ সময়,
নানা জাতি পুষ্পচয়, ফুটাও হৃদয় কাননে।
৪। বিশ্বাস ভক্তি, পবিত্রতা, প্রেম আনন্দ সহিষ্ণুতা,
মধুরভাব দয়া নম্রতা, চাই এই উদ্যানে।

প্রথম দুই পৃষ্ঠায় পয়ারে ত্রিপদীতে, এইভাবে পুস্তকের সূচনা হয়েছে। পরে গদ্যে মার্ক লিখিত সুসমাচার আরম্ভ হয়েছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৬৫১। একেবারে শেষে দুটি ধর্ম্মগীত আছে। এর বিশেষ গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত এইরকম :

'তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময় তিনি রুটী লইয়া আশীর্বাদ পূর্বক ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা লও, ইহা আমার শরীর পরে তিনি পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ পূর্বক তাঁহাদিগকে দিলেন এবং তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান করিলেন। আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য পতিত হয়। আমি তোমাদি গকে সত্য করিতেছি, আমি দ্রাক্ষা ফলের রস আর কখনও পান করিবনা, সেই দিন পর্যন্ত,- যখন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূতন পান করিব।'

— নিস্তার পর্ব্বপালন ও প্রভুর ভোজস্থাপন। — ২২-২৪, পৃষ্ঠা ৪৩।

শিশুদের সম্বন্ধে যীশুর মনোভাব জ্ঞাপক আর একটি উদ্ধৃতি :

শিশুদের বিষয়ক শিক্ষা

'পরে লোকেরা কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি ত'হাদি গকে স্পর্শ করেন, তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাহাদি গকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও, বারণ করিওনা, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই যত লোকদেরই। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ না হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।' —১৩-১৬। পৃষ্ঠা ২৯-৩০।

'জগতের জ্যোতি' : আর একখানি যীশু-জীবনী। এর নামপত্রটি এখানে দেওয়া হল :

John বাইবেল শাস্ত্র [Bengali]
জগতের জ্যোতি :

এরপর একটি ছবি। তার নীচে ছবির পরিচয় :

' অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দুরকারী যীশু' [পৃষ্ঠা ৭ দেখ]।

Calcutta :

Printed and Published at the Baptist Mission Press for the Bible Translation Society.

[Auxiliary of the Baptist Missionary Society]

1921 [15000 Copies]

ছাপাই খরচ হইতেও অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়। পর পৃষ্ঠায় অর্থাৎ দ্বিতীয় নামপত্রেও একটি গান এবং পুস্তকের সংস্করণ গুলি লিখিত হয়েছে। এখানে ১০৩ নং সঙ্গীতটি উল্লেখ করা হল:

১০৩ নং ধর্ম্মগীত

তব প্রেম দেখে আমি যীশু মনে হলেম হতজ্ঞান,
তুমি প্রাণ দিয়া নাথ, প্রাণ কিনেছ,
তাইত প্রাণের প্রাণ।

১। আহা দারুণ ক্রুশেতে, প্রেকশলাকাঘাতে,
আমার প্রাণ কাঁপিছে থরথর,
করে ক্রুশ ধ্যান।

২। আমি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র, জ্ঞানে হয়েছি আর্দ্র,
আমার ক্ষুদ্র মনে থাকে যেন
দয়াল যীশুর নাম।

৩। একি শুভ সমাচার, প্রাণের যীশুই আমার,
প্রিয় যীশুর বরে, পিতার করে,
আঁকা আমার নাম।

৪। আমি পাপী নগণ্য, যীশুর হয়েছি গণ্য,
তাই যীশু ধন্য, যীশুধন্য
গায় মন প্রাণ

১৮০০ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধে এরও আরও ৪০ টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। এই বই -এর শেষ দিকে তিনটি ধর্ম্মগীত মুদ্রিত হয়। এই গীতগুলি যথাক্রমে ৮, ১৫৯, এবং ২৭৬ সংখ্যক। খ্রীষ্ট ধর্মজিজ্ঞাসুর প্রতি নিম্নলিখিত এই সাহায্য বাণী প্রদত্ত হয়েছে :

'পাঠক আপনি নিশ্চয় কোন না কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারককে জানেন, বা তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা জানেন। নিষ্কলঙ্ক অবতার, 'জগতের জ্যেতিঃ' 'আদর্শ মনুষ্য' বা সত্যগুরু যীশুর বিষয়ে আরও উত্তমরূপে জানিবার জন্য আপনি যদি তাহার নিকটে যান তবে তিনি আপনাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। তাঁহার কাছে কিম্বা ৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, ভবনে বা ২৩ নং চৌরঙ্গি রোড ভবনে আপনি অতি সুলভ মূল্যে সত্য সনাতন বাইবেল শাস্ত্র কিংবা তাহার এক এক অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন।

খ্রীষ্ট কথা প্রচারের এই বিজ্ঞাপনই ছিল প্রচারক মিশনরিদের প্রধান কথা। সৃষ্টির মূলে যে উত্তাপ থাকলে মাতৃভাষা তো নিশ্চয়ই এমন কি বিদেশী ভাষাও লেখকদের আপন হয়ে ওঠে, তা তাঁদের ছিল না। আবার কেরী প্রভৃতি মুষ্টিমেয় বিদেশী লেখকদের রচনায় এবং অন্যান্য প্রয়াসে বাংলা ভাষার প্রতি যে মমতা ব্যক্ত হয়েছে, এঁদের তাও ছিলনা। এসব রচনায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

'জগতের জ্যোতিঃ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> 'অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমিই মেষদিগের দ্বার। যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাঁহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু **মেষেরা তাহাদিগের রব শুনে নাই** আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরানী পাইবে।' —৭—১০, পৃঃ ৩৩-৩৪।

আর একটি উদ্ধৃতি :

> 'শমরিয়ার একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল। যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে পান করিবার জল দেও। ......তাহাতে শমরীয় স্ত্রীলোকটী বলিল, আপনি য়িহুদী হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান করিবার জল চাহিতেছেন, আমি ত শমরীয় স্ত্রীলোক। .... যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন, 'আমাকে পান করিবার জল দেও', তবে তাঁহারই নিকটে তুমি যাঞ্চা করিতে, এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত ফল দিতেন।' — ৭-১১, পৃষ্ঠা ১০-১১।

শমরীয়া নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা ও তাহার উদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটির শেষ অংশে 'চরাণী' শব্দটি মন্দ নয় অর্থাৎ শ্রুতিসুখকর। কিন্তু সাধু গদ্যরীতির গাম্ভীর্যের মধ্যে এর প্রয়োগ সঙ্গত হয়নি। তা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয়, দুটি অংশেই গদ্যের কতকটা সাবলীলতা দেখা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব সকল ক্ষেত্রেই যে এঁদের প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছে — তা বলা যায় না।

এইবার খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির ভাবাদর্শের নিদর্শনবাহী আর একখানি গ্রন্থের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে।

মুসলমান ধর্মগুরুদের কথা উল্লেখ করে খ্রীষ্টীয় ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করার জন্য যে সকল পুস্তক লিখিত হয়েছিল 'নবীদের কেচ্ছা' সেগুলির অন্যতম। বিস্ময়ের বিষয় এই যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের এই জাতীয় রচনা দেখে মুসলমান সমাজ কোন স্মরণীয় আন্দোলন করেনি। হয়ত এই ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। 'নবীদের কেচ্ছা' গ্রন্থের নামপত্রটি এইভবে দেওয়া হয়েছে :

নবীদের কেচ্ছা

তৌরেৎ হইতে গৃহীত

Printed at the Baptist Mission Press, Calcutta for the Bengal Sunday School Union.

1921

First Edition – 5000 মূল্য — দুইআনা

এই নামপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় আছে 'খোদার তারিফের কথা।' এখানে তা উদ্ধৃত হল :

খোদাবন্দ, খোদাবন্দ,
মেহেরবান, ও রহীমখোদা,
গোস্সাতে গুস্ত ও রহমৎ ও সচ্চাইতে বুজুর্গ,
হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত রহমৎ কায়েম রাখনেওয়ালা,
খাতার, নারাস্তবাজীর ও গুণাহের সাজা দেন,
বেটা ও নাতিদের উপর, তেসরা ও চৌঠা পুরুষ পর্য্যন্ত,
বাপের গুণাহের সাজার গুজব আনিয়া থাকেন।

আসমান ও আসমানের আসমান দুনিয়া ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাতালায়। তিনি প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান ও ভয়ানক খোদা। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, ও ঘুষ গ্রহণ করেন না। তিনি অনাথ ও বিধবার সাহায্য করেন।

অতঃপর এই ইসলামী খ্রীষ্টানী মিশ্র বাংলার আরও উদাহরণের জন্য এই পুস্তিকায় বর্ণিত সৃষ্টি প্রসঙ্গ থেকে কয়েকছত্র এখানে উদ্ধৃত হল :

১। হজরত আদম ও হাওয়া বীবীর বয়ান।

তৌরেতের দুনিয়া একেবারে খালি ছিল। চারিদিকে পানী ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না, এবং সেই পানীর উপরে বারমাস অন্ধকার থাকিত। সেই সময়ে কোন মানুষ, কি পশুপক্ষী, কিম্বা গাছ কিছুই ছিল না। সূর্য্য চন্দ্রও ছিল না। খোদাতালা ছয়দিনের মধ্যে এই সমস্ত পয়দা করিলেন। আজকালের দিনে কেবল চব্বিশ ঘন্টা আছে, কিন্তু সেইকালে একদিনে যে কত বৎসর ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেনা।'

১। প্রথম দিনে খোদা বলিলেন, 'আলো হউক'। তাহাতে আলো হইল।

২। দ্বিতীয় দিনে তিনি বলিলেন, 'আসমান হউক'। তাহাতে আসমান হইল......

দেখ, খোদাতালার কি হিক্মৎ, কি কুদ্রৎ। তাঁহার মুখের কথায় দুনিয়ার আঁধার দূর হইল। তাঁহার কুদ্রতে সূর্য্য ও চন্দ্র পয়দা হইল। তিনি মনুষ্য হইতে কত মহান। — পৃঃ ১-২

এই পুস্তকটিও যথানিয়মে সচিত্র। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৯। ১১৯ পৃষ্ঠার পরেও কিন্তু আরও কয়েক পৃষ্ঠা আছে। পত্র সংখ্যা শেষ হওয়ার পর খোদার দশ হুকুম, শরীয়তের সার কথা, এবং যথাক্রমে বাউলের সুর ও রাম প্রসাদী সুরে [ছুট একতালা] দুটি গান আছে। মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় যে সূচীপত্র আছে, তা থেকে এর বিষয়বস্তুর কতকটা হদিশ পাওয়া যায় :

নবীদের কেচ্ছা।

সূচীপত্র।

১। হজরত আদম ও হাওয়া বীবীর বয়ান।

২। হজরত ইব্রাহীম খলীল উল্লার বয়ান।

৩। হজরত ইয়াকুব নবীর বয়ান।

৪। হজরত ইয়ুষফ নবীর বয়ান।

৫। হজবত মুসা নবীব বযান।

ক। হজরত মুসানবী বনি ইস্রায়েলকে ফেবাউনের হাত হইতে রক্ষা করেন।

খ। হজরত মুসানবী বনি ইস্রায়েলকে খোদা ও দীনের বিষয় শিক্ষা দেন।

গ। হজরত মুসানবী বনি ইস্রায়েলকে শ্যামদেশের সীমা পর্যন্ত লইয়া যান।

এরপর একটি 'বিজ্ঞাপনে' পুস্তক পাঠের সারমর্ম্ম বা ক্রমরক্ষায় যা বলা হয়েছে তা এই :

'এই ছোট কেতাবের মধ্যে যেমন তৌরেতের কথা সহজ ভাবে লেখা হয়েছে তেমনি খুশ খবর নামে অন্য একটি ছোট কেতাবে ইঞ্জীলের কথা লেখা হয়েছে। এই কেতাবের সঙ্গে খুশ খবর পড়াও চাই ....'

এই পুস্তকে 'খোদার দশ হুকুম' এইরকম।

খোদার দশ হুকুম।

১। আমার সামনে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।
২। তুমি আপনার জন্য খোদিত প্রতিমা বানাইওনা।
৩। তুমি আপন খোদাতালার নাম অনর্থক লইওনা।
৪। বিশ্রামদিন পালন কর।
৫। তুমি আপন বাবাকে ও মাকে মান্য কব।
৬। খুন করিওনা।
৭। জিনা করিওনা।
৮। চুরি করিও না।
৯। আপন পড়োসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।
১০। তুমি আপন পড়োসীর কোন জিনিসে লোভ করিওনা।

পুস্তকের শেষে যে গানগুলি আছে তার মধ্যে একটি গান এইরকম :

বাউলের সুর

দিন থাকতে করে লেও আখেরের কাম।
আখেরে ছাড়তে হবে এই মোকাম।।

১। জিন্দেগিটা গুজরিলে পরের কামেতে ভেবে দেখ দেলেতে, একবার হুঁশ হৈয়ে, দেশ ফেরায়ে, আপন কাম কর অঞ্জম।।

২। খোর দিয়ে দিন কাটালে ফয়দা কিছুই নাই, তাতে হয় কো কামাই, তুমি যে কামেতে এলে হেথায়, করলে না সে কামের নাম।।

৩। জোয়ানকিতে কামাই করো বুঢ় উম্মরে, লোকে খায় বসে ঘরে তুমি বাজে কামে ব্যস্ত আছ, ভাবছ না শেষের আরাম।।

৪। ইমান আন ঈসার পরে, তা হইলে পরে, আরাম মিলবে আখেরে ইসা তোমার তরে, ভেস্ত পরে, বানিয়ে রেখেছেন মোকাম।।

এই পুস্তকে প্রতি অধ্যায়ের শেষে কোন প্রশ্ন অথবা 'ইঞ্জীলের মুখস্থ কথা', 'জব্বর হইতে মুখস্থ কথা', 'তৌরেৎ হইতে মুখস্থ কথা', ইত্যাদি লেখা আছে। যেমন একটি অধ্যায়ের শেষে

জব্বর হইতে মুখস্থ কথা এইরকম, 'তোমার কথা আমি হৃদয় মধ্যে রাখিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে গোনা না করি।'

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তক পুস্তিকার বিভিন্ন শাখা প্রদর্শনের প্রয়াসে এইভাবে বাইবেলের বিভিন্ন বাংলা সংস্করণ, বাইবেল সম্পর্কিত নানা রচনা, খ্রীষ্টীয় কবিতা ও গান জাতীয় রচনা, ভক্ত খ্রীষ্টানদের জীবন চরিত ইত্যাদি শ্রেণী বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। এই শাখাগুলির কথা এ পর্যন্ত আলোচনা করা হল। এবার গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর, কাহিনী, নাটক নাটিকা, তত্ত্ব নিবন্ধ, প্রার্থনা মালা, নামের তালিকা, প্রচারকের সহায়ক গ্রন্থ ইত্যাদি বহু বিভিন্ন রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হবে। এর সবগুলিই ট্র্যাক্ট্ বা ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পুস্তিকা। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচিত এই রচনাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল :

তালিকা

১। ফার্স্ট ক্যাটেকিজ্‌ম [ইহা ট্র্যাক্ট নয়]
২। হিতোপদেশ
৩। জ্ঞানোদয়
৪। দীপক
৫। পত্র কৌমুদী
৬। খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা
৭। রামহরি ও সাধু
৮। মহাবিচার
৯। মনোযোগের বিষয়
১০। দুই মহাআজ্ঞা
১১। জীবনের পথ
১২। মধুর চরিত্র
১৩। জগত্তারক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন
১৪। মহাপ্রায়শ্চিত্ত [একাধিক খণ্ডে প্রবাহিত]
১৫। ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা [৫ম সংস্করণ]
১৭। পরের পরিত্রাণ চেষ্টা করা উচিত
১৮। ভ্রমনাশক
১৯। পুনর্মিলনের বিষয়
২০। ধর্মব্যবস্থা
২১। ধর্ম অবতার
২২। তিমির নাশক
২৩। সত্য আশ্রয়
২৪। কোন শাস্ত্র মার্জনীয়
২৫। খ্রীষ্টের উপদেশ কথা
২৬। ধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসোত্তর
২৭। Book of Common Prayer
২৮। List of Proper names
২৯। Address to Hindu Youth
৩০। মিয়ূর সাহেবের মত পরীক্ষা
৩১। ধর্ম গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৩২। মহম্মদী বিষয়ে কথাবার্তা
৩৩। ধর্ম্মপুস্তক পাঠোপকাবক
৩৪। ঈশ্বরোক্ত শাস্ত্র ধারা
৩৫। হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচার
৩৬। বিদ্যা কল্পদ্রুম
৩৭। বাইবেল প্রকাশিত ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-লোকদের শাস্ত্রোক্ত ধর্মের তুলনা
৩৮। সেলিসবেরি নামক ক্ষেত্রস্থিত বিবরণ
৪০। ফুলমনি ও করুণার বিবরণ
৪১। ধর্ম্ম পুস্তকের ধাতু বিষয়ক শিক্ষা
৪২। সুশীলার উপাখ্যান
৪৩। ধর্ম্ম পুস্তকের ইতিহাস
৪৪। কাশী মাহাত্ম্য
৪৫। পঞ্চবটী তত্ত্ব
৪৬। বাজনার বাক্স
৪৭। জীবনালোক
৪৮। Immitation of christ
৪৯। বঙ্গে খ্রীষ্টাবলী
৫০। সুসমাচার [সাধুম্যাথু]
৫১। যীশুর জীবনী
৫২। চন্দ্রলীলা
৫৩। বর্তমান হিন্দু সমাজ ও গীতা সমিতি

৫৪। দলিত কুসুমচয়
৫৫। কৃপাশাস্ত্র
৫৬। নির্জন ধ্যান
৫৭। ছয়খানি নাটক
৫৮। সপত্নী নাটক
৫৯। খ্রীষ্টের অনুকরণ
৬০। ধর্ম্মাধর্ম্মবৃত্তান্ত
৬১। খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্রিয়া
৬২। স্বকতৃভক্তির বিষয়
৬৩। পাওল প্রেরিতেব প্রথম পত্র
৬৪। প্রেরিতদের ক্রিয়াব বিবরণ।
৬৫। ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক ইতিহাস
৬৬। এক সাহেবের দারওয়ান আর মালীতে কথোপকথন
৬৭। পীতাম্বর সিংহের চরিত্র
৬৮। নামপত্রহীন একখানি পুস্তিকা

এগুলি সবই ট্র্যাক্ট্ শ্রেণীর রচনা। বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে আরও ট্র্যাক্ট্ এর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এগুলিরও একটি তালিকা দেওয়া হল। পূর্ব তালিকার ক্রমসংখ্যা অনুসরণ করে ৬৯ থেকে ৯২ সংখ্যা অবধি এই গ্রন্থমালার নামোল্লেখ করা হল।

তালিকা

৬৯। যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ
৭০। যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ [২ য় খণ্ড]
৭১। পৌল প্রেরিতের টাকাপত্র
৭২। ইশাইয়া ও দানিএল
৭৩। যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত
৭৪। গীত
৭৫। সদ্ধর্ম প্রকাশ
৭৬। নিস্তার রত্নাকর
৭৭। দায়ূদের গীত
৭৮। গুরুমাহাত্ম্য
৭৯। গীত সংহিতা
৮০। সঙ্গীত মালা
৮১। পবিত্র ক্রুশ গীতাবলী
৮২। ত্রাণোপায়
৮৩। ধর্ম পুস্তকের সার
৮৪। খ্রীষ্ট বিবরণা মৃতং
৮৫। দানিল মুনির চরিত্র
৮৬। নিষ্কলঙ্ক অবতার
৮৭। এলীয়ে ও ইলীশায়েব ইতিহাস
৮৮। যোযেফের ইতিহাস
৮৯। আদর্শ মনুষ্য
৯০। জগতের জ্যোতিঃ
৯১। নবীদের কেচ্ছা
৯২। সেকালের লোক

এই তালিকার প্রথমটি অর্থাৎ ফার্ষ্ট ক্যাটেকিজম্ নামে মূল ইংরেজি গ্রন্থটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি তিন খণ্ডে প্রবাহিত। প্রথমটি 'The First Catechism' দ্বিতীয়টি Scripture Name' এবং তৃতীয়টি হল Second Catechism। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় এর দুটি অংশের পঞ্চম সংস্করণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা অনুবাদের প্রথম সংস্করণটি কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয় তা জানা যায় না। এতে বাইবেলীয় চরিত্রগুলির পরিচয় আছে। এটি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত। যেমন Who Was Adam? Who was Eve?— ইত্যাদি।

এই পুস্তিকার মূল সংস্করণের নামপত্র এই :

The
First Catechism
of the

Principles of Religion
or,
The Catechism for a young child
to be begun at three or four years old
Serampore
printed at the Mission Press
1817

এই পুস্তিকার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলার নেই। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে 'হিতোপদেশ' ছাপা হয়। এটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক ট্র্যাক্‌ট্ নয়। শ্রীরামপুরের 'পাঠশালা নিবন্ধ কর্তাদের' সংগৃহীত হিতোপদেশ কাহিনীগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। মিশনরিরা জনসাধারণকে হিতোপদেশ দেবার ভেক নিয়ে যখন নানাবিধ খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক প্রচার পুস্তিকা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই খ্রীষ্ট কথা নিরপেক্ষ এরূপ একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমান দৃষ্টান্তে তাই দেখা যাচ্ছে।

এই 'হিতোপদেশ' এর প্রায় সমকালে 'জ্ঞানোদয়' নামে এক ট্র্যাক্‌ট্ প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এইটি মুদ্রিত হয়। এর নাম পত্রে দেখা যায় :

জ্ঞানোদয়।
অর্থাৎ

> যুবকেরদের ধর্ম্ম জ্ঞানার্থে ধর্ম্মপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল। তোমরা আপনাদের অন্তঃকরণে ও আপনাদের মনেতে আমার এইবাক্য তুলিয়া রাখ এবং আপন উপবেশন সময়েও পথে ও গমন সময়ে ও শয়ন সময়ে ও গাত্রোত্থান সময়ে সে সকল বিষয় ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় বাক্য ১১। ১৮১৯।।
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮২৪

পর পৃষ্ঠায় 'জ্ঞানোদয়' এই শিরোনামে বাইবেলের কয়েকটি বচনের বঙ্গানুবাদ আছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭১। জ্ঞানোদয়ের ভাষাও একই রকম। 'তাহারদিগকে', 'লোকেরদের' ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্নিত প্রয়োগ,— যেমন 'আমার বিপরীত পাপ করে' ইত্যাদি রীতি এখানেও রয়েছে। এই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> মনুষ্য অজ্ঞান।।অফল মনুষ্য বন্য গর্দভের ছার যত জন্মিয়াছে কিন্তু সে জ্ঞানবান হইতে চাহে। আইয়োর ১১।১২। আমরা অন্ধ লোকেরদের মত দেওয়ালের জন্য হাতাড়িয়া যাই আমরা দৃষ্টিহীন লোকেদের মত ভ্রমণ করি যেমন সন্ধ্যাকালে তেমন আমরা মধ্যাহ্নকালে উছোট খাই। ঈশাইয়াহ ৫৯/১০। আমার লোকেরা অজ্ঞান হইয়াছে যাহারা আমাকে জানেনা তাহারা মূর্খশিশু তাহারদের কিছুই বুদ্ধি নাই তাহারা কুক্রিয়া করিতে জ্ঞানবান কিন্তু সুক্রিয়া করিতে তাহারদের কিছু জ্ঞান নাই। যিরমিয়াহ ৪। ২২। হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর দেখ আমার কথাশুন ও আমার চক্ষু দীপ্তিমান কর পাছে

মরণরূপ নিদ্রাতে আমি নিদ্রা যাই। — ১৩।৩।, পৃঃ ২৩ - ২৪।

এই বইটি ঠিক অন্যান্য ট্র্যাক্টের মত নয়, এতে খ্রীষ্টীয় হিতোপদেশের হিতকথা, মহৎ ব্যক্তিগণের বাণী বিশ্লেষণ, ঈশ্বরের নির্দেশ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রয়েছে।

এরপর প্রশ্নোত্তর রীতির একটি ট্র্যাক্টের উদাহরণ আলোচ্য। এই ট্র্যাক্টের নাম 'দীপক'। 'দীপক' খ্রীষ্ট ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এইখানি চার্চ মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। দেশীয় লোকের হিতার্থে রেভারেণ্ড টি. রিচার্ড এটি রচনা করেন।

মানুষের জীবন যাপনের একটি আদর্শ রূপ এই গ্রন্থে দেখাবার প্রয়াস আছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ঔচিত্যের একটি নির্দিষ্ট মান এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের সূচীপত্র পড়লেই এটি বোঝা যায়। রামায়ণে যেমন রাম চরিত্রের মাধ্যমে একটি আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, এখানেও অনুরূপ প্রয়াস দেখা যায়। সেখানে যেমন মা বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, পতির প্রতি পত্নীর, ভাইয়ের প্রতি ভাই-এর, কর্তার প্রতি ভৃত্যের, এখানেও তেমনি 'সন্তানদের নীতি', 'খ্রীষ্টীয়ানদের নীতি', 'মৃত্যুর বিষয়' ও 'শয়তানের বিবরণ' ইত্যাদি আছে।

মুখবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয়েছে যে, এদেশে ইংরেজরা সব্যসাচীর মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করে। শাসক এবং ধর্মপ্রচারক এই দুই ভিন্ন রূপে তারা কাজে প্রবৃত্ত হয়। শাসক হিসেবে যেমন তারা একটির পর একটি কুঠী এদেশে নির্মাণ করে চলেছিল তেমনি প্রচারক হিসেবেও তারা একটির পর একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি এমন আচরণ করত যেন কারও দ্বারাই কারও স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। তাদের ধারণা ছিল, শাসক এবং প্রচারক উভয়েই এদেশবাসীর হিতার্থে জীবন দান করতে এসেছে। তাই তারা অতি সন্তর্পণে তাদের কাজ কর্মে অগ্রসর হত। তারা খুবই সচেতন থাকত যাতে এমন কোন কাজ তাদের দ্বারা না হয় যা ভারতবাসীর ধর্ম বা যে কোন বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারে। তাই এই সব গীর্জার অধ্যক্ষরা অথবা কখনও কখনও দেশের শাসকবর্গ গীর্জার পাদ্রী নিয়োগ এবং তাদের কার্যকলাপ, নীতি-নিয়ম-অনুশাসন সম্বন্ধে নানা কঠোর নিয়মকানুন প্রবর্তন করতেন। 'এ হিস্ট্রী অফ দি চার্চ ইন ইণ্ডিয়া' তে এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে এ সব বিধি নিষেধের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যাহোক 'দীপকের' নামপত্রে দেখা যায় :

সদ্ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর
এতদ্দেশীয় লোক হিতার্থে সংক্ষেপে সংগৃহীত
কলিকাতায় ছাপা হইল,
ইং সন ১৮২৫ শাল।
A catechism of True Religion
for the use of schools, by the Rev. T Reichardt
Calcutta
Printed at the church Mission Press, 1825,

স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কথা স্মরণ করেই গ্রন্থকার প্রশ্নোত্তর রীতিতে তাঁর এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এর ভূমিকাটি [কলিকাতা, ২৮ শে এপ্রিল, ১৮২৫] ইংরেজিতে লিখিত এবং তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই গ্রন্থের উপযোগিতার কথাই বলা হয়েছে। এর সূচীপত্রের বিষয়গুলি উল্লেখ

করলেই গ্রন্থের বর্ণনীয় ক্ষেত্রটি অনুভব করা যাবে। সূচীপত্রে দেখা যায়—'মত বিবরণ, শাস্ত্রের বিষয়, ঈশ্বর বিষয়ে প্রমাণ, সৃষ্টি বিবরণ, মনুষ্যের বিষয়ে উপদেশ, মনুষ্যের প্রতি ঐশ্বরিক আজ্ঞা, যিশু খ্রীষ্টের বিষয়, পরিত্রাণ বিষয়, প্রার্থনার বিষয়, প্রভুর প্রার্থনা ও তাহার ভাবার্থ, খ্রীষ্টীয়ানদের নীতি, গুরুর লক্ষণাদি, বিচার কর্তা রাজাদের কর্তব্যাদি, পতিপত্নীর ও বিবাহের কারণাদি, মাতাপিতার নীতি, সন্তানদের নীতি, ভৃত্যের প্রতি মনীবের নীতি ও মনীবের প্রতি ভৃত্যের নীতি, ধর্ম্মাত্মার বিষয়, খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর বিষয়, বাপটিস্মের বিষয়, প্রভুর ভোজন, স্বর্গীয় দূতের বিষয়, শয়তানের বিষয়, মৃত্যুর বিষয়, পুনরুত্থানের বিষয়, বিচার দিন, নরকের বিবরণ, স্বর্গের অর্থাৎ অনন্ত জীবনের বিবরণ, জগতের শেষ বিবরণ, পাঠকদের প্রতি সাধারণ পত্র, গীত, ঈশ্বরের প্রার্থনা।'

এর ভাষারীতি মোটামুটি সুবোধ্য। 'পতি-পত্নীর বিষয়' অংশ থেকে কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

১৯৭. ভার্য্যা স্বামির প্রতি এত অমর্য্যাদা কেন করে ?

উত্তর— কারণ এই যে পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে স্বামি ভার্য্যার মস্তক আছে। ....

১৯৮. ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি ?

উত্তর— শাস্ত্রে পিতর প্রেরিত কহেন, যে হে স্ত্রীগণ, তোমরা আপন আপন স্বামীর আজ্ঞাবহ হও, তাহাতে যেন তোমার পাতিব্রত্য ব্যবহার দেখিয়া স্বামিরাও সচ্চরিত্র শিখে এবং তোমাদের সজ্জা যেন কেশ বিনানেতে এবং স্বর্ণালঙ্কার ও দিব্য বস্ত্র পরিধানেতে না হয় কিন্তু অন্তঃকরণ স্থিত অক্ষয় সত্য ভক্তিতে অর্থাৎ ঈশ্বরের গোচরে অমূল্য রত্ন যে নম্রশীল, শান্তশীল আত্মা তাহাতে যেন হয়।

'মৃত্যুর বিষয় অংশে দেখা যায়—

২৫৯. দুষ্টলোকের মৃত্যু কেমন ?

উত্তর— অপ্রত্যয়ে পরিত্রাণ বিষয়ে ভরসাহীন থাকাতে তাহাদের ঘোরতর শাস্তির আরম্ভ মৃত্যু।

২৬২. তবে পিতৃ লোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করা কি ?

উত্তর— তাহা নিষ্ফল নিরর্থক ব্যয়, ভ্রান্ত লোকের কর্ম্ম।

২৬৩. তীর্থ গমণে ও কাশী প্রাপ্তি হওনে কি কিছু ফল আছে ?

উত্তর— তাহাতে ক্লেশমাত্র সার; আর দেব পূজক ব্যক্তি কোন ক্রিয়া করুক বা যে কোন স্থানে মরুক, কোন মতে তাঁহার ত্রাণের ভরসা নাই।'

এই ধরণের মতামতের জন্য সেকালে স্কুল পাঠ্য এই সব পুস্তক সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল। স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্যে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রথম থেকেই তার দেশীয় সেক্রেটারী ছিলেন রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলে এদেশে যে উত্তেজনা দেখা দেয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় সম্পাদকের কাজ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশনরিদের স্কুলপাঠ্য এইসব বই-এর নমুনা দেখে জন সাধারণের মনে শঙ্কা দেখা দেয়। দেশে তখন এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে, পাঠ্য পুস্তকের নামে এবং এর মাধ্যমে স্কুলে এবং পাঠশালায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের চেষ্টা চলছে। এই ধারণা নিরসনের জন্য এবং যাতে কখনই এইরকম কাজ করা

না হয়, সেজন্য রাজা রাধাকান্ত বহু চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুলিখিত কার্য বিবরণী থেকে এই সম্পর্কে বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তিনি লেখেন :

> 'সোসাইটির সূচনায় আমি মাত্র ষোল কি সতরজন গুরু মশাইকে পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্তী ২ রা জুন [১৮১৯] এই সকল পুস্তকের উপর বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়া রাজী করাই যে ইহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কিছুই লেখা নাই। এই সময় কলিকাতা নগরীতে ১৬৬ টি পাঠশালা ছিল।'

গ্রন্থ শেষে 'পাঠকদের প্রতি সাধারণ পত্র' অংশে সাধারণ প্রার্থনার কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :

> 'ধন্য যে কেহ ঈশ্বরের রব শুনে, ধন্য যে কেহ এই পুস্তকের সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্তঃকরণে রাখে, ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত্যর্থে জীবদ্দশায় ঈশ্বরোদ্দেশে আপনাকে প্রস্তুত করে, কেননা এই জগতের ধন ও সুখাদি সকল ক্ষয় পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে সেই অনন্ত সুখী থাকে, এইকথা নিতান্ত দৃঢ় ও সত্য; দেখ প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আসেন ২ হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সকলের প্রতিফল আসিতেছে, তিনি সকল মনুষ্যকে স্ব-২ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন, আরও হে প্রভো যিশু আস্য, ইহা কহিতে বিশ্বাসি ধার্ম্মিক দিগকে ধর্ম্মাত্মা আপনি শিক্ষাইতেছেন, ও যে কেহ মঙ্গল সমাচার শুনে সে কহুক, যে হে প্রভো আস্য, এবং যে কেহ যাথার্থিক হইবার জন্য তৃষ্ণিত হয়, সে যিশু খ্রীষ্টের শরণাগত হইতে আসুক, যে কেহ পাপ ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্চা করে, সে অনন্ত জীবনের জল এখনি লউক, ইহাতে যিশু খ্রীষ্ট দৃঢ় সাক্ষ্য দেন, যে আমি অবশ্য শীঘ্র আসিতেছি; তথাস্তু, আস্য হে দয়াল প্রভো, তোমার গৌরব ও পরাক্রম ও রাজ্য সর্ব্বত্র সদা সর্ব্বক্ষণ হউক, আমেন।'

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি গদ্যবন্ধের একটি সাধারণ প্রার্থনা ইহা লূক, মথি অথবা মার্ক লিখিত সুসমাচার পুস্তকের সূচনাংশের ন্যায়। মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকে এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

> 'দেখ আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে। প্রান্তরে একজনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর;'

১৮২৫ এর 'দীপক' পুস্তিকার মত পরবর্তী কালেও অসংখ্য ট্র্যাক্ট্ রচিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত এই পুস্তিকা গুলির আদি সংস্করণ ঠিক কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে তালিকা প্রস্তুত করার সুযোগ নেই। আব কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা এঁরা রেখেও যান নি। বই প্রথম সংস্করণের বইগুলি তাই এখন আর সব ক্ষেত্রে পাওয়াও যায় না। এই জন্য কালানুক্রমিক তালিকা রচনার চেষ্টা ত্যাগ করে সমগ্রভাবে এক বিশেষ ধারার বিভিন্ন নিদর্শন হিসেবে এই গুলির পরিচিতি সম্বন্ধে জানতে হবে। ১৮২৮ থেকে ১৯২৬ এই প্রায় শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত এরূপ কয়েকটি ট্র্যাক্টের পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হল—

কলিকাতায় ক্রিশ্চান ট্র্যাক্ট্ এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে 'পত্র কৌমুদী' প্রকাশিত হয়

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই পুস্তকটি কয়েকটি পত্রের সঙ্কলন। পত্রগুলি যথাক্রমে 'খুড়া ও ভ্রাতুষ্পুত্র' এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। এতে মোট ১৬ টি পত্র আছে। এই পত্রগুলিতে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুযায়ী একব্যক্তি পত্রের মাধ্যমে অপরের মনে ঐ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেন। খুড়া এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যথাক্রমে রাধা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং হরি নারায়ণ ঘোষাল। এঁরা দুজনেই মিশনরিদের মুখের কথাগুলি এই পত্রে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন হিন্দু শাস্ত্র মিথ্যা, তাতে মুক্তির আশা নাই, একমাত্র বাইবেলে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৬ শ পত্রের শেষে তারিখ দেখা যাচ্ছে '২০ ভাদ্রস্য'। পত্র কৌমুদীর নামপত্র এই :

ধর্ম্ম বিষয়ক পত্র কৌমুদী।
অর্থাৎ
বাইবেলোক্ত ও হিন্দু শাস্ত্র ধর্ম্মের
সত্যতা বোধক প্রমাণ বিবেচনা করিয়া
কোন্ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দত্ত কোনটা বা নহে
এই পত্র কৌমুদীতে লেখা গিয়াছে।
কলিকাতায় চার্চ্চমিশন ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল।
ইংরাজী ১৮২৮ (বাঙ্গালা ১২৩৪) শাল।।

বই্খানির নামপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—

'কেহ যদি এই পুস্তককে মনোরম্য বোধ করিয়া ইহাতে লিখিত বৃত্তান্তের বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কলিকাতাতে কিংবা পিয়ের্স সাহেবের ছাপা খানাতে কিম্বা চুঁচুড়াতে পাদরি মুণ্ডি সাহেবের নিকটে গেলে যাহার মধ্যে এই সকল বিবরণ অতি বিশেষ রূপে লেখা গিয়াছে, এমন একটি অতি বড় পুস্তক অতি অল্প মূল্যেতে পাইতে পারিবে।'

এর ভাষার প্রকৃতি সেকালের তুলনায় সুবোধ্য বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা ও খ্রীষ্টধর্মের প্রশংসা ছাড়া এতে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিশেষত্বই নেই। একটি পত্রে বলা হয়েছে— 'পরন্তু আপনি যে পিত্রাদি ব্যবহার্য, শাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে সন্ধিগ্ধ হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আমার পরম সন্তোষ হইয়াছে, যেহেতুক কোন শাস্ত্র যে নিশ্চয় ঈশ্বর দত্ত এতদ্বিষয়ে নির্যাস করা আপনাকার অবশ্য কর্তব্য, কেননা তাহা না করিলে আশ্রয়ের সহিত অস্থিরতা প্রযুক্ত তোমার কোন মতে ত্রাণ হইতে পারেনা।'

'স্কুল বুক সিরিজে'র পাঁচ নম্বর পুস্তিকা 'প্যারেবল্স্ অফ্ দি লর্ড যীশাস ক্রাইষ্ট' এর বাংলা নাম ছিল 'খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা'। 'রামহরি ও সাধু', মহাবিচার', ও 'মনোযোগের বিষয় ইত্যাদি পুস্তিকাগুলি সবই এক ধরণের প্রচার মূলক প্রয়াস কোথাও পত্র রীতিতে কোথাও কাহিনী বর্ণনার রীতিতে, কোথাও বা বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে লেখকরা তাঁহাদের একই উদ্যোগ সাধনে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। ১৮৩০ এর ডিসেম্বর মাসে 'খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে কয়েকটি গল্প আছে। গল্পগুলি রূপক এবং উপদেশমূলক। এইরূপক গল্পগুলির সাহায্যে যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে সুপথে থাকার শিক্ষা দেন।

প্রত্যেকটি গল্পের শেষে 'ইহার জিজ্ঞাসা উঃ' শিরোনামে গল্পগুলি থেকে কতকগুলি কল্পিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এসব কিছুরই উদ্দেশ্য সত্য ধর্ম সম্বন্ধে বারে বারে পাঠককে অবহিত করিয়ে দেওয়া। এই পুস্তকে 'অপব্যয়ি পুত্রের কথা', 'একজন বলবান আর লাজার নামক একজনের কথা', 'তোড়ার কথা', 'নির্দ্দয় চাকরের কথা', 'ডুম্বুব গাছের কথা', 'নির্ব্বুদ্ধি ধনবানের কথা', 'গুপ্ত ধনের দৃষ্টান্ত কথা', 'রাজ বিবাহ ভোজের দৃষ্টান্ত কথা' ইত্যাদি গল্প আছে। ডুম্বুর বৃক্ষের গল্পটির আরম্ভ এইরকম :

"এক ব্যক্তি আপন দ্রাক্ষা বাগানের ভিতরে একটি ডুম্বুর গাছ পুঁতিয়াছিল, পরে ঐ গাছ ক্রমে ২ বড় হইলে সে ব্যক্তি আসিয়া তাহার ফল তত্ত্ব করিত, কিন্তু একটা ফলও না পাওয়াতে সে মালিকে ডাকিয়া কহিল, যে ওহে মালি, আজি তিন বৎসর ধরিয়া এই গাছের ফল তত্ত্ব করিতেছি কিন্তু একটাও ত কখনও পাওয়া গেল না, অতএব ঐ গাছটাকে কাটিয়া ফেল, মিথ্যা স্থান যোড়া করিয়া কেন রাখিব। তাহাতে মালী কহিল, যে হে মহাশয়, ওটা আর একবৎসর থাকুক। আচ্ছা করিয়া উহার গোড়া খুঁড়িয়া পাইট করিয়া দেখি। ইহাতে যদ্যপি ফল ধরে ত ভালই, নতুবা কাটিয়া ফেলিবেন।"

গল্পের উপদেশটি গল্পের শেষে প্রশ্নোত্তর রীতিতে দেওয়া হয়েছে :

জিজ্ঞাসা : ঐ বাগানের কর্তা যে ফলের আসাতে বাগানের মধ্যে একটা ডুম্বুরের গাছ এনে পুঁতেছিল, এ কথার অভিপ্রায় কি ?

উত্তব : আমরা ঈশ্বরের মনের মত কর্ম্ম করিব এইজন্যে যেখানে তাঁহার নামশুনা যায় এমন স্থানে রেখেছেন এই তাঁহার অভিপ্রায় জানিবা।

জিজ্ঞাসা : ভাল ঐ কর্তাব্যক্তি বার ২ আসিয়া ফল না পাওয়াতে যে গাছ্ কাটিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এ কথার তাৎপর্য কি ?

উত্তর : তাৎপর্য্য এই, যে যাহারা ২ সৎকর্ম্মের উপদেশ পুনঃ পুনঃ পাইলেও মানেন না তাহাদিগকে কাটিতে অর্থাৎ নরকে ফেলিতে পরমেশ্বর আজ্ঞা দিতেন।

জিজ্ঞাসা : ঐ বাগানের মালী কে টা ?

উত্তর : যাহারা ঈশ্বরের কথা কহিয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দেয় তাহারাই।।

'মিসলেনিয়স্' সিরিজের ২১ নম্বর পুস্তিকা 'রামহরি ও সাধু'র ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে একই রকম প্রশ্নোত্তর রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থের রীতিটি মিশনরিদের সম্ভবতঃ ভাল লেগেছিল। যে সময় এই ট্র্যাক্টটি লিখিত হয় সে সময় এদেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে চাকরি ও তার সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যাবে। আসলে অশিক্ষিত মানুষদের অনেক সময় মিশনরিরা এই ধরণের কথাই বোঝাতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দরিদ্র লোকদের এ ধরণের লোভের বশবর্তী হওয়া, ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাই 'রামহরি ও সাধুর' আখ্যানে দুজনের কথোপকথনে এই দিকটিই পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

'রামহরি — আমার বোধ হয়, তুমি ধনের লোভে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছ।

সাধু — না ভাই তাহার নিমিত্তে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান মত যে সত্য ইহা আগে নিশ্চয়

বুঝিয়া সেই মত গ্রহণ করিয়াছি, কেননা আমি বিলক্ষণ জানি যে সত্য খ্রীষ্টান হইয়া যদি ভিক্ষা করিয়া খায় সেও বরং ভাল তথাপি দেবতার সেবা করিয়া লক্ষ ২ টাকা লাভও কিছু নহে কারণ পবিত্রাত্মা হইতে আমার মন পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত মনের মধ্যে এমনি সুখ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে যে এমনটি আর কখনও পাই নাই।'

এই পুস্তকের মূলকথা অন্তঃকরণের পরিবর্তন না হলে মনের যথার্থ শান্তি অসম্ভব এবং একমাত্র খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রই মনের সেই পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

রামহরি ও সাধুর সমকালে প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকার নাম 'মহাবিচার'। এর নাম পত্রটি সংক্ষিপ্ত :

Miscellaneous Series No 15

The Last Judgment

মহাবিচার Nov 1835

মাত্র ৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তিকায় মৃত্যুর ভয়াবহ্ পরিণামের কথা বলা হয়েছে। রাজা যেমন তার রাজকীয় আদর্শ অনুযায়ী প্রজাগণের বিচার করেন, তেমনি মহাপ্রলয় কালে পৃথিবী যখন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, জীবিতেরা মৃত হয়ে এবং মৃতেরা জীবিত হবে, যীশু খ্রীষ্টও সেদিন ধর্মের আদর্শ অনুসারে বিচার করবেন। মহাবিচার সেদিন হবে এবং বিচারক হবেন খ্রীষ্ট। তাঁর বিচারে কোন পক্ষপাত থাকবে না। যথার্থ ন্যায় বিচার হবে। বিচার শেষে খ্রীষ্ট দোষি এবং নির্দোষকে দুভাগে ভাগ করবেন এবং কর্ম অনুযায়ী তাদের ফল দান করবেন। সর্বশেষে আমবা আমাদের কৃত অন্যায় কর্মের জন্য অনুশোচনা করব এবং খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করব। কারণ তিনি সকল মনুষ্যেব প্রতিভূ স্বরূপ নিজের প্রাণ বলি দিয়েছিলেন। অতএব আমরা তাঁর নিকট মুক্তির প্রার্থনা করব এবং তিনি নিশ্চয় আমাদের অনন্ত জীবন দান করবেন।

এইটিই এই পুস্তকের মূল কথা। এর ভাষায় উদাহরণ দেওয়া হল :

> 'তবে কি ঐ রাজ দরবারে যাইতে আমাদের ভয় হয়, না হাঁ, অবশ্য ভয় করিতে হয়, যেহেতুক যে ব্যক্তি দোষী হয় তাহাকে আদালতে লইয়া যাইতে হইলে সে আপনি ভয়েতে থর ২ করিয়া কাঁপিতে থাকে। এক্ষণে দেখ (আমেরা সকলেই দোষী বটি) লোকে বলে, যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রকার জাতি আছে, কিন্তু এই কথা ঈশ্বরের বিধিতে পাওয়া যায় না, সে কেবল মনুষ্যের বিধি মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর একরক্তেতে তাবতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ও তাঁহার গোচরে কেবল একটি জাতি, সে কিনা সকলেই পাপী।'

'মনোযোগের বিষয়' ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল যীশুর গুণকীর্তন বিষয়ক একখানি প্রশস্তি পুস্তক। এর নামপত্রটি এই :

মনোযোগের বিষয়

Nov. 1825

Printed for the Calcutta Tract and Christian Book Society

at the Baptist Mission Press.

এই নামপত্রের পরে এই গ্রন্থে শিরোনামহীন একটি ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকাটি এখানে

তুলে ধরা হল :

> 'মনুষ্য প্রায় অতি ক্ষুদ্র ও অসার বিষয়ে মনোযোগ করে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন ফল হইতে পারেনা. অতএব ও হে প্রিয় পাঠক, আমার পরামর্শ শুন, যাহাতে জ্ঞান জন্মে, এবং অন্য ২ উত্তম ফল, নীচে লিখিত এমন ভারী বিষয়ে মনোযোগী হও।'

পুস্তকে — 'আপনি অর্থাৎ দেহ ও আত্মা কি প্রকার, ইহার বিবেচনা', 'ঈশ্বর বিষয়ক বিবেচনা', 'পরমেশ্বরের ব্যবস্থা বিষয়ের বিবেচনা', 'বিবেক অর্থাৎ ভাল মন্দ যাহাতে জানা যায় এমন জ্ঞান', 'সে যাহা ২ জানায় তাহার বিবেচনা', এই সংসার ভাল কি মন্দ তাহার বিবেচনা', 'সত্য ধর্ম্ম পুস্তকের বিষয়ে বিবেচনা', 'জগতের নিস্তারকর্ত্তা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের বিষয়ের বিবেচনা', 'মন ফিরান বা কি', 'পুনর্জন্ম বা কি, ইহার বিবেচনা', 'খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম বিষয়ের বিবেচনা' 'মৃত্যু বিষয়ের বিবেচনা', 'স্বর্গ বিষয়ের বিবেচনা' ইত্যাদি শিরোনামে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্ম বিষয়ের বিবেচনা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> ......খ্রীষ্টীয়ান হইলে জাতি যাইবে, এমন ওজর আর করিওনা। জাতি সে শব্দ মাত্র। দেখ, পৃথিবীতে কেবল দুই জাতি আছে, ঈশ্বরের ও শয়তানের জাতি, যে কেহ সত্য ভক্ত সে ঈশ্বরের জাতি, এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার মিলন হইবে; আর যেজন ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘিত করিয়া পাপে রত থাকে, সেই শয়তানের জাতি, ও সেই শয়তানের সহিত অনন্ত নরকানলে ঘোর যাতনা পাইবে। অতএব ঈশ্বর জাতি হইলে নিতান্ত সম্মান ও লাভ আছে, শীঘ্র আইস, খ্রীষ্টীয়ান হও, ও আপনার উপর দয়া করিয়া আপনাকে নরক ভুজ্ঞাইতে প্রতারণা করিও না।'

'মনোযোগের বিষয়' এর মূল কথা হল খ্রীষ্টের প্রেমধর্মের গুণগান। এর ভাষা প্রকৃতি এরকম :

> 'আর মনের মধ্যে প্রেম চাহি। যেহেতুক ঈশ্বর হইয়াছেন প্রেমময়, বিশেষতঃ আমার মনের সহিত সম্পূর্ণরূপে প্রেম কর এই হইয়াছে তাঁহার প্রধান আজ্ঞা। অতএব তাঁহার প্রতি মন না দিয়া কি বলিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা যায়। তদভিন্ন শত্রু কি মিত্র সকল মনুষ্যের প্রতি প্রেম চাহি। এইভাবে শাস্ত্রেও লিখিয়াছেন, যে অমুকের সহিত আমার দ্বেষভাব আছে, আরাধনার সময়ে যদি এমন মনে পড়ে তবে অগ্রে গিয়া তাহার সহিত মিলন কর, পশ্চাৎ আসিয়া আরাধনা কর। অতএব দেখ, অপর কাহারও প্রতি দ্বেষভাব অথবা হিংসা থাকিলে আমাদের আরাধনা কদাচ গ্রাহ্য নহে।'

'মিসলেনিয়াস সিরিজে*র ১৪ নং পুস্তিকা 'দুই মহাআজ্ঞা' প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ এর জানুয়ারি মাসে। যদিও এই পুস্তকের নাম দুই মহাআজ্ঞা কিন্তু এতে যীশুর দশটি আজ্ঞাই বর্ণনা করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। দ্বাদশ পৃষ্ঠায় একটি গীত আছে। এই বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিলে এর বিষয় বস্তু এবং বিষয় প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।

> 'তাহার প্রথমাজ্ঞা এই, আমাবিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিওনা'। ইহাতে এই বোধ হয় যে অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী ও সৃষ্টি স্থিতান্তকারী যে এক সত্য পরমেশ্বর আছেন, তাহা ছাড়া আর কাহারও উপাসনা করা কোন প্রকারে আমাদের কর্ত্তব্য নহে, ফলতঃ কোন দেবতার আরাধনা করা উচিত নহে।'

আর একটি অংশ :

'এই আত্মাতে বোধগম্য হয় যে কোন প্রতিমা গঠন ও পূজাকরণের নিষেধ হয়, কারণ প্রতিমা পূজাতে ঈশ্বরের অপমান ও মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার হানি হইতে পারে। ঈশ্বরের অপমান হয় কিরূপে, না যেমন সর্ব্বগুণান্বিত কোন এক রাজার প্রজাগণ তাঁহার নিজের সেবা কিছু না করিয়া যদি কাষ্ঠে কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা কোন পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করে ও নানা উপচারেতে তাহার পূজা করিয়া ইনিই আমাদের প্রভু, কহে, তবে ঐ রাজার মান ভঙ্গ হয়, তেমনি সকল গুণের আকর ও রাজ রাজেশ্বর যিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রতিমা চর্চা করিলে তাঁহার মানের ত্রুটি করা হয়।'

ঐ একই পর্যায়ের ২৬ [ছাব্বিশ] সংখ্যক পুস্তিকা 'দি ওয়ে অফ লাইফ' এর বাংলা নাম 'জীবনের পথ'। এরও পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। প্রকাশ কাল এপ্রিল ১৮৩৬। এর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে :

'.......এ সংসারের বিষয়ে মানরূপ মদে মত্ত হইয়া প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। অতএব বিনয়পূর্ব্বক কহিঃ সচেতন হও, পরকাল নিস্তারের পথ চেষ্টা কর। নিস্তারের কারণ পরমেশ্বর যে পথ আশ্রয় করিতে তোমাকে বলিতেছেন তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিয়া জানাইতেছি।'

'জীবনের পথ' এর একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের নাম 'সত্যতা ও জীবন'। প্রবন্ধটির ভাষা বেশ মসৃণ। উদাহরণ এইরূপ :

'যেমন শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা কয়লা মার্জন করিয়া সেই কয়লার বর্ণান্তর চেষ্টা করা বৃথা হয় তদ্রূপ আপন মনের মালিন্য ছড়াইতে কেহ ক্ষমতাপন্ন নহে। কিন্তু ইহার এক উপায় আছে যেমন ঐ কয়লা যাহাতে সৃষ্ট তাহাতে পুনঃ প্রবেশ না করিলে অর্থাৎ অগ্নিতে প্রবেশ ব্যতিরেকে তাহার কালবর্ণ ত্যাগ হয় না সেই প্রকার তুমি আপন সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপর ত্রাণের ভরসা না রাখিলে এবং আপন ষোল আনা অন্তঃকরণ তাহাকে না লইয়া দিলে তোমারও পাপ স্বভাব ঘুচিয়া যাইবেনা এবং উদ্ধার প্রাপ্তিও হইবে না।'

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের 'মিসলেনিয়স সিরিজে'র ৩৬ সংখ্যক পুস্তিকা 'কনভার্শন এ্যাণ্ড ডেথ' এর বাংলা নাম 'মধুর চরিত্র' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি মধু নামক এক হিন্দু যুবকের ধর্মান্তর গ্রহণের ইতিহাস।

মধুর গল্পটি সংক্ষেপে এই — মধু এক অনাথ যুবক। সে চুঁচুড়ায় এক পাঠশালায় পড়ত। ১৬ বছর বয়স হলে তাকে তার মাতুল এক খ্রীষ্টান পাদরির কাছে নিয়ে যায়। এখানে থাকতে থাকতে তার মনের পরিবর্তন হয় এবং সে ধর্মান্তর গ্রহণ করে অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই ধর্মান্তর গ্রহণেব পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনে আর কোন বড় ঘটনা ঘটেনি। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫ আর ভাষা বেশ সহজ ও মসৃণ।

'জগত্তারক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন' — জীবনী জাতীয় একখানি ট্র্যাক্ট পুস্তক। এর একটি নামপত্র আছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সমগ্র জীবনের ৩৩ বৎসরের কার্যকলাপ, জন্মবৃত্তান্ত মৃত্যুর বিষয়, পরিত্রাণের বিষয় বর্ননা করা হয়েছে এই পুস্তকে। পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি :

'দেখ, য়িহুদী দেশেতে যীশুর জন্ম হয় এবং তাঁহার পিতা মাতাও য়িহুদী লোক, সুপ্রযুক্ত য়িহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ঈশ্বরের বিধির অনুসারে অষ্টম দিনে তাঁহার ত্বকচ্ছেদ হইল ও দূতদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট নামেতে তাঁহার নামকরণ হইল। পরে চল্লিশ দিবসানন্তর তাঁহার মাতা য়ীহুদীদের রীত্যনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার জন্যে তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া গেল। হেনকালে শিমিয়োন নামে অতি ধার্ম্মিক এক বৃদ্ধলোক যাঁহার প্রতি পরমেশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল, যে দেহত্যাগের পূর্ব্বে পরিত্রাণ কর্ত্তারসন্দর্শন পাইবা; সেই শিমিয়োন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যীশুকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কহিতে লাগিল, হে প্রভো, অন্য দেশীয়দিগকে দীপ্তিপ্রদান এবং নিজলোক থিশরাএল দিগের সম্মান বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে তুমি যে পরিত্রাণ কর্ত্তাকে প্রেরণ করিয়া জগতের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করাইয়াছ আজি তাঁহার সন্দর্শন করাইয়া আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল করত নিজ দাসের অন্তঃকরণ সুখে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিতেছ।'

'মহাপ্রায়াশ্চিত্ত' নামক প্রশ্নোত্তর রীতির আর একটি ট্র্যাক্ট পাওয়া গেছে। এই পুস্তকটির তিনটি ভাগ। এর নামপত্রটি এইরকম :

মহাপ্রায়শ্চিত্ত

The Great Atonement

Explained

in a Dialogue Between Minister And A Pandit

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের নাম 'মহাপ্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা', তৃতীয় ভাগের নাম 'মহাপ্রায়শ্চিত্তের উত্তমতার বিষয়'। দেশীয় পণ্ডিত ও পাদ্রীর ধর্মবিষয়ক কথোপকথনের মাধ্যমে এই পুস্তকে বলা হয়েছে মানুষ যেমন নদী পারাপার করার জন্য নৌকা প্রস্তুত করে, তেমনি ঈশ্বর মানুষকে ইহলোক থেকে পরলোকে উত্তরণের জন্য সৎকর্ম করার প্রবৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। পণ্ডিত বিশ্বাস্ করেন মানুষ ভাল অথবা মন্দ যে কাজই করুক, সেজন্য তার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু এতে পাদ্রী ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপ্রায়শ্চিত্তের উপায়গুলি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র থেকে একে একে পণ্ডিতের কাছে বিবৃত করেন। যেমন :

পাদ্রী — তুমি যে কথা বলিলা তাহা সপ্রমাণ নয়, কেননা তোমাদের শাস্ত্রেই লিখিয়াছেন, অসুরকে বধকরণ কারণে দুর্গা কয়েকবার কয়েকস্থানে অনেক অসুরকে স্ববংশে ধ্বংস করিলেন আর কালী অসুরের রক্তপানে মত্তা হইয়া নিজ স্বামী শিবের বক্ষঃস্থলে চাপিয়া নৃত্য করিলেন। মনুষ্যের পরিত্রাণার্থ কোন কর্ম্ম করেন নাই, তবে তাঁহার পূজাতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।'

এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগের বক্তব্য হল পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব থাকা চাই। অন্যথায় সে প্রায়শ্চিত্ত মূল্যহীন। উদ্ধৃতি :

'দেখ, মনুষ্যেরা সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপী প্রযুক্ত ঈশ্বরকে ঘৃণা করিয়াছে অতএব যেমন পাপ দ্বারা ঈশ্বরেতে ঘৃণা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ পাওয়া উচিত।'

হিন্দুর ধর্মাচার সম্বন্ধে নিন্দাই এই আলোচনার প্রধান লক্ষ্য তবে সেই নিন্দা লেখক তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগিয়েছেন। হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত প্রথা তুচ্ছ ও আদর্শবর্জিত। খ্রীষ্টানই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব বুঝেছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বলা হয়েছে, যে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বহুমূল্য এবং তা পৃথিবীর সকলের জন্যই। খ্রীষ্ট স্বয়ং নিষ্পাপ এবং ধার্মিক। তিনি প্রভূত গুণশালী হয়েও মানুষের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। হিন্দুর পূর্ব পুরুষেরা এই প্রেমধর্ম পান নাই, কারণ তাঁরা যথোচিত বিশ্বাসী ছিলেন না। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছেন :

'পণ্ডিত— তুমি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা ও তাৎপর্যের বিষয় যাহা বলিলা সে যথার্থই বটে, কিন্তু কেবল বহুমূল্য প্রযুক্ত কেবল যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাবৎ লোকের পাপ মার্জ্জনা হয় ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, দেখ, এক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই যদি তাবৎ লোকের পাপ মার্জ্জনা হইত তবে হিন্দু ইত্যাদির শাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত লিখিবার আবশ্যকতা কি, তবে তাহা বুঝিয়া বোধ হয় তোমাদের শাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্ত সে কেবল বিলাতের তাবৎ মনুষ্যের পাপ মার্জ্জনার জন্যেই হইয়াছে সর্ব্বদেশীয় লোকের জন্যে নহে।

পাদ্রী তাহার উত্তর দিয়েছে :

'আর পূর্বে বলিয়াছি তোমাদের শাস্ত্রে যে ধর্ম্মপথ নির্দিষ্ট আছে তাহাতে কেবল তোমাদেরি অধিকার সে অন্য জাতীয়দের উপকারক নহে ইহা তোমরাও স্বীকার করিয়া থাক। আর দেখ যদি কোন হিন্দু লোক বিলাত যায় তবে সে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর কখন হিন্দু হইতে পারে না, কেননা তাহার জাতি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় একটি অদ্ভুত কথা। হে মহাশয় এই সকল ব্যবহার দেখিয়া তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষ্ফল নির্গুণ তাহাই জানা যায়, সে কেবল একদেশীয় লোকের জন্যেই হইয়াছে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের যে ধর্ম্ম প্রকাশিত আছে সে বহুমূল্য কেননা তাবৎ দেশীয় লোকই তাহাতে অধিকারী হয়, অর্থাৎ ধনী কি কাঙ্গাল যে কেহ তৎকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিশ্বাস করে তাহারা সকলেই পরকালে সমান মুখের ভাগী হইতে পারে।'

এই ট্র্যাক্টগুলি আলোচনার সূচনায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'The First Catechism' এর উল্লেখ করা হয়েছে। তার অংশ বিশেষের অনুবাদ এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখন এই পুস্তকটির প্রসঙ্গ আলোচনা করা হচ্ছে। বইখানির নাম 'ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা'। এটি প্রশ্নোত্তর ভঙ্গির একটি পুস্তিকা। এর নাম পত্র :

School Book Series No1
The First Catechism
ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা
5th Ed
Calcutta : Printed at the Church Mission Press
for Calcutta christian Tract and Book Society
1837

এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯। বই থেকে উদ্ধৃতি :

ধর্ম্মের বিশেষ জিজ্ঞাসা

৫৬. ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া কাহার জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিলে
উ. আমাদিগের জন্যে।
৫৭. তিনি আর কি কি কর্ম্ম করিলেন?
উ. নানা প্রকার দুঃখ সহিয়া তিনি আমাদের পাপের প্রতিফল ভোগিলেন।
৫৮. পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি দিলেন?
উ. আপন প্রাণ দিলেন অর্থাৎ তিনি মরিলেন।
৫৯. তিনি কি প্রকারে মরিলেন?
উ. পাপি লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ক্রুশেতে বধ করিয়া, কিন্তু আপন ইচ্ছায় তিনি ধরা দিলেন।
৬০. মরিলে পর তাঁহার কি হইল?
উ. তিনি দিবসানন্তর সজীব হইয়া উঠিলেন এবং চল্লিশদিন পরে স্বশরীরেতে স্বর্গে গেলেন।

এই পুস্তকে প্রাতঃকালের প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা ইত্যাদির নির্দেশ আছে। যেমন :

'সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা'

'ওহে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে আজি খাওয়াপরা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ, এবং তোমার অনুগ্রহেতে কোন দায়েতে না পড়িয়া এখন পর্যন্ত বাঁচিয়া আছি, কিন্তু ওহে পরমেশ্বর, আমরা তোমার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নহি, কেননা তোমার সাক্ষাতে আমরা বড় অপরাধী, তোমার আজ্ঞা জানিয়াও অনেক প্রকারে লঙ্ঘন করিয়াছি, তোমার প্রতি মন না দিয়া এবং তোমার যাহাতে সন্তোষ হয় এমত কর্ম্ম না করিয়া, ঐহিক বস্তুতে মন দিয়াছি, এবং নিজ সন্তোষক কর্ম্ম করিয়াছি।'

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নামপত্র এই :

ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা

The Bengalee Second Catechism
For
the use of Schools
Calcutta, Printed at the Baptist Mission Press circular Road,
For the Bengal Tract and Christian Book Society.

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮। এতে ও প্রাতঃকালের প্রার্থনা, সায়ংকালের প্রার্থনা, রবিবারের প্রার্থনা ইত্যাদি আছে। এর ভাষার দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল :

প্রাতঃকালের প্রার্থনা

'হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় গত রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছি, এবং

নানা আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আজিকার দীপ্তি দর্শন করিতেছি, এজন্যে তোমার স্তব স্তুতি করি। হে ঈশ্বর, জগৎ সংসার আলো দিতে এবং ভূম্যাদিকে ফলবান করিতে গগন মণ্ডলেতে তুমি যেমন সূর্যের উদয় দিয়াছ, তেমনি আমাদের অন্তঃকরণে সান্ত্বনা ও প্রেমাদি জন্মাইতে খ্রীষ্টরূপ সূর্যের প্রকাশ করাও, কেননা সূর্য্যোদয় হওয়াতে যাদৃশ রাত্রির অন্ধকারাদি নষ্ট হয়, তাদৃশ আমাদের মনেতে খ্রীষ্ট প্রকাশিত হইলেই পাপ ও ভ্রমাদিরূপ তিমির দূর হইবে।'

'পরের পরিত্রাণ চেষ্টা করা খ্রীষ্টীয়ানদের উচিত' নামে আর একটি পুস্তিকার প্রসঙ্গ অতঃপর আলোচ্য। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর ইংরেজি নাম 'The Duty of christian to seek the salvation of the Heathen.' এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১। এতে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সকলের জন্য মুক্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পাপ ত্যাগ করে সকলেরই পরিত্রাণের সুপথটির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত। এই আগ্রহ সাধনে প্রেমই একমাত্র অবলম্বন। এর ভাষারীতি কতকটা বন্ধুরতা মুক্ত। 'দেদীপ্যমান', 'তেজোময়' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে কতকটা সাবলীলতা দেখা যায়, যেমন :

'যাহারা জ্ঞানবান তাহারা আকাশের প্রভাবের মত দেদীপ্যমান হইবে এবং যাহারা অনেককে ধর্ম্মের প্রতি মন ফিরায় তাহারা সদা সর্ব্বক্ষণে তাহাদের ন্যায় তেজোময় হইবে। অতএব প্রিয় ....ভ্রাতৃসকল প্রভুর সেবাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানিয়া তোমরা সুস্থির ও নিশ্চল চিত্র হইয়া উত্তরোত্তর তাহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই শ্রমেতে নিযুক্ত থাক।'

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভ্রমনাশক' বা Error Refuted নামে আর একটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তিকা পাওয়া যায়। এই বই কলিকাতা খ্রীষ্টান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষে চার্চ্চ মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এতে প্রথমেই একটি বাণী স্মরণ করা হয়েছে :

১ তিমথী — ২/৫ 'অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মনুষ্য যে পুরুষোত্তম যীশু খ্রীষ্ট তিনি সকলের মুক্তির মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিলেন।'

মহাপ্রায়শ্চিত্ত ও সমশ্রেণীর অন্যান্য পুস্তিকার ন্যায় এই বইটিতেও হিন্দু ধর্মের প্রথাদি ও হিন্দুর দেবদেবীর নিন্দাপ্রচারই মুখ্য। এর ভাষার নিদর্শন :

'এখন বিবেচনা কর, যদি রামচন্দ্র সর্ব্ব শক্তিমান হইতেন তবে আপনি কি সকল জয় করিতে পারিতেন না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি কি আপন স্ত্রীরক্ষার নিমিত্তে বনের অতি নীচ পশু যে বানর তাহাদের আশ্রয় লইবেন। ......'

'পুনর্মিলনের বিষয়' — এই পুস্তকের নামপত্র এই :

ON Reconciliation With God

পুনর্মিলনের বিষয়

ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলন করাইবার জন্য খ্রীষ্ট অধার্ম্মিকদের পরিবর্তে আপনি ধার্ম্মিক হইয়া দুঃখ ভোগ করিলেন। পিতরের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আঠারপদ

1st ed. 1837

যীশুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ নির্দেশই এর উপজীব্য। এর ভাষার নমুনা :

'যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে এমত ভালবাসিলেন তোমাদের সুখের জন্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত মিলন করাইবার জন্যে আপনি দুঃখ ভোগ করিলেন। ঈশ্বরের মেল করাতে তোমাদের মঙ্গল জন্মে। .....কিন্তু মিলন কর্তা এক যীশু মাত্র আছেন, ঐ সকল তপস্যা গঙ্গা স্নানাদি কর্ম্মের দ্বারা কখন ঈশ্বরের মেল হইতে পারে না......।'

আর একটি দৃষ্টান্ত :

'পরমেশ্বরকে যে কালে পাওয়া যাইবে সে কালে তাঁহার অন্বেষণ কর, তিনি যে সময়ে নিকট আছেন সেকালে তাঁহার প্রতি প্রার্থনা কর। দুষ্ট লোক আপন আচার এবং অধার্ম্মিক লোক আপন মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করুক সে পরমেশ্বরের কাছে ফিরুক। যেহেতুক তিনি দয়া করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন। আমাদের ঈশ্বরের প্রতিও ফিরুক যেহেতুক তিনি অতিশয় ক্ষমাবান আছেন।'

'ধর্মব্যবস্থা' এর নামপত্রটি এই রকম :

ধর্ম্ম ব্যবস্থা অর্থাৎ ঈশ্বর
মনুষ্যদিগকে প্রতিপালন করিতে
যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার বিবরণ

এর পৃষ্ঠ' সংখ্যা ২৬। এতে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা :

৭ ম আজ্ঞা। পরদার করিওনা।

'দেখ যে পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, অথবা যে পরস্ত্রী কিংবা বেশ্যাগামী হয় কিম্বা ভোগ্যা স্ত্রী রাখে এইরূপ কোন স্ত্রীও যদি পরপুরুষ গামিনী হয় - তবে সেই নর ও সেই নারী ঈশ্বর স্থাপিত বিবাহজাত সম্পর্কের অভিপ্রায়াতিক্রম করাতে এবং গার্হস্থ ধর্ম্মের নানা সুখনষ্ট করাতে অবশ্যই সপ্তম আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী হইল।'

'ধর্ম্ম অবতারে'র নামপত্র এইরূপ :

Miscellaneous Series No 22
The Holy Incarnation
ধর্ম্ম অবতার
4 th ed. Oct. 1838.
Printed at the Baptist Mission Press
For the Calcutta Christian Tract and Book Society
1838,

এই পুস্তকের চারটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে হিন্দু ধর্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধির অসারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে :

'হিন্দু শাস্ত্রে অবতার দ্বারা পাপি লোকদিগকে পরিত্রাণ কোন প্রকারে হয় না, কিন্তু ক্রমে ২ পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে শেষের গতিতে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।'

তৃতীয় খণ্ডে খ্রীষ্টের স্বভাবের ও ক্রিয়ার ও গুণের বৃত্তান্ত এই রকম :

'প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষদের প্রতি অতি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। দেখ তিনি নিন্দিত হইলেও প্রতিনিন্দা করিলেন না, ও লোকেরা তাহাকে শাপ দিলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, যখন তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, তখনও তিনি কৃপা করিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলেন, এবং যদ্যপি তিনি সর্ব্ব শক্তিমান আপন বাক্য দ্বারাই শত্রুদিগকে নষ্ট করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তাহা না করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে তিনি আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিলেন।'

'তিমির নাশক' নামে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিষয়ক আর একখানি পুস্তিকার সংবাদ পাওয়া গেছে। এর নামপত্রটি :

Miscellaneous Series No 27
The Destroyer of Darkness
তিমির নাশক
Oct. 1838

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২। এর বক্তব্য খুব সহজ। হিন্দু ধর্ম মানুষের মনের তিমির বিনাশ করতে পারে না। বলার ভঙ্গিটি এইরকম :

'আর যে দেবী গঙ্গা বলিয়া মান, তিনি কি মতে পাপ নাশ করিতে পারেন কেননা তিনি নিজে অপরাধিনী, তিনি আপন স্বামীকে ছল করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং আপনার আটজন বালক দিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন, আর এক রাজার উপপত্নী ছিলেন, এবং এ সকল অপরাধ প্রযুক্ত তিনি আপনি নারায়ণের নিকট নিবেদন করিলেন, আমার কি দশা হইবে, কেননা আমি পাপিনী ....অতএব তিনি নিজে যদি এমত অপরাধিনী হন, তবে কেমন করিয়া অন্যের পাপ খণ্ডাইতে পারেন এক ঋণী কি অন্য ঋণী জামিন হইতে পারে কখনো না।'

'সত্য আশ্রয়' : এর নামপত্র :

No. 16 The True Refuge
সত্য আশ্রয়
June 1838.

পুস্তকের শেষে একটি বিজ্ঞাপন আছে। তা নিচে দেওয়া হল :

'বিজ্ঞাপন'

যে মহাশয়েরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তল্লিখিত বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন, কিম্বা ইহার সকল কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহারা পশ্চাল্লিখিত কিয়ৎস্থান নিবাসি পাদরি সাহেবদের কাছে নিবেদন করিলে পাদরি সাহেবানেরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্বক এঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, ও কথার ভাব কহিয়া দিবেন, এবং ঈশ্বরের ত্রাণের পথ দেখাইবেন।

কলিকাতা	শ্রীরামপুর	কাটোয়া
খিদিরপুর	চুঁচুড়া	বহরমপুর

টালিগঞ্জ	কৃষ্ণনগর	ঢাকা
শালিকা	কালনা	যশোহর
হাওড়া	বৰ্দ্ধমান	এন্টালি
চিতপুর	বীরভূম	ইত্যাদি

Printed at the Church Mission Press, Mission Row,
For the Calcutta Tract and Christian Book Society.'

এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। যুবা-বৃদ্ধের কথোপকথন আকারে খ্রীষ্ট ধর্মের উৎকর্ষ অপর পক্ষে হিন্দুধর্মের অপকর্ষ বোঝান হয়েছে এই গ্রন্থে। 'সত্য আশ্রয় কি' বৃদ্ধের এই প্রশ্নের উত্তরে যুবকের যা জানা ছিল যেমন গঙ্গাস্নান, দেবপূজা, কৃষ্ণবিষ্ণুর সেবা, জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি জানাল। কিন্তু বৃদ্ধ একথায় বিশ্বাস করল না। তার বক্তব্য মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য যা দরকার তা হল ঈশ্বর দত্ত প্রকৃত শাস্ত্রের উপদেশ। এই রকম লক্ষণ যুক্ত উপদেশ কেবল মাত্র খ্রীষ্টীযানদের ধৰ্ম্ম পুস্তকে আছে। তিনি আরও বললেন, ঈশ্বর মুক্তির উপায় বলে দেন এইজন্য তাঁর সামনে পাপ নিবেদন করা উচিত। পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি :

> 'হে পরমেশ্বর আমি বড় পাপী, জন্মাবধি আজ পর্যন্ত আমি পাপ বিনা কিছুই করি নাই, আমার পুণ্যের লেশও নাই, এবং পাপের দণ্ডাজ্ঞা যদি হয়তো আমি সত্য করিয়া স্বীকার করিলাম, সে উচিত বটে, অতএব নিজ পুণ্য দ্বারা আমার মুক্তি হবে কিসে, কেবল যীশু খ্রীষ্টের কৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমার পাপ মোচন হইতে পারে, তাঁহারই আশ্রয় লইলাম, অতএব তাঁহার অনুরোধ আমাকে ক্ষমা করুন।'

'কোন শাস্ত্র মাননীয়' নামক আর একটি ট্র্যাক্ট যার নামেই প্রকাশ যে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় এই দুই ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম আচরণীয়, তারই বিষয় এই বই-এ নির্ণীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর নিশ্চিত উত্তর— যা এই ধরণের লেখকদের অভিপ্রেত ছিল তা আমরা জানি। খ্রীষ্টীয় ধর্মই পালনীয়— এই সিদ্ধান্তই এই পুস্তকে পাওয়া গেছে। এর নামপত্রটি বৈচিত্র্য বর্জিত একই রকমের—

Miscellaneous Series No. 4
What Scripture Should be Regarded.
কোন শাস্ত্র মাননীয়।
অর্থাৎ রামচন্দ্র নামে একজন হিন্দু লোক মার্ক নামে একজন
খ্রীষ্টীয়ান এই উভয়ের শাস্ত্র বিষয়ে
পরস্পর কথোপকথন
1839

খ্রীষ্টীয় ধর্ম কেন গ্রহণীয় এবং হিন্দু ধর্ম কেন গ্রহণীয় নয় তার মোট বারটি কারণ দেখান হয়েছে এই পুস্তকে। সত্যিই হিন্দু শাস্ত্র বলে কিছু আছে কিনা এ বিষয় ঘোরতর সন্দেহও প্রকাশ করা হয়েছে এখানে। তার ভাষারীতিটি লক্ষ্যণীয় :

> 'কিন্তু হিন্দুদের মূল শাস্ত্র গোপনীয় থাকে এবং তাহার অখণ্ড একখান পুস্তক মাত্র

আছে কিনা সে কোথায় বা পাওয়া যায় ইহা প্রায় কেহই বলিতে পারেনা। আর হিন্দু শাস্ত্রকে সত্যবোধ হইলে সে সকলের কারণ হয়না তাহা পাঠ করণে কেবল পণ্ডিত গণের অধিকার আছে অন্যেরা সে শাস্ত্র পড়ে ইহাতে স্থির নিষেধ আছে।'

আবার :

৩. তৃতীয় প্রমাণ এই। ......হিন্দুদিগের শাস্ত্র কেবল হিন্দুদেরি জন্য লেখা গেল ইহা নিশ্চয় সুতরাং অন্য জাতীয়েরা তাহাতে অনধিকারী হয় এবং তাহার দ্বারা পরিত্রাণ পাইতেও পারেনা ইহাই কহে। ....দেখ সত্য শাস্ত্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া জগতের তাবৎ মনুষ্যদের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার নষ্ট করে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র অতি ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের তুল্য হইয়া কেবল একস্থানের অত্যল্প লোককে দীপ্তি দেয়। অতএব প্রদীপতুল্য হিন্দু শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল সত্যশাস্ত্র গ্রহণ করা ভাল।'

অতঃপর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে প্রকাশিত 'খ্রীষ্টের উপদেশ কথা' নামক আর একখানি ট্র্যাক্টের প্রসঙ্গ স্মরণীয়। এর নামপত্র এইরকম :

Miscellaneous Series No. 18.
Christ's Sermon on the Mount
খ্রীষ্টের উপদেশ কথা
April 1839

বাইবেল বঙ্গানুবাদের ধারায় ইতিপূর্বে 'দাওদেরগীত', 'মোশার ব্যবস্থা' ইত্যাদি পুস্তক পুস্তিকার আলোচনা সূত্রে ভাষার যতোটা বন্ধুরতা লক্ষ্য করা গেছে, বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থগুলির [ট্র্যাক্ট] ভাষা ঠিক সেরকম নয়। তবে 'খণ্ড অর্থে খান-যেমন পুস্তক খান', মন ও উল্লাস শব্দদ্বয়ের সন্ধি করে 'মনোল্লাস', ভোগ করিলেন অর্থে ভোগিলেন এবং এরকম আরও বিচিত্র প্রয়োগ এই সব পুস্তিকায় দেখতে পাওয়া যায়। সে যা হোক, বর্তমান আলোচ্য 'খ্রীষ্টের উপদেশ কথা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। এর সূচনায় কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে — যেমন নরহত্যা করিও না, চক্ষুদ্বারা দেখিয়া বিচার করবে, ব্যাভিচার করিবে না, প্রতিবাসির প্রতি প্রেমকর. লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম কর্ম করিওনা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর ইত্যাদি। এর ভাষার নমুনা :

' ....উপবাসের সময়ে কপটি লোকেরা মনুষ্যদিগকে উপবাস জানাইতে যেমন আপনার মুখ ম্লান করে, তোমরা তেমন করিওনা, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইবে তুমি যখন উপবাস কর তখন যেন লোকদের কাছে তোমাকে উপবাসির মত না দেখায়, এইজন্যে আপন মস্তকে তৈল মাখ, এবং মুখ প্রক্ষালন কর, তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।'

আবার,

'আর যে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে, এমন পৃথিবীতে আমাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিওনা। এমন স্বর্গেতে ধন সঞ্চয় কর। কেননা যে স্থানে তোমাদের ধন সেই স্থানে তোমাদের মন। চক্ষু শরীরের প্রদীপ, অতএব তোমাদের চক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে তোমাদের সমুদয় শরীরই দীপ্তিময় হইবে কিন্তু চক্ষু অপ্রসন্ন হইলে তোমাদের সমস্ত শরীরই অন্ধকার হইবে। অতএব যে

দীপ্তি তোমাতে আছে তাহা যদি অন্ধকার হয় তবে সেই অন্ধকার কত বড়। কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না, একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করে তেমনি তোমরাও ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়ের সেবা করিতে পাবনা।'

ক্রীশ্চান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষে চার্চ মিশন প্রেস থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'ধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসোত্তর'। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪। এই প্রশ্নোত্তরের সংলাপ থেকে কিছু উদ্ধৃতি :

উত্তর :— হাঁ ইহকালেও তাঁহার নানা প্রকার লাভ হয়, সে কি ২ না ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার মেল হয়, ও সদাত্মার ভাবেতে তাহার ঈশ্বরীয় স্বভাব প্রাপ্তি অর্থাৎ তাহার ঈশ্বরের ন্যায় সৎস্বভাব হয়, আর পরমেশ্বর তাহাকে সদাকালে সর্বপ্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আর তাহার সুদশা হউক কি দুর্দশা হউক, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার মনোল্লাস এবং আনন্দই হইয়া থাকে। অপর তাহার আর মৃত্যুভয় থাকে না, যেহেতুক মরিলে পর সে দুঃখ সকলকে এড়াইয়া চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিতে অনন্ত সুখ ভোগ মাত্র করিবে এ নিশ্চয় জানে'। পৃ. ২০।

সর্ব সাধারণের জন্য প্রকাশিত ট্র্যাক্ট ছাড়া এই সময়ে আরো কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র খ্রীষ্টান যাজকদের ব্যবহারার্থে। যেমন, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং মুদ্রিত একটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তিকার নাম :

'The Book of Common Prayer, and administration of the Sacraments and other rites and ceremonies of the church according to the use of the united church of England and Ireland.

এই বইটি সর্ব সাধারণের জন্য। এর নামপত্রে দেখা যাচ্ছে —'Not Published Calcutta' Bishops college Press, 1840'. এর বাংলা নামপত্রে দেখা যায় —ইংলণ্ড ও ঐর্লণ্ডদেশীয় সম্মিলিত মণ্ডলীর ব্যবহারানুযায়ী 'সাধারণ প্রার্থনা এবং সংস্কার ও মণ্ডলীর অন্যান্য রীতি ও ক্রিয়াসাধনের পুস্তক বঙ্গভাষায় কলিকাতা সমীপস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনার্থে ঐ মুদ্রাযন্ত্রেই প্রকাশিত হয়।—শকাব্দ ১৭৬২, খ্রীষ্টীয় শকে ১৮৪০।

খ্রীষ্ট ধর্মের পালনীয় বিধি নিয়মের ব্যবস্থাদানই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থের শুরুতেই বিষয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে—'সংবৎসরের প্রতিদিবসিক ব্যবহার্য প্রাতঃকালের প্রার্থনার অনুক্রম। প্রাতঃকালের প্রার্থনারম্ভের পশ্চাল্লিখিত পদের মধ্যে দুই এক পদ ধর্ম্ম পরিচারক উচ্চৈঃশব্দ করিয়া পাঠ করিবেন অনন্তর পশ্চাল্লিখিত উপদেশ কহিবেন।'

এই গ্রন্থের যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয় তা হল এর গদ্যের যতিবিন্যাস। ইংরাজির মত এখানে বাংলা লেখাতেও বাংলা পূর্ণযতির দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ফুলষ্টপ ব্যবহৃত হয়েছে।

এতে মহাজনের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে উপদেশ দান করা হয়েছে। এই বাণীগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণতঃ এই সকল ট্র্যাক্টে গদ্যের আলঙ্কারিক পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায় না। সেই দিক থেকে ট্র্যাক্ট জাতীয় রচনাবলীর মধ্যে এই বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দও এই গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। প্রথমে মহাজন বাণীর দৃষ্টান্ত দেখে পরে বিশিষ্ট শব্দ সংগ্রহ করে দেখা যেতে পারে :

কয়েকটি মহাজন বাণী :

১। 'তাপিত মনই পরমেশ্বরের বলি স্বরূপ, হে ঈশ্বর তুমি তাপিত ও খেদান্বিত অন্তঃকরণ তাচ্ছল্য করিবানা', গীত সংহিতার — ৫১, ১৭

২। 'অনুতাপ কর, কেননা স্বর্গের রাজ্য উপস্থিত আছে', —মথায়ের ৩. ২

৩। 'বস্ত্র না চিরিয়া বরং বিদীর্নান্তঃকরণ আপন ঈশ্বর পরম প্রভুর প্রতি মন ফিরাও, কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান ও ক্রোধে ধীর ও অতিস্নেহী এবং দণ্ড করণে ক্ষান্ত হন' — যো. এলের ২. ১৩

৪। 'দুষ্ট লোক আপন কৃত দুষ্টতা হইতে বিমুখ হইয়া যথার্থ ও প্রকৃত ব্যবহার করিলেই, সে আপন আত্মাকে বাঁচাইবে।' — হিজিকেলের ১৮. ২৭

৫। 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করি আর আমার পাপ সতত আমার গোচরে আছে'। —গীত সংহার ৫১. ৩

৬। 'হে ঈশ্বর আমার পাপ হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করহ', — গীত সংহার ৫১. ৯.

৭। 'আমরাই ঈশ্বর প্রভুর আজ্ঞাবিরুদ্ধ গতি করিয়াছি ও তাঁহার সমর্থিত ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিতে তাঁহার ব্যাক্য মানি নাই, তথাপি দয়া ও ক্ষমা করা ঈশ্বর পরম প্রভুর অধিকার', — দানেবলর ৯৯. ১০.

৮। 'হে পরম প্রভো, ক্রোধে নয় বরঞ্চ বিচারে আমাকে শাসন করহ, নতুবা আমার সর্ব্বনাশ হয়', — যিরমীয়ের ১০. ২৪. গীত সংহিতার — ৬. ১০.

৯। 'আমি উঠিয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিব, হে পিতঃ আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে পাপ করিয়াছি, এবং তোমার এবং তোমার পুত্র বলিয়া খ্যাত হইবার যোগ্য নহি'; — লূকের ১৫. ১৮. ১৯.

এই পুস্তকের বিশিষ্ট শব্দগুলি হল, খেদান্বিত, তাচ্ছল্য, উচৈঃ শব্দ, অতিস্নেহী, 'বরঞ্চ, ত্রাপি', স্থির দিবসিক ও অস্থির দিবসিক ইত্যাদি। বানানের অশুদ্ধি পূর্ব পরিচিত।

এতে সংবৎসরের পালনীয় উৎসব, উপবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে :

'স্থির দিবসিক এবং অস্থির দিবসিক উৎসবের নির্ঘন্ট ও নিয়ম অথচ সংবৎসরের উপবাস ও সংযমের দিবস।' অস্থির দিবসিক পর্ব্ব পুণ্যোৎসব দিনের নিরূপণ করণের নিয়ম : মার্চ মাসের একোবিংশতি দিবসে যে পূর্ণিমা কিংবা তাহার পর যে নিকট বর্ত্তি দিবসে যে পূর্ণিমা হয় তাহার পশ্চাৎগামি রবিবারে খ্রীষ্টের উত্থান পর্ব্ব হয়, কিন্তু রবিবারে যদি পূর্ণিমা হয় তবে তাহার সম্মুখে রবিবারে ঐদিন হইবে এই মহোৎসব দ্বারা অন্য অন্য উৎসবের কালের নিরূপণ হয়.......ইত্যাদি।'

সংবৎসরের পালনীয় উৎসবগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে

বৎসরের তাবৎ রবিবার

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্ট প্রকাশ পর্ব্ব

সাধু পউলের মনঃ পরিবর্তন পর্ব্ব

ধন্যা কুমারী মারিয়ার শৌচ পর্ব্ব
সাধু মথিয় প্রেরিতের দেব পর্ব্ব
ধন্যা কুমারীর মারিয়ার সংবাদ প্রাপ্তির পর্ব্ব
সুসমাচার রচক সাধু মার্কের পর্ব্ব
সাধু ফিলিপ ও সাধু যাকুব প্রেরিতেরদের পর্ব্ব
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহন পর্ব্ব
সাধু বার্ণবার পর্ব্ব
সাধু যোহন ব্যাপটাইজকের জন্ম পর্ব্ব
সাধু যাকুব প্রেরিতের পর্ব্ব
সাধু বার্ত্তোলমি প্রেরিতের পর্ব্ব
সাধু মথী প্রেরিতের পর্ব্ব
সাধু মেথাএল ও সর্ব্ব স্বর্গীয় দূতগানের পর্ব্ব
সুসমাচার রচক সাধু লূকের পর্ব্ব
সাধু সিমোন ও সাধু য়িহুদাপ্রেরিতেরদের পর্ব্ব
সাধু বর্গের পর্ব্ব
সাধু আন্দ্রিয় প্রেরিতের পর্ব্ব
সাধু থোমা প্রেরিতের পর্ব্ব
আমাদের প্রভুর জন্ম পর্ব্ব
সাধু স্তেফানের পর্ব্ব
সুসমাচার রচক সাধু যোহনের পর্ব্ব
অনঘ শিশু বধ পর্ব্ব

পুনরুত্থান দিবসের পর সোমবার ও মঙ্গলবার পঞ্চাশ ন্নামক রবিবারের পর সোমবার ও মঙ্গলবার।

এই গ্রন্থের গদ্যরীতি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। বাক্যের অন্তর্গত কোন কোন অংশে অল্প মাত্র কয়েকটি শব্দ ব্যবহারে কিছু কিছু সাবলীলতা দেখা যায়। কিন্তু জটিলতাই এর সাধারণ প্রকৃতি :

> 'হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা আমরা যেন ক্ষমা প্রাপ্ত হই এই নিমিত্তে আপনাদের নানাবিধ পাপ ও দুষ্টতা স্বীকার করিতে ও মানিতে আর আমাদের স্বর্গীয় পিতা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাক্ষাতে বা ছলেতে তাহা না লুকাইতে বরং নম্র ও বিনয়ি ও অনুতাপিত ও আজ্ঞাপালক অন্তঃকরণে স্বীকার করিতে, ধর্ম্ম শাস্ত্র নানা স্থলেতে আমাদিগকে নানা প্রবৃত্তি দেয় আর ঈশ্বরের নিকটে বিনয়পূর্ব্বক পাপ স্বীকার করা যদ্যপি আমাদের সর্ব্বকালে উপযুক্ত বটে, তথাপি তাঁহা হইতে আমাদের প্রাপ্ত পরম উপকারের কারণ স্তুতিবাদ করিতে, ও তাঁহার অতি উপযুক্ত প্রশংসা প্রকাশ করিতে, ও তাঁহার অতিপুণ্যবাক্য শ্রবণ করিতে আত্মাশরীরের প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক বিষয় প্রার্থনা করিতে যখন সকলে একত্র হই, তখন পাপ স্বীকার করা আমাদের বিশেষ আবশ্যক অতএব এ স্থানে উপস্থিত যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমার নিবেদন ও বিনতি এই যে শুদ্ধ অন্তঃকরণে ও নম্রস্বরে স্বর্গীয় প্রাসাদের সিংহাসন সমীপে আমার সহিত কহ।'

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটির নামেই প্রকাশ যে এই বইটি সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক হিসেবেই অভিপ্রেত ছিল। সমবেতভাবে প্রার্থনার যোগ্য কয়েকটি বিষয় এতে উল্লিখিত আছে :

> হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নামপুণ্য করিয়া মানা যাউক ; তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার রাজ্য স্বর্গে যেমন তেমনি পৃথিবী মধ্যেও হউক। আমাদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও এবং আমরা যেমন নিজ অপরাধিদি গকে ক্ষমা করিতেছি তেমনি আমাদেরও সকল অপরাধ ক্ষমা করহ, আর আমাদিগকে পরীক্ষায় না লইয়া মন্দ হইতে রক্ষা করহ, যেহেতু তোমার রাজ্য ও পরাক্রম ও মহত্ব সদা সর্ব্বদা আছে। আমেন্.

এই অংশটুকু মূলের দুর্বল অনুবাদ মাত্র। সমবেত প্রার্থনার বিষয় এবং প্রতিপাদ্য উৎসবের বিষয় ব্যতীত এই গ্রন্থে কযেকটি উপবাস ও সংযমের দিন ঘোষিত হয়েছে। যেমন :

উপবাস বা সংযম

১। মহা উপবাসের চল্লিশ দিন

২। চারিকালের মধ্যে যে জন্মদিন অর্থাৎ মহাউপবাসের রবিবারের পর বুধ, শুক্র, শনি পঞ্চাশন্নামক রবিবারের পর বুধ, শুক্র শনি, সেপ্তেম্বর মাসের চতুর্দশ তারিখের পর বুধ, শুক্র, শনিবার ডিসেম্বর মাসের ১০।

৩। পুণ্য বৃহস্পতিবার অথবা প্রভুর স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে সোম, মঙ্গল, বুধ যে তিন মহাযাত্রা দিন।

৪। খ্রীষ্ট জন্ম পর্ব্ব ব্যতিরেকে বৎসরের তাবৎ শুক্রবার।।

এইবার List of Proper names নামে অপর একটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বিশেষ ধরণের পুস্তিকার প্রসঙ্গ আলোচ্য। এর নামপত্রটি এই—

List of Propei names occuring in the Sacred Scriptures.
Designed to form the basis of a uniform method of spelling the proper names of scriptures in the languages of India.
By
The Calcutta Baptist Missionaries. English and Bengali. Calcutta.
Printed at the Baptist Mission Press,
Circular Road – 1840.

এই নামপত্রের পরে সুদীর্ঘ ইংরেজি ভূমিকা রয়েছে এবং ঐ ভূমিকায় পুস্তকের উদ্দেশ্য লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। ভূমিকাটির বাংলা অনুবাদ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দেওয়া হল :

ভূমিকার সারমর্ম—

এই গ্রন্থের মুদ্রণ অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে। সেইজন্য এই বই প্রণয়ণের উদ্দেশ্য, কিসের উপর ভিত্তি করে এটি রচিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি।

খ্রীষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীতেই ঈশ্বরের বাণীকে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষায় প্রচারের সর্বাধিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই যুগের অগণিত

উন্নততর শক্তি বাইবেল অনুবাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। পৃথিবীর সমগ্র দেশেই বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই প্রয়াস খুব বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। এই কর্মে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, দেশীয় মিশনরিদের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়নি। নূতন অভিজ্ঞতায় পূর্ব পূর্ব ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে নিয়ে অনুবাদ সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নামবাচক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সকল গ্রন্থে যে অনিয়মিত নীতি অনুসৃত হয়েছে— তাই অনুবাদগুলিকে সম্পূর্ণতা দান করতে পারেনি। শব্দের মধুরতার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং নির্দিষ্ট নামগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টাও মোটেই করা হয়নি।

নির্দিষ্ট নামের চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত না করা অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেমনই হোক না কেন, বাইবেলের পক্ষে তা অত্যন্ত গর্হিত। কারণ ওল্ড টেষ্টামেন্টের কয়েকটি অধ্যায় এই নামবাচক শব্দের তালিকাতেই পূর্ণ। ঐ গুলিকে যর্থার্থভাবে জেনে তবেই পবিত্র ইতিহাস, ধর্মীয় এই ঈশ্বর তত্ত্বমূলক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথ করে নিতে হয়। নিতান্ত পার্থিব ব্যাপারে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজন আছে। ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ ইউরোপীয় মিশনরিরা, দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য লিখিত বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং প্রবন্ধে বিশিষ্ট চরিত্র গুলির নামের বিভিন্নতা দেখে সংশয়বোধ করেছেন। এই বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক।

এইরকম নানাবিধ অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের মত আর একটি গ্রন্থ এতাবৎকালের মধ্যে রচিত হয়নি। এরকম অভিনব একটি তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব ইতোপূর্বে আর কেউ গ্রহণ করেনি। অনুবাদের ক্ষেত্রে এমন একটি গ্রন্থ যে অপরিহার্য ছিল সে অভাবও কেউই অনুভব করেনি। ফলে অনুবাদককে যে কত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। কত শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে নামগুলির ব্যাপারে ঐক্য বজায় রাখতে— আজকের দিনে বসে সে কথা সহজে অনুভব করা যাবেনা। অত্যন্ত পরিচিত নামগুলিরও পৃথক পৃথক রূপ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন : 'লুকাস' [Lucas] এবং 'লূক' [Luke]'নোয়া' [Noah], টিমোথিয়াস [Timotheus] এবং 'টিমোথি [Timothy] আবার Eligah [এলি] /Elias , এলিশা হয়েছে [Elisha] আবার কোথাও [Elisius]। এইরকম একই নামের বানানের বিভিন্নতা পাঠকের পক্ষে বড়ই অন্তরায় হয়ে ওঠে। সুতরাং লিষ্ট অফ্ প্রপার নেমস' যে বাইবেল সম্পর্কিত আলোচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই সবদিক বিবেচনা করে ভূমিকায় কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যাঁরা এই ধরণের পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা সকলেই যে এই গ্রন্থের নীতি সমর্থন করতেন — একথা মনে করাও বৃথা। কেবল গ্রন্থে অনুসৃত নীতিগুলি বিবৃত করা হয়েছে মাত্র। তারপর যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করেছে, যার ইচ্ছা হয়নি সে গ্রহণ করেনি।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পরে গ্রন্থে অনুসৃত নীতিগুলি General Principles এবং Particular এই পৃথক শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। দশটি সাধারণ সূত্রে সাধারণ নীতি বর্ণিত হওয়ার পর একাদশ সংখ্যায় বিশেষ নীতির উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ভূমিকার সঙ্গে addition শিরোনামে ইংরেজিতে সংক্ষেপে যা বলা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদ এইরকম :

ধর্মীয় নামগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা খুবই শ্রমসাধ্য কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করার পর দেখা গেল কতকগুলি শব্দ বর্জিত হয়েছিল, যদিও সেগুলি সংখ্যায় খুবই নগণ্য।

এই প্রয়াস সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণার জন্যে এখানে বর্ণানুক্রমে নির্বাচিত কয়েকটি শব্দ ও সেগুলির অনুবাদ দেওয়া হল। এই শব্দগুলি গ্রন্থে বাদ পড়েছিল—

Aziel or Taasiel	— বাঁসায়েল	Charasim	— হরশিম
Cesar	— কৈসর	Cis or Kish	— কীশ্
Cesarea	— কৈসরিয়া	Eyer	— এৎসর
Cesarea Philippi	— কৈসরিয়ফিলিপ্পী	Mathusala	— মিথুশেলহ্

মূলগ্রন্থে প্রদত্ত শব্দমালার অনুরূপ

Aaron	— হারোণ	Caiaphas	— কিয়ফা
Abacue	— হবককুক	Cannan	— কৈনন
Abaddon	— আবাদ্দোন	Dabareh	— দাবিরৎ
Abagtha	— অবগথ	Dabbasheth	— দাবেবশৎ
Abana	— অবানা	Dagon	— দাগোন
Baal	— বাল	Dalilah	— দিল্লীলা
Baalah	— বালা	Dalmanutha	— দলমনুথা
Baotrth	— বালৎ	Yuph	— সূফ্
Baal Beer	— বালবের	Zur	— সুর
Baal Berith	— বাল বিরীৎ	Zuriel	— সুরীরেল
Cabbon	— কাব্বোন	Zuri Shaddai	— সুরীশদ্দয়
Cabul	— কাবুল	Zuzims	— সুষীম
Cadesh	— কাদেশ	ইত্যাদি	

অলোচ্য খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষ, কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলা ভাষায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নানা প্রসঙ্গ প্রচারে ও জনসাধারণের কাছে খ্রীষ্টীয় পুরাণকে সুবোধ্য করে তুলবার প্রয়াসে ভাষার প্রতি মিশনরিদের গভীর অনুরাগের দিকটি বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়।

মিয়ুর সাহেব 'মত পরীক্ষা' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। হরচন্দ্র তর্ক পঞ্চানন এবং কাশীনাথ বসু এই গ্রন্থের উত্তর দেন আরও দুটি গ্রন্থে। আবার সেই দুটি গ্রন্থের উত্তর স্বরূপ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সত্য স্থাপন ও মিথ্যানাশন' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায় :

> '........তর্ক পঞ্চাননের পুস্তক প্রকাশ হওনের সময় অনুমান করিয়াছিলাম যে উত্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই কেননা প্রথমতঃ তাঁহার পুস্তক সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হওয়াতে অত্যল্প লোকের বোধগম্য ছিল এবং গৌড়ীয় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বঙ্গ দেশের বহির্ভূত পণ্ডিতদের পাঠ করিয়ার সম্ভাবনা ছিল না সুতরাং তাঁহার মিথ্যা বর্ণনাতে অনেকের বিড়ম্বনা হইবার আশঙ্কা ছিল না আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উক্তির অযুক্তি ও অসত্যতা এমত স্পষ্টরূপে সুসমাচার পাঠক লোকের বোধ্য ছিল যে সকলে নিজ বুদ্ধিতে এ

বিষয়ের তথ্য অবগত হইতে পারিত এইজন্য উত্তর লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই কিন্তু পরে প্রভাকর নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের সম্পাদক ঐ গ্রন্থ সমাদরপূর্বক বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবাতে এবং বাগবাজার নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ বসু গৌড়ীয় ভাষাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিবাতে বোধ করিলাম যে এই পুস্তকদ্বয়ের উত্তর রচনা করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ করা আবশ্যক।'

বই খানির নামপত্রে কোন মুদ্রণ বর্ষের উল্লেখ নেই। তবে রেভারেণ্ড লঙ-এর তালিকায়— এর মুদ্রণ কাল দেওয়া আছে ১৮৪১। ভূমিকার ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং বাক্য প্রবাহের মধ্যে কোন ছেদ বা যতি না থাকায়, অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাঞ্জল নয়। লেখকের বক্তব্য সহজ কথায় এই যে, হরচন্দ্র তর্ক পঞ্চানন মিয়ুর সাহেবের পুস্তকের উত্তর লিখেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলে ঐ পুস্তকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এবং খ্রীষ্টানগণের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা সাধারনের বোধগম্য ছিল না। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় তাঁর বক্তব্যের অযৌক্তিকতা সহজেই বুঝতে পারবে বলেই লেখক কৃষ্ণমোহন এই গ্রন্থের উত্তর দানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি, কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত যখন ঐ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেন তখন লেখক তাঁদের মতামতের উত্তর দেওয়া নিতান্তই কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। তারই ফলে 'সত্য স্থাপন ও মিথ্যানাশন' রচিত হয়।

'সত্য স্থাপন ও মিথ্যা নাশন' গ্রন্থে রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বলুন যে হরচন্দ্রের উক্তি অযৌক্তিক [ভূমিকা দ্রষ্টব্য], কিন্তু তিনি হরচন্দ্রের উপস্থাপিত দুটি অভিযোগের যথার্থ স্বীকার্য কোন উত্তর দিতে পারেন নি। হরচন্দ্রের প্রথম অভিযোগ এদেশীয় দরিদ্র লোকেরা মদ্য মাংস আহারের লোভে এবং স্ত্রীলোকের সাহচর্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তৎকালীন খ্রীষ্টীয় মিশনগুলির ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, যারা তখন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা ছিল অভাবগ্রস্ত নীচজাতীয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, তবে সে সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এ অভিযোগ যে কেবল মাত্র তর্ক পঞ্চানন মশাই-এর তা নয়। তখন হিন্দু সমাজের অনেক লোকই একথা বিশ্বাস করতেন। এ সম্বন্ধে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় :

'ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতকব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। এই প্রকারগুলি হল এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দু ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোন নীচ লোক ধনাশায় কিংবা অন্য কোন কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।'

হরচন্দ্রের দ্বিতীয় বক্তব্য এই ছিল যে ধর্মের সহায়ক বলে কোনো গ্রন্থকেই যদি মানতে হয় তবে 'বেদ'ই শ্রেষ্ঠ পুস্তক, বাইবেল নয়। বাইবেলের প্রশস্তি মেনে নিয়েও একথা স্বীকার করতে হয় যে বাইবেল মানুষের রচনা, কিন্তু বেদ তা নয়। বেদ অপৌরুষেয়। এই কথাটি

বোঝাবার জন্যে তিনি লেখেন— 'ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে দৈবাদেশে রচিত পুস্তক যেমত মান্য তাহার অন্যথা সেমত নহে।' এই একটি মাত্র যুক্তিতেই বেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা সম্ভব।

হরচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের অন্য অংশে প্রভু যীশুর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিন্দা করেছেন এবং তিনি যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন সে সম্বন্ধে রেঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি যীশুর জন্মব্যাপারটি অলৌকিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> 'খ্রীষ্টদ্বেষী মহাশয় প্রভুর জন্মবিষয়ে নিন্দা করিতে উদ্যত হইয়া অনেক মিথ্যা কথা কহিয়াছেন ও বলিয়াছেন মথিয় ও লূকের মধ্যে প্রভুর জন্ম বৃত্তান্ত-এর বিষয়ে বিপরীত বর্ণনা দেখিয়াছেন।.........
>
> পুরুষের সহবাস ব্যতিরেকে স্ত্রীর গর্ভ হয়না এ ছলেও উক্ত কথাকে অসত্য কহিতেছেন, এতর্কেও ব্যভিচাব দেখিতেছি, কেননা লৌকিক ভাবে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ অসত্ত্বে গর্ভাধান হয় না বটে, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মকে কেহ্ কখন লৌকিক কহেনা ইহা নরকুলের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অদভুত প্রকারে দৈবশক্তিতে হইয়াছিল যেন ত্রাণকর্তা মানব ঔরসাধীন মালিন্যেতে কলঙ্কিত না হইয়া মনুষ্যভাবে অথচ পুণ্য ঈশাত্মজ স্বরূপে আমাদের দুষ্কৃতির প্রয়াশ্চিত্ত করিয়া মুক্তিদান করিতে পারেন। আর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু না থাকাতে একথা অমান্য হইতে পারেনা কেননা যিনি অসৎ অবস্থা হইতে এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি করিয়া স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের যখন অত্যন্তাভাব ছিল তখন আপন শক্তিতে আদি পুরুষের উৎপত্তি করিয়াছিলেন তিনি স্বেচ্ছাধীন এক কুমারীর গর্ভাধান করাইবেন ইহাতে অযুক্তি কি ?

খ্রীষ্ট জন্ম কথার ব্যাখ্যায় এই অলৌকিক দৈবী মহিমা স্বীকার করিয়া লইলেও হিন্দুর দেবদেবীর লীলা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহনের আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন—

> '......অর্দ্ধনারীশ্বরাদির রূপকল্পনা ও ধ্যান করিলে চিত্তের মালিন্য নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক ইহাতে কেবল অপবিত্র বাসনার উন্নতি হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অশুদ্ধ লীলা ও ব্রহ্মার নিজ কন্যাতে আসক্তি এসকল কথার উত্তরে বলা যায় যে ধর্ম্মের মূলবাক্য এই যে এক শুদ্ধ বুদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বিরাজমান আছেন একথা কোন প্রকারে অমান্য করত তাঁহাতে মায়া অথবা কামুকাদির ক্রিয়া আরোপ করিলে সমস্ত ধর্ম্মে আঘাত জন্মে।'

কাশীনাথ বসু মনুষ্যাত্মা এবং পরমাত্মা এক বলে বর্ণনা করেছেন এবং 'নিস্ত্রৈগুণ্য' ব্যক্তির পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নেই বলেছেন। তার উত্তরে লেখক বলেছেন :

> 'ইহা গগন পুষ্পের ন্যায় মিথ্যা কেননা অচেতন গৃহ বৃক্ষাদির সচেতন মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় গমণাগমন যাদৃশ অসম্ভাব্য তাদৃশ মনোবৃত্তি বিশিষ্ট নরলোকের কাষ্ঠ প্রস্তরাদির ন্যায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি রহিত অথবা স্নেহ আসক্তি দ্বেষ কামনাদি শূন্য হওয়া অসাধ্য, অতএব প্রকৃতি ও আত্মা ত্যাগ না করিলে কেহ 'নিস্ত্রৈগুণ্য' পথাবলম্বন করিতে পারে না আর যিনি এ প্রকার অভিমান করিয়া আপনাকে যুক্ত অথবা যুঞ্জান বলিয়া ব্যক্ত করেন তিনি সামান্য বঞ্চক নহেন এবং ত্রিগুণাতীত না হইয়া বরং ঘোর তমোগুণের আশ্রয়।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্ট ধর্মের গুণগান ও হিন্দু ধর্মের বিনাশসাধন। গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা এবং উত্তর দাতা উভয় পক্ষকেই শাস্ত্রজ্ঞ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁদের

প্রশ্নোত্তরের যুক্তিজাল বিস্তার ও খণ্ডন কৌশল পাঠককে আকর্ষণ করে। বিষয় অনুযায়ী ভাষাও বেশ গুরুগম্ভীর। যতি চিহ্নের সুপ্রয়োগ হলে রচনা আরও সুখপাঠ্য হত। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 'সসজ্জ' 'গগনপুষ্প', 'অসম্ভাব্য', 'মানুষিক', 'যুজ্ঞান', ইত্যাদি শব্দগুলি তার প্রমাণ। এ ছাড়া 'সুসমাচারদির রচক', 'সুসমাচার পাঠক' শব্দগুলিও কৌতূহলোদ্দীপক।

অতঃপর দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত একটি গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। শ্রীমতী ট্রিমার [Trimmer] রচিত এই ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি একদিকে যেমন ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অন্যদিকে তেমনি নেহেমিয়ার সময় থেকে যীশু খ্রীষ্টের সময় পর্যন্ত য়িহুদীদের বৃত্তান্ত এতে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের নামপত্রে ইংরেজিতে লেখা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে এই বইটি উৎসর্গ করা হয়। ভূমিকায় অনুবাদক শ্রীযুক্তা ট্রিমারের গ্রন্থের আদর্শ সম্বন্ধে পরিচয় দিয়েছেন। ওল্ড টেষ্টামেন্টের বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষ বিশেষ উপদেশমূলক গল্প, বিখ্যাত পরিবারের কথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখিকার চব্বিশটি বক্তৃতা রচিত। প্রত্যেকটি বক্তৃতার পরে ঐ বিষয়ের কিছু কিছু প্রাথমিক প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া আছে। বক্তৃতার অনুবাদের কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হল :

> 'অপর পক্ষে যাইতে ২ যাইতে ইসহাক আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এখানে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রস্তুত দেখিতেছি কিন্তু হোমার্থ মেষ শাবক কোথায় তাহাতে আবরাহাম উত্তর করিয়াছিলেন পরমেশ্বর আপনার মেষ শাবক যোগাইয়া দিবেন। পরে তাহারা পরমেশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া আবরাহাম যুবা ভৃত্যদিগকে ত্যাগ করত ইসহাককে সঙ্গে লইয়া এক যজ্ঞ বেদি নির্ম্মানান্তর তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া তাহাকে বান্ধিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া নিজ পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর আমার প্রতি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার অন্যথা তিনি কদাপি করিবেন না বরং তাহার রক্ষার জন্য ইসহাককে সজীব করিবেন। .....আর পরমেশ্বরেতে এরূপ বিশ্বাস করা বৃথা হয় নাই কেননা এব্যাপারে তাহাকে পরীক্ষা করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল।'

একদিকে হিন্দুধর্মের পুরাকাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে আলোচ্য খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনা রীতিতে যেমন বিরুদ্ধ আলোচনা চলছিল অন্যদিকে সেই রকম ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের গুণগান ছড়াবার জন্য তথাকথিত এক 'মিশ্র' ভাষারীতিতে,— অর্থাৎ খ্রীষ্টানী বাংলা ও উর্দ্দু-ফারসীর মিশ্রণে সম্পাদিত অদ্ভুত ভাষায় কিছু কিছু পুস্তক পুস্তিকা রচিত হয়েছিল। এখানে এবার এই জাতীয় একটি পুস্তকের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে —।

'মহম্মদী ধর্মের বিষয়ে কথাবার্তা' — একটি কথোপকথন মূলক ট্র্যাক্ট পুস্তক। এর চতুর্থ সংস্করণের নাম পত্রটি এইরূপ :

Bengali
Miscellaneous Series No 30
Reasons for
Not being a Musalman

মহম্মদী ধর্ম্মের বিষয়ে কথাবার্তা
4th Ed. 1845, 20,000 Copies

মাত্র ৩৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যটি পুস্তিকার লেখকই জানিয়ে দিয়েছেন :

কলিকাতা ক্রীশ্চান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে এর চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এর 'নির্ঘন্ট' বা বিষয়সূচী দেওয়া হল :

।। নির্ঘন্ট ।।

১. মহম্মদের আগমনের বিষয়ে ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে কোন ভবিষ্যদ্বাক্য নাই ......
   ইসমায়েলের বিষয়ে ভবিষ্যৎ কথা
   ফারকলীতের বিষয়ে ভবিষ্যৎ কথা
২. মহম্মদ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন না
   চন্দ্র দুইভাগ করণের বিষয়ে
   কোরাণই আশ্চর্য কর্ম্ম এতদ্বিষয়ে ......
৩. মহম্মদ কোন ভবিষদ্বাক্য কহিলেন না......
৪. কোরাণ আপনার ও মহম্মদের প্রশংসাতে পূর্ণ ......
৫. কোরান ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত মিলে না ......
   যীশুর জন্মের ও মৃত্যুর বিষয়ে অমেল ......
   বিবাহের ও ত্যাগপত্র দেওনের বিষয়ে অমেল
   স্বর্গাদি বিষয়ে অমেল ......
   ধর্ম্ম পুস্তকের কথা পরিবর্ত করণের বিষয়ে
   ধর্ম্ম পুস্তকের কথা লোকরণের বিষয়ে
৬. মহম্মদ বল দ্বারা আপন ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন......
   মুসার এবং দায়ুদের যুদ্ধের বিষয়ে
৭. মহম্মদীয় ধর্ম্মের ফল উত্তম নহে ......
৮. কোরানে পরিত্রাণের সত্য পথ প্রকাশ করে না ......

এই নির্ঘন্টের শেষে 'লাইলাহ ইলাল্লাহ ও যীশু মসীহ ইবনুল্লা ঃ— এইরকম বন্দনাবাণী মুদ্রিত। এর সর্ব্বত্র কিন্তু ভাষারীতি সমান 'বন্ধুর' নয়। 'জনাব', 'ফর্মাইশ' ইত্যাদি শব্দগুলি বাংলায় গৃহীত হয়ে গেছে। কাজে কাজেই এধরণের শব্দ প্রয়োগে দুর্বোধ্যতার আশঙ্কা নেই। এইরকম একাংশের উদাহরণ :

> 'কিন্তু য়িহুদীরা যে ঈশ্বরের কথা বদল করিয়াছে, ইহা ইঞ্জীল মুকদ সে বলেনা, বরং জনাব যীশু খ্রীষ্ট তাহাদিগকে এই ফর্ম্মাইশ দিলেন। ধর্ম্ম পুস্তকের কথা আলোচনা কর, সে কথা দ্বারা যে অনন্ত পরমায়ু পাইবা, তোমাদের এমন বোধ আছে, সেই ধর্ম্ম পুস্তকও আমার বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে। যদি তোমরা মুসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা যেহেতুক সে আমার বিষয়ে লিখিয়াছে। যোহনের ৫ অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪৬ পদে দেখুন। এতে জানা যায় যে খ্রীষ্টের সময় পর্য্যন্ত তৌরেতাদি খোদাঈ কেতাবের এ বারৎ বদল করা যায় নাই।' — পৃঃ ২৩।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই পুস্তকেরই তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮। এতে কিন্তু পূর্বোক্ত 'নির্ঘন্ট' ছিলনা। তৃতীয় সংস্করণে এর ১০,০০০ কপি ছাপা হয়। এই গ্রন্থ থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি :

> 'ফলতঃ আদিতে পরমেশ্বর এক পুরুষ এবং এক স্ত্রী অর্থাৎ আদম ও হবাকে সৃজন করিয়া, দুইকে পরস্পর সংযুক্ত করিলেন। কিন্তু এক পুরুষ অনেক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে, ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হইত আর ঐ বিধি যদি উপযুক্ত হইত, তবে তিনি অবশ্য আদমকে অনেক স্ত্রীগণকে দিতেন। আর ত্যাগপত্র দেওয়া যদি অভিমত হইত, তবে আদমকেও ইহাতে অধিকার দিতেন, তাহাতে সেও আপন স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দিতে পারিত এবং তাহার সন্তানদের এই রীতি কর্তব্য হইত। ফলতঃ ত্যাগপত্র দেওন এবং এক ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করণ, এই দুই রীতি ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিপরীত কর্ম্ম;'
> — পৃঃ ১৮-১৯।

উল্লিখিত অংশে উর্দু বা ফারসী শব্দ যেমন 'জনাব' বা ফর্ম্মাইশ পাওয়া যায়নি। একে বরং মিশ্ররীতি না বলে অমিশ্র রীতির উদাহরণ বলাই শ্রেয়।

এরপর বাইবেল বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম পুস্তক পাঠের সহায়তা যাতে হয় এইরকম একটি গ্রন্থের প্রসঙ্গ আলোচ্য। এরকম গ্রন্থের নজীর অবশ্য আগেও দেখা গেছে। বর্তমান গ্রন্থটির নাম এবং নামপত্রটি এই—

ধর্ম্ম পুস্তক পাঠোপকারক

অর্থাৎ

ধর্ম্মপুস্তকান্তগর্ত শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাক্য ও ইতিহাস এবং ঐ গ্রন্থের সত্যতার প্রমান ও আশ্চর্যরূপে নানাভাষায় ভাষান্তরীকৃত হওয়া ইত্যাদির বৃত্তান্ত পাঠকগণের সহজ বোধার্থে রচিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজ দ্বারা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং শ্রীজর্জ্জ পিয়ের্স সাহেব কর্তৃক সংশোধিত।

এর ইংরেজি নামপত্রটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।

Companion to the Bible in Bengali
Calcutta
Printed at the Baptist Mission Press for the Calcutta.
Christian Tract and Book Society, 1846,

বাইবেলের শিক্ষা ভবিষ্যদ্বাক্য ও ইতিহাস এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাও হয়েছে। কার্যতঃ এই গ্রন্থখানি একদিকে ইতিহাস, অপরদিকে বাইবেলের টীকা। বইটি দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ। বাইবেলে ব্যবহৃত রূপক শব্দমালা, ধর্মপুস্তকে বর্ণিত দেশাদির নির্ঘন্ট, স্থান ও মনুষ্যাদির নামের অর্থ প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সূচীপত্র থেকে এ সমস্ত প্রসঙ্গের ধারণা করা যেতে পারে।—

এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সুদীর্ঘ বিষয়াবলীর তালিকা লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রথম খণ্ডের নির্ঘন্টে চতুর্থ বিষয়টি 'ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।' এর অর্থ হল ধর্ম্মপুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। এই দিক থেকে এ বইটি বেদের তুল্য। বেদ যেমন অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী, এই বইটি সম্বন্ধেও সে রকম একটি ব্যাখ্যা

দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দশম সংখ্যক সূচীপত্রে অখ্রীষ্টানদের ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রচারিত হয়েছে, এবং তাদের পক্ষে যে কোনদিনই মুক্তি সম্ভব নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রয়োদশ সংখ্যর বিষয়টি হল ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত বাক্যের বিষয়। এই অধ্যায়ে প্রত্যেক অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করে বাইবেল থেকে তার দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে। তার কিছু নমুনা এখানে দেখা যেতে পারে। যথা :

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ভিন্ন প্রকার রূপক বাক্য :

১। মেটাফর — [রূপক অর্থাৎ দুই বিষয়েতে পরস্পর কোন অংশে তুল্যতা থাকিলে যে রূপক বাক্য জন্মে] যথা জিহ্বাতে বল্গা দিয়া রাখন যা, ... এবং খড়্গাকে মাংস ভক্ষণ করাওন। ২ বাক্য ৩ ৩৪ আর পুনর্জ্জন্ম হওন।

২। আলিগরি [অর্থাৎ দীর্ঘরূপক যথা নিজ মাংসের ভক্ষণ বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপদেশ। যো ৩, ৩

৩। পারাবিল [দৃষ্টান্ত কথা, উপকথা দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান যথা বীজ বাপকের কথা। য ১৩. ২-২৩। এবং অপব্যয়ি পুত্রের কথা] লূ ১৫. ১১-৩২।

৪। প্রার্ব্ব — [অর্থাৎ হিতোপদেশক সংক্ষিপ্ত উগমা কিম্বা প্রচলিত দৃষ্টান্ত কথা] যথা হি ১০. ১৫

৫। মেটনিমি [অর্থাৎ শব্দার্থ না বুঝাইয়া অন্যর্থ বাধক কথা] যথা তাহাদিগের নিকটে মুসা ও ভবিষ্যবক্তৃগণ আছে। ইহাতে মুসা নামক ভবিষ্যদ্বক্তাকে না বুঝাইয়া তাহার ব্যবস্থাকে বুঝাইল।

৬। প্রসপপ্যেইয়া [অর্থাৎ দ্রব্যকে প্রাণির ন্যায় বর্ণন] যথা অনুগ্রহ ও সত্যতা সাক্ষাৎ করিবে ও ধর্ম্ম ও মঙ্গল পরস্পর চুম্বন করিবে।

৭। সিনেকডকি [অর্থাৎ সমুদয় বলিলে অংশ বুঝায়] যথা — 'সমুদয় জগতে তোমাদের বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে' — রোম ১;

৮। আইরণি — [বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ কৌতুক ভাবে বিপরীত প্রকাশক বাক্য] যথা: 'এলীয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল উচ্চৈঃস্বরে ডাক, সে দেবতা ধ্যান করিতেছে কি ধাবমান হইতেছে কিংবা হইতে পারে সে কোন স্থানে যাইতেছে, কিম্বা হইতে পারে সে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগাইতে হয়।' আর আয়ূব ১২;

১। অনন্তর আয়ূব উত্তর করিল, তোমরাই জ্ঞানী লোক।'
হাইপার্বলি। অত্যুক্তি, অর্থাৎ অধিককে অল্প করিয়া কিংবা অল্পকে অধিক করিয়া বর্ণন। যথা : সেই স্থানে আমরা বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিলাম, সেইখানে আমরা আপনাদিগের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় ছিলাম ও তাঁহাদের দৃষ্টিতে ও আমরা তদ্রূপ ছিলাম।' ২ বাক্য ৯; ১।

এরপর কৃষ্ণমোহনের একটি অনুবাদ গ্রন্থের প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। বইটির মূল নাম — Be not weary in welldoing এর বাংলা নামপত্রে নামটি হল 'সৎকর্ম্ম সাধনে বিরত হইওনা'। এই অনুবাদটির সঙ্গে মিলিত হয়েছে—

'স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্লণ্ড দেশীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে নিবেদন।

মান্যবরা শ্রীমতী বিবি কেমরণ দ্বারা রচিত ইংরাজী হইতে শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত। — কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে শ্রীযুত এ. লরেন্স কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইং ১৮৪৭ শক ১৭৬৯'।

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০। ভাষার নমুনা এইরকম :

'হে সর্ব্বজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বণিতা তোমরাও সকলে শ্রবণ কর, তোমারদের পলাইবার পথ নাই, তোমারদের পলাইবার পথ নাই, তোমাদের জীবাত্মা স্বভাবতঃ অনশ্বর, স্বভাবতঃ ঈশ্বরের সমক্ষে তোমারদিগকে সদ সৎ কার্যের উত্তর দিতে হইবে, কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না এবং সকলকেই মরণান্তর বিচারে উপস্থিত হইতে হইবে। তোমরা বিবেচনা কর তোমারদিগকে যে দুঃখ নিবারণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা এখনও উপস্থিত আছে, তাহা অতীত দুঃখ নহে, অতএব এমত দুর্গতি সাক্ষাৎ উপস্থিত দেখিয়া যদি আমরা মনুষ্যবর্গের যন্ত্রণা মোচনে কোন প্রকার ত্রুটি করি কিংবা দীনহীন লোকের দুঃখ শান্তি করিবার সঙ্গতি সত্বে কোন প্রকার উপায় কৌশল করণে শৈথিল্য করি তবে আমারদিগকে ভয়ানক দায়ে পতিত হইতে হইবেক। — পৃষ্ঠা ১৫।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে [১ শক ১৭৬৯] রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আর একখানি বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেরও যথারীতি দুটি নামপত্র দেখা যায়। একটি ইংরেজিতে অপরটি বাংলায়। ইংরেজি নামপত্রে এর বিষয় প্রকৃতির সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে —

The Course of Divine Revelation, a brief out line of communication of God's will to man and of the evidences and Doctrines of christianity with allusions of Hindu Tenets in Sanskrit, Hindi and English, now translated into Bengali By the Rev K. M. Banerjee Calcutta Ostell and Lepag.

এর ভাষারীতির নিদর্শন :

'........তিন দেশের গ্রন্থেই লিখিয়াছে যে অত্যল্প লোক ব্যতীত পৃথিবীর সকল প্রাণ একদা জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয় যদি-স্যাৎ তাহাতে যৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকে তথা আপাততঃ সে সমস্ত বিবরণ প্রায় সমান। মহাভারতের আরণ্যক পর্বান্তর্গত মৎস্যোপাখ্যানে লিখিত আছে যে সত্যব্রত মনু প্রলয় কালে নৌকার মধ্যে সর্ব্ববীজ লইয়া সপ্ত ঋষির সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন। ......

। ৫। আর সকল দেশের মধ্যেই পশু বধ পুরঃসর যাগযজ্ঞ করিবার প্রথা আছে, হিন্দু দিগের বেদে এবং য়িহুদিদিগের তৌরেতে যেমন যাগযজ্ঞের বিধি বাহুল্যরূপে প্রচারিত আছে তদ্রূপ প্রাচীন যবনেরাও ধূপদীপ বলি প্রদান পূর্ব্বক আপনার দেবতা আবাধনা করিত। । ৬। ......

এইভাবে সংখ্যা সূচিত করে দুই ধর্মের তুলনামূলক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'যদি' অর্থে 'যদিস্যাৎ' এবং পরপর কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'যৎকিঞ্চিৎ', 'বৈলক্ষণ্য' পরের পংক্তি যথাক্রমে 'পর্ব্বান্তর্গত', 'পুরঃসর' ইত্যাদি রয়েছে।

অতঃপর এই শ্রেণীর আর একটি গ্রন্থের কথা আলোচ্য। এই বইটির নাম—

'হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচার'

'হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচার' এর নামপত্র এইরকম :

শ্রী শ্রী গণপতায় নমঃ

হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচার।

শকাব্দ ঃ ১৭৬৯।

সন ১২৫৪ সাল।

ইং ১৮৪৮ সাল।

Calcutta East India Press

Printed by Dey Banerjee & Co

পরপৃষ্ঠায় ভূমিকা এই রকম।

শ্রী শ্রী গণেশঃ।

তাৎপর্য্য।

প্রচলিত সনে ৪ আশ্বিনে হিন্দু সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক মান্যবর শ্রীল শ্রীযুত ডক্টর ডফ সাহেব শ্রীল শ্রীযুত প্রমথ নাথ দেব মহাশয়কে হিন্দু এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচারার্থে পত্র লেখেন তত্তাৎপর্য্যার্থে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসংলগ্নতা হিন্দু প্রজার বোধগম্যাভাব এবং মুসাদি নিউ টেষ্টামেন্টে কথিত উপদেশ এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত তৎস্বরূপ উপদেশ এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম সাধারণ বুদ্ধিমন্তেব গোচর এবং বিচারার্থে ধর্ম্ম বিচার নামে অত্রগ্রন্থ লিখিত হইল।। ইতি।।

এই পুস্তকের দুইভাগ— আদি পুস্তক এবং ধর্ম্ম বিবেচনা। আদি পুস্তক ১— থেকে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ঐ পৃষ্ঠা শেষে 'ইতি মিশনরিকৃত ভাষা'— এই রকম লেখা আছে। পরপৃষ্ঠায় একটি দুই চার লাইনের শুদ্ধিপত্র। পরে ধর্ম্ম বিবেচনা গ্রন্থের আরম্ভ। এই অংশ ১ থেকে ১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

আদি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

> '১৯ এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা এবং যে মৃত্তিকা হইতে জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা, কেননা তুমি মৃত্তিকা, এবং পুনশ্চ মৃত্তিকাতে লীন হইবা। পরে আদম ঐ স্ত্রীর নাম হবা (অর্থাৎ জীবন) রাখিল, কেননা সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা।'

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ 'ধর্ম্ম বিবেচনা' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

শ্রী শ্রী গণ পতয়ে নমঃ

ধর্ম্ম বিবেচনা

> ....হিন্দু শাস্ত্রবক্তা ভগবান মনু কহেন যে পরম ক্ষমতাবন্ত জগৎ পতির মনে অন্ধকার জগৎ অব্যক্ত ছিল জগৎ রচনা করিবার ইচ্ছামাত্রই জলের জন্ম হউক আজ্ঞা হইল ইহাতেই প্রথম জলের সৃষ্টি হইল জলে আপন স্বরূপ শক্তি বীজ জগদাত্মা অর্পণ করিলেন সেই বীজ অণ্ড হওত দ্বিখণ্ডে পৃথিবী ও আকাশ হইল। —পৃ. ১।

. . . . অতএব চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত দীপ্তি যে কথিত হয় ইহার অর্থ হিন্দু জাতির বোধগম্য হয় না। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা জগৎ বচন বৃত্তান্ত কেবলঈশ্বরের ইচ্ছা স্বতঃরজোস্তমো এই তিন গুণ ব্যক্ত হওত সামুদায়িক জগৎ যৎ শৃঙ্খলার প্রকাশ হইয়াছে এবং যে প্রকারে লয় হইবেক ইহা অস্মদাদির কৃত সংগ্রহ বিজ্ঞান কুসুমাকর নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে দৃষ্ট হইলেই ধর্ম্মের পারিপাট্য সুব্যক্ত হইবেক।'

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যে গল্প উপন্যাস রীতির বাহনে লেখকদের অনুশীলনের দৃষ্টান্ত কম নয়। বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্মের সুনীতি ও সত্যের আদর্শ সম্বন্ধে লেখকরা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এগুলি অবশ্য মূলতঃ অনুবাদ। একটি গ্রন্থের নামপত্র এই রকম :

বিদ্যাকল্পদ্রুম
অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা
শ্রীকৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত।
দশম কাণ্ড
নীতিবোধক ইতিহাস ঃ
রাজদূত এবং সরলতার পুরস্কার নামক গল্প
কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
ইং ১৮৪৯ শক ১৭৭০

এই পুস্তকেই আর একটি ইংরাজি নামপত্র আছে :

Moral Talks – Containing
রাজদূত — The King's messenger by Rev. W Adams. M.A.
সরলতার পুরস্কার — The Reward of Honesty By Maria Edgeworth.
Adapted for the use of young Readers in Bengal
Calcutta R. C. Lepage & Co. And P. S. D. Rozario & Co.

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫। পুস্তকের একদিকে মূল ইংরেজি এবং অন্যদিকে তারই বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়। 'রাজদূত' থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'মৃত বণিকের বাটীর প্রান্তে এক নিভৃত স্বর্ণকার ছিল কাঞ্চন প্রিয় সহোদর গণের অজ্ঞাতসারে আপনি তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ স্বর্ণকারের মধ্যে এক যক্ষ বাস করিত। সেই যক্ষ কাঞ্চন প্রিয়কে নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া মুগ্ধ করিয়াছিল কিয়ৎকাল পর্যন্ত বণিকগণ ঐ খেচর পুরুষের সহিত মিত্রভাবে আকর খনণাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে যক্ষ স্বর্ণ চয়ন করিবার ছলে ঐ আকরকে তিমিরাবৃত কারাগার স্বরূপ করিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হস্তপদাদি সুবর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। তিনি কারারুদ্ধ হইলে যক্ষ কহিল যে তুমি আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া অবিরত নূতন ২ রত্নাদি আহরণ পূর্ব্বক আকরের মধ্যে আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে আমি তোমাকে লোকালয়ে গমন করিতে দিবনা, পুরবাসিগণ সমাজে একথাও প্রচার হইয়াছিল যে তাঁহার অঙ্গ উক্ত স্বর্ণশৃঙ্খল হইতে কোনকালে মুক্ত হয় নাই।'

'সরলতার পুরস্কার' গ্রন্থ থেকে কয়েক পংক্তি :

'এই কথায় আমি তাঁহার বিমনা হইবার কারণ স্পষ্টরূপে বুঝিলাম মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়া মনের ভাব নির্ণয় করিবার ক্ষমতা থাকিলে তিনি আমার আকার দর্শনেই আমার নির্দোষিতা বুঝিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার স্বীয় আশঙ্কা মনোমধ্যে এমত প্রগাঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে আমি 'প্রতারণার কল্পনাও করি নাই' ইহা শপথ করিয়া বলিলেও তিনি প্রত্যয় না করিয়া আমাকে আরো ধূর্ত জ্ঞান করিতেন। অতএব আমি তাঁহার পুস্তক ও অন্যান্য লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে নিবৃত্ত হইলাম যাহাতে পূর্ব্বে অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিতাম।'......

এই পুস্তিকাটি পুরোপুরি ট্র্যাক্টের গুণ সম্পন্ন। নীতি প্রচারই যে এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ছিল তা এর নামেতেই প্রকাশিত। কিন্তু লেখকের রচনা এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যাতে নীতি প্রচার করতে গিয়ে গল্পের গতি বাধা পায়নি আবার এজন্যে প্রচারও কিন্তু কোথাও ব্যাহত হয়নি। অর্থাৎ নীতি কোথাও উগ্রভাবে ব্যক্ত হয়নি। গল্পগুলি বরং সুন্দর ও সাবলীলভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাঠক সহজেই গল্পের মধ্যে ডুবে যায়। সুতরাং এই গ্রন্থে রচনার প্রসাদ গুণ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

খ্রীষ্ট ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের তুলনামূলক একটি পুস্তক রচিত হয়েছিল জি. মাণ্ডি, যার রচয়িতা। তার দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্রটি এই :

Christianity and Hinduism
Contrasted
OR
Comparative view of the evidence by which the respective claims to
Divine authority of the Bible and Hindu Shastra and Supported.
In two parts
By G. Mundy
Second edition – Revised by the author.

এই ইংরেজি নামপত্রের পরে রীতি অনুযায়ী বাংলা নামপত্রও আছে—

বাইবেল প্রকাশিত ধর্ম্মের
সহিত
হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের তুলনা বিষয়ক
পুস্তক।
অর্থাৎ
এতদুভয় শাস্ত্রের সভ্যতা বোধক প্রমাণের বলবত্তা
ও অবলবত্তা বিবেচনা করিয়া
কোনটা ঈশ্বর দত্ত কোনটা বা নহে
ইহা এই পুস্তকে লেখা গিয়াছে।
Calcutta

Printed for the Calcutta Christian Tract and Book Society
at the Baptist Mission Press. 1850,

এই জাতীয় রচনার একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায় — নির্দিষ্ট কালসীমার পরিধির মধ্যেই। ১৮৫০ এ মাণ্ডি সাহেবের এই বইটিতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এই ভূমিকাতে মিশনরিদের খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রতি দেশবাসীর মনোভাব, এই কাজে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই ব্যক্ত হয়েছে কেবলমাত্র পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যই নয়, খ্রীষ্ট ধর্মের মহিমা প্রচারে শুধুমাত্র মিশনরিদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং পরিশ্রমই যে যথেষ্ট নয়, বাংলা গ্রন্থ রচনাও যে অত্যাবশ্যক সে কথাও স্বীকার করা হয়েছে ঐ ভূমিকায়। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা যে এধরণের পুস্তক পাঠে যথার্থ আগ্রহই বোধ করত না এটাও ছিল তাদের চিন্তার বিষয়। ভূমিকা ও নির্ঘন্ট দুইই অনিসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে :

'দেখ দেখি, আমি যদি দশহস্ত, বিংশতি পদ, পঞ্চলোচন ইত্যাদি বিজাতীয়াকার কোন একজন বীরের কথা, হিন্দুদের নিকট প্রসঙ্গ করিয়া গল্প করিতাম, তবে তাহারা তাহাতেই প্রত্যয়ী হইয়া, আহলাদ পূর্বক শুনিত, অর্থাৎ এমত কোন বিরাটাকার মনুষ্য দর্শন দিয়া বাইবেলের আনুকূল্যে নানা কর্ম্ম করিয়াছেন, এমত কোন কথা যদি তাহাদের নিকট কহিতাম, তবে তাহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া সেই বাক্যকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া মানিত, কিন্তু বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন করণার্থে যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম রত হইয়াছিল, তাহার কোন কথা কহিলে, কিম্বা তাহার সত্যতা বোধক অদন্তঃপাতি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ক কোন ২ বাক্য তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলে, সে সকল পণ্ডশ্রম মাত্র। ফল, এতদ্রূপ প্রমাণ মাত্রই, জ্ঞানবান বিবেচক লোকদের গ্রহণযোগ্য বটে, তথাপি হিন্দু লোকেরা ইহার প্রতি কোন প্রকারে মন দেয় না, ও প্রাণ বিয়োগ পর্যন্ত, পরিশ্রম করিলেও, প্রায় তাহাদের মন ইহার প্রতি আকর্ষিত করা যায় না, পরন্তু এ পুস্তক পাঠ করিয়া, কেহ যদি তাহাতে বিরক্ত হয়, তবে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাদের এই জানাইতেছেন, যে কাহার অসন্তোষের নিমিত্তে, কিম্বা হিন্দু লোকদের ধর্ম্ম নিন্দা করিবার জন্যে তিনি ইহার রচনা করেন নাই, কেবল লোকদের ভুলভ্রান্তি দূরীকরণার্থে ও সত্য শাস্ত্রেতে তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্তে, ইহা করিয়াছেন।'

এইভাবে ভূমিকা শেষ করার পরে আবার পুস্তকের নির্ঘন্ট :

নির্ঘন্ট

প্রথম খণ্ড

বাইবেলের সত্যতা জ্ঞাপক গুণোদ্ধৃত প্রমাণ।

ও

হিন্দুলোকদের শাস্ত্রে তত্তৎ প্রমাণাভাব বিষয়ক বাক্য।

মনুষ্যদের শাস্ত্র পত্তনের আবশ্যকতা বিষয়ক বিবরণ...........

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বর দত্ত শাস্ত্রের রচনা ও গুণাদি কি প্রকার উৎকৃষ্ট হইবে ইহা যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা প্রথমতঃ স্থির করিয়া বাইবেল ও হিন্দুদের শাস্ত্র পরীক্ষা করিলে কাহার সেই ২ গুণাদি আছে কাহার বা নাই তদ্বিষয়ক নিশ্চায়ক বাক্য। . . . .

প্রথম প্রকরণ।

যুক্ত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের গুণাদি বিষয়ে কি পর্যন্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে এবং সকল মনুষ্য স্ব ২ মানিত শাস্ত্র ঈশ্বরের দত্ত বটে কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে তৎস্থিরতা সেই সমুদয় বাক্যের সহিত মিলা হইয়া যে কি প্রকারে পরীক্ষা করিবে ইহার বিবরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, ও গুণ, ও তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি পালনাদি বিষয়ে, লিখিত যে বাক্য, তাহাও ঐ অগ্রে কথিত যুক্তির সহিত মিলন আছে, এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত। ১২

তৃতীয় প্রকরণ।

ঈশ্বর বিষয়ে এবং তাঁহার শাসনাদি বিষয়ে হিন্দুলোকদের শাস্ত্রের মধ্যে যে নানা ব্যতিক্রম ও পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ বহু ২ বাক্য আছে, ইহার বিস্তারিত কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাইবেলের কথাবার্তা বিষয়ক আজ্ঞা, এবং মনুষ্যদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব করাইতে তাহার যে অভিপ্রায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে হিন্দু লোকদের শাস্ত্র হইতে তাহা যে কি পর্যন্ত উত্তম ও গুণান্বিত এতদ্বিষয়ক বাক্য। ....

প্রথম প্রকরণ

বাইবেলের কর্তব্যতা বিষয়ক আজ্ঞার বিবরণ

দ্বিতীয় প্রকরণ

মনুষ্যদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব করাইতে বাইবেলের অভিপ্রেত আছে ইহার বিস্তারিত কথা।.....

তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দুলোকদের শাস্ত্রে যে দুষ্ট দুরাচারিদের কু ব্যবহার ত্যাগ করাইয়া সৎ কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি জনক গুণাভাব, ইহার বিবরণ . ...

চতুর্থ প্রকরণ।

হিন্দুদের মধ্যে অতি মান্যরূপে খ্যাত লোকদের বিষয়ক বৃত্তান্ত

পঞ্চম প্রকরণ

প্রথম খণ্ডে লিখিত যে প্রমাণ সকল তাহার পোষক বাক্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাইবেলে লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণ্যাদি হইতে উদ্ধৃত যে তাহার সত্যতাবোধের প্রমাণ।

এবং

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রীয় এতাদৃশ প্রমাণাপেক্ষা বাইবেলীয় ঐ কথিত প্রমাণের যে অধিকত্ব ও বলবত্ব, ইহার বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

অলৌকিক কর্ম্ম বিষয়ক বাক্য।

বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়া যে তাহার সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ স্বরূপ ইহার বৃত্তান্ত

প্রথম প্রকরণ।

বাইবেল লিখিত অলৌকিক ক্রিয়ার যে বহুত্ব, নানাবিধত্ব এবং দয়াধর্ম্ম ফলকতা ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পূর্ব্ব লিখিত বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়ার পোষক বাক্য।

তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বিস্তারিত কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভবিষ্যদ্বানী বিষয়ক বাক্য।

বাইবেলের সত্যতার সহিত তল্লিখিত ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতার যে কি সম্বন্ধ আছে, ইহার বৃত্তান্ত

প্রথম প্রকরণ।

বাইবেলের লিখিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য ও তাহা যে কি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ

দ্বিতীয় প্রকরণ

হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত যে ২ বাক্যকে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য করিয়া বলে তাহার বিস্তারিত কথা

তৃতীয় অধ্যায়।

খ্রীষ্টের পুনরুতথান বিষয়ক বাক্য।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা বাইবেলের সত্যতা যে কি রূপে প্রতিপন্ন হয় ইহার বৃত্তান্ত

প্রথম প্রকরণ

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যে নিশ্চয় হইয়াছে, তাহা কি ২ প্রমাণ ও কত ২ সাক্ষিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়, ইহার বিবরণ

দ্বিতীয় প্রকবণ

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক বিবরনের পোষক বাক্য ও সেই পুনরুত্থান যে কি পর্যন্ত বাইবেলের সত্যতাতে প্রমান স্বরূপ ইহার বিস্তারিত কথা।

চতুর্থ অধ্যায়

খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দুঃখভোগ ও পরিশ্রমাদি বিষয়ক বাক্য।

প্রেরিতদের দুঃখভোগাদি যে বাইবেলের সত্যতাতে কি প্রকারে প্রমান স্বরূপ হয়, হহার বৃত্তান্ত

প্রথম প্রকরণ

খ্রীষ্টের প্রেরিতরা যে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক বাক্য ঘোষণা করিলেন, ইহার বিবরন

দ্বিতীয় প্রকরণ

খ্রীষ্টের ধর্ম্মবিষয়ক বাক্য ঘোষণা দেওয়াতে, তাঁহার প্রেরিতাদির প্রতি যে ২ বিশেষ দুঃখ ও উপদ্রব্যদি ঘটিল, ইহার বিস্তারিত কথা।

তৃতীয় প্রকরণ

হিন্দুলোকদের শাস্ত্রের বিধ্যনানুসারে যাহারা ক্লেশাদি স্বীকার করে, তাহাদের বিবরন

পঞ্চয় অধ্যায়

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাপকতা বিষয়ক বাক্য

খ্রীষ্টের ধর্ম্মের ব্যাপকতার সহিত বাইবেলের সত্যতার যে কিরূপ সম্বন্ধ আছে, ইহার বৃত্তান্ত।

প্রথম প্রকরণ

খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচারানন্তর তাহা অল্প কালের মধ্যে যে কি পর্যন্ত ব্যাপিয়া উঠিল, ও বহু লোক কর্তৃক গৃহীত হইল, ইহার বিবরন

দ্বিতীয় প্রকরণ

মহম্মদের ধর্ম্মের ব্যাপন বিষয়ক বিস্তারিত কথা

হিন্দুলোকেরা বাইবেল ও খ্রীষ্টের ধর্ম্মের প্রতি যে সকল দোষ দেয়, তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য

সমাপক বাক্য

এই নির্ঘন্ট দীর্ঘ বটে কিন্তু বইটির অন্ততঃ সূচীপত্র না দেখে নিলে এই খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের শাস্ত্রালোচনার একটি বিশেষ প্রকৃতি দেখা হত না। গ্রন্থের গদ্য যদিও প্রাঞ্জল নয় তথাপি দীর্ঘ ও সৌষম্যহীন বাক্যেও লেখকের আন্তরিক প্রয়াসের লক্ষণ সুস্পষ্ট। আধ্যাত্মিক আলোচনায় অলৌকিকতার প্রসঙ্গ সাধারণভাবে উঠে পড়তে পারে, এবং তা অপ্রত্যাশিতও নয়। এখানেও তাই হয়েছে, যেমন, হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর অলৌকিক মহিমার সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের অলৌকিকতার তুলনা প্রয়াসে বলা হয়েছে —

> 'অধিকন্তু তচ্ছাস্ত্রেতে কথিত প্রায় তাবৎ অলৌকিক কর্ম্ম এমত ঈশ্বরের কর্ম্মের ও গুণাদির বিপরীত, এবং যুক্তি ও অনুভবের ব্যতিক্রম, এমনি বর্ণিত আছে, যে সেই সমুদয় লিখনের প্রতি মনুষ্য যদি আপন ২ বুদ্ধি প্রবেশ করাইত, তবে এতদ্রুপ ক্রিয়া যে নিশ্চয় ঘটিয়াছে, ইহা তাহারা কোন প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারিত না। — পৃষ্ঠা ১০২।

গ্রন্থের এই পৃষ্ঠাতেই এই উক্তির পাদটীকায় দেখা যায়—

> 'হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন দেবতা লাঙ্গল দিয়া হস্তিনা নগরকে অর্থাৎ দিল্লীকে গঙ্গায় ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর কোথাও লেখে যে অনেক দেবতা একত্র হইয়া অমৃত পাইবার জন্যে মন্দার পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকি সর্পকে তাহার রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন, কোন এক মনুষ্যের পুত্রেরা সপ্ত সমুদ্র খনন করিল এবং কোন মুনি গঙ্গার তাবৎ, কোন মুনিরা সমুদ্রের সকল জল গণ্ডুষ মাত্রেতে পান করিল। এমত বহু ২ অবিশ্বসনীয় ও অসম্ভব গল্প তৎশাস্ত্রে অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে লিখিত আছে। অপর সেই শাস্ত্রে বলে, যে কৃষ্ণ ব্রহ্মার অজ্ঞানতা নষ্ট করিবার জন্যে একদিন শত ২ ব্রজবালক, ও গো বৎসাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তবে লোকেরা এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবে, যে এই সমুদয় অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বাক্য, বাইবেলের অলৌকিক ক্রিয়া সকল কেমন ঈশ্বরের গুণানুরূপ ঘটিল, সেই সকল ক্রিয়া তদনুরূপ ঘটিত হয় নাই, বরং এমনি বিজাতীয় ও বিরুদ্ধ যে লোকেরা যদ্যপি ক্ষীণবুদ্ধি না হইত তবে তাহারা সেই সমুদয় ক্রিয়াকে কদাচ সত্যজ্ঞান করিত না। দেখ কাহারও অলৌকিক কর্ম্ম করিবার শক্তিও থাকিলেও সে যদি পরোপকারার্থে সেই শক্তি প্রকাশিত না করিয়া, গরু বাছুর কুকুরাদির

রূপ ধারণ করতঃ কুহকের মত আপনার সেই শক্তি প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় জানা যায় যে তিনি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা সে কর্ম্ম করেন না, অতএব হিন্দুলোকদের শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা তচ্ছাস্ত্রের কোন প্রকার সত্যতা বোধ হইতে পারে না, সেহেতুক প্রায় সেই সমুদয় ক্রিয়া ভেলকির মত মাত্র, ও অতিশয় যুক্তি বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, এমত ঈশ্বরের করুণাযোগ্য যে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা কদাচ সেই কর্ম্ম কৃত হইতে পারে না।' — পৃ. ১০২।

এই পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ২৫৭। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এর ২০০ কপি ছাপা হয়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Preachers' Companion নামে জন ওয়েঙ্গারের সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির বাংলা নাম 'সুসমাচার প্রচারকের সহচর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শ্রোতাদিগকে দাতব্য ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক পরামর্শ ও দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্ট ধর্মে 'সুসমাচার' - এর অর্থ যীশু খ্রীষ্টের আগমণ সংবাদ। এই সুসমাচার প্রচারের সহায়তা করেছিলেন যীশুর অন্তরঙ্গ দ্বাদশজন শিষ্য। তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে নানাভাবে সেই দেবশিশুর আহ্বানের পথ প্রস্তুত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ সেই সকল উপদেশ, পরামর্শ এবং দৃষ্টান্তের সঙ্কলন। পুস্তক থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেখলে বক্তব্য সহজতর হবে :

২ তীমথিয় ২ ; ৮

আমার সুসমাচারের রচনানুসারে দায়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্ট কবর হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর (প্রথম ভাগ) খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সত্য, ইহার প্রমাণ।

১। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। চারি সুসমাচারের চারি শেষাধ্যায় এবং করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্রের ১৫ অধ্যায় দেখিবা।

২। সেই সকল প্রমাণ অতি দৃঢ় ; কারণ

। ১। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার পুনরুত্থানের অপেক্ষা করে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ ২ বিশেষতঃ থোমা, তাহা সত্যজ্ঞান করিতে অনিচ্ছুক।

। ৩। খ্রীষ্টের শত্রুরা যদি তাঁহার পুনরুত্থানের অসত্যতায় প্রমাণ দিতে পারক হইত, তবে অবশ্য দিত ; কিন্তু তাহারা সেইরূপ প্রমান না দিয়া তাঁহার পুনরুত্থান হওয়া প্রযুক্ত অতিশয় রাগী হইয়াছিল।

তীমথিয়ের এই বাণী ধর্মগ্রন্থ পাঠের অবশ্যই সহায়ক। একদিক থেকে এই বইটিকে বাইবেলের ভাষ্যও বলা যায়। কেননা যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে অর্থাৎ কবর থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায় এবং যীশু স্বয়ং একথা পূর্ব্বেই জানতেন। তাই তিনি কবরদ্বারে শ্বেতবস্ত্রা একবৃদ্ধাকে রেখে গিয়েছিলেন। উপরিউক্ত অংশে সেই পুনরুত্থানের প্রমাণ বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা আছে। এতে যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে যে দ্বাদশজন শিষ্য তাঁর অনুগত ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন পরে বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল। যীশুরও একথা অবিদিত ছিল না। শেষ ভোজের সময় তিনি নিজেই বলেছিলেন, যে, তাঁর প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যেই কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। তাঁরাই যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল :

দ্বিতীয় খণ্ড

মূলবচনের ধ্যান বিষয়ক পরামর্শ

ধর্ম্মোপদেশের সূত্র নিশ্চিত হইলে পরে প্রচারকের তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে গেলে যেমন ইষ্টক ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোপদেশ করিতে গেলে বক্তব্য প্রস্তাব সকল ধ্যান দ্বারা সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়।

১। ইহার মধ্যে প্রথম কর্ম্ম এই, প্রচারক যাহাতে মূল বচনের অর্থ অতি স্পষ্টরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে বুঝে এমন চেষ্টা করা। মূল বচনের অর্থ বুঝিবার নিমিত্তে প্রচারক প্রথমে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই ২ রূপ বিবেচনা করিবে, ইহার অর্থ কি ? আর এই কথার প্রধান অভিপ্রায় কি?

পরে মূলবচনের পূর্ব্বে ও পরে কি ২ কথা লিখিত হইয়াছে তাহা নিরীক্ষণ করিবে এবং পূর্ব্বে ও পরে লিখিত সেই কথার সহিত মূল বচনের সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। কখনো ২ সেই কথার সহিত মূল বচনের কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু কখনো ২ সেই সম্বন্ধের প্রতি মনোযোগ করা অতি আবশ্যক।'

উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের মূল বচনের ধ্যানবিষয়ক পরামর্শ শিরোনামে প্রচারকের সাধুতা এবং বিশ্বস্ততার কথা চমৎকার করে বলা হয়েছে। যিনি প্রচারক তিনি যেন সবজান্তা না সাজেন। যাহা তাঁর বক্তব্য তার অর্থ এবং অভিপ্রায় সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। প্রায় প্রত্যেকটি ট্র্যাক্ট্ -এরকম নানা খুঁটিনাটি বিষয় খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের ধর্ম বিষয়ে গভীর অনুরাগ এবং নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। প্রচারক সাধারণতঃ এতখানি সচেতন থাকেন না, যতখানি সতর্ক থাকবার কথা এখানে বলা হয়েছে। ঐ পুস্তক থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত :

উপদেশ / আভাষ

'যে রাত্রিতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে মৃত্যুভোগ করনার্থে আপনাকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিলেন, সেই রাত্রিতে তিনি অগ্রে আপনার শিষ্যদিগকে সান্ত্বনাদিতে আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদের মনকে সুস্থির কারতে চেষ্টা করিলেন। তৎকালে তাঁহারা অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন, যেহেতুক যিনি আমাদের অতিপ্রিয় গুরু, তিনি আমাদের হইতে নীত হইবেন, এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ও অপমান ভোগ করিতে ও হত হইতে হইবে, তাহাতে আমাদের অসীম মনোদুঃখ ও শত্রুজন্য ভয় হইবে, এবং যদ্যপি তিনি শেষেতে সকল দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গেতে যাইবেন, তথাপি এমন অপূর্ব্ব বন্ধুর বিচ্ছেদে আমাদের মন তখনও শোকান্বিত থাকিবে, কারণ তাহার তুল্য বন্ধু আর কোথায় পাইব ?'

যীশুর মৃত্যু বরণের অববহিত পূর্বের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। যীশু তাঁর মৃত্যু সময়ে শিষ্যগণের মনোবল অটুট রাখবার জন্য নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু তাঁরা কোনভাবেই সান্ত্বনা পেলেন না যদিও তাঁরা জানতেন যে অবশেষে যীশু স্বর্গলাভ করবেন ও সকল বিপদ অতিক্রম করবেন, তবুও তাঁরা যীশুর জন্য সাধারণ মানুষের ন্যায় ভীত ও ব্যস্ত

হয়ে উঠলেন। যীশু যদি নিজে নিগৃহীত হতে না চান তাহলে এ জগতে কেউই তাঁকে নিগৃহীত করতে পারে না। অথচ এখানে শিষ্যদের আচরণে দেখা যাচ্ছে যে যীশুর শত্রুর আশঙ্কায় তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

উক্ত উদ্ধৃতি অংশে 'অসীম মনোদুঃখ', 'অপূর্ব্ব বন্ধুর বিচ্ছেদ' এই রকম বাক্যাংশের ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে ঐ রচনায় আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণেই অন্যান্য ত্রুটিগুলি, যেমন ভাষার আড়ষ্টতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে যায়। তথাপি 'সান্ত্বনা দিতে আবশ্যক', 'আমাদের হইতে নীত হইবেন' ইত্যাদি সামান্য অসহজ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সামান্য ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করলে উক্ত অংশের ভাষা উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থের শেষ খণ্ডের আলোচনা সূত্রে ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য—।

'ভাষা ও প্রস্তাব বিষয়ক পরামর্শ'

> 'উপদেশের সারকথা ও অনুক্রম ও ভাগ সকল প্রস্তুত হইলে প্রচারক ভাষার অর্থাৎ শব্দাবলীর প্রতি মনোযোগ করিবে তাহার ভাষা যেন স্পষ্ট অর্থাৎ শ্রোতৃগণের বোধগম্য হয়, ইহাতে বিশেষ রূপে যত্ন করা তাহার উচিত, যেহেতুক তাহার বক্তৃত্ব যেন প্রকাশ পায়, তাহা উপদেশের অভিপ্রায় নহে কিন্তু শ্রোতাসকল যেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায় এবং তাহার ভাষা যেন অশুদ্ধ না হয়, ইহাতেও মনোযোগ করিবে। যে সকল শব্দ কেবল অতি নীচ লোকদের মধ্যে চলিত হওয়াতে তুচ্ছনীয় বোধ হয়, সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিলে শ্রোতারা তাহাকে অজ্ঞান কিংবা অলস জানিয়া তুচ্ছজ্ঞান কবিবে। যদি কোনক্রমে এমন ঘটে যে অতিনীচ শব্দ বিনা শুদ্ধ শব্দ শ্রোতাদের বোধগম্য হয় না, তবে অবশ্য সেই নীচ কথা ব্যবহার্য্য হইবে।'

এই অংশে উপদেশের ভাষার ক্রম কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত সে কথাই বলা-হয়েছে। যাদের প্রতি উপদেশ প্রদান করা হবে, উচ্চ স্তরের ভাষা যদি তারা না বোঝে তবে অবশ্যই নীচে নামতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে। এই অবতরণ কতদূর পর্যন্ত যাবে তা সম্পূর্ণভাবে শ্রোতাদের উপর নির্ভর করবে।

'সেলিসবেরি নামক ক্ষেত্রস্থিত মেষ পালকের বিবরণ' পুস্তকে নামপত্রে গ্রন্থ কর্তার নামোল্লেখ নেই। রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, স্বরূপ নামক কোন ব্যক্তি এই বইখানি অনুবাদ করেন। গ্রন্থের নামপত্রে রচনাকাল দেখান হয়েছে এইভাবে — 'খ্রীষ্টব্দীয়া ১৮৫২।' খ্রীষ্টীয় ভক্তদের প্রকৃতি ও চরিত্র এতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুজন গীর্জা যাত্রীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হল : এঁদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত এবং অন্যজন মেষ পালক।

> 'ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিলেন, 'আমি দেখিয়াছি যাঁহারা ভদ্র এবং উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণিত তাঁহারা ভজনালয়ে উপস্থিত হইতে কোনক্রমে ত্রুটি না করিলেও তথায় গমণকালে আপনাদিগের মনের ভাববিষয়ক কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহারা যেপর্যন্ত মন্দিরের দ্বার প্রবেশ না করেন সে পর্যন্ত পথের মধ্যে আপনাদের সাংসারিক বিষয় গল্প করিতে থাকেন এবং উপদেশ সাঙ্গ হইবামাত্র তথা হইতে বহির্গমণ করিয়া পুর্নবার আপনাদের সেই গল্প আরম্ভ করেন তাহাতেই বোধ হয় যে তাঁহারা নিতান্ত লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করেন এই সন্দেহ আমার হয়।' — পৃষ্ঠা ৩৬

এই উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন গীর্জাযাত্রী মেষপালক বৃত্তিতে নীচ হলেও শুদ্ধান্তঃকরণ এবং ভক্তিমান। তিনি জনসন নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যে আলোচনা করতে করতে গীর্জায় যাচ্ছিলেন, একজন মেষ পালকের পক্ষে তা সামান্য নয়।

সমাজে মর্যাদা রক্ষার জন্য কেউ কেউ নিয়মিত গীর্জায় যায় বটে, কিন্তু তাই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক নয়। এইগ্রন্থে মানুষের বাইরের শিষ্টতামাত্র রক্ষা করে আত্মবঞ্চনার প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছে এক মেষপালক।

গল্প উপন্যাসের ভঙ্গিতে রচিত খ্রীষ্ট প্রাসিঙ্গক বাংলা রচনাবলীর কয়েকটি উদাহরণ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, 'রাজদূত' ও 'সরলতার পুরস্কার' এই সূত্রে স্মরণীয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এই ধারার আর একটি রচনা। এই গ্রন্থের লেখিকা এক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্নী হ্যানাম্যুলেন্স। তিনি স্থানীয় কয়েকটি খ্রীষ্টান পরিবারের কথা দিয়েই তাঁর উপন্যাস রচনা করেন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ তাঁর রচনায় অপূর্ব রূপলাভ করেছে। ফুলমণি, করুণা, রানী, মধু, সুন্দরী, প্যারী এই চরিত্রগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বৈশিষ্ট্যহীন বটে, কিন্তু উপন্যাসে তারা অনেকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি এই গ্রন্থে এক নূতন মাত্রা যোগ করেছে। চিত্ত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় বইটির নূতন সংস্করণ বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকার সমাদর লাভ করেছে। বর্তমানে এটি একটি সুপরিচিত গ্রন্থ।

সেই সময়ে ভ্রমণরত পাদ্রিরা সাধারণলোকের বাড়িতে গিয়ে গালগল্প করতে করতে সংসারের ভালমন্দ খোঁজ খবর নিয়ে যীশুর সুসমাচরমূলক পুঁথি ইত্যাদি বিতরণ করতেন। শ্রীমতী ম্যুলেন্স অবশ্য নিজে পাদরি ছিলেন না এবং প্রত্যক্ষতঃ এরকম কোন অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না। যে বাড়িতে গিয়ে তিনি যীশুর সেবা দেখতেন, সেই পরিবারের প্রতিই তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়তেন। এইরকম যে কয়েকটি বাড়িতে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন তাদের জীবনের কাহিনী নিয়েই তাঁর এই উপন্যাস রচিত হয়েছিল। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম।

ফুলমণি ছিল একটি খ্রীষ্টীয়ান পরিবারের গৃহিনী। তাঁর বাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন। সমগ্র পরিবারটি খুবই ঈশ্বর বিশ্বাসী। প্রতি রবিবার তারা গীর্জায় যেত। পাড়া প্রতিবেশী কারও সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ ছিল না। একবার ফুলমণির স্বামী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য ফুলমণির বড় মেয়ে চাকরি নিয়ে কলকাতায় যায়। সেই সময় স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী দেশীয় খ্রীষ্টানদের অবস্থা দেখাশুনা করার জন্য ফুলমণির বাড়িতে আসেন। ফুলমণির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর খুব ভাল লাগে, তিনি খুব খুশি হন এবং এখানেই তাঁর করুণার সঙ্গে পরিচয় হয়।

করুণা ছিল ফুলমণির বিপরীত স্বভাবের বিপরীত পরিবেশের মানুষ। তার ঘরে মাতাল স্বামী, তার বড় ছেলেটিও সেই পথ ধরেছে। সংসারের সর্বত্র অভাবের চিহ্ন। ছোট ছেলে নবীন অবশ্য পুরোপুরি বাপ দাদার অনুসরণ করতে শেখেনি। কিন্তু তাতে কীই বা আসে যায়। করুণা মিথ্যা কথা বলে, ধার করে কোনরকমে সংসার চালায়। এজন্য কোন বিবেকের দংশনও সে অনুভব করেনা। কোন উপদেশ, কোন সাহায্যেই বোধহয় তার পরিবর্তন সম্ভব ছিল না।

এদিকে মধুনামে এক যুবক ফুলমণির মেয়ে সুন্দরীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে তার রানির সঙ্গে বিবাহ হয় এবং সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। মৃত্যুকালে তার

জ্ঞানোদয় হয় এবং তখন সে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে। সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সময়ে সে রানির জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মধুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে রানি একটি সন্তান প্রসব করে। এদেশী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রানির শাশুড়ী এই সময়ে বহু মেয়েকে ডেকে এনে মুমূর্ষু রানির কাছে নানা উৎকট ক্রিয়াকলাপ করেছিলেন। এমন সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী এসে রানিকে উদ্ধার করেন।

করুণার বড় ছেলে রীতিমত চোর হয়ে উঠেছিল। সে এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে তাড়া খায় এবং দৌড়ে পালাতে গিয়ে পুকুরে পড়ে মারা যায়। এতে করুণা অত্যন্ত শোক গ্রস্তা হয়। ক্রমে তার মনেও পরিবর্তন আসে এবং সে বুঝতে পারে যে, সে ছেলেকে কোনদিন সৎ শিক্ষা দেয়নি। এইজন্যই তার দুঃখ দ্বিগুণতর হয়। সে এই বলে বিলাপ করতে থাকে ঃ

'যে মায়ের নিষ্পাপি শিশু তাহার বক্ষঃস্থলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই মা উল্লাস করুক। সে যখন ছোট শবকে ধুইয়া তৈল মাখায় ও তাহার কবর সিন্ধুকে ফুল ছড়ায়, তখন সে এমতজ্ঞান করুক, আমার ছেল্যা বিবাহের বাটীতে যাইতেছে, ও যে সময়ে তাহার বন্ধু বান্ধবেরা তাহার বাছাকে কবরে রাখে, সেই সময়ে তাহার মাও কবর স্থানে যাইয়া আনন্দযুক্তও হউক, কারণ তাহার সন্তানের দুঃখের শেষ হইল। কিন্তু হায়। আমার যে প্রকার পুত্রশোক, তেমন পুত্রশোক জগতে খুঁজিয়া পাইব না।........যে তোমার আত্মাকে নষ্ট করিল....... আমাকে ধিক ! আমি মা হইয়া আপন ছেল্যার শরীরের আত্মা উভয়কে নষ্ট করিলাম।'

এই গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলির অন্যতমা প্যারীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সে যৌবনে কলকাতার এক খ্রীষ্ট্রীয়ান পরিবারে ধাত্রীর কাজ করত। সেই খ্রীষ্টান পরিবারের প্রভাবেই সে যীশুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় তার স্বামী তাকে নিয়ে যেতে আসে। সে বলে, বাড়ি গিয়ে যীশুর ভজনা যদি করতে পারে তবেই সে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী আছে অন্যথায় সে কলকাতাতেই থাকবে। এতে তার স্বামী বলে, 'তোর ধর্ম বিষয়ে কিছুই চেষ্টা নাই, কেবল তুই বিলাতি ভাতার করিতে চাস।' স্বামীর এই ব্যবহারে প্যারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু তার সন্তানেরা যখন তার গলা ধরে বলতে থাকে, 'আমাদের সঙ্গে চল মা। চল।' — তখন প্যারীর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অবশ্য এই দ্বন্দ্বেরও অবসান হয় এবং সে একজন যথার্থ খ্রীষ্টীয়ান হয়। এই প্যারীর ওপর যখন মৃত্যুর প্রশান্তি নেমে আসে তখন সকলেই তাকে দেখতে আসে এবং প্যারীর জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে।

এই বইটিতে দেখা যায় হ্যানা মুলেন্সের সান্নিধ্যে যারাই এসেছে তারাই উন্নত জীবন লাভ করেছে। তিনি করুণার ছোট ছেলে নবীনকে চাকরি দিয়েছেন। তাঁরই ব্যক্তিত্বের গুণে নিজের নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে সুন্দরীর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। সাধু ও সত্যবতি তাদের মা, বাপের শিক্ষায় অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষে লেখিকার মুসলমান আয়াটি পর্যন্ত খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। রানির আবার একজন প্রকৃত খ্রীষ্টানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এবং তার ক্রুদ্ধ শাশুড়ীকে কোনরকমে সান্ত্বনা দিয়ে কলকাতায় বাস করতে গেছে। এইভাবে সকলের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে ম্যুলেন্স তাঁর এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' উপন্যাস হিসাবে কোন উচ্চ শিল্প সামর্থ্যের দাবি করতে পারেনা বটে কিন্তু এর ভাষারীতি মোটের উপর ভাল। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা রচনাবলীর ধারায়— এটি যে একটি বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতঃপর সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর আর এক জাতীয় গ্রন্থের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

'ধর্ম পুস্তকের ধাতু বিষয়ক শিক্ষা' পুস্তকখানি বাইবেলে ধাতুর বিভিন্ন ব্যবহার বিষয়ক পুস্তক। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি ধাতু বাইবেলে বিশেষ চিহ্নের স্মারক এবং এগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পুস্তকে তারই বর্ণনা আছে। এখানে বিবিধ ধাতুর বিষয় এবং ঐ ধাতু বাইবেলে কি উদ্দেশ্যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর নামপত্রে দেখা যায় :

Lessons on the
Metals of the Bible
ধর্ম্ম পুস্তকের ধাতু বিষয়ক শিক্ষা।
Calcutta
Printed for the calcutta christian knowledge Society,
at the Satyarnaba Press
1854.

বাইবেলে অথবা খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনায় স্বর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতুর উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ৫৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় এই ধাতু প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা আছে। যেমন,

> 'স্বর্ণের সহিত পরিত্রাণের উপমা দেওয়া গিয়াছে। য়েশু প্রত্যেক দরিদ্র ও পাপি ব্যক্তিকে কহেন, ' তুমি যেন ধনবান হও এই নিমিত্ত অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত নির্ম্মল স্বর্ণ আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে আমি তোমাকে পরামর্শদি।' — প্রকাশ ৩, ১৮।
>
> 'যে স্বর্ণের উল্লেখ এইস্থানে হইয়াছে তাহার অর্থ পাপমোচন ও অনুগ্রহ এবং অনন্ত জীবন। আমরা কি প্রকারে ঐ সকল পাইতে পারি, কি প্রকারে বা তাহা ক্রয় করিতে পারি? আমাদের নিকটে তো কিছুই নাই, তবে তাহাকে কিছুই দিতেও পারি না কিন্তু তিনি আপনি এই সকল আমাদিগের নিমিত্তে ক্রয় করিয়াছেন, এবং আপন রক্তে তাহার মূল্য দিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিনা মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারি। য়েশু যেন তোমাদিগকে এই বহুমূল্যে স্বর্ণ দান করেন এইজন্য তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহা প্রাপ্ত হইলে তুমি যে কেবল এই স্থানে ধনী হইবা তাহা নহে বরং ঈশ্বরের ঐ উজ্জ্বল নগরে যাহার সমস্ত পথ পরিষ্কৃত, সুবর্ণভূষিত ও কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল ও 'যাহাতে দীপ্তির নিমিত্তে চন্দ্র সূর্য্যের কিছুই আবশ্যকতা নাই। যেহেতুক ঈশ্বরের তেজ দ্বারা সেই নগর দেদীপ্যমান আছে ও তাহাতে মেষ শাবক জ্যোতিঃ স্বরূপ আছেন' এমন অশেষ সুখস্থানে তুমি অবশেষে নীত হইবা।' প্রকাশ ২১,২১।। পৃ. ১৩-১৪।

আবার এই পুস্তকের পিওনের সর্পের বিষয় বর্ণনাটি এইরূপ :

> 'মূসা পরমেশ্বরকে আহ্বান করিলে পরমেশ্বর তাহাকে পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডাগ্রে রাখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কোন মনুষ্য সর্পদষ্ট হইল, সে ঐ পিত্তলের সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বাঁচিল। গণ ২৯, ৯। এই পিত্তলের সর্পেতে যাহা বুঝা যায় তাহা আমরা অনায়াসে জানিতে পারি, কারণ আমাদিগের প্রভু যখন নিকদীমসের সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন তৎসময়ে তিনি কহিলেন, 'মূসা

যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে উর্দ্ধে উঠাইল, মনুষ্য পুত্রকেও তদ্রূপ উৎযাপিত হইতে হইবে, তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে। যো ৩, ১৫। আর যে সর্প দণ্ডাগ্রে স্থাপিত হইল সে য়েশুর ক্রুশর্পিত হওনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এবং যেমন ইস্রাত্রল লোকেরা ঐ সর্পকে দংশন করিয়া অগ্নিবৎ সর্পের দংশন হইতে সুস্থ হইয়া রক্ষা। পাইল তদ্রূপ যে সকল পাপি য়েশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহারা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া চিরকাল বাঁচিবে।' —পৃ. ৩৭-৩৮।

খ্রীষ্টানী বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সুশীলার উপাখ্যান অন্যতম রচনা। গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহে ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটির পক্ষে এই বই প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত এই পুস্তিকার বর্তমান সংস্করণ মুদ্রিত হয় কলিকাতা বাহির মির্জাপুরের বিদ্যারত্ন প্রেসে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এর অষ্টম সংস্করণের নামপত্র এই :

Bengali Family Library
গার্হস্থ বঙ্গশালা পুস্তক সংগ্রহ।
। পারিতোষিক পুস্তক।
সুশীলার উপাখ্যান
প্রথম ভাগ
। বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ।
শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত
অষ্টম সংস্করণ
কলিকাতা
নং ৪২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
রায় যন্ত্রে,
শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৮৫।

বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছিল তা এই :

'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের ব্যবহারার্থ প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সর্বত্র পরিগৃহীত হয়, যদি বালিকাগণ ইহা পাঠ করণে আগ্রহ প্রকাশ করে, যদি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয় মহাশয়গণ আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগের নিমিত্ত এক একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয় ভাগ, এবং বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিনীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান তৃতীয়ভাগ লিখিয়া, কিরূপে সুশীলা আপন সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষা

বিধান করিয়াছিল কিরূপে তদ্দ্বারা প্রতিবাসি স্ত্রীলোকদিগের উপকার হইয়াছিল, এবং কিরূপে সে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া, ঈশ্বর এবং মানব জাতির সমীপে যশস্বিনী হইয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিজয় নগর এবং তৎসংক্রান্ত জমিদার মহাশয়ের বিষয়ে যাহা ২ লিখিয়াছি, সুশীলার উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠকালীন মধ্যে ২ সে সকল বিষয়েরই প্রসঙ্গ আবশ্যক হইবে। এক্ষণে উপদেশক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় পাঠ করাইবার সময়ে যদি তাঁহারা বালিকাগণের পক্ষে তাহা সুকঠিন এবং নীরস বোধ করেন, তবে ঐ অধ্যায় প্রথমে না পড়াইয়া গল্পচ্ছলে কেবল মর্মবোধমাত্র করাইয়া দিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পাঠ হইলে পর, অবশেষে প্রথম অধ্যায় পড়াইবেন।' — শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় লেখক জানিয়েছেন :

'কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগ প্রচার হইলে পর আমাদিগের দেশহিতৈষী অনুবাদক সমাজ আমাকে একশত পঞ্চাশ টাকা পরিতোষিক দিয়াছেন। আর পুস্তকপাঠে বিদ্যারত ধনবতী কূলবধূও সাতিশয় প্রীতা হইয়া আমাকে দশ অবধি পঞ্চ বিংশতি মুদ্রাপর্যন্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।'

এই বিজ্ঞাপনের কাল — আশ্বি, ১২৬৬ সাল। আবার ১২৭৪ সালের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় :

সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগ পঞ্চমবার মুদ্রিত হইল। প্রথম চারিবারে সর্বশুদ্ধ ছয় সহস্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয়। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ স্ত্রীবিদ্যার উপযোগী পুস্তক বলিয়া তাহার সকলই গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি অনুবাদক সমাজ যখন সোসাইটির সহিত সংযোজিত হয় তখন অধ্যক্ষগণ আমার পূর্ব পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের স্বামিত্ব আমাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্বে অনুবাদক সমাজের নিয়ম ছিল, কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে যে ব্যয় হইবে সমাজ কেবল তাহাই গ্রহণ করিতেন, গ্রন্থকর্তাদিগের পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না। আমার নিজ সম্পত্তি বিষয়ে সে নিয়মের অনুগামী হওয়া অতীব দুঃসাধ্য, এ কারণ প্রথম ভাগের পূর্ব মূল্য যে তিন আনা ছিল তাহা ছয় আনা করিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যোৎসাহীমহোদয়দিগের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা যেন ইহাতে অসন্তুষ্ট না হন।'

আশ্বিন, ১২৭৪ সাল। — শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

বইটির ভাষা মোটামুটি সুবোধ্য বলা যায়। এর শব্দ প্রকৃতির পরিচয় দিতে হলে এতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা আবশ্যক, যেমন — 'সর্ব্বান্তঃকরণে সহিত' 'পৈঠাগুলীন', 'পঁনের', 'উচক্কাবুদ্ধি', 'অনাথবাদ', 'আংরাখা', 'কাঁথাধোকড়া', 'হপ্তন'-'বন্ধো', 'প্রিয়কর', 'নিস্পাদন', 'বৃদ্ধদশাতে' ঐ বৃদ্ধাকে একদিনও অন্যের উপাসনা করিতে হইত না ইত্যাদি। সে যাই হোক, সুশীলার উপাখ্যান গল্পটি সংক্ষেপে এই—

'ধর্মপুর অঞ্চলে বিজয় নগর নামক নগরে জয়চন্দ্র নামে এক জমিদার ছিলেন। এই জমিদারের অধীনে প্রজারা সুখে বাস করত। তিনি ঐ গ্রামে স্ত্রীলোকদের জন্য দুটি পাঠশালা করে দেন। এই বিষয়ে তিনি সরকার থেকে সাহায্য পান। ঐ গ্রামে মনোহর দাস নামে এক বণিক বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম 'সুশীলা'। সুশীলা ঐ পাঠশালায় পাঠ করত। সকালে সন্ধ্যায় এবং অবসর সময়ে সুশীলা মায়ের এবং সংসারের যাবতীয় কাজ করত। সে তার বাবার এবং ভ্যায়েদের সেবা এবং পরিচর্যা করত। তার মাও অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সুগৃহিনী ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সুশীলা শিক্ষিতা ও গৃহ কর্ম নিপুণা হয়ে ওঠে এবং যথা সময়ে তার বাবা চন্দ্রকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে দেন। এই লোকটির অবস্থা একসময় ভাল ছিল কিন্তু সংসারে দেখাশুনা করার লোকের অভাবে সংসারে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। সুশীলা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সংসারের হৃতশ্রী ফিরিয়ে আনে।

এইরকম ভাবে কিছুদিন যাবার পর মনোহর দাস মেয়েকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসেন। তখন সুশীলার শ্বশুর শ্বাশুড়ী শতমুখে বধুমাতার প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয়, কন্যার স্বভাব মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং তার কাজকর্মে পারদর্শিতা লক্ষ্য করে তাঁরা সুশীলার মায়েরও প্রভূত সুখ্যাতি করেন। এতে মনোহরও অতিমাত্রায় আনন্দিত হন। তিনি হৃষ্ট চিত্তে স্নানাহার শেষ করে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সুশীলার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এককথায় সম্মত হয়ে পরদিনই তাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেন এবং সুশীলা তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে পরের দিন ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে সুশীলার প্রতিবেশী এক গোয়ালিনীর ছেলের উৎকট ব্যাধি হয়েছিল। সুশীলা তাকে উপদেশ দিয়ে ঐ ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এতদ্দেশীয় গরিব লোকদের ছেলেমেয়েদের অসুখ করলে তারা রোজা ডেকে তাদের প্রতিকার করতে পাইত। কিন্তু সুশীলা শিক্ষিতা হওয়াতে এ সকল বিষয়ে যেমন অভিজ্ঞ ছিল তেমনি দয়ালুও ছিল।

কিছুদিন পরে সুশীলা গর্ভবতী হয় ও অতি সাবধানে দিন যাপন করতে থাকে। যথাসময়ে পরিচ্ছন্ন আঁতুড় ঘরে সে একটি সুশ্রী পুত্রসন্তান প্রসব করে। সে নিজেই তার পরিচর্যা করত। কারও উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত না। এর ফলে তার ছেলেটি প্রিয়ভাষী ও মধুরস্বভাব সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

সুশীলার বাল্যসখী মনোরমা তার বাড়ির কাছেই থাকত। একদিন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে সে সখীকে দেখতে এল। সখীর বাড়ির শোভা, সৌন্দর্য ও পরিপাট্য দেখে সে চমৎকৃত হয়। সর্বোপরি মনোরমা বালকের সুবোধ ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সাংসারিক কথাবার্তা বলতে বলতে রাত বেশি হয়ে গেল। তাই মনোরমা বাড়ি ফিরে না গিয়ে রাতে সখীর কাছে থেকে গেল এবং তার কাছ থেকে নানা উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করল।

পরে একদিন নিত্যানন্দ দত্ত নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে বিবাহের উপলক্ষ্যে সুশীলা নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে দেখে কোন কাজের সুবন্দোবস্ত নেই। যতদূর সম্ভব সুশীলা কাজগুলিকে গুছিয়ে দেয় এবং সুশীলা পতিপ্রাণা বলেই বিবাহের

অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজগুলি তারা তাকে দিয়েই করায়। এক ধনী গৃহিনীর এই কাজ করবার কথা ছিল, কিন্তু সে পতির প্রিয় নয় বলেই তাকে দিয়ে কাজ করান হয়নি। এতে তার অভিমান হয়। বিবাহ কার্য শেষ হলে ঐ ধনী গৃহিনী অর্থাৎ মালতী সুশীলার কাছে শিক্ষা নিতে আসে। সে তাকে যথোচিত উপদেশ দিয়ে বিদায় করল। এতেই যথার্থ ফল লাভ হওয়া মালতী সুশীলাকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

ইতিমধ্যে স্থানীয় জজ সাহেবের স্ত্রী মালতীর ঘরে একদিন বেড়াতে এলেন। মালতী ধনী গৃহিনী। তার ঘর বাড়ি, আচার ব্যবহার দাস দাসী, রুচি বিলাস প্রভৃতি দেখে শ্রীযুক্ত উইলসন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন মালতী সরল ভাবে সুশীলার কথা জানালেন। এই সকল শিক্ষা যে মালতীর তারই কাছে পাওয়া সে কথা বলতেও ভুললেন না। এইসব খবর জেনে নিয়ে শ্রীমতী উইলসন পরদিনই সুশীলার বাড়ি গেলেন। সুশীলা তার স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবহারে মেম সাহেবকে আপ্যায়িত করলেন। শ্রীমতীও তার অনেক প্রশংসা করলেন এবং অনেক খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চন্দ্র কুমার কুঠি থেকে ফিরে এলেন। এদিকে সুশীলা মেমসাহেবকে ইংরেজি ভাষায় তাঁর বাবা, বিজয়নগর পাঠশালা ইত্যাদি সকল কিছুর বিবরণ দিয়ে তুষ্ট করলেন। এই তিনজনের কথাবার্তায় রাত্রি অনেক হল। শ্রীমতী উইলসন বাড়ি গেলেন এবং তাঁর স্বামীর কাছে এই সুন্দর বাঙ্গালী পরিবারটির কথা বর্ণনা করলেন। সাহেব খুশি হয়ে চন্দ্র কুমারকে ঐ স্থানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ পত্র দান করলেন।

সুশীলা এর উত্তরে তাঁদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু টাকা বিবিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে তিনি পুত্রের যোগ্য বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনলেন। এইভাবে সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, খ্রীষ্টে স্থির বিশ্বাস রেখে তিনি লোকান্তরিত হন।

আলোচিত সুশীলার উপাখ্যানের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ তে এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয। বইটির 'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ ভূমিকা বদলেছে অনেকবার। ১২৬৬ সালের বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম :

'এক্ষণে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের শ্রীবৰ্দ্ধনের উদ্দেশ অনেক মহাত্মা নানা মহোপকারী বিষয়ের নানাবিধ পুস্তক প্রণীত সঙ্কলিত ও অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমনীগণ যাহাতে যথানিয়মে সংসার ধর্ম প্রতিপালন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে শিক্ষাপায়, এমন কোন পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ণে অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি মনোযোগ করেন নাই। আমি কথঞ্চিত সেই অভাব নিরাসের অভিলাষে গল্পচ্ছলে সুশীলার উপাখ্যান লিখিতে প্রবৃত্ত হই। বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের কিরূপ গুণযুক্ত হওয়া উচিত সুশীলার বাল্যচরিত লিখিয়া তাহা আমি প্রথমভাগে প্রকাশ করিযাছি, এক্ষণে যুবতীগণ কিরূপ চরিত্রের হইলে উত্তম হয় তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সুশীলার যৌবনাবস্থায় সংসার যাত্রা নির্বাহের বৃত্তান্ত লিখিয়া এই দ্বিতীয় ভাগখানি প্রচারিত করিলাম। পাঠশালার কর্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই যুবতীগণের ব্যবহারার্থ এই পুস্তকখানি তাঁহারা যেন স্ত্রীবিদ্যালয়স্থ বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক না করেন। তরে যে স্থলে পণ্ডিত আবশ্যক করেনা, বালিকাগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অথবা যে স্থলে কেবল স্ত্রী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাকার্য

নির্বাহ হইয়া থাকে, সে স্থলে ইহা পাঠ্যপুস্তক হইলে কিছু মাত্র হানি হইবে না।

প্রায় দশমাস অতীত হইল সুশীলার প্রথমভাগ প্রচারকালে আমি এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলাম যদি এতদ্দেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণ আগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি পাঠ করেন, যদি দেশহিতৈষী বিজ্ঞলোকেরা আমাকে উৎসাহপ্রদান করেন তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ সুশীলার দ্বিতীয় ভাগ লিখিব। এক্ষণে অভিলাষ আমার ফলোন্মুখ হইয়াছে কি দেশীয় কি বিদেশীয় অনেক মহাশয়ই সুশীলার উপাখ্যান পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় এরও ইহা পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে।

বালিকাগণ এই পুস্তকপাঠ করিতে যে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কৃপায় প্রথম ভাগ খানি এইরূপ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হওয়াতে আমি অতীব উৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশীয় যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়নে যেরূপ প্রবৃত্ত হইতেছি, ঈশ্বর প্রসাদে প্রথম ভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয় ভাগেও যদি আমার সেইরূপ আশা পূর্ণ হয়, তবে সুশীলা গত যৌবনা গৃহিনী হইয়া যেরূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহা দ্বারা জ্ঞাতি কুটুম্বিনী ও প্রতিবাসিনীদিগের যেরূপ উপকার হইয়াছিল, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিনীদিগের উপকারার্থ সে সমস্ত বর্ণনা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিব।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমাদিগের দেশোপকারক, অনুবাদক সমাজ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তক সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগের নিমিত্ত ১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকা, এবং দ্বিতীয় ভাগের নিমিত্ত আমাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। পরমেশ্বর এই সমাজের অধ্যক্ষা এবং প্রতিশোধকদিগের দিন দিন সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বৃদ্ধি করুন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা উত্তমোত্তম গ্রন্থকারেরা উত্তমোত্তম অভিনব গ্রন্থ প্রণায়ন করিয়া বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি বেন ১৬ ই পৌষ, ১২৬৬ সাল।

— শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর পূর্বালোচিত অন্য এক শ্রেণীর অন্যধরণের এক খানি বই এর প্রসঙ্গ আলোচ্য। এই বইখানির নাম 'ধর্ম পুস্তকের ইতিহাস'। বইটি অন্যান্য বই-এর মতই সচিত্র। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়।

বাইবেলের সুখপাঠ্য অজস্র গল্পের পূর্ব বৃত্তান্ত এতে বর্ণিত হয়েছে। 'বঙ্গে খ্রীষ্ট মণ্ডলী' ইত্যাদি গ্রন্থে যেমন খ্রীষ্টান মিশনরিদের ইতিবৃত্ত রয়েছে অথবা মেরী কার্পেন্টারের ভারতে খ্রীষ্টীয় মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেরূপ গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি মোটে তেমন নয়। এই বই বাইবেল বা ধর্ম্মপুস্তকের গল্পের মূল সূচনা। এর দুই ভাগ। প্রথম ভাগে সৃষ্টি বিবরণ দ্বিতীয় ভাগে যীশুর জন্ম বিবরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে বাইবেলের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। বাইবেলেরও দুইভাগ। প্রথমভাগ ওল্ড টেষ্টামেন্ট ও দ্বিতীয় ভাগ নিউ টেষ্টামেন্ট অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। পুরাতন নিয়মে সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদি এবং নূতন নিয়মে যীশুর জন্ম বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

এর সূচীপত্র বা নির্ঘন্ট এইরকম :

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে যীশুর জন্ম বিবরণ সম্পর্কিত জ্যোতির্বেত্তাদের প্রসিদ্ধ গল্পটি আছে। সমশ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে অন্যত্রও এই গল্প বর্ণিত হয়েছে বটে, তবে তারই মধ্যে ভাষার বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্করণে বাইবেলের ভাষা হয়েছে নবীন থেকে নবীনতর। প্রতিক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় নূতনতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সেকালে খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক নানা রচনার স্রোতে একদিকে যেমন লেখক লেখিকার বা তাঁদের মূল রচনাবলীর অনুবাদক গোষ্ঠীর লেখনীতে খ্রীষ্টীয় মহিমা প্রচারের আয়োজন আত্ম প্রকাশ করেছিল, অন্যদিকে সেই রূপ হিন্দুদের ধর্মতত্ত্ব ও তাঁদের তীর্থস্থান ইত্যাদির প্রসঙ্গ অবলম্বনে দেশীয় কয়েকজন লেখকের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই সকল রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস বা আচারাদির সঙ্গে কতকটা তুলনার চেষ্টা দেখা যায়। 'কালী মাহাত্ম্য' ও 'পঞ্চবটীতত্ত্ব' এই ধরণের পুস্তিকা। 'কালীমাহাত্ম্য' প্রকাশিত হয় বাংলা ২০ এ মাঘ, [১৮৭৮] ১২৮৪ সালে। তার নামপত্রে দেখা যায় :

> 'কালীমাহাত্ম্য প্রথম খণ্ড হুগলী জেলার অর্ন্তগত বলরামের গড় অর্থাৎ বলাগড় নিবাসী বলরাম ঠাকুরের কনিষ্ঠাত্মজ ভৃগুরাম মুখোপাধ্যায় তস্যপুত্র শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।'

এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪। এই গ্রন্থে কাশীর ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিষয়ের বিবরণ আছে। যেমন অক্ষয় বটের বিবরণ, কেদার নাথের বিবরণ, জ্যেষ্ঠেশ্বর জ্যেষ্ঠা গৌরী দেবীর বিবরণ ইত্যাদি। এখানে এইরকম একটি বিবরণের একটি দৃষ্টান্ত আছে :

> 'রাজা দশরথ অযোনি সম্ভবা সীতার মুখে এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি শীঘ্র আমাকে পিণ্ড দান করুন, তখন জনক দুহিতা কহিলেন, আর্য। আমার নিকট ফলমুলাদি কিছুই নাই যে, আমি তদ্বারা পিণ্ডদান করি। তখন অজনন্দন উত্তর করিলেন, তুমি এই ফল্গু তীর্থের বালুকা দ্বারা পিণ্ডদান কর, তাহাকে আমি তৃপ্তি লাভ

করি। জনক দুহিতা রাজা দশরথের বাক্যানুসারে ফল্গু হইতে বালুকা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বালুকা রাজাকে পিণ্ডদান করিলেন।' — পৃষ্ঠা ৬৩।

এরই কাছাকাছি সময়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পঞ্চবটীতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়। এর নামপত্রে দেখা যায় :

'পঞ্চবটীতত্ত্ব' অর্থাৎ পঞ্চবটীরূপ গুপ্ত বারানসী ও নারায়ণ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। শ্রীকালীনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত। শ্রীগুরু নাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা গিরি মুন্নি মণ্ডলাবকুস প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮৬। ৮ ই চৈত্র মূল্য পাঁচ আনা।'

ইতিপূর্বে এই বইটিই অন্য নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই 'মৃত্যুসদগতি' নামটি লোকের মনোরঞ্জক না হওয়ায় লেখক আবার ঐ পুস্তকটিই অন্য নামে প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকের অনুক্রমনিকায় লেখক এই ইতিহাসটিই বিবৃত করেছেন। অনুক্রমণিকা যথাযথ উদ্ধৃত করা হল :

'প্রথমে এই পুস্তক মৃত্যু সদ্গতি' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণে দেখা যায় যে, কোন কোন অপরিণামদর্শী যুবক মৃত্যুসদ্গতি শব্দ শ্রবণেই শঙ্কা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পুস্তিকা সমালোচনা দূরে থাকুক উহা স্পর্শ করিতেও বিমুখ হইয়াছেন এবং ইদানীং কতিপয় মহোদয় এই পুস্তক প্রাপ্ত হইবার মানসে পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত করার জন্য আমাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব উক্ত উভয় কারণে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সংশোধন পুরঃসর পুস্তকের পূর্ব্ব নিরূপিত মৃত্যু সদ্গতি নাম পরিবর্তন করিয়া পঞ্চবটীতত্ত্ব নাম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ইহা পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত হইল।

ঢাকা প্রদেশস্থ শ্রী কালীনাথ দাসগুপ্ত।
বিক্রমপুর, বিদ গ্রাম

এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। গ্রন্থ শেষে একটি অশুদ্ধ শোধনী পত্রিকা আছে, তারপরে প্রকাশকের 'দু' একটি কথা'। অবশেষে পয়ার বন্ধে লেখকের কিঞ্চিৎ নিবেদন রয়েছে। নিবেদনটি এইরকম :

যুবাবোধে ত্যাজিবানা মরণের ভয়।
বৃদ্ধ অগ্রে যুবকেরো দেহপাত হয়।।
মৃত্যুই মুক্তির ফুল বলে সর্ব্বজন।
অতএব মৃত্যু শুভ কর আহরণ

এখানে 'মৃত্যু সদ্গতি' কেই 'মৃত্যুশুভ' বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, সে সময়ে যেমন খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হত, হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক এবং হিন্দুর স্থান মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুস্তকও ছিল, এই পুস্তকখানিও তারই প্রমাণ। পুস্তকের থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখলে খ্রীষ্টের অথবা খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপন এবং হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপনের প্রকৃতিটি বোঝা যাবে—

প্রথম দৃষ্টান্ত :

'আমাদের শাস্ত্রমতে মৃত্যু সময়ে আত্মা যে অতিসূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া ইহকালীয় শরীর পরিত্যাগ করেন তাহা পূর্বে খ্রীষ্টীয়ানেরা সত্য বলিয়া মান্য করিতেন না। কিন্তু ইদানীং মহাজ্ঞানবান ডেবিস স্বীয় ক্লেষর্যমেন্স ক্লের্যয়েনা শক্তিদ্বারা সেই সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।' — পৃষ্ঠা: ৫।

য় দৃষ্টান্ত :

'আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা জনসন যে হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে একখানা অতিবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি তন্মধ্যেও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 'টাইমস অফইণ্ডিয়া'র একজন পত্রপ্রেরক লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন, পৃথিবীর সকল লোকেরই হিন্দু ধর্মগ্রহণ করা উচিত কারণ হিন্দুধর্ম শান্তি ও প্রেমপূর্ণ, বিশেষ উহাতে অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়।'

সাহেবরা ক্রমে ক্রমে দেশীয় হিন্দু অধিবাসীদের আচার আচরণ, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহ বোধ করছিলেন, লেখক এই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে , খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সমকালীন ট্র্যাক্ট এর প্রাচুর্যের তাড়নায় হিন্দুর আত্মরক্ষায় ক্ষীণ প্রয়াস হিসেবেই এগুলি স্মরণীয়। বর্তমান আলোচনায় তাই এগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে করার কারণ নেই।

এরপর কথা সাহিত্য ধর্মী আর একখানি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তিকার কথা। 'খ্রীষ্টীয় মহিলা' পত্রিকার সম্পাদিকা কামিনী শীলের অনূদিত 'বাজনায় বাক্স' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। তার নামপত্রটি এইরকম :

Christe's old organ OR
Home, Sweet Home"
বাজনার বাক্স
অথবা
সুখময় বাটী
Translated by kamini Seal
Editor of the khristiya Mahila
কলিকাতা
চৌরঙ্গী রোড, ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত
Printd by B. N. Bose at the Saptahik Sambad' Press, Bhaowanipur.
and published by the calcutta Tract and Book Society
23, chowringhee Road, Calcutta 1881.

কলকাতা ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১২। এর আখ্যানবস্তু এইরকম :

সতীশ নামে এক অনাথ বালক কোন এক গভীর রাত্রে সুমধুর এক বাদ্যঝঙ্কারে আকৃষ্ট হয়ে কোন এক গৃহের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই সুললিত রাগিনী— 'সুখময় বাটী' নামে পরিচিত একটি গানের সুর। সতীশের জননী ছেলেবেলায় এক 'সুখময় বাটীর কথা তাকে বলতেন। সে অবশ্য সুদূর অতীতের কথা। কিন্তু এখন এই সুরটি যে বাটী থেকে শোনা যাচ্ছিল তা এক বৃদ্ধের বাটী এবং তা মোটেই সুখময় ছিলনা। সতীশ দরজায় কান পেতে এই সুর শুনতে লাগল। এমন সময় একটি পতনের শব্দে চমকে সে দরজা খুলে ফেলল। সেই মুহূর্তে সে দেখল বাদক বৃদ্ধ অবসন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। সে

বৃদ্ধকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলল এবং ক্রমে সতীশ ঐ বৃদ্ধের আত্মীয় হয়ে উঠল। বৃদ্ধের নাম চৈতন দাস। সে দিনে দিনে আরও বৃদ্ধ এবং অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। অর্গানে গানের সুর বাজিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন আর সে তা করতে পারেনা। তার অতি প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটি সে তাই এখন সতীশকে দিয়েছে। ঐ যন্ত্রটি বাজিয়ে সতীশ উপার্জন করে এবং দুইজনে কষ্টে দিন যাপন করে।

তারপর বৃদ্ধ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধের বাড়ীওয়ালীকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করত। সতীশ একদিন তাকে নিয়ে আসে। ঐ বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেন, 'তিনি আর একমাস জীবিত থাকবেন। তখন বৃদ্ধের চিন্তা হল তিনি মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন। সে না জানি কেমন জায়গা। সতীশ তাঁকে বলত তার মাও মৃত্যুর সময়ে স্বর্গের কথা বলতেন। তিনি শেষে সুখময় বাটীর গান গেয়েছিলেন। এই সব কথা শুনে বৃদ্ধ সতীশকে তাড়াতাড়ি স্বর্গের অনুসন্ধান করতে বললেন। সতীশও এই সময় বাজনা বাজাতে গিয়ে এক পরিবারের সন্ধান পায়, সে পরিবার ঈশ্বর ভক্ত। তাদের মালতী নামে এক মেয়ে ছিল। সে যীশুর প্রতি ভক্তিপ্রাণা ছিলেন। ইতিমধ্যে সতীশ এক ভজনালয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। এইখানেই সেই বৃদ্ধের জন্য স্বর্গের অনুসন্ধানে সতীশ আসা যাওয়া করতে লাগল। ক্রমে ভজনালয়ের সঙ্গে সতীশের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ায়— সেখানকার উপদেশক এসে বৃদ্ধকে নানা উপদেশ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন। এতে সেই অতি বৃদ্ধের আর সতীশের জ্ঞানচক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হল। তাঁরা উভয়ে যীশুর ক্ষমা পান। এই কথা নিশ্চিতভাবে জেনে চেতন দাস একদিন রাত্রিতে পরম শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেন।

এদিকে মালতীর মায়ের হঠাৎ মৃত্যু হয়। চৈতন এবং মালতীর মা দুজনকেই একই ক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়। মালতীর মা সতীশকে স্নেহ করতেন। এইজন্য তাঁর মৃত্যুর পর মালতীর বাবা সতীশের ভরণ পোষণের ভার নেন।

পরে সতীশ মণ্ডলীর কাজে নিযুক্ত হয়। পরে সতীশ মালতীকে বিবাহ করে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই খ্রীষ্টের প্রণয়ে সুখে কাল যাপন করতে থাকে।

সতীশ যখন চৈতন দাসের অনুরোধে স্বর্গের অনুসন্ধানে ভজনালয়ে যায় তখন এই গানটি সে শুনতে পেয়েছিল :

উজ্জ্বল নগরী এক আছে উর্দ্ধস্থানে,
পাপ কভু প্রবেশিতে না পারে সেখানে।
তোমার নিকটে ভ্রাতঃ আইনু এখন,
পরমেশ মেষশিশু, করি নিবেদন,
নির্ম্মল করহ মোরে করহ উদ্ধার,
ধুয়্যে সব পাপ মলা করহ পরিষ্কার।।
এইবর, প্রভো, মোরে দেহ আজি হৈতে,
পারি যেন তব বাধ্য সন্তান হইতে।
যাহা হইতে তবমনে হয় ক্লেশো দয়,
নিজ বলে তাহা হইতে রক্ষ দয়াময়।।

শেষে যেন তব গুনে বিমুক্ত হইয়া,
নিহার ধবল শেত বসন পরিয়া।
পাপ মলা বিরহিত হৈয়া অবশেষে,
বসতি করিতে পারি সেই সুখদেশে।। — পৃঃ ৩৬

এর ভাষা প্রকৃতির উদাহরণ এইরকম :

'দরিদ্রনারী সতীশের হস্ত হইতে লিখিত প্রার্থনা লইয়া পুনঃ ২ পাঠ করিতে লাগিল। তৎপরে মালতী একখানি অন্তভাগ বাহির করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অন্তভাগখানি বহুকালের পুরাতন, নুতন বেলায় অতি সুন্দর নীলবর্ণের ছিল ও পাতার ধারে সোনার জল দেওয়া ছিল, কিন্তু সব ব্যবহার করাতে এখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই অন্তভাগখানি এই প্রথমবার যে এই কুঠুরীতে আনীত হইয়াছে, এমন নয়, পঞ্চদশ পূর্ব্বে মালতীর মাতা এই কুঠুরীতে উহা চৈতন দাসের কাছে বসিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। মালতী এ পুস্তকখানি অতিশয় ভালবাসিতেন, সে সকলের পার্শ্বে পেন্সিলের দাগ দাগ দিয়াছিলেন। মালতী সতত তাহা পাঠ করিতেন, সেই বচন তাঁহারও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার একটি বাণী পাঠ করিলেন, 'তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদ্গিকে যাবতীয় পাপ হইতে শুচি করে।' অনন্তর উক্ত স্ত্রীলোককে বলিলেন, 'যে কেহ যীশুর নিকট যায়, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত। তাঁহার রক্তে সকল প্রকার পাপ দূর হয়।' — পৃষ্ঠা: ১০১।

আরও দুটি উদ্ধৃতি :

'উপদেশক কহিলেন, এই প্রকার পবিত্রাকৃত লোকেরা উপস্থিত হইলে, সেই মুক্তা খচিত দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কেননা তাঁহাদের আত্মাতে পাপ মলা নাই — যীশু খ্রীষ্টের রক্তে তাহা ধৌত ও পরিষ্কৃত।' —পৃ : ৪৪।

'পবিত্র আত্মা তোমাদ্গিকে ক্রমে ক্রমে উত্তরাধিকারের জন্য প্রস্তুত করিবেন। তোমরা ক্রমে ক্রমে যীশুর মতন হইয়া উঠিবে। ক্রমে পাপের প্রতি অধিকতর ঘৃণা ও যীশুর প্রতি অধিকতর প্রেম জন্মিবে। ক্রমে তোমরা পবিত্রতর হইবে। কিন্তু তোমাদের কেহ যেন মনে করে না যে, ভাল মানুষ হইলেই সেই উত্তরাধিকারের সত্ত্ববান হওয়া যায়।' — পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭।

বলাবাহুল্য, এ ভাষাকে সুবোধ্য বলতে আপত্তি হয় না। 'ধবলীকৃত', 'নূতনীকৃত', 'মন্দাচারী', আলোপ্য' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে এবং বাক্য গঠনে অল্পাধিক কৃত্রিমতা সত্ত্বেও এ ভাষা পড়ে বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

এরপরে উমাপদ রায়ের 'জীবনালোক' বইখানির প্রসঙ্গে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। মূল ল্যাটিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন Haemmerlain [Thomas] A' kempis. আবার ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন উমাপদ রায়। এই গ্রন্থ খানি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'A treatise based on the work of Imitation of christ'-এর অনুবাদ এটি নয়। এটি ইংরেজি Imitation of christ এর ভিত্তিতে রচিত ব্যাখ্যা মূলক

গ্রন্থ। এই গ্রন্থেরই এক বঙ্গানুবাদ টমাস-আ-কোম্পিস করেছিলেন। সে এক পৃথক গ্রন্থ, তার নাম 'খ্রীষ্টানুসরণ'। ১৯৩২ - এ প্রকাশিত লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরীর 'খ্রীষ্টের অনুকরণ অনুবাদটির কথা পরে আলোচিত হবে। উমাপদ রায়ের 'খ্রীষ্টানুসরণ' এখন দুর্লভ। 'জীবনালোক' গ্রন্থখানি নানাদিক থেকে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট। এর নামপত্র এইরকম :

'জীবনালোক ঃ উমাপদ কর্তৃক লিখিত। কলিকাতা ঃ ৮১, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯১ সাল ১৮৮৪।

পুস্তকের ভূমিকা এই :

'যে মহাত্মা 'খ্রীষ্টের অনুকরণ' [Imitation of Christ] নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্ম পিপাসু। সন্যাস ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার লেখনী প্রসূত গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে।.......মূলগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেনা। এই উপাদেয় ইংরেজি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে ইহা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রাণে অতিশয় অভিলাষ হয়। এই অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়াই উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই পুস্তক ইংরেজি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। অনেকস্থলেই ভাবমাত্র গ্রহণ করা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থলে মূলগ্রন্থ হইতে ভিন্ন মত ও ভাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাস্তবিক উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে বলাই সঙ্গত।

যাঁহারা ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন আমার এরূপ আশা নাই। যেরূপ সাধু ও পবিত্র ভাবপূর্ণ হৃদয়ে লিখিত হইলে এই প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবের চিত্ত মুগ্ধ হইতে পারে লেখকের - অন্তরে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। তবে মূল গ্রন্থের জ্বলন্ত ধর্ম্ম ভাবের আভাসে যদি কোন ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি এই পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্ম পথে চলিতে কিয়ৎ পরিমাণেও সাহায্য পান তাহাতেই আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

কলিকাতা লেখক ঃ উমাপদ রায়।

১০ ই নভেম্বর, ১৮৮৪

এই গ্রন্থের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে ধর্মজীবনের অনুকূল উপদেশাবলী ও দ্বিতীয় অংশে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। ধর্মজীবন গঠনের উপদেশাবলী রয়েছে ২৫ টি পরিচ্ছেদ এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা আছে অবশিষ্ট ১৭টি পরিচ্ছেদে। সকলেই জানেন 'ইমিটেশন অফ্ ক্রাইষ্ট' ছিল বিবেকানন্দের প্রিয় গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর অনুশাসনগুলি হৃদয়গ্রাহী ও তীক্ষ্ণ। এর কয়েকটি উপদেশ বৈষ্ণব অনুশাসনের অনুরূপ, কয়েকটিতে আবার গীতার উপদেশের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই সকল বচনের আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা দেখে বারবার বিবেকানন্দের বাণীর কথা মনে পড়ে। স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার পূর্বেই ১২৯৬ সালে [১৮৯০] অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' মাসিক পত্রে এর অনুবাদ আরম্ভ করেন। প্রথম বর্ষের প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যার মধ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অবধি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদে তিনি

এ গ্রন্থের নাম রাখেন, 'ঈশা অনুসরণ'। সেই ১৮৯০ এর কাছাকাছি সময়ের এক খ্রীষ্টীয় পুস্তিকায় ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ন্যূনতার কারণ অনুধাবন করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, বাইবেলের অক্ষম অনুবাদই ছিল এর কারণ। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত, ঈশ্বর বিশ্বাসী খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকদের নিয়ে তাই তিনি নূতন ভাবে বাইবেলের অনুবাদ করতে চান। তাঁর এই পুস্তকখানি সেই প্রয়াসেরই ফল। ইহাতে বাইবেলের কয়েকটি বংশ তালিকা দেওয়া হয়েছে। লেখকের পূর্ণ বক্তব্যটি বুঝবার জন্য ভূমিকাটি উদ্ধৃত করা হল। পুস্তকের নামপত্রটি এইরকম :

। সুসমাচার।
সাধু ম্যাথু
কলিকাতা
২৯/৩ নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
আর্য্য সাহিত্য সমিতি কর্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত।
১৩০১ ইং ১৮৯৩

সাধুম্যাথুর এই সুসমাচার গ্রন্থের মুখবন্ধ :

'........এই বিশাল জগতের বহু দেশবাসী বহু জাতিই এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতে প্রাণ জুড়াইয়াছে। তবে ভারতবর্ষ বাসিগণ এই ধর্ম্মগ্রন্থ এর প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ কেন। আমরা ইহাই মনে করি যে অধুনা বাইবেল শাস্ত্রের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে তাহা নিতান্ত আক্ষরিক অনুবাদ। সকল স্থানে ধর্ম্মের ভাব ও ভাষা পরিস্ফুট না হওয়াতে ঐ সকল তাদৃশ সুখপাঠ্য এবং সাধারণের রুচি প্রণোদিত হয় নাই। এই অভাব যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য আমরা বাইবেল গ্রন্থের একটি সরল অনুবাদ প্রকাশ করিবার কল্পনা করি।

ধর্ম্মশাস্ত্রঃ সেই শাস্ত্রেরই যথাযথ মতএবং সংস্কারাদি অক্ষুন্ন থাকিয়া অনুবাদ হওয়াই শ্রেয়। এইজন্য প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসী মাহাত্মাগণ যাহারা ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত সভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত সহ অনুবাদ প্রকাশিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইজন্য আমরা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমাদের এই কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এবং অ্যনান্য মিশনরি মহোদয়গণেরও এ বিষয়ে সমুচিত দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষিত করিবার জন্য একটি সভা আহুত কবান।

.......সভার সম্মতিক্রমে রেভাঃ বরদাকান্ত ঘোষ
,, ,, শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এইচ বল
,, ,, ,, এইচ এণ্ডারসন
,, ,, ,, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের বঙ্গানুবাদের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিবার জন্য নির্বাচিত করেন। ....

এই পুস্তকের অনুবাদ ও যেখানে টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমস্তই আমাদের কৃত, তবে অনুবাদের অর্থ বিপর্যয়, কি মতভেদ হইয়াছে কিনা ইহাই মাত্র তাঁহারা দেখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতি পাইলে নূতনপাঠ [New Testament] ও পুরাতন

পাঠ [Old Testament] সম্বলিত সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচার করিবার বাসনা রহিল।

আর্য্য সাহিত্য সমিতি

১৩০১ সাল।

১২ ই ফাল্গুন।

আব্রাহাম থেকে ডেভিড অবধি এবং রাজা ডেভিড থেকে যেকোনিয়াস অবধি প্রতি শাখায় চতুর্দশ পুরুষের নামাবলী পরিবেষণ করে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত প্রদত্ত হয়েছে।'

খ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত

'এই প্রকার মহোত্তম বংশে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম। তাঁহার মাতা বাগদত্তা কুমারী মেরী। যোসেফের সহিত পতি-পত্নি ভাবে সম্মীলিত হইবার পূর্ব্বে, পবিত্রাত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বামী পরম ন্যায়বান যোষেফ এইপ্রকার (নিন্দিত চরিত্র) পত্নিকে গ্রহণ করিয়া সাধারণ্যের সুম্মখে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অপেক্ষা গোপনে পত্নি পরিত্যাগ শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া অবধারণ করিলেন।

তিনি এই সকল বিষয় মনে মনে বিচারণা করিতেছেন, এমন সময় স্বপ্নযোগে প্রভুর দূত প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন 'ডেভিডের বংশ তিলক যোসেফ। তোমার পত্নি মেরীকে গ্রহণ করিতে ভীত হইওনা; কেননা সেই পরিত্রাতার সংবেশেই তোমার পত্নির গর্ভ সমুৎপাদিত হইয়াছে।'

'তাঁহার গর্ভে যে (পরম পাবন) কুমার প্রসূত হইবে, তাঁহাকে (লোকত্রাতা) যিশু নামে আখ্যাত করিবে। কেননা তিনিই তাঁহার স্মরণাগতগণকে পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন।' —১৮-১২, পৃ : ৩।

এই পুস্তকের আলোচ্য সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৩৬। মুদ্রাকর ও প্রকাশক শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। এর অধ্যায়গুলির নাম 'কল্প'। এই পুস্তকে বহু উপদেশও স্থান পেয়েছে। এখানে একটি সুন্দর উপদেশ স্মরণ করা যেতে পারে :

'বিবেচনা করিওনা যে, ইহজগতে আমি শান্তি দানার্থ সমবেত হইয়াছি। শান্তিদানের জন্য আমি আসি নাই, তরবারি দিতে আসিয়াছি। পিতার বিপক্ষে পুত্রবধূর বিবাদ সংস্থাপন করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। ইহাতে আত্মীয় স্বজনেরাই মনুষ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। যে ব্যক্তি আমা অপেক্ষা পুত্র কন্যাকে অধিক ভালবাসে, সে ব্যক্তিও আমার জীবন হারায় সে জীবন পায়।' —পৃ : ৭৯-৮১।, ৩৪-৩৮-দশম কল্প।

বর্ণাশুদ্ধি ও উৎকট শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্তগুলি উপেক্ষা করলে সাধু ম্যাথুর এই সুসমাচার এর ভাষা সুবোধ্য বলেই স্বীকার করতে হয়। এতে 'সংন্যাস', 'যুগ্ম অঙ্গত্রান', 'বিচার বাসর', ধর্ম্মধ্বজী', 'অসদাত্মার' আবেশ' ইত্যাদি প্রয়োগগুলি স্মরণীয়।

'বঙ্গে 'খ্রীষ্ট মণ্ডলী'র লেখক ছিলেন মথুরা নাথ নাথ। ইনি এই জাতীয় লেখকদের অন্যতম। 'বঙ্গেখ্রীষ্ট মণ্ডলী' একদিকে যেমন খ্রীষ্টান ধর্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, অন্যদিকে এতে আবার

বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। খ্রীষ্টীয় রচনাবলীর লেখকগণের কথাও এতে রয়েছে। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপন' টি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি এই বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন :

'...........মিশনের ইতিহাস, মিশন সাইক্লোপিডিয়া দেশীয় ভক্তদের ও বিদেশীয় মিশনরীদের জীবনী, পুরাতন সাময়িকপত্র ও রিপোর্টাদি হইতে যত সংক্ষেপ পারিয়াছি, বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।..........

১ লা মার্চ, ১৮৯২।'

গ্রন্থের নামপত্রেও এই বিষয় বস্তুর উল্লেখ আছে :

'বঙ্গে খ্রীষ্ট মণ্ডলী
বঙ্গদেশস্থ খ্রীষ্টীয় সমাজের সংক্ষেপ বিবরণ
The chruch of christ in Bengal
compiled by M. N. Nath
Calcutta
Printed at the Baptist Mission Press
And published by the christian Literature Society
23. chwringhee. 1892.

এই গ্রন্থে মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাস পাওয়া যায়। জন জ্যাকেরিয়া কিয়েরণাণ্ডারই সর্বপ্রথম বঙ্গে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সূত্রপাত ঘটাবার চেষ্টা করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, 'খ্রীষ্টীয়ান নলেজ সোসাইটী কর্তৃক তিনি মাদ্রাজের অন্তর্গত কডালোরে প্রেরিত হন এবং সুদীর্ঘ ১৭ -১৮ বছর ঐ ক্ষেত্রে প্রভুত যত্ন ও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৫৮ র ২৯ শে সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় আসেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে উপাসনা ও স্কুলের জন্য তিনি এক গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উপাসনা গৃহের উদ্বোধন হয়। ঐ গৃহকে 'বেৎতেফিলা' বা প্রার্থনা গৃহ বলা হত। বাড়িটির রং লাল ছিল বলে একে 'লালা গির্জা' আখ্যা দেওয়া হয়। ১৭৮১র পূর্বে কলকাতায় একটি দেশীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়—সেটি 'নেটিভ কনগ্রিগেসন' নামে অভিহিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, স্কুল, গীর্জা বিক্রি হয়ে যায়। চার্লস গ্রান্ট এই সমস্ত কিনে নিয়ে আবার নলেজ সোসইটিকে প্রত্যর্পণ করেন। বর্তমান আলোচনায় পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে কিয়েরণাণ্ডারের প্রসঙ্গ স্মরণ করা হয়েছে। বর্ণাশুদ্ধি ও বানানের ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার এ গ্রন্থেও বিদ্যামান। 'গির্জা', 'কার্য', 'পূবে', 'সোসাইটী', ইত্যাদি বানান ও দেখা যায় আবার পুরাতন বানানের নজিরও রয়েছে। যেমন—সর্ব্ব, নির্ম্মাণ, সোসাইটি' ইত্যাদি। এই গ্রন্থ থেকে আরও অনেক তথ্য জানা যায়—যেমন

১। '১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে টমাস ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দেন যে, বঙ্গদেশে খ্রীষ্টের সুসমাচার যেন বাহুল্যরূপে প্রচারিত হয় তজ্জন্য কল্পনা হইতেছে। যাঁহারা এই কার্যে যোগদিতে বা এই কার্যের সহায়তা করিতে চাহেন তাঁহারা ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।'

২। রামরাম বসু — 'মঙ্গলসমাচারের দূত' নামে শতচরণে আবদ্ধ একটি ট্র্যাক্ট রচনা করেন। ছয় বৎসরের মধ্যেই ইহা পঞ্চদশ বার ছাপা হয়। ইহাতে হিন্দু ধর্ম মিথ্যা এরূপ লেখা ছিল। পরে এই ট্র্যাক্টের নাম হয় 'ত্রাণকর'।

রামরাম বসুর এই ট্র্যাক্ট কবিতাটির সংবাদ আরও দুই এক স্থানে পাওয়া যায়। সে যা হোক, 'খ্রীষ্টের সুসমাচার' প্রভৃতি পুস্তিকার প্রচার বাহুল্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতটি পাওয়া গেল, অনুরূপ ইঙ্গিত ও উল্লেখ অন্যত্রও চোখে পড়ে। একটি গ্রন্থে লিখিত হয় — 'বঙ্গের কবিচূড়ামণি মাইকেল বীরাঙ্গনা কাব্যে দশরথের প্রতি কেকয়ীর পত্রে দশরথের অপযশ ঘোষণার্থে কেকয়ীর মুখ দিয়া যে রূপ আগ্রহের কথা বাহির করিয়াছেন, যেদিন যীশুর প্রেমের কথা বলিবার ও যশোগান করিবার জন্য আমাদের সমাজে সাধারণের সেইরূপ আগ্রহ জন্মিবে সেইদিন খ্রীষ্টীয় সমাজের পরাক্রম বাড়িবে। যেদিন আমরা :

যখন যাহারে পাব কহির তাহার কাছে
ভূতলে এলেন যীশু পাপী তরাইতে;
পথে ঘাটে মাঠে গেহে ভিতরে বাহিরে,
যেখানে দেখিব যারে বলিব তাহারে
ভূতলে এলেন যীশু পাপী তরাইতে।' ইত্যাদি

কয়েকটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তিকার কিছু নমুনা আলোচ্য পুস্তকে সঙ্কলিত হয়। যেমন, কেরীর অনূদিত প্রথম নিউ টেষ্টামেন্টের একটি পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এইভাবে পুনর্প্রদত্ত হয় :

> 'আমি হই ভাল মেষ রাখাল ও জানি আমার মেষ, আমার মেষ ও জানে আমাকে যেমন পিতা জানেন আমাকে, তেমনি আমি জানি পিতাকে, আমি আপন জীবন দেই মেষের কারণ। আমার আর মেষ ও যাহার আলয়ের নহে তাহার দিগকেও আমি আনিব এবং তাহারা শুনিবে আমার রব, পরে এক আলয হইবেক ও এক রাখাল। যোহন ১০,'

১৭৯৩ - ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কেরী যখন নিউ টেষ্টামেন্টের অনুবাদ শেষ করেছেন বলে সাটক্লিফকে পত্র লেখেন, অনুমান হয় এই অনুবাদটি সেই প্রথম বারের রচনা। এর পর আরও অন্ততঃ চারবার এই বাইবেল পুনর্লিখিত হয় এবং এ সম্বন্ধে বাঙ্গালি পণ্ডিতদের পরামর্শ নেবার পর এই গ্রন্থ চূড়ান্ত রূপ পায়। অতঃপর যীশুর জীবনী নামে আর একটি ট্র্যাক্টের কথা স্মরণীয়। এর নামপত্র এইরূপ :

যীশুর জীবনী
Translated from
Rev. James Stalker's
Life of
Jesus christ
By
H. C. Raha
Calcutta

Printed at the Baptist Mission Press
and published by the women's Union Missionary Society America
140 Dharrumtollah Street
1894

লেখক হারাণ চন্দ্র রাহা এই জাতীয় গ্রন্থের সুপরিচিত লেখক। তাঁর এই গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮। আলোচ্য গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় 'খ্রীষ্টের প্রকাশ্য পরিচর্যা কার্য্যের বিভাগ।' দেখান হয়েছে এইভাবে :

'যীশুর সাধারণ পরিচর্যা কার্যের পরিমান সচরাচর তিন বৎসর কাল গণনা করা যায়। প্রতি বৎসর কার্যের প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ্য দৃষ্ট হয়! প্রথম বৎসরকে অজ্ঞাত বাসের বৎসর বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই, এই বৎসরের যে লিখিত কার্যবিবরণী আমাদের নিকট আছে, তাহা অতি অপ্রচুর, এবং বোধ হয়, এই বৎসর তিনি কেবল সাধারণের পাদবিক্ষেপ করিতেছিলেন মাত্র। এই এক বৎসরের অধিক কাল তিনি য়িহূদা দেশেই যাপন করেন। দ্বিতীয় বৎসরকে সাধারণের প্রিয় পাত্র হওনের বৎসর বলা যাইতে পারে। এই সময় মধ্যে দেশের লোকে তাঁহার বিষয় সম্পূর্ণ পবিজ্ঞাত হয়, তাঁহার কার্য তৎপরতা অনিবার্য বেগ ধারণ করে এবং তাঁহার খ্যাতি দেশের আদ্যোপান্ত পরিব্যাপ্ত হয়। প্রায় সম্পূর্ণ বৎসরটিই তিনি গালীলে যাপন করেন। তৃতীয় বৎসরকে প্রতিবাদের বৎসর বলি।—

প্রথম বৎসর লোকে কতই না আদর করিয়াছিল, সে আদরস্রোত এখন বিপরীত দিকে বহিল, শত্রু সংখ্যার বৃদ্ধি হইল, তাহারা নিরতিশয় শক্তগ্রীব হইয়া তাঁহাকে অতি কঠিনরূপে আক্রমন করিল অবশেষে তাহাদের ঈর্ষা ও হিংসা হেতু তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল এইশেষ বৎসরের প্রথম ছয়মাস গালীলে এবং শেষ ছয়মাস দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনি যাপন করেন।'

সর্বসমেত সাতটি অধ্যায়ে হারাণ চন্দ্রের এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। সপ্তম অধ্যায়টি পুস্তকের উপসংহার। হারাণ চন্দ্রের এই অনুবাদের ভাষারীতি সমসাময়িক সমজাতীয় গ্রন্থের বন্ধুরতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বটে, তবে 'শক্তগ্রীব' বা 'বিশেষ বিশেষ্য' শ্রেণীর প্রয়োগ তাঁর ভাষারীতিতে খুব বেশি দেখা দেয়নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একখানি অনুবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সরলতার পুরস্কার', 'ফুলমণি ও করুণা', 'বাজনার বাক্স' ইত্যাদি কথা সাহিত্যধর্মী খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক পুস্তক পুস্তিকার সঙ্গে হারাণ চন্দ্র অনূদিত 'চন্দ্রলীলার উপাখ্যান' একই শ্রেণীতে স্মরণীয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত এক হিন্দু বিধবার এই কাহিনীতে দেখা যায়, যে তিনি পরবর্তী জীবনে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে ঐ কাজে শেষ পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। এই জীবনী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের নাম পত্রটি দেওয়া হল এখানে :

চন্দ্র লীলা

পরিবর্তিত - মনা যোগিনী

Chundra Lela

The Converted fakir

By
Ada Lee
Second Edition
শ্রীহারাণচন্দ্র রাহা কর্তৃক অনুবাদিত
Calcutta
Printed at the Methodical Publishing House
46. Dhuramtala Street
1904

এই নামপত্রের পরের পৃষ্ঠায় চন্দ্রলীলার একটি ছবি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪ এবং অধ্যায় সংখ্যা ১০। সংক্ষেপে গ্রন্থের কাহিনীটি এখানে বর্ণিত হল :

নেপালের প্রসিদ্ধ রাজপুরোহিত বংশের কন্যা এই চন্দ্রলীলা। সাত বছর বয়সে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে চন্দ্রলীলার বিবাহ হয়। কিন্তু দুবছর পরেই সে বিধবা হয়। কিছুদিন পরে সে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে এবং জানতে পারে, কি পাপে হিন্দু নারীর বৈধব্য হয়। সেই পাপ খণ্ডণের জন্য সে স্বামীর সঞ্চিত অর্থ এবং বাপের বাড়ির দু'জন দাসী নিয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। হিন্দুদের প্রধান তীর্থগুলির মধ্যে প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে সে গঙ্গ স্নান করে, দেবীদর্শন করে ও পূজা দেয়। পরে চন্দ্রলীলা জগন্নাথ দেবের মন্দির, রামেশ্বরের মন্দির, দ্বারকানাথের মন্দির, কেদার নাথ, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের মন্দির দর্শন করে বেড়াতে লাগলেন। কখন ভস্ম কখন চন্দন মেখে দিবারাত্র নামজপ করতে লাগলেন কিন্তু মনে কোন শান্তি পেলেন না। তারপর হিন্দু ধর্মে প্রচলিত আরও অনেক কঠিন ব্রত ও অনুষ্ঠান পালন করলেন — তথাপি চন্দ্র লীলার প্রতি কোন দেবতার দয়া হলনা। ইতিমধ্যে-তার পিতার মৃত্যু হয়। নেপাল পর্যন্ত তাঁর এই ব্রত অনুষ্ঠানের কথা ছড়িয়ে পড়ে। এবং তার দুঃখ এবং ব্রত অনুষ্ঠানের নিষ্ফলতায় সকলেই আশ্চর্য হয়। তারপর হঠাৎ একদিন তার কাছে হিন্দু ধর্মের ভয়ঙ্কর প্রতারণা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পাণ্ডাদের ভণ্ডামি তাকে হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতস্পৃহ করে তুললে, অবশেষে সে মেদিনীপুরে এল। সেখানে সে সকলকে শাস্ত্র পাঠ করে শোনাত। এবং দিনে দিনে হিন্দু ধর্মের প্রতি তার অশ্রদ্ধা বাড়তে লাগিল। এবং ক্রমে সে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী কয়েকজন শিষ্য পেয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সে তার বিগ্রহ ইত্যাদি বিলিয়ে দিয়ে এক বালক শিষ্যের বাড়ি যাতায়াত করতে লাগল। ঐ শিষ্যের ভগ্নীর শ্বশুর বাড়ি ছিল সহরের মিশন বাড়ির পাশেই। এখানেই এক প্রচারকের সঙ্গে চন্দ্রলীলার সাক্ষাৎ হয়। এবং তার কাছেই সে প্রভু যীশুর কথা প্রথম শোনে। পরে ডাঃ ফিলিপের দ্বারা চন্দ্রলীলা ধর্মান্তরিত হয়। এরপর সে বিদ্যালয়ে, লোকের বাড়িতে হাটে, বাজারে এবং পরে বনে জঙ্গলে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সে ধর্ম প্রচার করতে থাকে। এই সময় সে শেষবারের মত দেশে গিয়ে নিজের আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে এবং পথের মধ্যে মৃত্যুপথ যাত্রী এক ভ্রাতাকে বাপ্তাইজ করে। চন্দ্রলীলাই প্রথম দেখাল যে ত্রাণবার্তা নিয়ে যে কোন লোক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে পারে। সেখানে স্ত্রী পুরুষ ভেদনেই। প্রেমোম্মাদে চন্দ্র লীলার দিন কাটে ধর্ম প্রচারে। অবশেষে একদিন সে অতি নিশ্চিন্তে যীশুর চরণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

পুস্তক থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'জগন্নাথ শব্দের অর্থ জগতের পতি। ভারতবর্ষে এমন কদাকার দেবমূর্তি দুটি নাই। কেবল দেহটা আর বাহুর খানিকটা করিয়া আছে, আর কিছু নাই। মাথাটা প্রকাণ্ড চক্ষু ও মুখ নিতান্ত বড়, মানায় নাই। ....সে দুই সপ্তাহ পুরীতে থাকিয়া বিশ্রী কদাকার জগন্নাথ দেবের আরাধনা করিল।' —পৃ : ৬-৯।

'পাণ্ডারা বলিল ঐটী সতীর চক্ষু। চন্দ্রলীলা কুণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে আর ভাবিতে লাগিল, তাইত, চক্ষু কেমন করিয়া জলের উপর আলোর মত জ্বলিবে, সে স্থির করিল, এক জায়গায় লুকাইয়া থাকি, দেখি, কি হয়। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। একটু অন্ধকার হইলে, দেখে একজন পাণ্ডা এক ডোঙ্গায় করিয়া আলোর কাছে গিয়া, প্রদীপে তেল ঢালিয়া দিল। প্রদীপটা এমনি ভাবে রাখিয়া দিল যে, ঠিকজলের উপর জ্বালিতে লাগিল। তাহার বড় অভক্তি জন্মিল—কেবল পাণ্ডাদের উপর নহে, শাস্ত্রের উপর অভক্তি জন্মিল,'

—হিন্দু ধর্মের ভয়ঙ্কর প্রতারণা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ৩৩।

চন্দ্রলীলার ন্যায় কাহিনী ধর্মী আরও অনেক রচনা পাওয়া যায়। প্রভাবতী সরকারের 'দলিত কুসুম চয়' তারই নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে পূর্বালোচিত 'কাশীমাহাত্ম্য' শ্রেণীর আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই পুস্তিকার নাম 'বর্তমান হিন্দু সমাজ ও গীতা সমিতি' এর পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৮। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ লাল তর্কভূষণ ছিলেন এর লেখক এবং এই বই কলকাতা ৫৫ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থিত ক্ল্যাসিক প্রেসে শ্রীশম্ভু নাথ মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঐ পুস্তিকার মূল্য ছিল ৯ আনা।

হিন্দু সমাজের কেন যে অধঃপতন ঘটেছে এবং কি উপায়ে এর নিবারণ করা যায় সে বিষয়ে লেখকের উপদেশই ছিল এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু। এটি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনা নয়, খ্রীষ্ট কথার আক্রমনাত্মক প্রাচুর্যের দিনে এই বই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা হিন্দু ট্র্যাক্ট্ মাত্র। কয়েকটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক রমণী চরিত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক এতে জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতি সম্ভ্রম জাগাতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ সেইরকম একটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যেতে পারে :

'গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় রমনীরত্ন যে দেশে গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমা সেই আমাদের দেশ সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকে চির সমুজ্জ্বল ভারতে ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা নূতন ভাবে হিন্দু সমাজ গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সাহস দেখিয়া কোন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি বিস্মিত না হবেন।' —পৃষ্ঠা : ২৪।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রভাবতী সরকার প্রণীত 'দলিত কুসুম চয়' নামক গ্রন্থটি কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন। 'মরাল টেল্‌স্' মুদ্রিত হওয়ার প্রায় ৭৫ বছর পরে প্রকাশিত এই গল্পগুলিতে কয়েকটি অত্যাচারিতা স্ত্রী লোকের জীবনের নানা ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ঘটনাগুলি কল্পনা মাত্র নয়, সবগুলিই নাকি সত্য ঘটনা। এইরূপ পাঁচটি কাহিনী সম্বলিত ৫১ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার ভূমিকায় লেখিকা যদিও তাঁর রচনাগুলির দৈন্যের কথা বলেছেন তথাপি তাঁর রচনারীতির

প্রশংসা করতেই হয়। এই পুস্তকের নামপত্র এই :

দলিত কুসুমচয়
(সত্য ঘটনা) বালক বালিকাদিগের জন্য নহে
শ্রী মতী প্রভাবতী সরকার প্রণীত
বরাহ নগর জানানা মিশন
১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ মূল্য —তিন আনা

ভূমিকায় তিনি লেখেন :

'আমি গ্রন্থকর্ত্রী হইবার যোগ্য নহি। বরং আমার গ্রন্থ লেখার সাধ বিড়ম্বনা মাত্র তা জানি। তথাপি আমার একটি প্রিয় ভগ্নীর উৎসাহে ও সাহায্যে আমি ইহা লিখিতে বসিলাম।

পুস্তক খানিতে আমি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহি, যে প্রভু যীশু পতিত পাবন।'

বইখানির উপহার পৃষ্ঠায় লেখা হয়

প্রিয়া ভগিনী
হিয়ার আবেগ ভরে এই যে তোমার করে
দলিত কুসুম চয় দিয়েছি যতনে,
শুধু এই ভিক্ষা করি এককণা স্নেহ করি,
ঢালিও ইহাদের মধুময় জীবনে।

এতে পাঁচটি গল্প আছে। কিন্তু কোনটিরই 'শিরোনাম' নেই। প্রথম গল্পটি এইরকম :

বর্ধমানের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক ধনীর এক সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার নাম মালতী, পিতার নাম হরিহর এবং তার একমাত্র ভ্রাতার নাম সুবোধ। মাত্র দশবছর বয়সে বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে মালতীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মাত্র তিন মাস অত্রিক্রান্ত হতে না হতেই বীরেন্দ্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হয়। মালতীর পিতা শ্মশানে উপস্থিত হয়ে কন্যার শোকে অভিভূত হন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কন্যাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসেন। একমাত্র কন্যার বৈধব্যে ব্যথিতা জননী অল্পদিনের মধ্যেই পরলোক গমণ করেন। ভ্রাতা এবং পিতার পরিচর্যা করে মালতী পিতৃগৃহে দিন কাটাতে থাকে। পরে হরিহর সুবোধের বিবাহ দেন। পুত্রবধূ প্রথমে কিছুদিন শান্তিতে দিন যাপন করলেও পরে মায়ের পরামর্শে মালতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে। দুর্ব্যবহার চরমে উঠছেন মালতী সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প করে। হরিহর তখন তীর্থ ভ্রমণে ইতিমধ্যে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক নরেন হরিহরের বন্ধু পুত্র পরিচয় দিয়ে তাঁর জমিদারীর নায়েব হয়ে বসে। সে অনেকদিন থেকেই মালতীর রূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। এখন অবস্থা বুঝে সে মালতীকে নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করল। মালতী প্রথমে অস্বীকার করলেও, তৎকালীন বিধবার পুনর্বিবাহের আন্দোলন স্মরণ করে অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং তারা কলকাতায় চলে যায়। মালতীর পিতা গৃহে ফিরে তার খোঁজে নানাদিকে লোক পাঠায়। মালতীর পিসে মহাশয় ছিলেন বিখ্যাত এক রাজা। এদিকে নরেন মালতীর যথা সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই অবস্থায় মালতীর পিতা তাকে ফিরে পেলেন। তার পিসে মশায় এই সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক সভায় যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। মালতীর পিতা স্বয়ং তাকে এক পতিতালয়ে এনে তুললেন। এবং সেখানে মালতীর ঘোরতর দুর্দশার জীবন শুরু হল।

অল্পদিন পরেই সে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়। এই উন্মাদ রোগের চিকিৎসার জন্য তাকে বহরমপুরে উন্মাদ চিকিৎসালয়ে দেওয়া হয়। সেখানে এক ডাক্তার মালতীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে তার নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। এবং সেখানেও সেই ঘৃণ্য জীবনের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল।

একদিন হঠাৎ মালতীর বিবেক জেগে উঠল। সেদিন পূর্ণিমা তিথি। সারা পৃথিবীতে চন্দ্রালোকের বন্যা। মালতী গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তার সারা জীবনের দুষ্কৃতির কথা, সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করতে লাগল। ভাববার তার শক্তি ছিল না। ধীরে ধীরে সে নদীর জলে এসে নামল। এমন সময় একজন বৃদ্ধলোক গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কে মা তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ, এ মহাপাপ যে কিছুতে যায় না। উঠে এসো।' পরে তিনিই মালতীকে তাঁর গৃহে আশ্রয় দিলেন। তাঁর দুটি নাতনি মিশন স্কুলে পড়ত। তাদের স্কুলে পৌছানো, স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা এই ছিল মালতীর কাজ। সেখানেই মালতী প্রথম যীশুর নাম শোনে। যীশু যে পাপীদের কত ভালবাসে, তাঁদের উদ্ধারের জন্যই যে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এই সব কথা শুনতে শুনতে মালতীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। এরই ফলে পরে সে সুখী হয়েছিল। সে বলে :

'প্রভু যীশু আমার ন্যায় নিরাশ, নিরুপায়, হতভাগিনী মহাপাপিনীকেও উদ্ধার, রক্ষা করিতে পারেন ও করিয়াছেন। আমি তাঁহার চরণে আসিয়া ক্ষমা ও শান্তি পাইয়াছি। এইজন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কারণ ইহার ক্ষমতা আছে পাপীকে উদ্ধার করিতে। প্রভু যীশু যে একমাত্র মুক্তিদাতা, তাহা আমরা ইহাতেই জানিতে পারি।'

আর একটি গল্পে দেখা যায় :

> 'এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার কেশ সবলে স্পর্শ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সে তাহার স্বামী দেবতা। এই পাষণ্ড সম্পর্কে দেবতা বলিতে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হিন্দু শাস্ত্র শিক্ষা দেয়।'

এই গল্পটিতে যীশুর মহিমা প্রচার করতে গিয়ে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। এই লেখিকা নিজে ছিলেন ধর্মান্তরিতা খ্রীষ্টান। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান তাঁর ভাল লাগেনি। হিন্দু ধর্মে যীশুর মত কোনো উদ্ধার কর্তার সাক্ষাৎ তিনি পাননি। সেইজন্যই তিনি ধর্মান্তরিতা হন। এই ধর্মে যীশুর ন্যায় দয়ার সাগর পতিত পাবনকে পেয়ে তিনি বেঁচে গেছেন মনে করেন। এই পুস্তকে যেখানেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই জোরের সঙ্গে স্ত্রী জাতির কল্যাণসাধনের দায়িত্বটি ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁর এই উক্তি :

> '.........যাঁহারা সভা সমিতিতে স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী শিক্ষা বলিয়া চীৎকার করিয়া গগন পবন মুখরিত করেন, তাঁহারা কি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা, কোঁন চেষ্টা, কোন কার্য্য করিয়াছেন; গান করা সহজ ....'না জাগিলে ভারত ললনা এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।' ভারত ললনা জাগাইবার কি উপায় এ পর্যন্ত করা হইয়াছে'.........'

আর একটি গল্পে তিনি স্ত্রী জাতির দুঃখে যে অনুশোচনা করেছেন তাতে ঈশ্বব চন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি অনুভব করা যায়, যেমন :

> 'হায়! যে দেশে নারীর আদর, নারীর সম্মান নাই, বিধাতা সেই দেশে নারী সৃষ্টি করেন কেন? নারীর দ্বারা কি ভারতে কোন উপকার সাধিত হয় না? পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভারতে পাঠান কেন?'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমা অতিক্রম করে আলোচনার ধারায় বর্তমান শতকের প্রথম পাদান্তকাল অবধি অগ্রসর হয়ে এলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একখানি পুস্তকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঢাকা ক্যাথলিক মিশন থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে কোন অনুবাদকের নাম নেই। এই বই কতকটা সাহেবী বাংলায় লেখা বলেই মনে হয়। বইখানির নাম 'কৃপাশাস্ত্র'। এর নামপত্র—

খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা।

Rev. A. Lepailleur, C. S C.

প্রথম সংস্করণ

ঢাকা

ক্যাথোলিক মিশন

১৯২৫ মূল্য চার আনা মাত্র

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৩।

পুস্তকের প্রস্তাবনায় বলা হয় :

> 'যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'প্রথম ও দ্বিতীয় কাতেখিসম' [Catechism] শেষ করিয়াছে, সেই সব বালক বালিকা ও তাহাদের শিক্ষয়িত্রীগণ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই 'কৃপাশাস্ত্র' পাঠ্যরূপে লাভ করিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তাঁহারা এই নূতন পুস্তকে ক্ষুদ্র 'কাতেখিসমে' [Catechism] পঠিত সংজ্ঞাগুলির সহিত শৈশবলব্ধ জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিয়া ইহার সাদর অভ্যর্থনা করিবেন।'

পাপা দশম পিউসের 'কাতেখিসমে' গৃহীত বিষয় অনুসারে এ বইটি রচিত হয় এবং স্থানীয় প্রয়োজন মত তাতে কিছু কিছু অংশ জুড়েও দেওয়া হয়। ধর্ম সংক্ষেপ ও প্রার্থনা বিষয়ক শিক্ষার পরে ঈশ্বরের ও মণ্ডলীর আজ্ঞার বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে বিশ্বাসের বিষয় ও পাপাগণের নামের তালিকা যুক্ত হয়েছে। পুরাবৃত্তে অনভিজ্ঞ অল্প বয়স্ক পাঠকগণ স্বয়ং যীশুর সময় থেকে বর্তমান কাল অবধি খ্রীষ্টের প্রতিনিধিদের তালিকা দেখে জ্ঞান লাভ করবে এবং এতে তাদের উপকারও হবে। মোটামুটি ভাবে এই ছিল লেখকের বক্তব্য। বাংলায় 'খ্রীষ্ট' এই বানানের পরিবর্তে দেখা যায় 'খ্রীস্ত' এই বানান।

এখানে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিও অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন :

প্রশ্ন ঃ যেশু খ্রীষ্টের আত্মা কি কারণে পাতালে গেলেন?

উ ঃ যেশু খ্রীষ্টের মরণের পূর্বে যেসকল ধার্মিক লোক মরিয়া ছিল, তাহাদের আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারাতে লিম্বো নামক স্থানে (কিংবা আব্রাহামের কোলে)

ত্রাণ কর্তার আগমনের অপেক্ষায় ছিল, সেই সকল আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য য়েশু খ্রীস্ত পাতালে নামিলেন।

প্রশ্ন ঃ তাহারা মেসিয়া অর্থাৎ ত্রাণ কর্তার নিকটে কিসের প্রত্যাশা করিতেন?

উ ঃ তাহারা মেসিয়া অর্থাৎ ত্রাণ কর্তার নিকটে এই প্রত্যাশা করিতেন যে, তিনি সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁহারা মরিবা মাত্র স্বর্গে গেলেন না কেন?

উ ঃ কারণ আমাদের আদি পিতামাতার পাপের জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ছিল, এবং য়েশু খ্রীষ্ট আপনার মরণ দ্বারা তাহা পুনরায় খুলিয়া, যতক্ষণ সর্বপ্রথমে স্বয়ং প্রবেশ না করেন, ততক্ষণ অপর কেহ প্রবেশ করিবার যোগ্য ছিল না।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে য়েশু খ্রীস্ত পুনরুত্থিত হইতে তৃতীয় দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন?

উ ঃ যেন সুস্পষ্ট রূপে সকলেই জানিতে পারে যে তিনি বাস্তাবিকই মরিয়াছেন।

'নির্জন ধ্যান অপর একখানি খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বৃহদায়তন গ্রন্থ। যীশু ও তাঁর কার্য্যাবলী চিন্তনের বা ধ্যানের প্রণালী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে যীশুর বাল্যজীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ধ্যান বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এতে বিভিন্ন অংশ সঙ্কলিত হয়েছে। এর প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১। এর প্রথম সংস্করণের নামপত্র :

'নির্জন ধ্যান'

A series of Meditation

on the Life our Lord.

Volume – I

Second Edition

By

Rev. F. A. Lepailleur, C. S. C.

Catholic Mission

DACCA

Price Rs 1 / 8 ১৯২৬

ঢাকার বিশপের এই বইখানিতে বাংলা ভাষাভাষী ক্যাথোলিক খ্রীষ্টানদের প্রথম ধ্যান পুস্তক বলা হয়।

ভূমিকায় দেখা যায়--

> 'যে প্রণালীতে এই পুস্তকে ধ্যানের বিষয়গুলি রাখা হইয়াছে তাহা অতি সহজ। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড দুইটি ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগে য়েশুর পবিত্র বাল্যজীবন ও তাঁহার পুণ্যময় অপ্রকাশিত জীবন আর দ্বিতীয় ভাগে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ও পবিত্রাত্মার প্রকাশ্য জীবনের কার্যাবলী লইয়া আমরা ধ্যান করি। এই ধ্যানগুলির অধিকাংশই কলিকাতার ক্যাথোলিক অরফেন প্রেসের প্রকাশিত 'ঈশ্বরের সহিত অর্দ্ধঘন্টা' নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত ও প্রয়োজনানুযায়ী লিখিত।

আমরা রেভাঃ ফাদার সিরিল মুখার্জী, এম. এ মহাশয়ের লিখিত এই ধ্যান বিষয়ের একখানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতেও প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা আমাদের এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার প্রায় সবগুলিই স্ত্রীলোকের উপযোগীভাবে লিখিত।'

এই বইখানির নাম 'নির্জন ধ্যান' বটে কিন্তু ধ্যানের প্রক্রিয়া বা বিশেষ, রীতি এখানে নেই। এতে অপর কয়েকটি গ্রন্থের কোনো কোনো অংশও সংগৃহীত হয়েছে। এই কারণে এর কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে। ভাষা প্রকৃতির দুএকটি বিশেষত্ব এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন :

'পৃ : ২৮০....... শভ আসিয়া গোমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল।

এখানে, 'গোমের মধ্যে' কথাটির অর্থ হইল গমের ক্ষেতের মধ্যে। আবার —

পৃ : ৪১৩ .... ঈশ্বরও তাঁহার সেবক গণের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অসংখ্য কৃপাধন সমর্পণ করিয়াছেন। এখানে 'অসংখ্য কৃপাধন' কথাটি বড়ই কৌতুকজনক। 'অজস্র কৃপা বর্ষিত হইল' — এইরূপ ব্যবহারও দেখা যায়।

এই বইখানির ভাষাগত বিশেষত্ব প্রধানতঃ শব্দাশ্রিত। 'ফিলীপা' শিষ্য হওয়াছে য়েশুর দ্বারা আহুত হন।' এই বাক্যের অর্থ ফিলিপকে শিষ্য করিবার নিমিত্ত যীশু তাঁহাকে আহ্বান করেন। ৬০ পৃষ্ঠায় 'বাপ্তাইজিত' শব্দটি পাওয়া যায়। এর ইংরেজি অর্থ Baptised. এই অর্থে বাংলায় 'বাপ্তিস্ম' এরূপ ব্যবহারও পাওয়া যায়। 'বাপ্তাইজিত' ইংরেজি Participle এর মত বাংলা ব্যবহার। এইগুলি এই শ্রেণীর লেখকদের পরীক্ষা - নিরীক্ষা মূলক গদ্য বা শব্দ ব্যবহারের নমুনা।

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর কিছু কিছু যেমন গল্প উপন্যাসের ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল, সেইরকম আবার নাটকের ভঙ্গিও গৃহীত হয়েছিল। এগুলি অবশ্য পূর্ণাবয়ব নাটক নয়। পাত্র-পাত্রীর সংলাপ রীতির মধ্য দিয়ে এই সকল রচনায় খ্রীষ্ট ধর্মের ভাব ও শীলের কথাই বলা হয়েছে। অতঃপর এই শ্রেণীর রচনার কয়েকটি নমুনা দেখা যাচ্ছে—

'ছয়খানি নাটক'— একটি নাটকের সঙ্কলন। এই সঙ্কলনটির নামপত্র এইরকম :

ছয়খানি নাটক

SPCK

কলিকাতা

খ্রীষ্ট তত্ত্ব প্রচার সমিতি

এস পি. সি. কে হইতে রেভাঃ ফাদার টিই টি শোর কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য —পাঁচ আনা

নামপত্রের আর একটি পৃষ্ঠা এইরকম :

খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার সমিতি গ্রন্থাবলী। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা ২নং বেথুন রো, ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় সমাজের বালক বালিকাগণ যাহাতে খ্রীষ্ট ধর্মের কথা গল্পচ্ছলে শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নাটক কয়খানি প্রকাশিত হইল। ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত এবং ইহাদের ভাষা যথা সম্ভব সরল করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে দুই খানি

নাটক 'এল. হাউসম্যান প্রণীত ফ্রন্সিসকান প্লেজ' L Houseman's Franciscan Plays. হইতে অনূদিত হইয়াছে।.......

কলিকাতা ১৫. ১০. ২৬. চুনীলাল মুখোপাধ্যায়।

এরপরে সূচীপত্র এইরকম :

সূচীপত্র।

বিষয়

খ্রীষ্ট ধর্মের কথা নানাভাবে শিশুদের মনে গ্রথিত করে দেবার যে পথটি লেখক অবলম্বন করেছেন, তা যথার্থ ফলপ্রসূ হয়েছিল কিনা একথা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু প্রয়াসটি নিঃসন্দেহে অভিনব। শিশুদের মনে ধর্মের বীজ প্রথম থেকে রোপণ করার পক্ষে এই সকল নাটক সত্যিই কার্যকরী হয়। কেবল উপদেশ কিংবা বাইবেলের গল্প কিংবা গান সব সময় তাদের মনোহরণ করতে পারেনা। নাটকের আকারে শিক্ষা বা উপদেশ তাদের মনে কিয়ৎ পরিমাণে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলেমেয়েরা যে অভিনয় দেখতে ভালবাসে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ নাটক হল দৃশ্যকাব্য। গল্প বা গান তারা যতটা পছন্দ করে, নাটক বোধ হয় তার চেয়ে অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে। তাই লেখক বিভিন্ন স্থান থেকে উৎকৃষ্ট শিক্ষামূলক ছয়খানি নাটক একত্র সঙ্কলিত করেন। তিনি নিজেই ভূমিকায় সে কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'বিভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত।'........

প্রথম নাটক 'খ্রীষ্টোৎসব' যীশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসব নিয়ে লিখিত। এই নাটকখানি চার অঙ্কে সমাপ্ত। এর প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মারিয়া এবং দূতের বিখ্যাত গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় মারিয়া অনিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছেন আর নেপথ্য থেকে এক ঘোষণা হল :

নেপথ্যে ঃ অয়ি পরম গরীয়সি মারিয়া, ঈশ্বর তোমাতে অবতীর্ণ।

মারিয়া ঃ ইহা কিরূপে সম্ভব? আমি যে আজ অবধি কখনও পুরুষ সহবাস করি নাই।

দূত ঃ তোমার উপর পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হইবে। . . . . .

নাটকে সংলাপের ভাষা একদিকে যেমন প্রত্যেকের উপযুক্ত হওয়া উচিত, অন্যদিকে তেমনি শ্রোতৃমণ্ডলীর বোধগম্য হওয়াও দরকার। খ্রীষ্টোৎসব নাটিকায় লেখক যেমন মেষপালকের মুখে 'সবুর', 'তামায়', 'আতে' [রাতে'র আঞ্চলিক উচ্চারণ] ইত্যাদি শব্দ দিয়েছেন। আবার নেপথ্য ভাষণে বা দূতের মুখে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর শব্দাদিই ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়—

৩ য় মেষপালক ঃ (উপবেশন করিয়া প্রসন্ন মনে) মোর আর ত্যামন খিদে নেই

২ য় মেষপালক ঃ (হাঁড়ির ভিতর চাহিয়া) ও সনাতোন, একটু সবুর কর। তামাম আত পড়ে আছে। আজ আতে চোখে লিদ্দের লেই।

১ ম মেষপালক ঃ ঠিক কইছিস ভাই— জে জার— জারে মুলুকের বাগ ভালুক খোঁয়ায়ে আসবে।........ [এখানে 'জার' অর্থ শীত]

নাট্যকার ভদ্র এবং অশিক্ষিত জনের মুখে যথাক্রমে সাধু এবং নিম্নস্তরের ভাষা দিয়ে যথার্থ রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তবে নীচুশ্রেণীর লোকের মুখে বা কথাবার্তায় তিনি যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দু'তিন অঞ্চলের। সেই জন্যেই সংলাপে সামান্য অসঙ্গতি দেখা যায়।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নাটিকা 'লুস্ত্রানগরে সাধু পউলের আগমন'। এই বইটি কোন ইংরেজি রচনার অনুকরণে লিখিত। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। যীশুর যে বার জন বিশ্বাসী শিষ্য যীশুর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আগমনের পথ প্রশস্ত করেন, পৌল তাঁদের অন্যতম। এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে তাঁর কথা বলা হয়েছে :

ইউনীকী ঃ দাদা, তুমি খ্রীষ্টীয়ানদের দেখতে পারনা কেন?

ইব্রাইম ঃ কি করে দেখতে পারব, তারা সত্যধর্ম্ম ভ্রষ্ট। তারা পৌত্তলিকেরও অধম।..... তারা পৃথিবীর জঞ্জাল।

ইউনীকী — (ভীতকণ্ঠে) তাদের ধরতে চেষ্টা করছ কেন ?

ইফ্রাইম — আমি ফরীশী, আমি স্বধর্ম্মরক্ষার্থে ব্যগ্র। ....

ইউনীকী ঃ (কিয়ৎক্ষণ পরে করুন স্বরে) পৌল যে যীশুর সুসমাচার প্রচার করেন, তিনিই যে খ্রীষ্ট, আবার তিনিই যে মেঘে চড়ে স্বর্গ থেকে আসবেন এ কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। পুনরায়—

ইউনীকী ঃ কাল আমি বাপ্তাইজিত হবে।

ইফ্রাইম ঃ (পদাঘাতে তৈলপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া) কি বলছিস, বাপ্তাইজিত হবি। আমি দেখব কেমন হতে পারিস আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না।'.......

পৃথিবীতে অনেক সময় বিরোধের মধ্য দিয়ে, বিদ্বেষের মাধ্যমে অনেক কঠিন ব্যাপারের সহজ সমাধান হয়ে যায়। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি ইফ্রাইমের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সেও যীশুর কৃপালাভ করেছে। এই ব্যাপারটি নাট্যকার সুকৌশলে উপস্থাপিত করেছেন। ইউনীকী ও ইফ্রাইম দুই ভাইবোন। একজন ছিল খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, অপরজন ফরীশী। ফরীশীরা খ্রীষ্ট বিদ্বেষী। খ্রীষ্টের পূজারী কেও ইফ্রাইম পৌওলিকতা বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু অনেক নাটকীয় সংঘাতের, পরে পৌলের পবিত্র রক্তপাতের ফলে অবশেষে এই অর্ধমাচারীর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। তিনি ঈশ্বরে [খ্রীষ্টের] পরম বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। এইভাবে পৃথিবীতে একে একে প্রত্যেকটি অবিশ্বাসী লোককে ঈশ্বরের প্রতি আস্থাবান করে তোলাই পৌল আদি শিষ্যদের কাজ ছিল। এইভাবে তাঁরা পৃথিবীকে নিষ্পাপ করে যীশুর আগমণের উপযোগী করে তোলেন।

তৃতীয় নাটকটি হল 'স্বর্গীয় প্রাসাদ'। থোমার প্রসঙ্গই এর বিষয় বস্তু। থোমা বাইবেলের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। থোমার কাহিনী প্রাচীন বটে কিন্তু ঐতিহাসিক নয়। সে যাই হোক আলোচ্য এই নাটকটিও একাঙ্ক। থোমা ছিলেন এক খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারক সাধু। এই থোমার দ্বারা যাঙ্কেবের উদ্ধারের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। থোমার সংলাপের কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা হল—

থোমা ঃ (প্রস্থান কালে) আপনাদের কাছে সত্য কথা বলতে খুব আনন্দ হবে। যেদিন প্রভু হাটে দর্শন দিলেন ও রাজ কর্মচারীকে বললেন এই আমার ক্রীতদাস, একে ভারতে পাঠাব।' আমি দেখবামাত্র তাঁকে চিনলাম। আর কেউ তাঁকে চিনে নাই। ....সে ঘটনা যেন স্বপ্নের মত বোধ হল। ....যত বুঝছি ততই আনন্দ হচ্ছে। আমি প্রভুর ক্রীতদাস, তিনি নিজ রক্তে আমাকে কিনেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করতে চাইনি, তিনি এক আশ্চর্য্য কৌশলে এই হিন্দুদের চেতনা দিচ্ছেন। তাঁর নাম 'আশ্চর্য্য'।

'যাত্রিকের গতি' আর একটি রূপক নাটক। জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগেস' বা 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' পুস্তকে যে সকল স্থান ও পাত্রের কথা আছে, এই নাটকেও সেগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। সবগুলিই রূপক অর্থে। এই নাটকটি আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত একাঙ্ক নাটক। নাটকের রূপকত্ব এইরকম — 'ধ্বংস নগর' অর্থাৎ এ জগতের ঈশ্বরদ্বেষী সমাজ। 'নৈরাশ্যপঙ্ক' অর্থাৎ হতাশ ব্যক্তির মনের অবস্থা, 'সিয়োন' — রূপকচ্ছলে স্বর্গের নাম। 'সঙ্কীর্ণ দ্বার' হল স্বর্গের দ্বার অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট যাইবার উপায়, 'নম্রতার উপত্যকা' হল জীবনের যে পরীক্ষাস্থলে মানুষের দর্পচূর্ণ হয়, 'মায়াপুর' এই জীবনের প্রলোভনপূর্ণ স্থল অর্থাৎ শয়তানের রাজ্য; মৃত্যু নদীর পরপার হল পরলোক! নাটকের ব্যক্তিগণ রূপকচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। 'ব্যক্তিগণ' খ্রীষ্টীয়ান অর্থে অনুতপ্ত মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তি, 'উৎকটকোচির' হল এক গুঁয়ে লোক, 'মঙ্গল প্রচারক' — যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করে, 'উপকারক' — স্বর্গ পথে সাহায্যকারী ব্যক্তি, 'অর্থকারক' যে ধর্ম সম্বন্ধীয় নিগূঢ় কথা বুঝাইয়া দেয়, 'বিশ্বাসী' অর্থে ধ্বংস্য নগরাগত ঈশ্বরভক্ত ধর্ম্মবীর, 'বাক্যবাগীশভণ্ড ব্যক্তি', 'দোকান দারেরা' — সংসারের কুহকে অপরকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টান্বিত ব্যক্তিগণ, 'আশাবান' — খ্রীষ্টীয়ানদের বন্ধু, নদীতটস্থ ব্যক্তিগণ — অর্থাৎ মরনোন্মুখ ব্যক্তিগণ, 'শুভ্রবেশ ব্যক্তিদ্বয়' — দুইটি ঈশ্বর ভক্ত আত্মা, 'বালসবুর' — প্রাচীন দেবতা বিশেষ। রূপকচ্ছলে 'বালসবুব' হল শয়তান। 'আপল্লুয়োন' হল বিনাশক। গ্রীকভাষায় শয়তানের নাম।

পঞ্চম নাটকটি হল 'ব্রাদার বাঘাই'। ব্রাদার বাঘাই একজন দস্যু। এর গল্পটি অনেকটা আমাদের রামায়ণের রত্নাকর দস্যুর ন্যায়। এই দস্যু পাদ্রী পাভরেলো কর্তৃক উদ্ধার পায়। নাটকের বিবরণ :

গিউসেপ। (দস্যু পাদ্রী সম্বন্ধে) ঃ দাদা ও বেটা বড় সহজ লোক নয়। যর্দ্দনের জল নিয়ে আসছে, এসে তোমার সর্ব্বনাশ করবে। এসেই নাকি আগে তোমার চোখ দুটো কানা করে দেবে, তারপর তোমার কান ফুটো করে তোমাকে কালা করে দেবে কানে শুনতে পাবে না, তারপরে তুমি বোবা হয়ে যাবে।........

ফাদার। তা ভাই আমার প্রাণ দিয়েও তোমার রক্ষা করতে পারি তো আমার কিছুই আপত্তি নাই। আমি আমার দেহ প্রাণ দিয়াও তোমার রক্ষা করিতে রাজি আছি।........

'খ্রীষ্টোৎসব' নাটিকা সঙ্কলনের ছয়টি রচনাই মোটামুটি সুরচিত। যথার্থ নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের তীব্রতা না থাকলেও খ্রীষ্ট কথা প্রচারের লক্ষ্য এগুলির মাধ্যমে অনেকটা চরিতার্থ হয়েছিল বলে মনে হয়।

এই নাট্যাশ্রয়ী প্রচার সাহিত্যের ধারায় আর একটি রচনার নাম 'সপত্নীবিবাদ'। চতুর্দশ দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটিকাটি লালাবিহারী শাহ কর্তৃক রচিত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৭। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকার নিজেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নাটকটির বিষয় হল — দুই সতীনের বিবাদ। আব্রাহাম যীশুর পূর্বপুরুষ। তাঁর স্ত্রীর নাম সারা। সারার গর্ভে তাঁর কোন সন্তান ছিলনা। এইজন্য সারাই উদ্যোগী হয়ে তাঁর এক দাসীর সঙ্গে আব্রাহামের বিবাহ দেন। এই দাসীর নাম হাগার। সারা ভেবেছিলেন দাসীর গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন করে তিনি জননী হবেন। অবশেষে দাসীর গর্ভে এক পুত্র জন্মাল। তার নাম ইশ্মাইল। এদিকে আব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে সারার গর্ভে এক পুত্র জন্মাল। তার নাম ইসহাক। 'ইসহাক' শব্দের অর্থ হল — হাস্য। আব্রাহাম এবং সারার বৃদ্ধ বয়সে যখন সকলে পুত্রের আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন ঈশ্বর তাঁদের হাসালেন। অর্থাৎ পুত্র দান করে আনন্দ দান করলেন। এইজন্য তাঁরা পুত্রের এই রকম নাম করণ করেছিলেন। অবশ্য আব্রাহাম ১৭৫ বৎসর এবং সারা ১২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। সারার পুত্র ইসহাকের নাম থেকেই আব্রাহামের বংশের নামকরণ হয়েছিল। সারার সপত্নী হাগারের পুত্র ইসমাইল থেকেও একটি জাতির পত্তন হয়। সারার ঈর্ষায় নয় ঈশ্বরেরই নির্দেশে হাগার ও ইসমাইল আব্রাহামের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। অবশ্য বনের মধ্যে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেন।

এই গ্রন্থটির নামপত্র কৌতুক জনক। সপত্নী বিবাদ নামের সঙ্গে ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্য কয়েক ছত্র পদ্য ছাপা হয় :

সপত্নী বিবাদ।

ছয়টি পয়সা খরচ করে
সপত্নী বিবাদ দেখ পড়ে ;
সতী সাধ্বী হলে কি হয়,
সতীনের জ্বালা নাহি সয়।
শ্রী লালাবিহারী শাহ প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্তৃক বেহালা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা, ১৯২৭ কলিকাতা, বহুবাজার, ১৬ নং মদন বড়াল লেনস্থ লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে অন্নদা প্রসাদ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

পুস্তকের ঘটনা বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। নাট্যকার কেবল মাত্র ঘটনাটিকে কতকগুলি দৃশ্যে পরিবেশন করেছেন এবং পাত্র পাত্রীর মুখে সময়োচিত সংলাপ বসিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজভাবে দুটি নারীর অপত্যস্নেহ রূপায়িত হয়েছে এবং সেই স্নেহ বশতঃই তাদের নিজ নিজ অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত :

'দ্বিতীয় দৃশ্য

সারা ও হাগার।

হাগার। (বাসন মাজিতে মাজিতে স্বগত) তখন হাগার ভাল ছিল তখন কাজ উদ্ধার হয়েছে কিনা এখন হাগার বজ্জাত হয়েছে। এতই যদি জানতিস তাইলে একাজ না করলেই হ'তো। তখন এ বিষয় সম্পত্তি কে খাবে, আমার ত' কিছুই হলোনা, এই সব সাত পাঁচভেবে মিনষের সঙ্গে আমার বিয়ে না দিলেই পারতিস। এখন ভাগ দেবার বেলা বুক চড় চড় করে কেন?'

দুইজন অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের ঝগড়া সুন্দর ফুটে উঠেছে উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটিতে। 'বজ্জাত', 'মিনষে' প্রভৃতি শব্দগুলি এদের মধ্যে প্রচলিত বলেই — এই শব্দগুলি দিয়ে স্ত্রীলোক দুটিকে সহজেই চিনতে পারা যায়। এখানে সাধু শব্দ ব্যবহার করলেই বরং উল্টো ফল হত। নিম্নমানের

শব্দ থাকলেও ভাষা কিন্তু খুবই সহজ ও স্বচ্ছ। 'আমার ত কিছুই হলোনা'— এ প্রয়োগটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। এইরকমই আর একটি দৃষ্টান্ত :

'অষ্টম দৃশ্য।

আব্রাহাম ও সারা।

'আব্রাহাম ঃ কি বিপদ ! তুমি যে একেবারেই অবুঝ হলে দেখছি। সেই কালেইত বলেছিলাম ছেলেপুলে না হল নাই হল—আমরা যেমন আছি তেমনই থাকি, ওসব ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই। তুমিই ত ঘটকালী করে এসব ঘটিয়েছ। তা যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন একটু ধৈর্য্য ধর, উতলা হয়োনা, আমি বুঝে বুঝে সব করে দিচ্ছি।'

এ ভাষা আমাদের খুবই পরিচিত কালের ভাষা। এর মসৃণতাও সুস্পষ্ট। আর একটি দৃশ্যে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে হাগারকে কথা বলতে দেখা যায় এইভাবে—

'তৃতীয় দৃশ্য

প্রতিবেশিনী হেনার মার প্রবেশ

হেনার মা ও হাগার

'হাগার ঃ উনি বলেন এক কড়া কানা কড়ি কিংবা একগাছি কুটোও নিতে দেবনা। তা আমি বলি আমাকে কিছু দিস না দিস ছেলেটাকে জন্ম দিইচিস তাকেত কিছু দিবি।

হেনার মা ঃ তা মিন্‌ষে কি বলে?

হাগার ঃ মিন্‌ষে আর বলবে, সাপ ব্যাঙ দুজনরেই মুখে চুমু দিচ্ছেন, আমাকে বলচেন একটু স্থির হও — অত উতলা হয়ো না, রয়ে বসে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

বলা বাহুল্য, এ সকল রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেই এগুলির ভাষা পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় বেশি সাবলীল এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্মী প্রসাদ চৌধুরীর 'খ্রীষ্টের অনুকরণ' বইটির প্রসঙ্গ পূর্বেই স্মরণ করা হয়েছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবর্তিত এক সংস্করণ ৪১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে ক্রীশ্চান ট্র্যাক্‌ট এণ্ড বুক সোসাইটির 'ডিপো' থেকে প্রকাশিত হয়। এর মুখবন্ধে অনুকরণ প্রাচুর্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মুখবন্ধটি দীর্ঘ। মুখবন্ধের পরে দীর্ঘ 'নির্ঘন্ট' মুদ্রিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বর্তমান আলোচনায় ক্রিশ্চিয়ানিটি এণ্ড হিন্দুয়িজম কনট্রাসটেড' ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়সূচীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'খ্রীষ্টের অনুকরণ', 'যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির বিষয়সূচী একই কারণে স্মরণীয়। এই আলোচনায় এগুলির গুরুত্ব কম নয়। 'খ্রীষ্টের অনুকরণ' পুস্তকে লক্ষ্মীপ্রসাদ এই 'নির্ঘন্ট' দিয়ে গিয়েছেন—

নির্ঘন্ট।

প্রথম পর্ব

আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে হিতজনক উপদেশ।

অধ্যায়	বিষয়
১।	খ্রীষ্টের অনুকরণ এবং জগতের সমস্ত অসার বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা
২।	আত্মনম্রতার তীব্র বোধ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

অন্তরজীবন সম্বন্ধে শিক্ষা

অধ্যায় বিষয়

তৃতীয় পর্ব্ব

আন্তরিক সান্ত্বনা।

২৭। আত্মপ্রীতিই পরম মঙ্গল লাভের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ
২৮। পরনিন্দার অসারতা
২৯। দুঃখের সময়ে ঈশ্বরের স্মরণাগত হওয়া ও তাহার ধন্যবাদ করা কর্তব্য
৩০। লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় ভগবৎ করুণা ভিক্ষা
৩১। স্রষ্টাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা
৩২। আত্ম ত্যাগ ও কামনার বিনাশ
৩৩। মানব হৃদয়ের অসামঞ্জস্য ও মানব বাসনার চরম লক্ষ্য
৩৪। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর নিতান্ত মধুময় ও সর্ব্বেসর্ব্বা
৩৫। মর্ত্ত্যজীবন প্রলোভন শূন্য নহে
৩৬। মানবের বিচারের অসারতা
৩৭। হৃদয়ের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃত আত্মত্যাগ
৩৮। বাহ্যবিষয় সুশাসন এবং বিপদে ঈশ্বরের শরণ
৩৯। বিষয় কর্ম্মে অতিরিক্ত চিন্তা বর্জ্জন
৪০। মনুষ্যের অধমতা ও অযোগ্যতা
৪১। পার্থিব সংগ্রামের প্রতি অবজ্ঞা
৪২। মনুষ্য প্রদত্ত শান্তির অসারতা
৪৩। জাগতিক জ্ঞানের অসারতা
৪৪। বাহ্যবিষয়ের জড়িত হওনের অনৌচিত্য
৪৫। সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনৌচিত্য ও নিজ বাক্যের দ্বারা বিঘ্ন উৎপাদনের সম্ভাবনা
৪৬। নিন্দিতাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর
৪৭। অনন্ত জীবনের জন্য জগতের দুঃখ কষ্ট বহন
৪৮। অনন্ত জীবন ও বর্তমান জীবনের উদ্বেগ
৪৯। অনন্ত জীবনের বাসনা এবং তদবলম্বীদিগের মহাপুরস্কার
৫০। অনাথ জনের ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পন
৫১। গুরুতর কর্ম্মের অক্ষমতা স্থলে ক্ষুদ্রকর্ম্মে নিযুক্ত হওন
৫২। মনুষ্য সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে শান্তি পাইবার যোগ্য
৫৩। সংসার মনা ব্যক্তি ঈশ্বর প্রসাদে বঞ্চিত
৫৪। প্রকৃতির ও ঐশিক প্রসাদের বিভিন্ন বিভিন্ন গতি
৫৫। প্রকৃতির ভ্রষ্টতা ও ঐশিক প্রসাদের মাহাত্ম্য
৫৬। আত্মত্যাগ ও খ্রীষ্টের ক্রুশের অনুসরণ
৫৭। পাপে পতিত জনের আশাহত হওয়া অনুচিত।
৫৮। ঈশ্বরের গুপ্ত বিচার এবং বুদ্ধির অগম্য বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা
৫৯। ঈশ্বরে প্রত্যাশা স্থাপন

চতুর্থ পৰ্ব্ব

পবিত্র প্রভুর ভোজ গ্রহণ জন্য প্রবর্ত্তনা বাক্য। .

পুস্তকের প্রথম পর্বের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। দ্বিতীয় পর্বের ৭৮, তৃতীয় পর্বের ২০১ এবং চতুর্থ পর্বের ২৪৯। পুস্তকটির বিভিন্ন পর্ব থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করলে পুস্তকের সৌন্দর্য অনুধাবন করা যাবে .

> 'আমরা যতকাল এই পৃথিবীতে থাকি, ততকাল আমাদিগের অন্তর পুরুষ এই সকল শারীরিক প্রয়োজন হেতু অতি ভারগ্রস্ত থাকে।
>
> এই হেতু তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে প্রচারক বিনয় পূর্বক প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভো আমার সকল অভাব হইতে আমাকে মুক্ত কর।'
>
> কিন্তু যাহারা আপনাদের দুরবস্থা জানেনা, তাহারা বড় সন্তাপের পাত্র এবং যাহারা এই দুঃখসঙ্কুল ও নশ্বর জীবনকে প্রিয়জ্ঞান করে, তাহাদের সন্তাপ আরও অধিক হইবে।'
>
> — পৃঃ ৩৬, ১ ম পৰ্ব্ব

'জীবনে যদি পরীক্ষা আসে, মনে রাখিও, পরীক্ষার অবস্থানে ঐশীসান্ত্বনা তোমার অনুগমন করিবে। কারণ যাঁহারা দুঃখভোগে পরীক্ষিত, তাঁহাদের প্রতিই স্বর্গীয় সান্ত্বনা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। প্রভু কহেন যে জন জয় করে তাহাকে আমি জীবন বৃক্ষের ফল খাইতে দিব।

কিন্তু স্বর্গীয় সান্ত্বনা এই নিমিত্তই প্রদত্ত হয়, যেন দুঃখ সহ্য করিতে মনুষ্যের অধিক শক্তি জন্মে। আর সান্ত্বনার পরে পরীক্ষা হয়, পাছে কোন মঙ্গল হেতু তাহার অহঙ্কার জন্মে।

শয়তান কখনও নিদ্রা যায় না, তোমার শারীরিক বাসনা এখনও মরিয়া যায় নাই, যুদ্ধার্থ আপনাকে প্রস্তুত করিতে শিথিল হইও না, কেননা তোমার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে অবিশ্রাম শত্রুগণ রহিয়াছে।' — ২ য় পর্ব্ব, পৃঃ ৬৯

হে আমার মহানুগ্রাহক ঈশ্বর, আমি বিনয় করিতেছি, এই জীবনের ভাবনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, দেখিও, পাছে যেন আমি তাহাতে অধিক জড়িত না হইয়া পড়ি। আমার শরীরের বহুবিধ প্রয়োজন হইতেও আমাকে রক্ষা কর, কেননা পাছে আমি সুখভোগে আবদ্ধ হইয়া যাই। আর আমার আত্মার পক্ষে যাহা বিঘ্নজনক তাহা হইতেও আমাকে রক্ষা কর, পাছে আমি দুঃখে কষ্টে নিষ্পেষিত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পরাজিত হই। — তৃতীয় পর্ব্ব, ১৩২ পৃষ্ঠা।

তুমি ব্যথিত অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কর, তুমি এখনও দৈনিক নানা অসার ভাবের অধীন ও সাংসারিক ভাবাপন্ন, তোমার রিপু সকল এখনও অদম্য ও প্রবৃত্তি পূর্ণ, তোমার বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ অসংযত ও অরক্ষিত, তুমি এখনও বহুবিধ অসার কল্পনা ও চিন্তায় জড়িত, বাহ্য বিষয়েই তুমি অধিক অনুরক্ত এবং আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অমনোযোগী, হাস্য পরিহাসে ও অমিতাচারেই তুমি তৎপর, তুমি এখনও এত কঠিনমনা যে তোমার-চক্ষে জলও আসে না এবং তুমি অনুতপ্তও হও নাই। — চতুর্থ পর্ব, পৃঃ ২২৪।

অতঃপর খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর এমন কতকগুলি নিদর্শনের প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করা হচ্ছে যেগুলির কোন বিশেষ সংস্করণের অথবা কোন প্রকাশকাল এখানে সুনির্দেশিত করা সম্ভব হয়নি। এইরকম যে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি এখানে দেখা গেছে, যেগুলির কোনটিতেই কোন প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। বলা বাহুল্য, তারিখহীন অথবা তারিখ সম্বলিত এই সকল রচনাবলীর প্রকৃতিটি বুঝে দেখাই উপস্থিত আলোচনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ রেখেই পূর্বোক্ত রচনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। :

১। *ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃত্তান্ত* : সত্য ধর্ম্ম এবং ঈশ্বর রাজ্যে অধিকার এই দুই প্রসঙ্গ স্মরণ করে ধর্ম্মোপদেশ— এই ছিল গ্রন্থের বিষয়। এর আর কোন পরিচয় নেই। বইখানি প্রকাশের তারিখ অথবা প্রকাশকের কোন উল্লেখও এতে নেই। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০। এর ভাষারীতির উদাহরণ :

'প্রথমতঃ কর্তা পরমেশ্বরের পক্ষে পাপকারী অর্থাৎ দেবপূজক যাহারা তাহারা স্বর্গসুখের অধিকারি নয়....... কেননা যেরূপ আরাধনাদি ক্রিয়া উত্তমভাবে ও নির্ম্মলতা ও কাম ক্রোধাদি নাশ হয় এবং ক্রিয়া সমুদয়েতে চেষ্টা না পাইয়া যে লোকেরা অতি ঘৃণ্য লিঙ্গ পূজাদি ও কুৎসিত গীত গান ও অনর্থক অঙ্গ বিন্যাস ও নিষ্ফল ধ্বনি করণ ও স্নান যাত্রাদিতে মন দিয়া থাকে তাহারা সকলে নারকীয়াত্র হয়।'

২। *খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্রিয়া:* এই পুস্তকটি হল খ্রীষ্ট জীবনের অলৌকিক নানা কীর্তির কাহিনী। ষষ্ঠ সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৬। প্রত্যেকটি কাহিনীর শেষে প্রাসঙ্গিক 'জিজ্ঞাসা উত্তর' শিরোণামে গল্পগুলির আলোচনা করা হয়েছে। ভাষার নমুনা :

'পাঁচরুটীতে ভোজন' ঃ মথীলিখিত সুসমাচার ১৪ অধ্যায় (১৩ - ২১ পদ)

'অনন্তর যীশু ইহা শুনিয়া নৌকাযোগে একাকী নির্জন স্থানে গমন করিলেন। পরে লোকে তাহা শুনিয়া নগর ২ হইতে আসিয়া পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। তখন যীশু বাহিরে আসিয়া মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের পীড়িত লোক সমস্তকেই সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, একে নির্জন স্থান, তাহাতে বেলাও অবসান অতএব লোক সকলকে বিদায় করুন। তাহারা গ্রামে ২ গিয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করুন। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাওয়া আবশ্যক নয়, তোমরাই উহাদিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তাহারা কহিল, আমাদের এখানে পাঁচরুটী ও দুই মৎস্য আছে। তখন তিনি কহিলেন, তাহাই আমার নিকট আন। পরে তিনি লোকদিগকে ঘাসের উপর বসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং ঐ পাঁচরুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, তাহাতে শিষ্যেরা লোকদিগকে পরিবেষণ করাতে স্ত্রী ও বালক ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। অবশেষে উদ্বৃত গুঁড়াগাঁড়াতে পুনর্বার ডালী উঠাইয়া লইল।'

এই গল্পটির পরে এর 'জিজ্ঞাসা উত্তর' শিরোনামে :

প্রশ্ন ঃ লোকেরা কি নিমিত্ত যীশুর কাছে গিয়াছিল।

উত্তর ঃ তাঁহার আশ্চর্য কর্ম্ম দেখিয়া আর উত্তম উপদেশ শুনিয়া অনেকে তাঁহাকে ত্রাণ কর্ত্তা করিয়া মানিত এই কারণ।

প্রশ্ন ঃ যীশু খ্রীষ্ট রোগী সকলকে যে সুস্থ করিলেন ইহাতে কি এই বোধ হয় যে তাঁহার কাছে মিনতি করিলে পাপস্বরূপ রোগ হইতে তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

৩। *'সকর্তৃভক্তির বিষয়':* এই পুস্তিকায়ও প্রাপ্ত কপিতে প্রকাশকাল বা প্রকাশকের উল্লেখ নেই। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

নামপত্রটি এইরকম :

'স্বকর্তৃ ভক্তির বিষয়

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন
রক্ষণকর্ত্তা অতএব কায়মনোবাক্য দ্বারা
তাঁহারই আজ্ঞাপালন ও সন্তোষক
ব্যবহার করা আমাদের অত্যন্ত উচিত কর্ম্ম,
এতদ্বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ।

এই পুস্তিকার ভাষার নমুনা :

'আমরা আমাদের এই উচিত যেন সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের পক্ষে নম্রমনাঃ ও বিনয়ী ও ভক্তিবিশিষ্ট ও আজ্ঞাবহ হই .... আর দেখ শরীরের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঈশ্বরের সেবা করা উপযুক্ত কর্ণদ্বারা তাঁহার দত্ত শাস্ত্র শ্রবণ করা, মুখ দিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি ও ধন্যবাদ করা, পা দিয়া সুপথে গমন করা, এবং হস্তদ্বারা কেবল সুক্রিয়া মাত্র সাধন করা এই উচিত .... প্রকৃত ভক্তেরা আত্মা দিয়া সত্যরূপে পিতার অর্থাৎ ঈশ্বরের ভজনা করিবে কেন না পিতা এতদ্রূপ ভক্তদিগকেই চাহেন ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।' ....**আমেন**

৪। *সত্যমত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :* ২৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি ট্র্যাকট পুস্তক। এই পুস্তক প্রশ্নোত্তর মূলক রচনা। এই পুস্তক থেকে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

প্রশ্ন ঃ ধর্ম্ম পুস্তক শ্রবণ পঠনই মুক্তির কারণ হয় কিরূপে?

উত্তর ঃ ধর্ম্ম শাস্ত্র শ্রবণ পঠন সময় সদাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মাই পাপিদের মনেতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রবোধ করান এবং ভক্তি ও জন্মান, এবং মনকে সর্বপ্রকার সদাচারেতে শক্তরূপে প্রবর্ত্ত করিয়া রাখেন, ইহাতেই মুক্তি সাধন হয়।

প্রশ্ন ঃ ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রবণ পঠনে কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ নম্রমনা ও সতর্ক ও অবিশ্বাস ও সপ্রেম হইয়া শ্রবণ পঠন করা উচিত, এবং শাস্ত্রভাব ভালমতে বুঝিয়া তদনুযায়ী সমাচার করণে ঈশ্বর সহকারী হন ইহা প্রার্থনীয়।

৫। *'পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র করিন্তীয়দিগকে' :* এইগ্রন্থ প্রেরিতদের অন্যতম সাধু পৌলের পত্র। এই বইখানি বাইবেলের অংশ বিশেষ। তাই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৯ থেকে ৬৮৯ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই বই বাংলা বাইবেল বা ধর্ম্মপুস্তকেরই অংশ বিশেষ। দশম অধ্যায় থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'এবং তোমরা কচকচ করিওনা যেরূপ তাহারদের মধ্যে কতেকজন কচকচ করিল পরে নাশকের দ্বারা তাহারদের সর্ব্বনাশ হইল। কিন্তু তাহারদিগকে এসকল ঘটিল দৃষ্টান্তের কারণ এবং আমরা যাহাদের উপর শেষকাল আসিয়াছে। আমারদের চেতনার কারণ তাহার লিপিবদ্ধ আছে। অতএব যে জন অনুমান করে যে আপনি স্থির হইয়া থাকিতেছে সে সাবধান থাকুক যেন পড়ে না। যে ২ পরীক্ষা মনুষ্যেরদের মধ্যে সাধারণ হয় তদ্ব্যতিরেক আর কোন পরীক্ষা তোমারদিগকে ঘটে নাই এবং ঈশ্বব বিশ্বাসী আছেন তিনি তোমারদিগবে আপনারদের সাধ্যের অধিকে পরীক্ষিত হইতে দিবেন না কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে এড়াইবার পথ করিয়া দিবেন তাহাতে যেন তোমরা সাহিষ্ণুতা করিতে পার। অতএব হে আমার প্রিয়েরা বিগ্রহ পূজা হইতে পলায়ন করহ।' — পৃষ্ঠা ৬৬৫. ১০-১৫।

৬। *'প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ'* : এটিও ধর্ম পুস্তকের অংশবিশেষ। বর্তমান পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৮, এর ১৭ অধ্যায় থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'পৌল আথিনী নগরে তাহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে ২ ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া উত্তপ্তচিত্ত হইতে লাগিল। তাহাতে সে ভজনালয়ে ইহুদীয় ও ভক্ত লোকদের সহিত এবং হাটে যাহারে ২ দেখা পাইল তাহাদের ২ সঙ্গে প্রতিদিন বিচার

করিতে লাগিল। কিন্তু ইপিকুরীয় ও স্তোয়িক মতাবলম্বী কত্রজন জ্ঞানী তাহার সহিত বিবাদ করিল। তাহাতে কেহ ২ কহিল, এই বাচাল কি বলিতে চাহে? আর কেহ ২ বলিল, বোধ হয় এ ব্যক্তি কোন বিদেশীয় দেবতাদের প্রচারক হইবে, কারণ সে যীশুর ও উত্থিতির প্রসঙ্গ তাহারদের নিকট প্রচার করিয়াছিল। পরে তাহারা তাহাকে লইয়া আরেও পাপ নামক বিচার স্থানে আনিয়া কহিল, এই যে নূতন মত তুমি প্রকাশ করিতেছ, ইহা কি প্রকার, তাহা আমাদ্গিকে শুনাও, এই যে অসম্ভব কথা আমাদের কর্ণগোচর করিতেছে, ইহার ভাবার্থ কি, তাহা আমরা জানিতে বাঞ্ছা করি।' — পৃষ্ঠা ৫৩, ১৬-২১।

৭। *ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক ইতিহাস ১৭ টি গ্রন্থের একটি সঙ্কলন পুস্তক :*

এর নামপত্র :

Anecdotes
Moral and Religion
সদাচারদীপক ঃ
ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক ইতিহাস
সুবাক্য মধুর চাকের ন্যায়, অর্থাৎ
মনের প্রতি মিষ্ট ও অস্থির বলদায়ক।

এই বইখানা নীতিশিক্ষামূলক কয়েকটি গল্পের সংগ্রহ। বানানের বিশুদ্ধি এখানেও নেই — যেমন গল্পগুলির শিরোনাম যথাক্রমে 'মরণভয় তুচ্ছকারির কথা, ধর্ম্ম পুস্তক মান্যকারি এক ক্ষুদ্রবালকের কথা, এক সবলা স্ত্রীলোকের কথা, চুরি করিতে ভীতু এক ক্ষুদ্র বালকের কথা, পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টাকারি একজন নাবিকের কথা, একজন ক্ষমাশীল ক্রীতদাসের কথা, দুইজন কৃষকের পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করণের কথা, এক ধার্ম্মিক পত্নী ও অধার্ম্মিক পতির কথা, বিশ্রাম দিন অর্থাৎ, রবিবার পালনে আশীর্বাদ প্রাপ্ত একজনের কথা' ইত্যাদি।

'সুশীলের উপাখ্যান বা দলিত কুসুমচয়' ইত্যাদি যে সমস্ত গল্পের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এইগুলিও সেই ধারায় স্মরণীয়। 'এক ধার্ম্মিক পত্নী ও অধার্ম্মিক পতির কথা' গল্প থেকে এখানে কিছুটা তুলে দেওয়া হল।

'তাহাতে সে তাহারদ্গিকে ঘরে লইয়া যাইতে সম্মত হইলে তাহারা পরস্পর কিছু টাকা বাজী রাখিয়া দুই প্রহর রাত্রিতে তাহার ঘরে গমন করিল। পরে একজন দাসী মনিবের অপেক্ষাতে বসিয়া আছে দেখিয়া ঐ কর্তা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার কর্ত্রী কোথায় দাসী উত্তর করিল মহাশয় তিনি শয়ন করিয়া আছেন। তাহাতে কর্তা বলিল, তাহাকে বল কর্ত্তা আসিয়াছেন এবং তাহার সহিত ভোজন করিবার জন্যে কতকগুলি বন্ধুদ্গিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতএব তিনি তোমাকে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিতে ডাকিতেছেন।........ সেই উত্তমা স্ত্রী ঐ অন্যায় আজ্ঞাতে বিরক্তা না হইয়া শীঘ্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক আসিয়া অতি শিষ্টরূপে তাহাদের সমাদর করিতে লাগিল—ইহাতে অতিথিগণ অত্যাশ্চর্য জ্ঞান করিয়া সেই সাধ্বী স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, আমাদের প্রতি আপনকার শিষ্টাচার দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।.......ইহার কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমরা উভয়েই ঈশ্বরের অজ্ঞাত

প্রযুক্ত তাঁহার সেবা না করিয়া মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতাম, এক্ষণে পরমেশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি আমার মন ফিরাইয়া সেই অবস্থা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।'

৮। *'এক সাহেবের দরওয়ান আর মালীতে কথোপকথন'*:

একটি ট্র্যাক্ট পুস্তক। এর দুটি পর্ব আছে। এই পুস্তক বা বইটি তৃতীয় সংস্করণেব, মুদ্রণ তারিখ ও প্রকাশক, দুইই অজ্ঞাত।

এই কাহিনীতে এক মালী এক দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে যে, বাগানে আগাছা জন্মায় কেন? দরওয়ান তখন প্রথম স্ত্রী-পুরুষ ইভ ও আদমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কবে বলে যে, ঈশ্বর তাদের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করার সময় পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে বহু পরিশ্রম না করলে পৃথিবীতে শস্য জন্মাবেনা এবং বীজ না বপন করলেও মাটিতে আগাছা জন্মাবে। এইভাবে মানুষের অন্তঃকরণও পাপগ্রস্ত হয় এবং ঈশ্বরের রক্তে তার পাপমুক্তি ঘটে। এর পর সে যীশুর মৃত্যুপর্ব বর্ণনা করে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের বক্তব্য এই যে, বাগানে আগাছা যেমন আপনি জন্মায় তেমনি মানুযের অন্তরে পাপের আপনি উৎপত্তি হয়। তাই বলে ঈশ্বর পাপের সৃজনকর্তা নন। বাগানে জঙ্গল দেখে মনিব যেমন নতুন মালী নিয়োগ করেন তেমনি ঈশ্বর ধর্মগ্রন্থ দ্বাবা তাঁর মহিমা সকলকে জ্ঞাত করান। যে এ সমস্ত মান্য করে না, তাকে নরকরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। কিন্তু নতুন মালী যদি বাগান পরিষ্কার করে তাতে নতুন বীজ বপন করে, ফলে তাতে ভাল গাছ অঙ্কুরিত হয় এবং পুরোন মালী নতুনের মতানুযায়ী উচিত কর্ম শেখে, তাহলে মনিব কখনও তাকে পরিত্যাগ করতে পারেনা। সে যাই হোক্, এর ভাষা বেশ উন্নত ধরণের। যেমন —

> 'দরওয়ান ঃ যেমন বায়ু বাগানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাব আকার কেহ দেখিতে পায়না, কিন্তু তাহার কর্ম্ম সকলে দেখিতে পারে; যেহেতুক বৃক্ষের উর্দ্ধশিখা শাখা সকল নম্রতাকে পায়, তেমনি অহঙ্কৃত মনুষ্যের অন্তঃকবণে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করিলে সেই লোক নম্র হয়।'

৯। *'পীতাম্বর সিংহের চরিত্র'* আর একটি জীবনীজাতীয় রচনা। এর বিষয়টি এই : জাগুলি গ্রামেব নিধিরাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর সিংহ। তাঁর ১৬ বছর বয়সে বিবাহ হয এবং ২০ বছর বয়সে তাঁর একটি কন্যা হয়। তাঁর বৃত্তি ছিল দারোগাগিরী। এক গোস্বামীব কাছে তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতেন। হিন্দুর দেবতাদের আচরণ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি ত্রাণের পথ চিন্তা করতে থাকেন। এই সময় বাংলা ১২০৫ সালে ইংরেজী ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ওয়ার্ড সাহেব বাংলা ভাষায় লেখা ধর্মপুস্তক নিয়ে সুন্দরবনের পথে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে একটি ধর্মপুস্তক নিয়ে পীতাম্বরকে দেখায় কিন্তু তিনি তা' ফেলে দেন এবং বলেন যে ইংলণ্ডের লোকদের দ্বারা প্রাচ্যের লোকদের জ্ঞানোদয় কখনই হতে পারেনা। কিন্তু এই ঘটনার পর রাত্তিরে হঠাৎ তাঁর অনুশোচনা আরম্ভ হল। পরদিন ভোরবেলাতেই পীতাম্বর সেই লোকটির কাছ থেকে ধর্মপুস্তক এনে পড়ে ফেললেন। পড়েই তাঁর ভাবান্তর ঘটল এবং তিনি শ্রীরামপুরে এসে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। পরে তিনি যীশুর সুসমাচার প্রচারের সহায়ক হয়েছিলেন এবং বাংলা ১২১৪ সালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুরে একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপন করেন। পরে ৬০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। খ্রীষ্টবিশ্বাসীর এইরকম প্রশান্ত মৃত্যুবরণ

দেখে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা ঐরকম মৃত্যু কামনা করেন।

তিনি তাঁর জীবীতাবস্থায় 'হিতোপদেশ' ও 'আশ্রয় নির্ণয়' নামে দুটি বই লিখেছিলেন। এগুলোর বিষয়বস্তু এইরকম :

> 'দেবপূজা করা মিথ্যা, তাহাতে পরিত্রাণ হইতে পারেনা, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ আছে, এবং যে কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করে সে পবিত্র আত্মা পাইবেক।'......

১০। '*সেকালের লোক*' নামে আর একখানা পুস্তিকার প্রসঙ্গ এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। এটি যীশুর জীবনকথা নয়। এর প্রথম প্রকাশ জানা যায়নি বটে, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণ থেকে নামপত্র দেওয়া হল :

সেকালের লোক।

Stereo, Revised, Total 20,000

চতুর্থ সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত।

মূল্য ছয় পয়সা।

এই সচিত্র বইখানির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় নানাবিধ বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭, বিষয়বস্তু হল আদি পুস্তকের কথা।

বিয়ের ব্যবস্থাপনায় কন্যা মনোনীত করা বড়ই কঠিন কাজ। 'ইসহাকের বিবাহ' অংশে বরকর্তা ও অভিভাবকদের ঈশ্বর যেন এই বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন,

১) যে যে মেয়েরা সদাপ্রভুকে ভয় করিতে শিখিয়াছে, তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত কর।

২) কন্যা নির্বাচনের জন্য কোন সভায় বা ভোজে গিয়া মেয়েদের বেশভূষা দেখিওনা। কিন্তু তাহাদের কার্যক্ষেত্রে গিয়া কোন্ মেয়ে সুস্থ ও পরিশ্রমী তাহাই দেখ।

৩) যে যে মেয়ে অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, সে ভাল মেয়ে হয়, কিন্তু যে বীরভাবে নিজ কর্তব্যকার্য সম্পন্ন করে, সেই মেয়েই গৃহের ভাল কর্তৃ হইবে।

৪) অনুরোধ করিলে পর যে মেয়ে আনন্দের সহিত পরের উপকার করে এবং পশুদের প্রতি ও দয়া করিয়া আগ্রহের সহিত তাহাদের জন্য পরিশ্রম করে, সম্ভবতঃ সেই মেয়ে অতিথি সৎকার করিয়া স্বামীর মানরক্ষা করিতে পারিবে।

৫) ভাল মেয়ে যদি সুশ্রী হয়, তবে আরও সন্তোষের বিষয়।

এই বইখানি কলকাতার ব্যাপটিস্ট্ মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। এর পর কোন্ বইটি পড়তে হবে তার নির্দেশ রয়েছে সর্বশেষে —

> 'সেকালের লোক' পড়া হইলে, 'রাখালমন্ত্রী' পড়িবেন, তাহাতে ইস্হাকের পুত্র পৌত্রদের কথা লিখিত আছে।' — পৃ : ৯৭।

খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের ধারা এইভাবে প্রায় দু'শ বছর ধরে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকষর্ণের চেষ্টা করেছে। বাইবেলের বঙ্গানুবাদই এই ধারার একমাত্র প্রয়াস নয়। অসংখ্য ট্র্যাক্ট, শব্দকোষ, জীবনী, গল্প, নাটক-নাটিকা লেখা হয়েছে। মিশনরীদের ভাষা চর্চার এই

বিচিত্র সাধনা ভুলবার নয়।

অতঃপর খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির কিছুটা পরিচয় দেওয়া হ'ল। আলোচ্য কালপর্বের খ্রীষ্টীয় রচনাধারার পর্যালোচনায় এই শাখাটিরও গুরুত্ব স্বীকার্য।

১। ***'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি'*** একখানি খ্রীষ্টধর্মীয় মাসিক পত্র। এই পত্রিকায় ট্র্যাক্টের গুণসম্পন্ন গল্প এবং সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এতে দেশের তৎকালীন সমাজ প্রকৃতি, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ ইত্যাদির পরিচয় অল্পবিস্তর স্থান পেয়েছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই পত্রিকাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীরামপুর থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

ট্র্যাক্ট জাতীয় গ্রন্থে এরকম আক্ষেপের কথা বহুবার শোনা গেছে যে, ভারতবাসী গভীর পাপ-সাগরে নিমজ্জিত এবং তার যে উদ্ধারের প্রয়োজন আছে এ সম্বন্ধেও তার মনে কোন চেতনা জাগেনি। এই পত্রিকা থেকে সেই ধরণের একটি সংবাদ তুলে দেওয়া হ'ল—

ভারতবর্ষের মঙ্গলসমাচারের আবশ্যকতা —

> 'সত্য ঈশ্বরের সেবার্থে হিন্দুরদিগের একটা মন্দিরও নাই এবং তাবদ্ ভারতবর্ষের মধ্যে স্ত্রীলোকের শিক্ষার্থে একটা স্কুলও নাই জ্ঞান অভাবে এত সর্বনাশ হইতেছে তবে কত বড় আবশ্যকতা আছে যে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আসিয়া এ লোকেরদিগকে রক্ষা করেন। — ১ম খণ্ড, ১৪ শ সংখ্যা।

হিন্দুরা যে তাঁদের গায়ত্রী, পুরশ্চরণ করেও মনে সান্ত্বনা পাননা, — যীশুর কথা শুনেই তাঁরা অচিরে সান্ত্বনালাভ করে থাকেন এবা তাঁদের হিন্দুত্ব নষ্টকারী অসম্মানজনক কিছু করতে প্রয়াস পান, এই ধরণের খবরই এইসব পত্র—পত্রিকার প্রধান উপজীব্য ছিল। এই পত্রিকার প্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যায় এই শ্রেণীর দীর্ঘ এক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাহিনীর শেষ দিকে দেখা যায় —

> 'এক দিবস পৈতা লইয়া তাহার অর্দ্ধসুতাতে হুকাবন্ধন করিলেন আর অর্দ্ধসুতাতে জুতা মেরামত করিয়া কহিলেন আমার গলায় কি ভারি শয়তানের জিঞ্জির ছিল প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাকে রক্ষা করিলেন........ ।'

খবরে বর্ণিত এই ব্যক্তি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে অবশেষে খ্রীষ্টনামে শক্তিলাভ করা মাত্রই হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রমাণ রাখলেন।

এই খবরটির পরিবেষণ রীতি থেকে দেখা যায় যে, সে সময় ভাষার বেশ উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু যতিচিহ্নের যথোচিত ব্যবহার দেখা যায় না। অনেক জায়াগাতেই যতিচিহ্ন ছাড়াই বাক্যের পর বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে, যথাযথ বাক্য স্থাপনের কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। তাছাড়া শব্দের সঙ্গে যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগেরও অভাব দেখা যায়। যেমন ছিন্নবস্ত্র বোঝাতে একজায়গায় এরকম লেখা হয়েছে—

> '........কেবল একখানি ভগ্নবস্ত্র পরিধান তাহাও মলিন এই বেশে আসিয়া কহিলেন....... আমাকে তাহারা পাঁচ মাস কত্রদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ....।'

এখানে 'কত্রদ' শব্দে শব্দ মধ্যস্থ স্বরবর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে 'কেবল একখানি ভগ্নবস্ত্র পরিধানে' না হয়ে 'পরিধান' লেখা হয়েছে। ভাষার এইরকম অনিয়মিত ব্যবহার তখন খুবই চলছিল।

২। **'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র'** নামে আর একটি পত্রিকার ইংরেজি নাম ছিল ঃThe Evangelist। এই পত্রিকাটি ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই ছাপা হত।

এর দুটি নাম একই পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। তা এইরকম :

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র

প্রথম বালম।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮৪৩।

The

Evangelist

Vol 1

Serampore

Printed and published Baptist Association of Bengal

1843

এতে একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা সূচীপত্র মুদ্রিত হয়। সূচীপত্রের বিষয়গুলো এইরকম:

'ভূমিকা' অংশে 'প্রবন্ধ উপদেশাদি', 'খ্রীষ্টীয়ানের যুদ্ধাস্ত্র'; 'ভ্রাতৃস্নেহ':। ১ ও ২ সংখ্যক।, লূক ১২ পর্ব্ব ৩০ পদে উপদেশ, 'মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম'; 'খ্রীষ্টীয়ানের কর্তব্য ক্রিয়া'; 'জীবনের বৃক্ষ', 'খ্রীষ্টীয়ানেরদের প্রতি উপদেশ' ইত্যাদি।

'মণ্ডলীর ইতিহাস' অংশে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির বিবরণ সর্ম্পকে এইরকম অধ্যায় বিভাগ দেখা যায় — ১ অধ্যায়। খ্রীষ্টের প্রেরিতগণের সংক্ষেপ বিবরণ; ৫ অধ্যায়। রোমান কর্তৃক খ্রীষ্টীয়ানদিগের তাড়না এবং যিরসালম নগরের বিনাশ; ৬ অধ্যায়। খ্রীষ্টধর্মের অতিশয় বৃদ্ধি। আন্টিওক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ইগনেটীয়ের বিবরণ; ৭ অধ্যায়। খ্রীষ্টীয়ানেরদের স্বপক্ষীয় আজ্ঞা। আসিয়াতে তাড়নায় পুনরারম্ভ,— ইত্যাদি।

অতঃপর 'মৃত্যুবিবরণ অংশে গঙ্গারাম মিস্ত্রি, হরমণি ও তাঁর মা, পাদ্রী ডিরোট সাহেব ও গঙ্গানারায়ণ শীল — এই কজনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। এরপর, 'ধর্ম্মবিষয়ক সম্বাদ' অংশে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গগুলি দেখা যায় :

'আমেরিকা দেশস্থ ডুব মতাবলম্বী মিসনেরী সোসাইটি; আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধারণ; এদেশীয় দুইজন খ্রীষ্টীয়ানকে মঙ্গল সমাচার ঘোষণার্থ নিযুক্তকরণ; কলিকাতা; কলিকাতা — সহকারী বাইবেল সোসাইটি; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পালনেতে মনুষ্যের আচরণে সুফল; ইত্যাদি।

এতে কয়েকটি ধর্মসঙ্গীতও ছাপা হয়েছিল। সেগুলির বিষয়বস্তু যথাক্রমে ডুবের বিষয়; স্বর্গ এবং নরক; পরমেশ্বর সর্বদর্শী ইত্যাদি।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যে ভূমিকা মুদ্রিত হয়, তা' অবশ্যই স্মরণীয়। পত্রিকাটি দুটি কলমে লেখা। একদিকে ইংরেজী, অন্যদিকে বাংলা। বাংলা অংশের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল —

'এই বৎসর শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক মণ্ডলীর প্রথম সভায় একখানি পত্র

প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এই সভায় নানাস্থান হইতে দেবপূজক সম্প্রদায়ের বহুলোক উপস্থিত ছিল। তাহাতে তাহারা খ্রীষ্টবিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ভাবিয়া পত্রিকার উদ্যোক্তাবৃন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠেন এবং এই জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের বিষয় স্থির হয়। কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, এই পত্রিকাটির মাধ্যমে খ্রীষ্টবিষয়ক সংবাদাদি আদান প্রদানের ফলে সাধারণ লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন। এইরূপে ধর্মচর্চা বৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের চরিত্রও নির্মল হইবে। এই পত্রিকায় প্রচারিত উপদেশাবলী পাঠ করিয়া তাঁহারা নিজেরা ঐ মর্মে উপদেশ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ইহাও স্থির হয় যে এই পত্রিকায় ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ, সাধারণ বিষয়ে যে কোন রচনা প্রকাশিত হইতে পারিবে। তবে ইহার মূল প্রেরণা ছিল ধর্মবিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করা। এইজন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার মাসিক মূল্য ছিল চার আনা।'

এই পত্রিকায় যে ধরণের সংবাদ প্রকাশ পেত, তার দু'একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে। 'জীবন বৃক্ষ বিষয়ক' একটি সংবাদ এই পত্রিকায় যেমনভাবে আছে, সেইরকম এখানে দেওয়া হল। :

জীবনবৃক্ষ।

বরিসালে মঙ্গল সমাচার প্রচারকরণ সময় কতক ব্রাহ্মণেরা এই কথা উপস্থিত করিয়াছিল যে পূর্ব্বকালে জিবনি নামে এক বৃক্ষ ছিল ঐ বৃক্ষের ফল ভোজন করিলে অমরত্ব পাইত তাহাতে করিয়া মনুষ্যেবদের নাশ না থাকাতে সুতরাং লোকভারেতে পৃথিবী বড় ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতল হয় এমত হইল ইহা দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঐ বৃক্ষ ফলের অমরত্ব গুণ হরণ করিলেন তৎ-পশ্চাৎ ক্রমে সকল লোকেরি মৃত্যু হইল।

ইহাতে অনুমান করা যায় এই যে আসল ভাব এই দেশীয় লোকেরা নোখের পুত্র যে সেম তাঁহা হইতে পাইয়াছে কারণ তিনি ও তাঁহার সন্তান সন্ততি জল প্লাবনের পর এই দেশে আসিয়া উত্তর পশ্চিম কোণে বাস করিতেছিলেন। এতদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, তিনি আপন পূর্ব্ব পুরুষের নিকট জীবৎ-বৃক্ষের বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন সন্তানদিগকে তাহা কহিলেন কেননা তাহার ও সকল মানুষের আদি পিতা যে আদিম তিনি যে এদেন বাগানেতে জীবৎবৃক্ষ ছিল তাহাতে বাস করিতেন।

জীবনবৃক্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত ঈশ্বর দত্ত শাস্ত্র যে বাইবেল তাহাতে কেবল পাওয়া যায় যথা পরে য়িহুহ ঈশ্বর পূর্ব্বদিগে এদেশে এক উদ্যান করিলেন ও সে স্থানে স্বনির্ম্মিত মনুষ্যকে স্থাপন করিলেন এবং য়িহুহ ঈশ্বর প্রিয়দর্শন ও ভক্ষ্যনিমিত্ত প্রত্যেক বৃক্ষ এবং উদ্যানের মধ্যস্থলস্থ জীবনদায়ক বৃত্ত ও সদসৎ জ্ঞান বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিলেন। (আদি ২ পর্ব্ব) ৮ ও ৯।

আর একটি সংবাদ :

সাধারণ সম্বাদ।

হিন্দুরদের নূতন সভা।

'হরকরা পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যৌবনাবস্থা ন্যূনাধিক ২৫ জন হিন্দু মিলিয়া এক সভা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা এক প্রকার বৈদান্তিক অর্থাৎ আস্তিক তাঁহারা

পারমার্থিক ভজনার নিমিত্তে একত্র হইয়া হিন্দু ও ইংরেজ গীতরচকেবদের হইতে মনোনিত করিয়া যে সকল গীত বৈদান্তিকেরদের ভজনার্থ ব্যবহার্য্য তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন ঐ সকল গীত গান করণার্থ কত্রকজন গায়ক নিযুক্ত আছে। ....হিন্দু লোকেরা ভীরুস্বভাব অথচ চতুরও বটেন এবং এক্ষণে সুশিক্ষার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞান প্রযুক্ত তাহারদের এইরূপ আচরণ সম্ভাবিত বটে কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সকল মিথ্যাকার্য খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সত্যতার দ্বারা দূরীকৃত হইবেক।'

ভল্যুম ২, সেপ্টেম্বর, ১৮৪৪, পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

পরে ১৭৯২ সালে নটিংহাম প্রদেশে অনেক মণ্ডলীর সভা সময়ে কেরি সাহেব ইশাইয়াহ আচার্য পুস্তকের ৫৪ পর্বের ২ পদ ধরিয়া বক্তৃতা করেন এবং আপনার উপদেশেতে বিশেষতঃ এই দুই বিষয় প্রকাশ করেন।

১। মহাবিষয় আমারদের অপেক্ষা করা উচিত ২। মহাবিষয় পাইবার উদ্যোগ করা উচিত। তৎপরে একত্রীভূত ধর্ম্মোপদেশকরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে দেব পূজকরদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিবাব নিমিত্তে ডুবকেবদেব মধ্যে এক সোসাইটি স্থাপন করিবার নিয়মাদি স্থির করা যায় তাহাতে কেটরিং নগরে ধর্ম্মোপদেশকেরদের পুনর্ব্বার সভা হইলে সেই বিষয়ে মনোযোগ হইবে।

ভলুম ২, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২১ নং সংখ্যক পত্রিকা।

৩। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ই ফেব্রুয়ারি আর একখানি, পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নাম **'দুর্জন দমন মহানবমী'**। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর প্রচারের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করা হয়েছে —

'ধর্ম্মবিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোন মতে মত স্থির করাই বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ধর্ম্মে অনাস্থা জানিয়া নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর মত স্থাপক হইতে চাহেন— কোন কোন ব্যক্তি অভিপ্রায়মত ধর্ম্মযাজক করাইয়া আপনি ধর্ম্মোপদেশকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। তদতিরিক্ত কেহ কেহ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহ বা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত, কোন কোন মহাত্মারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনা করিতে উৎসাহী, কেহবা বিধবার বিবাহেতেই ব্যতিব্যস্ত কেহ কেহ পিতামাতার সহিত অনৈক্যতায় বিপরীত পথানুগামী স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মদ্বেষ করতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন— এরূপ ধর্ম্মবিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সংপ্রতি দোষের আকর বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব সর্ব্বদোষনিধি - দুর্জ্জনদিগের দমননিমিত্তে 'দুর্জ্জনদমন মহানবমী' নামে এই পত্র প্রকাশ করিতেছি '— ...... সম্পাদক মথুরামোহন দাস গুহস্য।

'দুর্জ্জনদমন মহানবমী' পত্রিকা প্রকাশের এই উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক বিবৃতিতে প্রগতিবাদ, দেশের ধর্মীয় কলহ, সমাজ সংস্কারের নামে সমাজের বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের কথা জানা যায়। সম্পাদকের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, সমাজে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় মানুষ কর্মযোগের কথা ভুলতে

বসেছিলেন। সম্পাদক এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলদের দমনের জন্যেই এই পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৪। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় **'শুধাংশু'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় এবং সমসাময়িক আরও অনেক পত্রিকাতেই এদেশীয়দের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংবাদগুলি ফলাও করে প্রকাশ করা হত। শুধাংশু পত্রিকায় এরকম একটি ধর্মান্তরকরণের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই সংবাদটি পরে 'উপদেশক' পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের উপদেশক পত্রিকা থেকে সংবাদটি এখানে উদ্ধার করা হলো :

> 'অবগাহনাদি বিষয়ক সমাচার। জুলাই মাসের ১০ তারিখে রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বাপ্তিস্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।.......প্রসন্নকুমার বাবু রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং ধর্ম্ম প্রতিপাদনে রাজার সহকারী হইয়া পৌত্তুলিক, ধর্ম্ম শোধন করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে 'রিফার্মর' নামক এক সমাচার পত্র প্রচার করিয়া তদ্দাবা এতদ্দেশীয় অলীক ধর্ম্ম এবং অন্যান্য কুরীতির মূলোচ্ছেদ করিতে যত্ন করেন, এবং তাহা হইতে অত্রস্থ প্রধান বিদ্যালয় হিন্দু কলেজের অনেক অনেক সুশিক্ষিত ছাত্র স্বদেশের অযুক্ত কুরীতি সমুল্লঙ্ঘনে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। উক্ত মহাশয় স্বদেশের লোকদের আচার ব্যবহার ও রীতিবর্ত্ম সংশোধন নিমিত্ত যখন ঈদৃশ যত্ন করিয়াছিলেন, তখন আপনার আত্মজকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে অবশ্যই বিশেষ যত্ন করিয়া থাকিবেন। ....তৎসত্ত্বেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে এই দীক্ষা গ্রহণে এতদ্দেশীয়লোকের উক্ত ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও স্বীকার করিতে পারেন।'— ৩ সুধাংশু পত্রিকা হইতে উপদেশক পত্রিকায় পুর্নমুদ্রিত। ১৮৫১। আগষ্ট পৃ : ১৮৯৯।

'পৌত্তুলিক', 'সমুল্লঙ্ঘন', 'অযুক্ত' প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভট শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রীতিবর্ত্ম' শব্দটি রীতিনীতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় 'অনেক অনেক সুশিক্ষিত ছাত্র' প্রভৃতি প্রয়োগে বিশেষণের দ্বিত্বযোগে বহুবচনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ দৃষ্টান্ত আরেও আছে।

৫। **'উপদেশক'** নামে আর একখানি খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক মাসিক পত্রিকা সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি নাম ছিল 'The Instructor'। এটি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা হত। ত্রটির সম্পাদনা করতেন জে. ওয়েঙ্গার। এই পত্রিকার নির্ঘন্ট, সূচীপত্র ইত্যাদি দেখলেই এর বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। এটির প্রকৃতি বুঝে দেখার জন্যে এখানে একটি সংখ্যার নির্ঘন্ট, সূচীপত্র ইত্যাদি দেওয়া হল—

১৮৫৬ বর্ষের উপদেশক পত্রিকা

The Instructor, Christian Periodical in Bengali for 1856 Calcutta. Printed by J. Thomas, Baptist Mission Press - 1857, মূল্য- দুই আনা

নির্ঘন্ট

ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলেখ্য।

মথি ১১, ২৮ - ৩০, রোমীয় ১২. ২, যোহন ৬, ৮, ১ থিষলনীকীয় ৫, ৯, যোহন ১৭, ১৫, কলসীয়, ৩, ১৭, ১, থিষলনীকীয় ২, ১৯, রোমীয় ৩, ২৪।

ধৰ্ম্মশিক্ষা

প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি. খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সূচক শাস্ত্রীয় বচনের শ্রেণী, কিনানীয় স্ত্রীর প্রার্থনা ও তাহার ফল, পাঠকের প্রতি নিবেদন, ধৰ্ম্মোপদেশ, মথি ৭, ১৩, ১৪, ভারতবর্ষীয় বিদ্বান জনগণ সমীপে পত্র সমাচার।
বারাসত জেলায় সুসমাচার প্রচার, বাকরগঞ্জ জেলাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য, বিজ্ঞাপন — মার্টিন লুথারের জীবন চরিত্র, সুসমাচার প্রচারার্থে কৃষ্ণনগরের প্রচারকদের দেশভ্রমণ, অরুণোদয় নামক পত্রিকার মঙ্গলাচরণ, শ্রীযুক্ত পাদ্রি ফিঙ্ক সাহেবের মৃত্যু, লেখালেখি

ইতিহাস ইত্যাদি

আমেরিকা দেশের অনুসন্ধান, রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর বৃত্তান্ত, শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্কে সাহেবের চরিত্র, পার্পেতুয়া নাম্নী স্ত্রীর মরণ বৃত্তান্ত, ব্যালেন্তাইন দ্যুবাল সাহেবের চরিত্র, সার্ব্বত্রিক পুরাবৃত্তের সার কবিতা।

দায়ুদের ২১ গীত, অন্য গীত, কবিতা।

দায়ুদের ২২ গীত।

পত্রিকার বার্ষিক সূচীপত্র নির্ঘন্টি [পূর্ব পৃষ্ঠায়] বর্ণনা করা হল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের নমুনা নীচে দেওয়া হল। বিদেশাগত শিক্ষিত পাদ্রীদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক যে কিরকম ছিল তা এই সমস্ত সংবাদপত্র পাঠে সহজেই জানা যায়। সংবাদটি এইরকম :

হিন্দু ধৰ্ম্ম মিথ্যা।
মঙ্গল সংবাদ যবে করে কোন জন।
বাধা দিতে যত্নবান হয় হিন্দুগণ।।
সদসদ জ্ঞান নাহি তাদের অন্তরে।
লৌকিক ধৰ্ম্মেতে তারা সদা ঘুরে মরে।।
কহে তারা নানা কথা যাতে হয় মনোব্যথা।
আর অর্থ বিনা কহে বহুজন।।

হিন্দু আর মহম্মদি যত ধৰ্ম্ম আছে।
ইতিহাস মিথ্যা তার কাম ক্রিয়া মিছে।।
খ্রীষ্ট নাথে কর সার যে পাপিষ্ঠ গণ।
জগতের মায়া হতে হবে উত্তরণ।।
শ্রীখৈরু সাহা

'উপদেশক' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়, তখন থেকে এক শতাব্দী আগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এদেশীয় খ্রীষ্টানদের সাংসারিক উপকারার্থে একটি সভা স্থাপিত হয়। :

'এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় লোকদের সাংসারিক উপকারার্থ সভা। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়

যুবলোক কর্তৃক এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বিদের বর্তমানাবস্থায় অনেক ব্যক্তি নিঃস্ব আছে, অতএব উক্ত যুব মহাশয়েরা অল্পকাল হইল দেবপূজা হইতে রক্ষা পাইয়া এইক্ষণে খ্রীষ্টীয় পালের মধ্যে নিঃস্ব লোকদের উপকারের নিমিত্তে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয় বটে, এই সভার কার্য্য কলিকাতায় খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বি এই দেশীয় লোক কর্তৃক নির্ব্বাহ হইতেছে এবংঐ সভাভুক্ত কেবল এই দেশীয় খ্রীষ্টীয় লোক আছে।'

উপরে পরিবেশিত এই সংবাদটিতে ভাষার এবং শব্দের ব্যাবহারের যে পুনরাবৃত্তি এবং একঘেয়েমি দৃষ্টিগোচর হয় তা সেকালের বাংলা ভাষারই নিদর্শন। 'খ্রীষ্টীয় এমতাবলম্বি' এই শব্দ দুটি এখানে বহুবাব ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য এইরূপ মার্জিত ভাষার মধ্যে 'খ্রীষ্টীয় পালে' শব্দটি বেমানান।

এই সংবাদপত্রের আরও একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে,

'মিশনারিরা এদেশীয় ধর্মে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া কৌশলে কতকলোককে হিন্দু ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে যে বৈষম্য প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শূদ্রদিগকে একযোগে হিন্দুধর্মের প্রতি বিমুখ ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃতি প্রদর্শন করিয়া কৌতুকজনক এই কথাগুলি লিখিত হয়।

'অতএব হিন্দু মহাশয়দিগকে আমরা এই পরামর্শ দিতেছি যে ত্যক্ত ধর্ম্ম ব্যক্তিদিগেরও নিষ্ঠা করণার্থ শাস্ত্রীয় ব্যবহার পুনস্থাপন করিতে উদ্যত হইবেন না। তাহা হইলে বড় বড় রাজা বাহাদুর এবং গোষ্ঠীপতিদিগকে ব্রাহ্মণদের গোলাম হইতে হইবে। ঘোষ বসু মিত্র কুলীন কায়স্থেরা আর অশ্ব রথ ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারিবেন না। তাঁহারদিগকে ব্রাহ্মণদিগের মোট বাহিতে অথবা গৃহ মার্জ্জনা করিতে কিংবা কাঠ বেচিতে হইবেক। রাজাবাহাদুরেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাসনে বসিয়া থাবেন, কখনও কখনও ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা উচ্চআসনে বসেন এবং ধর্ম্ম সভায় প্রভুত্ব করেন, শাস্ত্রীয় ব্যবহার প্রবল হইতে তাঁহারদিগকে সাবধান হইতে হইবে যেন কোন ২ অঙ্গে তপ্তশলাকার চিহ্ন না পড়ে।' — পৃ : ১২-১৩; ১৮৫৬ জুলাই।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রকার সংবাদগুলির বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন এগুলি নিঃসন্দেহে তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি। উপরিউক্ত সংবাদটিতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারের আর একটি অভিনব কৌশল পরিলক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ ছোটখাটো, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র সংবাদাদির দ্বারাই তৎকালীন জনজীবনের সম্যক পরিচয়দানে পত্র পত্রিকার দান স্মরণীয়।

এই সংবাদটির ভাষা মিশনারীদেরই ভাষা। 'তাহারদিগকে', ত্যক্তধর্ম্মব্যক্তি', 'করণাথ' ইত্যাদি শব্দগুলি লক্ষ্য করলেই তা' বোঝা যায়। বিশেষ করে, 'কোন কোন অঙ্গে তপ্ত শলাকার চিহ্ন না পড়ে' এই আলঙ্কারিক বাক্যাংশটি খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভাষার নিদর্শন।

'উপদেশক' এর চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিবরণ পূর্বলিখিত সংবাদেরই অনুরূপ। এটির পরিবেশন ভঙ্গিও গুরুগম্ভীর। :

'এক যুব ব্যক্তির মনঃপরিবর্তন। জেনারেল আসেমব্লীর বিদ্যালয়ের ছাত্র তারিণীচরণ

মিত্র যিনি অধিকাংশ য়িহুদীদের যীশুকে ত্রাণকর্তা রূপে অস্বীকার করণের এরক রৌপ্যময় মেড্যাল পারিতোষিক পান তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দৃঢ়মন করাতে কত্রকদিন হইল পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে গৃহীত হইবার মানসে এক্ষণে উক্ত বিদ্যামন্দিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার আত্মীয় লোকেরা তাঁহাকে পরাবৃত্ত করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইলেও এ পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতার দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছেন এবং মনের শান্তি ও বহু আয়াসে পরীক্ষিত মনের আনন্দ রক্ষার্থে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, আমরা বোধ করি গত বৎসর ব্যাপিয়া ঐ বিদ্যালয়ের পাদ্রী মহাশয়দের পরিশ্রম করণের প্রথম ফলস্বরূপ হইলেন এই তারিনী চরণ মিত্র।'— সমাচার, ১৮৪৭, পৃ : ৪৮।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মিশনারীরা যে কতদূর কৃতকার্য হয়েছিলেন, এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। এই সংবাদগুলি তাঁদের বিজয় বার্তার ঘোষণা। উদ্ধৃত এই সংবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং পরিচ্ছন্ন। তবে 'কত্রকদিন', 'পরাবৃত্ত' এই ধরণের বানান ও উদ্ভট শব্দচয়ন তখনও চলছিল। তাছাড়া এই জাতীয় পুস্তকগুলিতে এবং পত্র-পত্রিকায় এরকম আরও অনেক শব্দ দেখা যায়। যেমন — তামাসা, তাচ্ছল্য, বেদান্বিত, অতিস্নেহী, অনবিজ্ঞতা, আকর্ষিতমন, সুখভুঞ্জন; যাথার্থিক, পদপ্রাপণ ও পৌত্তুলিক ইত্যাদি।

এসব পত্র পত্রিকায় আমরা একযোগে খ্রীষ্টীয় ট্র্যাক্ট সাহিত্যের উপকরণ, বাংলা ভাষার বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক রূপ এবং তদানীন্তন লোকজীবনের ছবি যেন দেখতে দেখতে চলেছি।

৬। **'সত্যার্ণব'** ছিল উনিশ শতকের আর একখানি খ্রীষ্টীয় পত্রিকা। এই পত্রিকাতেও হিন্দু ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু অবতারদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা ইত্যাদি পূর্ণমাত্রাতেই আছে। সেসব বিষয়ে নতুনত্ব কিছুই নেই। ট্র্যাক্টের ক্ষেত্রেও যেকথা বলা হয়েছে, এইসব পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা যায় — একখানি ট্র্যাক্ট অথবা একখানি খ্রীষ্ট পত্রিকা পড়লেই এদের সাধারণ প্রকৃতিটি অনুধাবন করা যায়। এ যেন একই শ্রেণীর প্রয়াস, — পৃথক রচনার স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা কিছুই নেই, কোন নতুনত্ব নেই — যেন একই বিষয়কে বিভিন্ন আধারে পরিবেশন করা হয়েছে। আধারের বিভিন্নতার ফলে আধেয়ের যে সামান্য পরিবর্তন, তাই একমাত্র নতুনত্ব। 'সত্যার্ণব' পত্রিকার তৃতীয় কাণ্ডের সূচীপত্রটি যথাযথভাবে এখানে দেওয়া হল। :

'ফ্রেশার্ট'। সিংহ ও বালক বালিকা। বিশপ মিডলটনের জীবনচরিত্র। মিসন যাত্রা। বেদের বিবরণ। হাইরাক্স। পারসীয়া দেশের ইতিহাস। সেলিষবেরি ক্ষেত্রস্থিত মেষ পালকের বিবরণ। নীতিসার। বিজ্ঞান পত্রং। গ্রে মল্লেট। কারাগারস্থ ব্যক্তি। চৈতন্যের সংক্ষেপ বিবরণ। আয়র্লণ্ডদেশীয় ভিক্ষোপজীবী। সন্ধ্যাকালের প্রার্থনাগীত। সূত্রজ। পথদ্বয়। বিশব হিবর সাহেবের চরিত্র বর্ণনা। গগনযানে বিয়দ্বিহার। বেদব্যাসের আজন্ম বৃত্তান্ত। গৃহনির্ম্মাণ কর্ত্তা। শামন মৎস্যের উপক্রম। মুসলমানদের দ্বারা সুরিয়া দেশের পরাজয়। নূতন বৎসর। সেব্রতা অর্থাৎ ঋষ্যবিশেষ। মাকড়সার বিষয়। দিল্লীশ্বর বাদসাহের ইতিহাস। পেত্রানগর। ধর্ম্মপুস্তকের ধাতুদ্রব্য বিষয়ক শিক্ষা। ফ্রান্সদেশে ইংরাজদিগের যুদ্ধ। ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা। বাইন মৎস্য। আলেকজান্দর

সেলকার্ক। উত্তর আমেরিকা দেশের আদ্যলোক। মুনীয়দের প্রতি সাধু ইগনতিয়াসের লিপি। জার পিটর ও সুচরিত্রা স্ত্রী। ওরীজেন। আল্পস পর্ব্বত প্রবাসি পালকদের গৃহে প্রত্যাগমন। শজারু। সর্পদংশনে মৃত্যু। যার্ম্মান দেশীয় দ্বিতীয় যোসেফ নামা ভূপাল।'

পত্রিকার নামপত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ছবি থাকত এবং ঐ ছবির বিষয় নিয়েই পত্রিকা শুরু হত। এর দাম ছিল চার আনা মাত্র। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল—

'ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ প্রতিপাদন'।

'......ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে ব্রহ্মা আপনকে বহুল করণার্থ জগৎ সৃষ্টি করিলেন ....অর্থাৎ তিনি দেখিয়া ভাবিলেন আমি বহু হইব আমি জন্ম গ্রহণ করিব। সুতরাং জগদুৎপত্তিকে ব্রহ্মের জন্ম কহাতে, জগৎ এবং ব্রহ্মাকে এক করা হইল। কিন্তু যাঁহারা সৃষ্টিকর্তাকে স্রষ্ট পদার্থের সহিত একভাব করান তাঁহারদের কেমন ভয়ানক মতিভ্রম বিবেচনা কর। ব্রহ্মা কে জগৎ কহা কিংবা জগৎকে ব্রহ্মা কহা সামান্য আস্পর্দ্ধার কথা নহে। ব্রাহ্মণেরা এই প্রকার আস্পর্দ্ধা পদে ২ প্রকাশ করিতেছেন ইত্যাদি।'

'এস্থলে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের শিক্ষা দেন অথবা উপদেশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের অধিকাংশ লোক কখন অখিল বেদ নেত্রগোচর করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল মুখে বেদের গৌরব করিয়া থাকেন কিন্তু অখিল বেদ কাহাকে কহে জানেননা। দেখেনও নাই। বোধহয় অখিল বেদ বঙ্গভূমির মধ্যে অপ্রাপ্য। ফলে ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা তাহাও সন্দেহস্থল। শুনিয়াছি বিলাতের মধ্যে একস্থানে অখিল বেদ পাওয়া যাইতে পারে।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পত্রিকায় সংস্কৃত কবিতাও প্রকাশিত হত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সত্যার্ণব' পত্রিকার একটি সংখ্যায় অনুষ্টুপ ছন্দে এইরকম একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সে যাই হোক, ভাষার দিক থেকে উপরিউক্ত 'ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ প্রতিপাদন' সংবাদে 'স্রষ্ট' ও 'আস্পর্দ্ধা' শব্দ দুটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তৎকালে যে কোন পত্রিকার প্রকাশের কারণটি সাধারণতঃ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হত। অথবা সম্পাদক মহাশয় ভূমিকা শিরোনামেও কখন কখন পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেন। এরকম দৃষ্টান্ত আমরা আগেও পেয়েছি। 'সত্যার্ণব' পত্রিকাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও একটি সংখ্যায় পত্রিকাটি [তৃতীয় খণ্ড] প্রকাশের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাটি এই :

'পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষে, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপকালে মনের মধ্যে বিজিগীষাভাব, অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেননা, শত্রুক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক বিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেননা, যাহা মনে আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। .... ধর্ম্মের বিষয়ে তাঁহাদের মাৎসর্য্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোক ক্ষুর্ব্ধ হইতে পারেন। ....সুচারু পত্রিকা সকলে মধ্যে ২ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমাদের চিত্ততৃপ্তি হইতে পারেনা। এ কারণ আমরা এই সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসে ২ 'সত্যার্ণব' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব।'

পত্রিকার সম্পাদক যে কারণে ব্যথিত হয়ে নিজস্ব একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, বলা বাহুল্য, এই পত্রিকাটিও সেই একই দোষে দুষ্ট। পরবর্তীকালে 'সত্যর্ণব' একটি খ্রীষ্টীয় পত্রিকায় পরিণত হয়। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় হিন্দু ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হত। নানারকম নিন্দা, কুৎসিৎ প্রসঙ্গ, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অপপ্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকাটি। তারসঙ্গে যোগ দিয়েছিল আর একখানি পত্রিকা, তার নাম'অরুণোদয়'।

হিন্দুধর্মকে হীনবল করাই ছিল মিশনারীদের প্রাথমিক চেষ্টা। এজন্যে অত্যন্ত সজাগ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। এমনভাবে তাঁরা জনমানসের অন্তর প্রদেশে ঢুকে গেছেন যে হঠাৎ সে সম্বন্ধে কারুরই সচেতন হবার কথা নয়। মানুষের মনের গতি ও প্রবণতা অনুযায়ী মানবমনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে যে কতরকম কলাকৌশল তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তার যেন শেষ নেই। হয়তো মিশনারীদের ধারণা ছিল এই যে, আগে ধর্মবিজয় করে পরে রাজ্যবিস্তারে মন দেওয়াই ঠিক হবে। তাই তাঁরা একাগ্র চিত্তে ধর্মবিজয়ের চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলেন। 'সত্যার্ণব' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকেই এর সত্যতা প্রমাণ করা যায় :

'গুরুশিষ্যের কথোপকথন মনুষ্যের পরমগতি।

গুরু। হে সৌম্য তুমি কোন আচার্য্যের নামে অথবা বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হইওনা কিন্তু যুক্তিহীন ও অপ্রমাণ বাক্য অগ্রাহ্য ইহা স্মরণে রাখিও। প্রথমতঃ যাঁহারা কাম্য নিষিদ্ধ জ্ঞান করেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 'কৃত' অর্থাৎ কাম্যক্রিয়া কি কারণ নিষিদ্ধ অধম বস্তুর কামনা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু সে স্থলে বিষয়ের অধমত্ব হেতু কামনা নিষিদ্ধ হয়, বিষয় উৎকৃষ্ট হইলে কামনাতে দোষ কি। বিষয়ে দোষ থাকিলে তাহা কামনাতে আরোগ করা যাইতে পারে বটে কিন্তু বিষয়ে দোষ না থাকিলে কামনাতেও দোষের বিরহ হয়।' — সত্যার্ণব, ১৮৫২।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করার পক্ষে ভাষা সমুচিত সুবোধ্য নয়। এইজন্যে সমাধানের পরিবর্তে বরং বিষয়টি জটিতর হয়ে উঠেছে। ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ ছাড়া এসমস্ত পত্রিকা তখন যেন অচল ছিল। এইজন্যে ধর্মীয় বিষয় টেনে এনে নানারকম মন্তব্য এবং কুৎসা রটনা করাই ছিল তখনকার ছোটবড় সব পত্রিকারই প্রধান কাজ। এই দিক থেকে সংবাদ পত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হ'লে তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। ১। বিতর্কমূলক পত্র পত্রিকা, ২। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশকল্পে পত্রিকা প্রকাশ, ৩। সাহিত্য বিষয়ক পত্র পত্রিকা।

উপরিলিখিত সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গিটি বৈষ্ণবীয় গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর জাতীয়। বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণবীয় রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যে ঔৎসুক্য ছিল, এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি সংবাদ স্মরণ করা যেতে পারে। সংবাদটি এইরকম :

'বহু সংখ্যক হিন্দু জাতির মধ্যে যে নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে অনুমান করি তন্মধ্যে বৈষ্ণবের মত অতি প্রাচীন কারণ সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট; খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার অনেক মেল আছে এবং তাহা হইতে যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও অসম্ভব নহে। যদ্যাপিও সকল বঙ্গীয় লোক বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত নয় তথাপি বিষ্ণু যে পূর্ণব্রহ্ম এবং অন্যান্য দেবতারা তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা অত্যল্প লোক অস্বীকার করে।'

এইসব সংবাদপত্রে কখন কখন হাস্যকর সংবাদও পরিবেশিত হত। মিশনারীরা হিন্দু ধর্মকে যে নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতেন, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই খবরটি স্মরণ করা যেতে পারে। 'সত্যার্ণব'এর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ এইরকম—

'রাজা রাধাকান্ত প্রভৃতি হিন্দু মতাবলম্বি কত্রকজন মান্যবক্তি লেকালোসি নামক আইন রহিত করণাভিপ্রায়ে প্রকাশ্যরূপে লিখিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করাতে যদি কাহারও সাংসারিক অনিষ্ট না হয় তবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অগ্নিতে হিন্দুধর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে সুতরাং রাজা বাহাদুর সাংসারিক ভয় দেখাইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন, কিন্তু যে ধর্ম্মের যুক্তি বল নাই তাহা এ প্রকারে রক্ষা করিতে যত্ন করিলে কি লাভ হইবে।'

এই পত্রিকাটিতে একসময় এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে তাতে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের চরম অধঃপতনের বিষয়টিকে প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এই সংবাদগুলি প্রকাশ করে তাঁরা প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম ও সমাজকেই হেয় প্রতিপন্ন করতেন। সংবাদের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

'.......একদিবস কোন এক দুঃখী মাতা কোন বিদ্যাবান ভ্রাতার ভবনে অভ্যাগত হইয়া তাহার পত্নীকে মেমসাহেব না বলিয়া মাতাঠাকুরানী বলাতে উভয়ে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত ঘূর্ণায়মান লোচনে প্রাগুক্ত সুদীন মাতাকে যথোচিত অপমান পুরঃসর বিদায় করিলেন। অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুণ মাতাঠাকুরাণী এই যে অতিক্রোধান্বিত বাক্য তাহা অবশ্য তিনি জানেন কিন্তু সাহেবাভিমানে হিন্দু সম্বন্ধ সন্তোষে তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি হইল। বিবেচনা করুন ইহাতে যদি ক্রোধোৎপত্তি হয় তবে প্রেমের স্থান আর কোথায় ১৮৫১, জুন [পৃ : ১০-১৪]

এই সংবাদটিতে তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষার সান্নিধ্যে, উক্ত আদব কায়দায় লালিত নবগঠিত বঙ্গ সমাজের একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে।

৭। পূর্বে উল্লিখিত **'অরুণোদয়'** পত্রিকাটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এটিও ছিল একখানি বহুল প্রচলিত খ্রীষ্ট পত্রিকা। সুতরাং এতে হিন্দু বিমর্দনের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশিত হত। নীচে এইরকম একটি সংবাদের প্রতি আলোকপাত করা হলে।

'কি দুঃখের বিষয়।

এতদ্দেশীয় হিন্দু মাত্রেই দুর্গাপূজার আয়োজনে সম্প্রতি মত্ত হইয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়। বিবেচক লোকেরা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে ভুলিয়া জড় পদার্থ মৃত্তিকার উপাসনা কি প্রকার করেন, ইহা আমাদের বোধাগম্য। হে জগদীশ্বর। প্রতিমা পূজার নাশ করুণ। শীঘ্র নাশ করুণ। শীঘ্র নাশ করুণ।

ধর্ম্ম পুস্তকের কয়েকটি বচন আমাদের হিন্দু মহাশয়দের উপকারার্থে নিম্নে প্রকটন করা গেল, ঐ বচনগুলীন তাঁহারা মনোযোগ পূর্বক পাঠ করুণ'।

তাঁহাদের প্রদত্ত বচনগুলি উদ্ধৃত করলে বর্তমান আলোচনার কলেবরবৃদ্ধি মাত্র ঘটবে। বাহুল্য বিবেচনায়, বচনগুলির পরিবর্তে শুধুমাত্র সেগুলির অর্থ এখানে দেওয়া হল —

'অস্যার্থ — তাহাদের রৌপ্যময় ও সুবর্ণময় প্রতিমা মানুষের হস্তকৃত। তাহাদের

মুখ থাকিতেও কথা কহিতে পারেনা, চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায়না, কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পারেনা, হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারেনা, পদ থাকিতেও গমন করিতে পারেনা এবং গলার নলী দিয়া কথা কহিতে পারেনা। যেমন তাহারা, তাহাদের নির্ম্মাণ কর্তারা এবং উপাসকেরাও তদ্রূপ'।

ঐ সংখ্যারই অনুরূপ আর একটি সংবাদ এখানে উদ্ধার করা হল। এর শিরোনাম, 'হিন্দুধর্ম্ম বিমর্দ্দন'। এটি কবিতাকারে লিখিত। এখানে তার আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

হিন্দুদের বিচারাচার।

যে কোন উপায়ে হয় করহ অর্থ সঞ্চয়,
ন্যায়ান্যায় নাহিক বিচার।
অর্থার্জ্জনে নাহি দোষ, পূর্ণ কর নিজ কোষ,
তবে নাম হইবে প্রচার।।
চাকরিতে ভুরি ভুরি করিতে পারিলে চুরি,
রোজগারী বলিবে নিশ্চয়।
চুরি যদি নাহি জান, ধর্ম্ম গঙ্গা ঘরে আন,
তবে কবে কর্ম্মদক্ষ নয়।।
লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বুদ্ধি নাহি ঘটে
কেমনে করিতে হয় ধন।
বিদ্যাহীন পাকা ছেলে, কেনাবেচা হাতে পেলে,
ছলে কলে করে উপার্জ্জন।।
কোন জন বলে ভাই, বেতন নাহিক চাই,
আমার হস্তেতে হয় ক্রয়।
সাহেব আমার বশ, পাঁচকে বলিলে দশ
কোন মতে না করে সংশয়।।
ছয় মাস কর্ম্ম করি, সোণা কিনি ষোল ভরি
স্ত্রীর মন করিয়াছি স্থির।
থাকিবার ঘর কটা, সকলি করেছি কোটা,
চারিদিকে দিয়াছি প্রাচীর।।
আর দিন কতিপয়, কর্ম্ম যদি হাতে রয়,
তবে হয় দালান পত্তন।
দালান সমাধা হলে, গঙ্গা জল বিল্ব দলে,
শ্রীদুর্গার পূজি শ্রীচরণ।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা, শুনিয়া তাহার কথা,
ধন্য ২ করিল সকলে।
তুমি অতি কৃতি নর, ধনোপায়ে বিজ্ঞতর,
আশীর্ব্বাদে থাকহ কুশলে।। ইত্যাদি।

এই কবিতায় বিধর্মীদের চোখে সে আমলের একজন হিন্দুর চরিত্র যেমনভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তারই সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সমাজের দুর্নীতি এবং সেই দুর্নীতি কিভাবে প্রশ্রয় পেত, এ সমস্ত বিষয়ই এই সংবাদের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। এই জাতীয় আরও একটি সংবাদে হিন্দুদের বেদবিধির নিন্দাবাদ অকুণ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যেসব মিশনারীরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খ্রীষ্ট মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেখলে ব্যথিত হতেন, তাঁরাই বিধর্মীদের শাস্ত্রের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠতেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা প্রথম পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হন, সেই উদ্দেশ্য পরে কোথায় ভেসে যায়। তাঁরা সাধারণ মানুষের মতই অন্য ধর্মের কুৎসা ও নিন্দা রটনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। নীচে লেখা এই সংবাদটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত :

হিন্দুধর্ম্মে মুক্তি নাই হিন্দুদের মনে তাই
কোন কর্ম্মে জন্মে না বিশ্বাস
যদি পুণ্য করে অতি তবু তার নাহি গতি
হিন্দুদের শাস্ত্রের বিচারে
হিন্দুদের বেদবিধি, কুবিদ্যার বিদ্যানিধি
কুতর্কের তর্কপঞ্চানন
কুবুদ্ধির বাচস্পতি কুজ্ঞানের সরস্বতী,
কুযুক্তির সিদ্ধান্ত ভূষণ
কুদীক্ষার শিক্ষাগুরু কুকর্ম্মের কল্পতরু
কুপথের পথ প্রদর্শক।
কুশব্দের অভিধান অন্যায়ের অপাদান,
রৌরবের গৌরব গায়ক
এইতো শাস্ত্রের দশন ইহাতে মুক্তির আশা,
দুরাগ্রহ দুরাশা কেবল
শ্রমার্ত ঘর্ম্মাক্ত নরে, প্রখর রবির করে
তৃপ্তি আশা যেমন বিফল
ভ্রান্ত যত হিন্দুলোক, ধ্বান্তকে বুঝি আলোক
বৃথা তার অন্বেষণ করে

অতএব হিন্দুগণ, করি এই নিবেদন
মিথ্যা শাস্ত্র কর পরিহার
ভ্রান্ত হয়ে কতদিন, রহিবে হয়ে অধীন
মুক্তিপণ দেখ আপনার

৮। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে আরও একখানি খ্রীষ্ট পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার [তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১১৭, এপ্রিল,১৮৭২] সংখ্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি একজন হিন্দুর ধর্মান্তরগ্রহণ উপলক্ষে লিখিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম

সংখ্যায় একটি দীর্ঘ ভূমিকা আছে। সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, আমোদ এবং নীতিশিক্ষা একত্রে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হল।

এই পত্রিকার নামকরণ হয়েছে **'জ্যোতিরিঙ্গণ'**। তার অর্থ এই যে ইহা বৃহৎ জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করতে না পারলেও মৃদু আলোকপাতে আমাদের পথ প্রদর্শন করবে। এই পত্রে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকবে। আমোদ সহকৃত নীতিশিক্ষাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কোমল প্রকৃতি পাঠকবর্গের হাতে সুন্দর ২ ছবি, সরলভাষা, নীতিগর্ভ মিষ্টি গল্প, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রদান করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হবে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' তৃতীয় খণ্ডে [পৃ : ১১৭, এপ্রিল ১৮৭২] মধুসূদনের কবিতা প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়ার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মধুসূদনকে সেখানকার মিশন হাউসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মহাকবি তাঁদের অভ্যর্থনায় প্রীত হয়ে স্থানীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীকে সম্বোধন করে একটি চতুর্দশপদী কবিতা উপহার দেন। কবিতাটি এই :

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত মণ্ডলে।
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর মঙ্গলে;
এবে রাশিরাশি পদ্ম ফুটে তব জলে,
পরিমল ধনে ধনী করিয়া অনিলে।
প্রভুর কি অনুগ্রহ। দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে
উজ্জ্বলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তা এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সত্যতা স্রোতে নিত্য তব তরী।

মধুসূদনের আরও একটি খ্রীষ্টীয় বঙ্গীয় কবিতা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে 'জ্যোতিরঙ্গণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়ার জর্মাণ মিশনের মিশনারী কাঙ্গালী চরণ সিংহের পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে মধুসূদন এই কবিতাটি রচনা করেন। মনে হয়, দীক্ষা গ্রহণে কবি তাঁর ধর্মপিতার ভূমিকা পালন করেন।

কবির ধর্ম্মপুত্র।

। শ্রীমান খ্রীষ্টদাস সিংহ ।

হে পুত্র, পবিত্রতঃ জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে,
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা।

পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে হইলা
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম কর্ম্ম ধরি
পাপরূপ রিপু নাশো এ জীবন স্থলে;
বিজয় পতাকা তুলি রথের উপরি,
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননীসহ, প্রেম কুতূহলে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকার একটি সংখ্যার নামপত্র এইরকম :

জ্যোতিরিঙ্গণ
স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত
মাসিক পত্র
প্রথম খণ্ড।
১৮৬৯ অব্দের জুলাই হইতে ১৮৭০ অব্দের জুনমাস পর্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা

ভবানীপুর,
কলিকাতা ট্র্যাক্ট সোসাইটির যত্নে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে
শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

এই পত্রিকায় কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়, এর সূচীপত্র থেকে নেওয়া নিম্নোদ্ধৃত তালিকা থেকেই তার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়— ভূমিকা; ঈগল পক্ষী, প্রকৃত বীর; সর্পের প্রতি; ইত্যাদি।

আবার, অহল্যা; মৈত্রেয়ী; গার্গী; — এবং কাকাতুয়া; মহেন্দ্র ও কাদম্বিনী; নিদ্রালু দর্জী; মন্দোদরী, তারা, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী ইত্যাদি প্রসঙ্গও এই পত্রিকায় দেখা যায়।

এই পত্রিকায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রহণ বিষয়ে ছোটগল্প প্রায়ই প্রকাশিত হত। এছাড়া বাইবেলের বিভিন্ন বিষয়ও এতে প্রকাশিত হত।

'স্বর্ণচাঁপা' এইরকম একটি গল্প। এটি কয়েকটি সংখ্যায় ধারবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে দুটি স্ত্রীলোকের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ এবং ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এই গল্পের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে তাদের ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'......আগামী কল্য রাত্রি হইতে আমরা প্রতিদিন একত্র খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং

আলোচনা করিয়া দেখিব, যদি বাস্তবিক উহা ঈশ্বরদত্ত হয়, যদি তাহাতে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণের সত্যপথ প্রকাশিত থাকে, নিশ্চয় বিশ্বাস করিব।'

'.......নয়মাস পর্যন্ত এই প্রকারে প্রার্থনা, পাঠ ও বিচার করিতে করিতে তাঁহাদের মনের সন্দেহ এক এক করিয়া দূর হইল। খ্রীষ্টকৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে যে পাপীর উপায়ান্তর নাই, মনে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, এবং ঈশ্বর প্রকাশরূপে অবলম্বন করিবেন, একরাত্রিতে উভয়ে এরূপ স্থির করিয়া শয়নে গমন করিলেন।'

— স্বর্ণচাঁপা, সেপ্টেম্বর, ১৮৭০।

বাইবেল জাতীয় ধর্মপুস্তক থেকে যে সকল ধর্মবিষয়ক কাহিনী এতে প্রকাশিত হত, এখানে তারই একটি উদ্ধার করা হল। এটি ছন্দে রচিত। বিষয় হল — পৃথিবীর আদি পিতামাতার স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ। কবিতাটি এই :

আদম এবং হবা।

ভাসাইল পৃথিবীরে দুখের সাগরে,
আর কেন নুকাইছ বনের ভিতরে?
খাইয়া নিষিদ্ধ ফল সর্পের ছলনে,
যে কাজ করিলে আজি তোমরা দুজনে;
বংশ পরম্পরা তব এ পাপের ফল,
নিয়ত ভুঞ্জিবে হায় মানব সকল।
বৃথা আছ নুকাইয়া অরণ্য ভিতরে
কে পারে নুকাতে বিশ্ব স্রষ্টার গোচরে,
হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যের কিরণ,
পারে কি পারে অহে, মনুষ্য কখন?

— পৃ: ৯২, ফেব্রুয়ারী [১৮৭০]

খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্যে এই জাতীয় বিভিন্ন সংবাদ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। কৌতূহলোদ্দীপক এইরকম কয়েকটি সংবাদ এখানে পরিবেশিত হল।

ক। আশ্চর্য মনঃ পরিবর্তন।

তৎকালেও শৌল প্রভুর শিষ্যদের প্রতি ভৎর্সনা ও প্রাণনাশক রূপ বাঘ ফুৎকার করাতে মহাযাজকের নিকটে যাইয়া দম্মেযক নগরস্থ ধর্ম্মসভা সকলের প্রতি পত্র চাহিল, যেন সেই মতাবলম্বি। খ্রীষ্ট মতাবলম্বি। স্ত্রী কি পুরুষ যাহাকে পায়, তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া যিরুশালেমে আনে পরে যাইতে ২ যখন দম্মেযক নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন অকস্মাৎ আকাশ হইতে প্রখর তেজ তাহার চতুর্দিকে প্রকাশ পাইল। তাহাতে সে ভূমিতে পড়িলে, 'হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ? আপনার প্রতি এমত বাণী শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কে?' তখন প্রভু কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই যীশু, কন্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন সে কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া

কহিল, হে প্রভো, আমাকে কি করিতে আজ্ঞা করেন। —২য় খণ্ড পৃ : ১২৪।

খ। সাধু শৌল ও ফিলিপীয় কারারক্ষক।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

. . . . শৌল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আপনার হিংসা করিওনা, আমরা সকলেই এস্থানে আছি। তখন সে প্রদীপ আনিতে কহিয়া লম্ফপূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া কম্পবান হইয়া শৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবা। ......

১৬, ১৯-৩৪, পৃ : ৫৬, ২য় খণ্ড।

গ। প্রার্থনাকারী ফিরূশী ও করগ্রাহী।

দুইজন প্রার্থনা করিতে মন্দিরে গেল, তাহাদের মধ্যে একজন ফিরূসী, আর একজন করগ্রাহী। সেই ফিরূসী একাভিতে দাঁড়াইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, অন্য লোকদের মত উপদ্রবী, কি অন্যায়ী কি পারদারিক আমি নহি এবং ঐ করগ্রাহীর তুল্যও নহি, এইজন্য তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, আমি সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন উপবাস করিয়া থাকি, এবং সমস্ত সম্পদের দশমাংশ দান করিয়া থাকি। কিন্তু করগ্রাহি দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতেও সাহস না পাইয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে ২ কহিল, 'হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আমাকে দয়াকর।' আমি যীশু তোমাদিগকে কহিতেছি, প্রথম ব্যক্তি বিনা কেবল এই ব্যক্তি পুণ্যবান গণিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল; কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবেনা, কিন্তু যেজন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

লূক ১৮, ৯-১৪। পৃ : ৯৯, ফেব্রুয়ারী, জ্যোতিরিঙ্গণ : ১ম খণ্ড ১৮৭০।

ঘ। ধর্ম্মগীত।

আমায় কর দয়া ভবকাণ্ডারি
এসেছি তোমার দ্বারে, আমি যে ভিকারী।
১. শুন ওহে জগৎ স্বামি, ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
তুমি না করিলে দয়া পাপে ডুবে মরি!

২. অশেষ আমার পাপ, তাহতে সহিছি তাপ,
যীশু মোরে কর মাপ, নইলে আমি মরি।

—জ্যোতিরিঙ্গণ — ২য় খণ্ড, ১৮৭১ এপ্রেল, পৃ : ১১২।

পূর্বে উল্লিখিত 'স্বর্ণচাঁপা' গল্পের মত আর একটি কাহিনীও সংলাপ আকারে রচিত হয়। এটি গদ্য ও পদ্য — উভয়বাহনেই পরিবেশিত হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কন্যা মালতী তার হিন্দু মা ও ব্রাহ্ম বোনকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করনোর জন্যে যে প্রয়াস করেন, সেই কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। এই কাহিনী থেকে পদ্যের তিনটি স্তবক উদ্ধার করা হল। মালতী — খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীনী

কন্যা মালতী, তাঁহার হিন্দুমাতা এবং ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ভগিনীর কথোপকথন।

মাতা।

খ্রীষ্টধর্ম্মে এতকাল ঘৃণা যে আছিল,
তোমার কথায় আজি সে সব ঘুচিল।
না জানিয়া সবিশেষ যত মূর্খ নর,
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম নিন্দাবাদ করয়ে বিস্তর।

মালতী —

যদ্যপি পবিত্র বলি খ্রীষ্টধর্ম্মে মান,
কাল্পনিক হিন্দুধর্ম্ম ইহা যদি জান।
তবে কেন মাতঃ আর বিলম্ব করহ,
ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট চরণ ধরহ।

মাতা —

আজি হোক কালি হোক মরিব ত্বরায়
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের সময় কোথায়
মলে যদি নরকুলে লভি গো জনম,
খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মি এ মোর মমন।
এ জনমে ধর্ম্ম কর্ম্ম হল যা হবার,
পুরাহ মনের সাধ জন্মিলে আবার।

২য় খণ্ড, ২২, ৩২, ৪৫, ৫৮, ৭০, ৮৪ পৃ : ১৮৭১।

১০. **'খ্রীষ্টীয় বান্ধব'** এই মাসিক পত্রিকার ২২ তম খণ্ড ডিসেম্বর, ১৯০০, এর ১২শ সংখ্যায় নিম্নোক্ত প্রসঙ্গগুলি লক্ষিত হয়। — 'অতিথি সৎকার', প্রভু যীশুর দৃষ্টান্ত কথা, স্ত্রীশিক্ষা, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, ক্ষুদ্র জীবন, গুপ্ত পতনের প্রতীকার, নূতন আসামী বাইবেল। নূতন গীত, সভার সঙ্গীত, বাঙ্গালোরে ভারতীয় উদ্যোগ সমিতির বিরাট সভা, দুর্ভিক্ষে মিশনারিগণ, নীনবী, উদ্যোগ অনল, রামগড়ের সংবাদ, বিধিব সংবাদ, মিশন ও মণ্ডলী সংবাদ, কনফারেন্স। শোকসংবাদ।'

এই বিষয়গুলি খ্রীষ্টীয় সমাজেরই নানা সংবাদ মাত্র। বর্তমান শতাব্দীর সূচনাকালে একদল বাঙালী মহিলার রচিত বাংলা গদ্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায় এই পত্রিকার একটি রচনায় —

'ললনাগণ, চলুন আমরা একবার ইফ্রায়িম পর্ব্বতে রানার ও বৈথেলের মধ্যস্থিত দরোবার খর্জ্জুর নামক বৃক্ষের তলে যাই, সে স্থানে উপনীত হইলে পর কি দেখিব? দেখিব মৎসদৃশ জনৈক অবলা ললনা অসংখ্য ইস্রায়েল সন্তানদের বিচারে ব্যাপৃতা আছেন। কি আশ্চর্য। উনি কি সেই লপীদোতের ভার্য্যা দবোরা নহেন? দুর্ব্বলা রমনীর হৃদয়ের কোথা হইতে এত জ্ঞান ও পারদর্শিতা উৎপন্ন হইল। যে ইস্রায়েল সন্তানের বিচারের জন্যে দায়ূদনন্দন রাজা সলোমন ঈশ্বরের নিকটে বিজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহারা কি সেই ইস্রায়েল সন্তান নয়? হাঁ, তাঁহাই বটে। প্রভুর সমক্ষে নরনারী উভয়েই সমান, তিনি উভয়কেই আশীর্বাদ করণার্থ করযুগল

প্রসারিত করিয়া আছেন। তিনিই দুর্ব্বলা দবোবাকে উপযুক্ত জ্ঞান ও পারদর্শিতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কারণে দবোরা অবলা-হইয়াও এই প্রকার মহৎ কার্য সাধন করিয়া মহিলা কুলের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন। ধন্য রমণী।' — স্ত্রীশিক্ষা - ২৬৮ পৃষ্ঠা, সুলোচনা নাথ লিখিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ থেকে শুরু করে আমাদের এই বিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ অবধি খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক বাংলা সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন প্রয়াস, ও ব্যাকরণ, শব্দকোষ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুশীলনের উদাহরণ আলোচনা করা হল। এইবার উপসংহারের দিকে এগোন যেতে পারে।

১ পাদ্রি মানো এল দ্যা রাতি 'বাঙ্গালা ব্যাকারণ'; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৩১, পৃ।

২ পুথি · ২, পৃ ২৯৪ (শ্রাবণ, ১৩৪৬ সংস্করণ)।

৩. পুথি : পৃ. ১৯৯।

৪. পুথি : পৃ ২১৫।

৫. 'Of John F Eerton[1768-1822], nothing much is known sxcept that he was indiyo planter and was the first to establise a Bengali school in Malda 'History of Bengali Literayure in Ninthenthe Century [1800-1825] By S K. Dey, 1919 p 108

৬. ধর্মপুস্তক, পৃ. ১-৩

৭. 'History of Bengali Literature in Ninthenthe Century [1800-1825] By S K Dey, p 139 দ্রষ্টব্য

৮. এই অনুবাদেব সহিত ইংবেজি প্রতিরূপ তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইংববেজিতে আছে— He thathath the bride is the bridegroomi but the friendof the bride groom, which standeth and heareth himrejoicath greatly because of the bridegrooms choice, this is my joy therefore is fulfilled 30 He must increase but I must decrease

৯. 'All the hymns have been translated from the welsh sunday School hymnal .... I trust that my young Indian friends will derive as much pleasure from singing them as I obtained in translating them .. I pray that these hymns may be to many a real expression of devotion and praised

Dilys C Edmond, Welsh Presbytarian Misson

Karimganj, sylhet

¤

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

দীর্ঘ এই আলোচনার পরিশেষে সংক্ষেপে এই সন্ধানের মূল কথাগুলি উল্লেখ করতে হলে প্রথমেই একথা স্মরণ করতে হয় যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টকথা ও খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের যে প্রবাহটি চলে এসেছে, তাতে সাহিত্যিক গৌরব যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে ধর্মপ্রচার প্রয়াসের আগ্রহই বেশি। সুদূর অতীতকালে ইংরেজ যখন এদেশে আসে, তখনও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে গদ্যের অনুশীলন শুরু হয়নি। সেই সময় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গদ্যচর্চার সবেমাত্র সূত্রপাত ঘটেছে। যেমন - গুজরাটি, ওড়িয়া ও মৈথিল গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সে যুগে। এদের সবার শেষে আসে বাংলা গদ্য। বাংলা গদ্যের এই সূচনাপর্বে ইংরেজের পরিচর্যা তাকে প্রচুর পুষ্টিদান করেছিল। তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে এদেশে এলেও পরে একদল ইংরেজ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এঁদেরই দ্বারা বাংলা গদ্য প্রাথমিক পর্বে লালিত হয়েছিল।

বাংলার প্রচলিত সাহিত্য প্রকারগুলি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে মিশনারীদের বঙ্গভাষা চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। ধর্মপ্রচারই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। ধর্মপ্রচারের কামনায় বাংলায় তাঁদের যে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা দেখা দেয়, সেগুলির কোনটিই যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয়নি। কিন্তু তাঁদের লিখিত রচনাধারার পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ নয় এবং এইসব রচনার শ্রেণীবিভাগ করে দেখা গেল যে শ্রেণীসংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

বর্তমান আলোচনার প্রথম দুটি অধ্যায়ে বাংলায় খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক রচনার মূল প্রকৃতি, খ্রীষ্ট কথার প্রচার-প্রচেষ্টা এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংঘের কথা এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকের কথা প্রসঙ্গে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কথা একাধিকবার উল্লেখ করতে হয়েছে। হালহেড, কেরী, শ্রীরামপুর মিশন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ এইরকম পুনরাবৃত্তির নিদর্শন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা মানোএলের প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত প্রসঙ্গ। সেগুলিরও পুনরালোচনা ত্যক্ত হয়নি। এ সমস্তই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এই আলোচনায় প্রধানতঃ এটাই দেখা গেল যে আমাদের বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে, রচনা প্রয়াসের সার্থকতা ব্যর্থতার প্রশ্ন ছেড়ে দিলে সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের আগ্রহ, অধ্যবসায়, সাহস ও শ্রমের প্রশংসা করতে হয়।

সেই আদিপর্বে শব্দ, বাক্যগঠন, গদ্য, পদ্য অথবা গান কোনটি সম্বন্ধেই লেখকদের কোন সুনিশ্চিত সংস্কার বা পূর্বাভিজ্ঞতা ছিলনা। তবুও তাঁরা এই অপরীক্ষিত অপরিচিত পথে রচনার বিচিত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করেন।

বাংলা গদ্যে বাক্যবয়নে যতিচিহ্নের সুনিপুণ ব্যবহার বিদ্যাসাগরের আগে আর দেখা যায়নি। তাছাড়া, সাধু ও গ্রাম্য, শিষ্ট ও অশিষ্ট শব্দের জাতিবিভাগও এই প্রথম যুগের লেখকদের তেমনভাবে জানা ছিলনা। ক্রমশঃ তাঁরা এইসব ত্রুটি সংশোধন করতে চেষ্টা করেন এবং তারই ফলে তাঁদের শব্দাধিকার বৃদ্ধি পায়। বাংলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের প্রভাবও তাঁদের রচনায়

বিরল নয়। বাংলার বহু গ্রাম্য, অর্বাচীন শব্দ সম্বন্ধেও তাঁদের আগ্রহ দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষায় তাঁদের যে অক্ষমতা দেখা যায়, তা অনভিজ্ঞতা জনিত। সংস্কৃত থেকে আগত বাংলা শব্দগুলির প্রতি তাঁদের খুবই আগ্রহ ছিল এবং দেশের প্রচলিত শাস্ত্রসম্পর্কিত বিচার-বির্তকের সাহিত্যক রীতি তাঁরা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণব কড়চার রীতি তাঁরা অনুকরণ করেছেন।

প্রধানতঃ ধর্মপ্রচার এবং গৌণতঃ বাংলা চর্চা এই দুটি বিষয়েই মিশনরীদের লক্ষ্য ছিল। ধর্মপ্রচার ব্যাপারে তাঁরা নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। ধর্ম-কথার প্রচারে পুরুষের তুলনায় নারী-সমাজকে আকৃষ্ট করা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করে তাঁরা অন্তঃপুরেও খ্রীষ্টপ্রসঙ্গ প্রচারের উপায় চিন্তা করতে থাকেন। এই প্রয়াসের ফলে দেশীয় সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার এক চিত্তাকর্ষক পরিচিতি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বঙ্গমহিলা সমাজে এরকম শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে তাঁরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন সে সম্বন্ধে ১২৭৭ সালের ৬ই জৈষ্ঠ্যের 'সুধাকর' পত্রিকায় এই সংবাদটি পরিবেশিত হয় :

যুবক ধরার পক্ষে বিঘ্ন দেখে ভারী।
ফাঁদ পাতা হয়েছিল ধরিবারে নারী।।
অন্তঃপুরে অঙ্গনাকে পড়াবার ছলে।
আরম্ভ করিল যেতে খৃষ্টানী সকলে।।
ঘরের ঘরণী যত বিদ্যালাভ আশে।
মহানন্দে তাদিগে আসিতে দিত, পাশে।।
অন্তঃপুর নিবাসিনী কুলের ললনা।
স্বভাবে সরলা সব বুঝেনা ছলনা।।
পরিণামে কি হবে, না ভেবে পুরুষেরা
বড় খুসি বিদ্যাশিক্ষা করিছে মেয়েরা।।
শিক্ষাদায়িনীর মনে অন্যভাব রয়।
বাহিরে যেমন ভাব ভিতর তা নয়।।
সাবধান! সাবধান! যত হিন্দু ভাই।
শিক্ষাদায়িনীর বাক্যে আর ভুলো নাই।।
প্রবেশিতে দিওনা, দিওনা ভবনেতে।
বিদ্যাশিক্ষা হয় নাকি অন্য উপায়েতে।।
নারীগণ এ উপায়ে বিদ্যা শিখিবারে।
সম্মতি দিওনা আর বলি বারে বারে।।
নারীরা না শিখে বিদ্যা সেও বরং ভালো।
আঁধারে থাকুক তারা, কাজ নাই আলো।। [১]

নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও খ্রীষ্টপ্রসঙ্গের প্রচার ছড়াতে থাকে। বর্তমান আলোচনায় এরকম অনেকগুলি পত্র-পত্রিকারও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রধানতঃ বাইবেলের নানা সংস্করণ ও বাইবেলের বিভিন্ন অংশ অবলম্বনে বা খ্রীষ্টীয় সমাজের কল্যাণ চিন্তায় রচিত অসংখ্য ট্রাক্টের

পরিচয় এই আলোচনায় স্থান পেলেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই লেখক সম্প্রদায় শব্দকোষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রণয়নেও কম মনোযোগী ছিলেননা। মানোএল দা আসসুম্পসাঁও লিখেছিলেন ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, উইলিয়ম কেরীর প্রবাদ-সংগ্রহ, হালহেডের ব্যাকরণ বই-এর অন্তর্ভুক্ত শব্দ-সংগ্রহ ইত্যাদি এরই নিদর্শন। মানোএল-এর শব্দ সংগ্রহ থেকে উপস্থিত নিবন্ধে কয়েকটি শব্দের নিদর্শন উদ্ধৃত করা হয়েছে। এইসূত্রে এখানে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আর কয়েকটি শব্দের নমুনা উদ্ধৃত হল—

১। *নানা শব্দ :* ছেল্যা, সুজ্ঞাত, জিজ্ঞাসিলাম, রোগগ্রস্থ, আমার দশাপেক্ষা, ব্যামোহ, পরমায়ুঃ, নৈরাশ, ডাক্‌তর, মিসিবাবা, প্রেমরজ্জু, মাতওয়ালা, সৎক্রিয়া, ধনাশা, মনোদুঃখিনী, ঝকড়া, উল্লাসিতা, আংরাখা, মুচাইয়া, 'আরম্ভক, দৌর্বল্য, কচ্চাগুলিন, সুস্থকারি, মিষ্টরবে বলিল, চেষ্টান্বিতা, সদ্ব্যবহারিনী, ধর্ম্মরূপ ফসল, মেয়্যা, মের্জাই, খিদমৎগার, জ্ঞানিনী, অলসা, সুগ্রাহ্য, ব্যস্তা, অল্প প্রত্যয়ি, কর্ম্মে পারক হইলে. দুঃখদায়ক, জাওনা, গাচ, বাওন— ইত্যাদি। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'।

[চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নতুন সংস্করণ।]

২। ***রূপক ব্যবহার, অদ্ভুত সন্ধি ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োগ :*** নৈরাশ নামক বীর, কারাকূপ, ঠেঁগায়, স্বস্বোপকার, স্বস্বপার্শ, করণার্থ, আত্মদুর্দশা, কাকুক্তি, কদর্যাকার, অপস্মররোগাকৃষ্ট, কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যাবলম্বন, খ্যাতাপন্ন, আত্মাংস্থানানুসারে, নীচব্যবহারেতে, শাঁপদেওনেতে, দুষ্টানুসঙ্গিরদের, উত্তমপাষণ্ড, কার্যকারিরদের, ঘাইল ইত্যাদি। —

[যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ফেলিক্স কেরী অনূদিত।]

৪। ***প্রার্থনার ভাষা ঃ*** হে আবরাহামের ঈশ্বর, ও ঈসহাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর, তোমার এই দাসদাসীকে আর্শীবাদ দিয়া তাহাদের জীবনে অন্তঃকরণে অনন্ত জীবনের বীজ রোপন করহ। তাহাতে আপন পুণ্যবাক্যমধ্যে তাহার যাহা সাফল্যরূপে শিক্ষা করে, তাহাই যেন ক্রিয়াতে সম্পন্ন করে, হে ঈশ্বর করুণাপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করহ, এবং যাদৃশ তুমি আবরাহাম ও সারাহাকে তাহাদের পরম সান্ত্বনার্থে আপন আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাদৃশ প্রসন্ন হইয়া তোমার এই দাসদাসীকেও আপন আশীর্ব্বাদে প্রেরণ করহ, তাহাতে তাহারা যেন তোমার উচ্ছাবীন হইয়াও তোমার সহায়তা প্রযুক্ত সতত রক্ষা পাইয়া যাবজ্জীবন তোমার প্রেমে থাকে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত ইহা করহ, আমেন —

[যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ফেলিকা কেরী অনূদিত।]

খ্রীষ্টীয় বাংলা ভাষার এইরকম নিদর্শন একদিকে রেখে, অন্যদিকে দেশীয় সাহিত্যিক ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সেকালে যে ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন. তাঁদের সেই ভাষারীতির কিছু নিদর্শন এখানে তুলনার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হল :

ক) ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কিনা এ প্রশ্ন করা ভট্টাচার্য্যকেই সম্ভব যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্রবলে কাষ্ঠপাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করা তাঁহাদের কোন আশ্চর্য

নয় কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমাদিগে ঐ প্রশ্ন আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়।

—বেদান্তচন্দ্রিকা, রামমোহন রায়, পৃ : ১৪।

খ) এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশুবধ স্থানের সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহার স্ব স্ত্রীও তদিতর স্ত্রীর মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে ইহা তাহাদিগ্যের জিজ্ঞাসা করিও।

— বেদান্তচন্দ্রিকা, পৃ : ৬০, পংক্তি ১০।

২। পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারীও স্ত্রী এসব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক। ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্ণাম হইবা আর লজ্জা পাইবা। খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অতএব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীর হইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পর সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল।

— তোতাইতিহাস, চণ্ডীচরণ মুন্সী। পৃষ্ঠা ৫।

মিশনারীদের বাংলা ভাষায় প্রথম যুগে এই ধরণের আড়ষ্টতা থাকলেও ক্রমে তাদের শব্দাধিকার, বাক্যগঠনে শৃঙ্খলা এবং পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বাংলা বাইবেল বারে বারে সংশোধিত হওয়ায় এর ভাষার সরলতা ও সৌন্দর্য, দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে। কেরীর আয়ুষ্কালের মধ্যেই বাংলা বাইবেলে ভাষাগত এই উৎকর্ষের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। একথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে আবার তা বিশেষভাবে স্মরণ করা হল এবং নতুন নিয়মের ১৯৫৩ সংস্করণের ভাষার নমুনা এখানে দেওয়া হল :

'১৮ নারীগণ, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও, যেমন প্রভুতে উপযুক্ত। ১৯ স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটু ব্যবহার ২০করিওনা সন্তানেরা, তোমরা সর্ব্ব পিতা-মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা ২১ তাহাই প্রভুতে তুষ্টিজনক। পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিওনা পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। দাসেরা, যাহারা মাংসের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু, তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও; — পৃষ্ঠা ৩৪৯।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. বি. এস কর্তৃক 'সন্ধ্যারতি' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতে বছরের প্রতিদিনের প্রার্থনার বিষয় লেখা আছে। এটি দৈনিক শাস্ত্রীয় পাঠ। এই পত্রিকার ১৭ই জুলাই সংখ্যার একটি রচনার অংশ উদ্ধার করা হলো :

'হে উত্তরীয় বায়ু জাগ্রত হও, হে দক্ষিণ বায়ু, আইস, আমার উপবনে বহ, তাহাতে উপবনের সুগন্ধি বহিবে। দেখ, ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে কি না সম্পন্ন করিয়াছে? কত যত্ন, কেমন দোষপ্রক্ষালন, কেমন

বিরক্তি, কেমন ভয়, কেমন অনুরাগ, কেমন উদ্যোগ, কেমন প্রতীকার। যাবতীয় মঙ্গল ভাবে, ধাৰ্ম্মিকতা ও সত্যে দীপ্তির ফল হয়। প্রভুর তুষ্টিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর।

সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে। আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি।' — পৃষ্ঠা ১৯৯

'তাহাতে দারিয়স রাজা সুপ্রজ্ঞ মানুষ হইয়াও ঐরূপ অসঙ্গত রাজাজ্ঞা দেওনে স্বীকৃত হন এ কেমন আশ্চর্য্য। কিন্তু অনুমানে ঐ কুমন্ত্রিরা রাজার স্বাভাবিক দর্পজনক বিশেষ কোন স্তোত্র পূৰ্ব্বক কেহই ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজা ব্যতিরিক্ত আর কাহারও নিকটে কোন অর্চনা না করাতে ইনি প্রায় দেবের তুল্য গুরুতম মান্য হইবেন এইরূপ কথা কহিয়া তাঁহার অহঙ্কার দোষ জন্মাইল সে যাহা হউক কিন্তু রাজা অবুদ্ধিক্রমে প্রার্থিতমত রাজাজ্ঞা সহসা স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন ইহাতে অনুমান হয় সে তাবৎ রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির প্রাণ নাশার্থ মাত্র কল্পিত হইয়াছে এবং সর্ব্বলোকে সেই আজ্ঞা পালন করিলে রাজ্যের সৰ্ব্বস্থলে যে কোন দেবতার স্থানে বা অর্চনাদি বোধ হইবে এবং সাধারণ ব্যক্তিদের ও পরস্পরে অতি প্রয়োজনীয় নিবেদনাদি করার আটক অবশ্য হইবে ইহা সমস্ত বোধ করেন নাই।'

— দানিএলমুনির চরিত্র, ১৬ অধ্যায়।

এইরকম এক এক স্তবকের পর পূর্ণচ্ছেদ ছাড়াও তাঁরা বাংলা বাক্যে ফুলস্টপের ব্যবহার করতেন। এর দৃষ্টান্ত :

'যাহারা পুণ্য পদে নিযুক্ত হইবে তাহাদের নিমিত্তে ভস্ম নামক সপ্তাহে প্রতিদিন এই প্রার্থনা পাঠ করা যাইবে. (অথবা এহ্) হে সৰ্ব্বশক্তিমান ও সকল উত্তম দানের দাতা ঈশ্বর, তুমি আপনার পারমার্থিক বিধান দ্বারা আপন মণ্ডলীর মধ্যে নানা অনুক্রম স্থাপন করিয়াছ, অতএব যাহারা সেই মণ্ডলীর মধ্যে কোন কৰ্ম্মে ও পরিচর্য্যাতে আহূত হইবে তাহাদিগকে আপন প্রসাদ দান করহ, এবং আপন উপদেশের সত্যতাতে পূর্ণ করিয়া নিৰ্ম্মল আচরণ এমত পরিধান করাও, যে তাহারা তোমার মহৎনামের গৌরবার্থে ও পুণ্যমণ্ডলীর হিতজন্যে বিশ্বস্তরূপে তোমার সাক্ষাতে সেবা করে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে ইহা আমরা বিনয় পূৰ্ব্বক নিবেদন করিতেছি. আমেন.'

— বুক অব্ কমন প্রেয়ার।

বাংলা শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা, বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক আদর্শের বিকার, যতিচিহ্নের ব্যবহারে কয়েকটি বিশেষ রীতি অনুসরণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি এই সুদীর্ঘকালে খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু কেবলমাত্র এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও ছিদ্রান্বেষণের জন্যেই উপস্থিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। এখানে একথা বারে বারেই বলা হয়েছে যে, এই সাহিত্যের যথার্থ সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রায় কিছুই নয়। এঁদের সংঘশক্তির দিকটিই প্রধানতঃ লক্ষণীয়। বাংলার জনজীবনে খ্রীষ্টীয় আদর্শ ছড়াবার ব্যাকুলতা এঁরা নানাভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এঁদের বিভিন্ন প্রচার প্রতিষ্ঠানের কথাসূত্রে বিশেষ কয়েকজন মিশনরীর কর্ম ও ভাবসাধনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে সমস্ত কথা মনে রেখেও এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, দুশো বছরের নিরলস নিষ্ঠা সত্ত্বেও এই খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনকারী লেখক দলের রচনা, প্রচারমুখ্য রচনার স্তর অতিক্রম করে উচ্চ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, তার কারণ কি? কারণ এই যে,

যথার্থ সাহিত্যস্রষ্টার মনে এঁদের গৃহীত বিষয়গুলি প্রত্যাশিত আবেগ সঞ্চার করতে পারেনি। টমাসের মত ভক্ত খ্রীষ্টান, কেরীর মত নিবেদিত প্রাণ ও উৎসাহী কর্মী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশীয় বিদ্যোৎসাহী খ্রীষ্টান এই দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু কোনো শক্তিসম্পন্ন বাঙালী সাহিত্যিক এসে এঁদের এই অনুশীলনে প্রাণসঞ্চার করতে সম্মত হননি। হারাণ চন্দ্র রাহা, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, কামিনী শীল, প্রভাবতী সরকার ইত্যাদি লেখক-লেখিকারা খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো খুবই আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু উচ্চস্তরের রচনার শক্তি বা সামর্থ্য তাঁদের ছিলনা। মধুসূদনের যে দুটি কবিতা এ আলোচনায় স্মরণ করা হয়েছে, সেগুলি আনুষ্ঠানিক রচনা মাত্র। নবীনচন্দ্রের 'খ্রীষ্ট' কাব্যই বরং কতকটা খ্রীষ্ট মহিমাশ্রয়ী সাহিত্যগুণান্বিত রচনা, যদিও নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রে কোন মিশনরী প্রেরণা ছিলনা। বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে তা' অপরিজ্ঞাত নয়। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং বাংলার আরও অনেক মনীষী যীশু খ্রীষ্টের ভাবসাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু সেসব কথা বর্তমান আলোচনায় বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন নেই বলেই সে প্রসঙ্গ পরিহার করা হয়েছে। যেটুকু অত্যাবশ্যক কেবল সেটুকুই উল্লেখ্য, এই আদর্শ মনে রেখে 'ইমিটেশন অব্ ক্রাইস্ট'-এর কথা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 'ঈশা-অনুসরণের' আংশিক অনুবাদ এর আগের অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

আসল কথা, যা' পরিশ্রমের দ্বারা সাধ্য, বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে তা' অনেকটাই সাধিত হয়েছে। কিন্তু যা' একযোগে আবেগ, অনুভূতি ও মননের সমন্বয়ে সাধ্য, অর্থাৎ যথার্থ স্রষ্টা ছাড়া যা লিখে ফেলা অসম্ভব, এ বিভাগে তারই অভাব ঘটেছে।

সে অভাব তো আছেই। তৎসত্ত্বেও এই সাহিত্যের প্রশংসনীয় দিকগুলিও এ আলোচনায় স্মরণ করা হ'ল। সজনীকান্ত যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন, তা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়েটসের 'পদার্থ বিদ্যাসার' ও 'জ্যোতির্বিদ্যার কথাও বলা হয়েছে। ফেলিক্স্ কেরীর 'বিদ্যাহারবলী'-ও একই সূত্রে স্মরণীয় এ সবই উল্লেখ করা হয়েছে আগেই। খ্রীষ্ট প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের এই পূর্বালোচিত দিকগুলি ছাড়া অসংখ্য ট্র্যাক্টের যে বিচিত্র প্রয়াস দেখা যায়, এর আগে যা' অন্য কোন গ্রন্থে একত্রে আলোচিত হয়নি, বর্তমান গ্রন্থে সেই শাখার বিস্তার ও বৈচিত্র্য দেখানো হ'ল। ভক্তিভাবের গানে কবিতায় বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা সুবিদিত। শ্যাম, শ্যামা, শিব, শিবানী, রাধা কৃষ্ণের গানের সঙ্গে বাংলায় খ্রীষ্ট মহিমা মূলক গান ও কবিতার ধারাটি যে এই লেখকদল যোগ করে গিয়েছেন, তাও এখানে দেখানো হ'ল। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে এঁরা যে তৎপ্রাসঙ্গিক স্থান নাম, চরিত্র পরিচিতি, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি ভূরি পরিমাণে রেখে গেছেন, সেবিষয়েও এখানে আলোচনা করা হল। সাহিত্যিক উৎকর্ষে দৈন্য থাকলেও এই খ্রীষ্টপ্রাসঙ্গিক রচনাধারার অন্তর্নিহিত আন্তরিকতা তুচ্ছ নয়। বাংলা সাহিত্যের এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গবেষকরা এই আলোচনা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সংকেত ও সহায়তা পাবেন, এই-ই বর্তমান প্রবন্ধ-লেখিকার আশা।

১. হুগলী জেলার ইতিহাস সুধীর চন্দ্র মিত্র। ১৯৬৩ শোভন সংস্করণ

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী

রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের ক্যাটালগ :

অন্তভাগ	:	[Ellerton;s translation of the New Testaments pp993, Price Rs. 1/-]
আগতস	:	[Wilberforce's Agathos or the whole Armour of God, 1852,Part.1. pp 17.Price 1 anna]
ইশ্বরীয় ক্রিয়া	:	[God's Works 1854, pp12, Price 2 annas]
ঈশ্বরীয় আত্মা	:	[God is a spirit, 1828, pp 8 Price 6 pies]
কৃপাশাস্ত্র	:	[On Christianity, pp 111, Price 8 annas]
খ্রীষ্ট আশ্চর্য ক্রিয়া	:	[Miracles of Christ, 1857, pp 36, Price 6 pice]
খ্রীষ্ট উপদেশ	:	[Sermons on the Mount, 1839, pp 12. Price 3 pies]
খ্রীষ্ট চরিত্রবর্ণনা	:	[Christ's Life, 1837, pp 36. Price 6 pies]
খ্রীষ্ট চৌত্রিশ	:	[The Life of Christ in Alphabetical order, 1834. pp12, Price 2 annas]
খ্রীষ্ট দৃষ্টান্ত কথা	:	[Christ's Parables, 1830, pp 30, Price 6 pies]
খ্রীষ্ট প্রকরণ	:	Thirty nine Articles of the English Church, second Edition, 1852. pp 30, Price 1 anna]
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা	:	[Catechism of Christian Doctrine, 1850, pp.63 Price 3 annas]
খ্রীষ্ট ধম্মাবলম্বী	:	[Compendium of Christian Duties, 1829. pp 36. Price 2 annas]
খ্রীষ্ট পঞ্জিকা	:	[Christian Aimanac for 1850. Tract Society, pp 128, Price 2 annas]
খ্রীষ্ট প্রকাশিকা	:	[Exposer of the evils of Christianity, 1832. pp 63. Price 8 annas]
খ্রীষ্ট প্রতিদিন	:	[The Christan Remembrancer or Scripture Texts, 1844, pp 25. Price 1 annas]
খ্রীষ্ট মুখস্থ	:	[Prayer for the use of Roman Catholic Christians, pp 16. Price 8 annas]

গালিতিয় পত্রিকা : [Epistle for Galatians, Krishnaghur Version. 1853. pp15]

গালিলি চরিত্র : [Life of Galileo Bethunes by Banerjyea, 1851, pp132, Price Rs.1/- 4 annas]

গীত : [Hymns for infant Schools, Anglo-Bengali, 1846, pp 22, Price 2 annas]

গীত ধার্ম্মিক : [Select Christian Hymns, 1835, pp 40. Price 1 annas]

গুরু শিষ্য : [Ellertons Dialogues on scripture History for schools pp193, Price 12 annas]

জ্ঞান কিরণোদয় : [Bengali Christian Instructor, a Reader for schools, No.2, 1849, pp 92, Price 4 annas]

জ্ঞান চন্দ্রিকা : [Moral Selections 1938, pp 192, Price 12 annas]

চারি সুসমাচার : [Four Gospels and Acts, 1852, pp 465 Price 5 annas]

জীবন পথ : [The Way of Life by Christianity, 1836 pp 12 Price 5 pies]

তিমিরনাশক : [The Destroyer of Anti Christian darkness 1838, pp 24, Price 6 annas]

তীর্থ বিবরণ : Eight Pilgrimages, 1828, pp 48, Price 6 annas]

তীর্থ যাত্রার বিবরণ : [The Pilgrims Progress by Felix Carey, 1821pp 237, Price 1-8 annas]

ত্রাণোপায় : [The Way of Salvation. pp 12]

দাউদ গীত : [David's Psalms, Isaiah Serampore edition 1853, Price 4 annas]

দানিল চরিত্র : [Life of Daniel, the prophet with notices of Babylon by Morton, 1837, pp 345, Price 5 annas]

দীপক : [Rechardt's Catechism of Christian Doctrin 1831, pp 78, Price 4 annas]

দুই মহাআজ্ঞা : [The Two great Commandments 1836 pp 12, Price 6 annas]

দৃঢ় বিষয় : [Bishop Wilson on Confirmation, translated by Banerjya 1841, pp 60. Price 1annas]

ধর্ম্মগীত : [Selection of Hymns for Native Chrishan Worship 1829, pp144, Price 3 annas]

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা : The first catechism in Christianity. 1837, pp 12, price 6 annas]

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা	:	[The second catechism in Christianity. 1828. pp 38. Price 4-6 pies]
ধর্ম্ম পুস্তক	:	[Holy Bible. Translation of 1852. Price Rs. 5/-]
ধর্ম্ম ব্যবস্থা	:	[The Ten Commandments with a commentary 1836. pp 26, Price 2 annas]
ধর্ম্ম বৃত্তান্ত	:	[Barth's Bible Stories By Mrs. Heberlin 1846. pp 252 with plates, Price 8 annas]
ধর্ম্ম যুদ্ধ	:	[Bunyans Holy War 1849, pp 353. Price 4 annas]
ধর্ম্ম সার	:	[Essence of the Bible, 1836, pp 18 Price 6 annas]
ধর্ম্ম বিভব	:	[The Holy Incarnations 1836, pp 36, Price 6 pies]
নিশ্চায়াত্মক পত্র	:	[Which has the true shastra, Hinduism or Christianity.]
নিস্তার রত্নাকর	:	[The Mine of Christian Salvation, 1838, pp 16]
নূতন ধর্ম্ম নিয়ম	:	[Bengali Pocket Testament Diamond type. 1854, pp 116, Price 5 annas]
পরের পরিত্রাণ	:	[Duty of Christians to the Heathen 1837 pp 12, Price 1 annas]
পুনর্জন্ম	:	[On The New Birth, an address to the Baptist Christians pp 20, Price 2 annas]
বাইবেল তুলনা	:	[Hinduism and Christianism Contrasted 1850 pp 257. Price 3 annas]
বাইবেল যাত্রী	:	[Campbell's travels of a Bible in various countries, 1851, Price 4 pies]
মঙ্গল সমাচার	:	[Ellerton"s Anglo Bengali Gospels of Mathews and John. 1819, Price 4 annas]
মহাপ্রায়শ্চিত্ত	:	[The Great Atonement Explained 1837. pp 24 Price 6 annas]
মহাবিচার	:	[The Last Judgement 1835. pp 18 Price 2 annas]
মার্ক টীকা	:	[Mundy"s commentary on Mark's Gospels 1828 pp 425 Price 1/-]
মুক্তি মীমাংসা	:	[On Salvation 1853. pp 40 Price 40 pies]
মেরী অভ্যাস	:	[Mary's Lessons about Jesus 1849. pp 12 Price Price 5 annas]
মেষ পালক	:	[The Shepherd of Salisfury plain translated by Svarup. 1853 pp 52 Price 2 annas]

যাত্রা বিবরণ	:	[The Pilgrims Progress Part II Carey, 1822. pp 240. Price Rs.1/-]
যাত্রিক বিবরণ	:	[Bunyan's Pilgrim's Progress with Plates 1841. pp 281, Price 5 annas]
যিশু আইস	:	[Come to Jesus a tract on the Atonement 1881. pp 12, Price 6 pies]
যিশু উপদেশ	:	[Discourses of Christ. pp 23 Price 2 annas]
যিশু মাহাত্ম্য	:	[Banerjeas's Glory of from Muir's Sanskrit 1849 pp 108 Price 10 annas]
যোষেফ বৃত্তান্ত	:	[Life of Joseph, pp 45 Price 4 annas]
যোহান এর্লেতন	:	[Ellerton's Gospel of Mathew and John, Anglo Bengali, 1819. Price 12 annas]
লূক সমাচার	:	[Gospel of Luke, 1852, pp 109 Price 2 annas]
লূকের ইষ্টিল	:	[Luke's Gospel in Mussalman Bengali 1853, pp 168.]
সত্য খ্রীষ্টিয়ান	:	[True Christian, 1853. pp 20, Price 6 pies]
সত্য স্থাপন	:	[Banergyea's Replies to Attacks on Christianity, 1841, pp 34 Price 1 annas]
সত্য মত	:	[Assembly Catechism, 1843, pp 14, Price 1 annas]
সদাচার দীপক	:	[Anecdotes , Moral and Religious, 1836 pp 48, Price 1 annas]
সদ্ধর্ম্ম প্রকাশিকা	:	[Epitome of the True Religion, 1838, pp 40, Price 6 pies]
সাধু আন্দ্রিয় সভা	:	[The opening of St. Andrea's Church, Baripur, 1850, pp 8 Price 2 annas]
সাধু পিতর সভা	:	[Account of the opening of St. Peter's Church, Baripur. pp 8 Price 2 annas]
সুসমাচার সহচর	:	[The Preacher's Guide to making sermons by Wenger 1851, pp 192 Price 2 annas]

¤

মার্ডকের ক্যাটলগে উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় পুস্তকের তালিকা :

অনুতপ্তের প্রার্থনা : [The Penetent's Prayer by Rev. J Chamberlain]

অনুতাপের বিষয় : [On Repentance--- A Translation by Dr. Carey on English tract 1828]

অপরের ত্রাণের জন্য খ্রীষ্টীয়ানদের চেষ্টা করা উচিত : The Duty of Christians to seek salvation of the heathen, 1837, pp 12.]

অতি প্রাচীন গল্প : The old story--- Poetry---Translation from the English 1863. pp 15.]

অসবোর্নের দ্বাদশ সাধারণ উপদেশ : Osborne's twelve plain sermons, 1845, pp 135. 1ed.]

আনন্দ সংবাদ : [Old Glad Tidings, Verse pp 40]

আলোক দাতা : [The Enlightener by Petambar Sing]

আমি কি খ্রীষ্টান : [Am I a Christian by J. William son, pp36]

আব্রাহামের ইতিহাস : [History of Abraham, Extracted from Ellerton's Dialogues 1821.]

আর্ল অফ রোচেষ্টারের ধর্ম্মান্তরীকরণ : [Conversion of Earl of Rochester by J.D.Pearson, pp 4]

আনুগত্যের বিষয় : [On Devotedness pp16]

আত্মার দাবী : [The Claims of the Soul. Translated from a Tamil Tract by an Old Roman Catholic Missionary]

ইউরোপীয়ের সহিত দেশীয়ের কথোপকথন : [A Dialogue between a European and a Native. In Three Parts., first part in 1819, In the second edition it is called The Scotch man and the Babu 1821]

ইহার ভ্রমবিষয়ে কথোপকথন : [A Dialogue on its errors]

ঈশ্বরই আত্মা : [God is spirit. From twelve Discoverers by the Rev. J.D Pearson. pp 12. 1831]

ঈশ্বর, পুতুল, ও পৌত্তলিকতা : [The Gods, Idols and idolatry 1833]

ঈশ্বর প্রদত্ত পাপের শাস্তি : God's punishment of sin pp 23. 1823.

ঈশ্বরের প্রকৃতি : On the Nature of God, 1819

ইশ্বরের ক্রিয়া : Works of God by Rev. J. Buckingham]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং গুণাবলীর বিষয় : On the existence and attributes of God by Rev. J Bradbury. 1841 pp 24.]

ঈশ্বরোচিত স্বভাবের দরুণ লাভ : [The Profit of Godlines by Rev. J.F. Osborne. 1843 pp 10]

ইশ্বর সবই দেখেন : God sees everything 1849, pp50]

ঈশ্বরের কথায় সত্য পথের উন্নতিবিধয়ে এক প্রস্থ উপদেশ : [A Course of sermons on the true way of profiting by the word of God, by Bishop Wilson, translated by Rev. K. M. Banerjee 1844 pp 108.]

উপদেশক : The Instructor, a body of Divinity in Scripture language, Edited by the Rev. J. Williamson 1824]

উইলসনের হিন্দু ধর্ম্মের প্রকাশকরণ : [Wilson's exposure of Hinduism translated by Rev. J Robinson]

উইলিয়াম কেলীর জীবনচরিত : [Life of Willim Kelly, 1822]

উদ্বোধক : The Redeemer by Rev. G. P Pearce 1862]

উৎসর্গের বিষয় : [On Sacrifices by a Native Christian, 1868]

ঋণে পতিত হইবার বিধয় : On Being in Debt, From Oriya by Rev. J Wenger. Points out its evils and shows how it may be avoided 1842, pp 16]

এক উকিল ও তাহার বন্ধুর কথোপকথন : A conversation between pleader and his friend. The substance of a conversation on Christianity between a Forbes and a native lawyer at Dacca, 1855 pp14]

এই দুঃখময় পৃথিবীর মধ্য দিয়া সুখময় পথ : A happy path through a sorrowful world. Translated from Serle by Rev. J Robinson, 1844 pp 47]

ওয়াটের ঐতিহাসিক প্রার্থনা : [Wat's historical catechism 1822]

ওয়াটের পঞ্চধর্ম্মব্যবস্থা : [Wat's five catechism]

কৃষ্ণ প্রসাদের জীবনচরিত : [Memmoir of Krishna Prasad Attributed toward, 1833]

কোন শাস্ত্র মাননীয় : [What snastra is worthy of Regard by Rev. J Towntley. 1828-35 pp 4]

কতিপয় ইংরেজ যুবকের আনন্দময় মৃত্যুর বিবরণ : [An account of joyful death of the several young English Christian by Rev. W. Ward 1822, pp 160]

কৃষ্ণনগর গীত : [Krishnagar Hymns 1852, pp 427]

কপর্দক শূণ্যতার বিষয় : [On Popery by Rev. A. F. Laaroix. pp 27]

কৈলাসচন্দ্র মুখার্জীর স্মৃতিকথন : [Memories of Kailash Chandra Mukherjee, Abridged by the Rev. J Campbell from the English tract by Rev. J. Macdonald, pp 10.]

কালীর পূজা বিষয়ে : [On the worship of Kali By, Rev. Bipracharan Chakroborty, 1858. pp 18]

কৃষ্ণের পূজা বিষয়ে : [On the worship of Krishna By, Rev. Bipracharan Chakroborty, 1858, pp 18]

কে আম চুরি করিয়াছিল : [Who stole the mangoes? Translated from Tamil tract by Mrs. Porter, 1864]

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব : [Essence of Christianity, pp 26]

খ্রীষ্টীয় স্তবগান : [Christian Hymns]

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা : [Christianity and Hinduism contrasted by Rev. J. Mundy pp48]

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাক্ষ্য বিষয়ক পরিচিত পত্রাবলী : [Familiar letter on the evidence of christianity by Rev. J. Mundy]

খ্রীষ্টীয় বর্ম : [Agathos or the Christian armour,. Translated by Rev. W Smith 2nd Edition, 1855 pp17]

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা : [Catechetical Divinity by T. Reichardt, 1825, pp 133]

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাক্ষ্য ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ইত্যাদি : [On the evidence of Christianity Ten Commandments by Rev. K. M. Banerjee 1840, pp 212]

খ্রীষ্টের উপদেশ কথা : [Pearson's parables of Christ 1822]

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পূর্ণ শিক্ষা বিষয়ে : [On Confirmation by Rev. Bishop D. wilson. Translated by Rev. S K Banerjee, 1841 pp 60]

খ্রীষ্ট ধর্ম কি? : [What is the religion of Christianity for old tract containing a compendium of Divinity in scripture language, 1933-40. pp 32

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সাম্য : [The evidences of Christianity written in English by Rev. James Hille and translated by Rev. J Williamson, pp24]

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল কথা : [Outlines of Christian theology by Rev. J. Wenger, 1848, pp165]

খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্রিয়া : [Miracles of Christ, 1822]

খ্রীষ্টের জনগনের সহিত কথাবার্তা : Christ's public discourses, 1822]

খ্রীষ্টের মৃত্যু : [Death of Christ, pp 20]

খ্রীষ্টের ঐক্যের সূচী : [Compendium of Christian duties by Rev. G. Pearce intended chiefly for native Christians 1836, pp 38]

খ্রীষ্টীয় বিধয় স্মরণকারী : [The Christian Remembrancer 1844. pp26]

খ্রীষ্টানগণের দৈনিক কর্ত্তব্য বিষয়ে ধর্ম্মীয় পাঠ্যপুস্তক : [Scripture Texts on the daily duties of Christians by Rev. G. Pearce.]

খ্রীষ্টের গৌরব : [The Glory of Christ, Translated by Rev. K. M. Banerjee from the Sanaskrit of J. Muir, 1851, pp 114]

খ্রীষ্টের শিক্ষা : [The teaching of Christ, pp 48]

খ্রীষ্টের শেষ জীবনের পাপ : [Closing sins in the life of Christ pp42]

খ্রীষ্টের বাল্য জীবনী : [Early Life of Christ, pp 36]

খ্রীষ্টের অবিনশ্বর ইতিহাস : [The Immortal History of Christ. Verse by Ram Basu, About 1810, pp 250.]

খ্রীষ্টীয় মতবাদের ব্যাখ্যা : [Epitome of Chrishian Doctrine by Rev. W.J. D. 1853 pp 103.]

গঙ্গার পবিত্রতা বিষয়ে : [On the Divinity of the Ganges by Rev. Bipra Charan chakraborty 1858, pp 18]

গীত : [Poetry by :

জ্ঞানাঞ্জন : [Jyananjan, an exposition of Christanity by Tarachand Dutta]

চরম সত্য : [The Supreme Truth, pp16]

চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ধর্ম্মীয় প্রমাণ : [Articles of Church of England with scripture proofs, Anglo Bengali by the Krishnagar Missionaries, 3rd ed. 1854, pp29.]

চিরন্তনতা . [Eternity by Rev. J. Pearce, 1862]

চার্চের ধর্ম্মাদি জিজ্ঞাসা বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ : [First step to the Church Catechism 1865, pp 37]

চার্চের ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা : [A short explanation of the Church catechism, Translated by Dwarakanath Banerjee, 1841, pp 115]

চার্চ অফইংল্যাণ্ডের বিষয়: [Articles of Church of England 1866, pp30]

ছোট হেনরি ও তাহার বাহক : [Litële Henry and his bearer, 1824]

ছবিঘর : [Pictureroom, 1822]

ছোট অ্যানা : [Little Anna, Translated by J. Sandys, memoir of a little girl, pp 40]

জগন্নাথ : [Jagannath by J.C. Marsïman]

জগন্নাথের পূজা বিষয়ে : [On the worship of Jagannath by Rev. Bipra Charan Chakraborty, 1858, pp 28]

জীবনের পথ : [The way of life by Rev. J Buckingham]

জগতের উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের বিবরণ : [An account of Jesus Christ, the saviour of the world. 1832, pp 36]

জগত্তারকের ইতিহাস : [History of the saviour of the world, 1818, second ed. 1819, 3rd ed. 1820]

জাতির বিষয় : [On Caste, Translated by Rev. A. F. Lacroi from an Oriya tract by Rev. J. Stubbims 1850 pp30.]

জন নিউটনের চরিত্র : [Life of John Newton. Translated by C. Cruckes berg from the Parent Society's memoir 1853, pp 186]

ট্রিমারের বাইবেলের ইতিহাস : [Trimer's Bible History, Translated by Rev. Dwaraka Nath Bameree with questions & answers 1845]

ড্যানিয়েলের জীবন : [Life of Daniel. Translated by Rev. W. pp.345.]

ডড্রিজের ধর্ম্মের উত্থান ও উন্নতি : [Dodridge's Rise and Progress of religion by Rev. Dr. Yates, 1840, pp 300]

তর্ক পঞ্চাননের মত খণ্ডীকরণ : [Refutation of Tarka Panchanan by Rev. K. M. Banerjee, pp34]

তরুণ কুটিরবাসী : [Young Cottager. Translated by Witorecht pp78]

তৃতীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা [Third Catechism on the evidence of Christianity by J Mundy. pp 40]

তীর্থ যাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা : An address to piligrims. Translated by J. Paterson from Hindi, 1852, pp 16]

ত্রাণ কর্তা ও অনুতপ্ত চোর : [The saviour and the penetent thief by Rev. J. F. Osborne. pp 22]

ত্রাণোপায় : [Way of Salvation. Calcutta Tract Society Publication by J. Chamberlain pp.12]

ত্রাণরত্ন : [The Jewel of salvation, The original of Mine of Salvation, pp 12, 1828-41]

তিমির নাশক : [The Destroyer of Darkness by Rev. W Caey of Cutwa. A discourse on Romans, 1833]

দুর্গার পূজা বিষয়ে : [On the worship of Durga by Bipra Charan Chakraborty, 1858, pp 18.]

দৈনিক প্রার্থনা : [Manual prayers by Rev. T. D. Pearson pp 110]

দিনের অংশ : [The peep of day by Mrs. Haberlin pp 142]

দৈনিক টীকাকার : [Daily Expositor, Translated by J. Vangran, pp 103, 1865]

দীপক—সদ্ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক : [Dipak, a catechism of True Religion]

দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে দেশবাসীর নিকট দ্বিতীয় সাধারণ পত্র : [Second General Letter from the Native Christian to their countrymen by Swarup 1822, pp 8]

দ্বিতীয় সংখ্যক নির্দিষ্ট গীতসমূহ : [Select Hymns II 1818]

দ্বত্রিংশতম গীতের সম্বন্ধে কথোপকথন : Discourse on the thirty second pslam by Rev. J. Robinsn 1845]

দেশীয় ব্যাপ্তিষ্ট সোসাইটির বর্ণনা : [Native Baptist Society Report several issues]

দরিদ্র যোষেফ : [Poor Joseph. Translated from English by Lasson 1810.]

দশ আজ্ঞা : [Ten Commandments in Verse. J. Chamberlain]

দরওয়ান ও মালির কথোপকথন : [A Dialogue between a Darwn and a Mali by Rev. J Keith 1818]

দ্বিতীয় ধর্মব্যবস্থা : [Second Catechism by Rev. J. Keith pp 38]

ধর্ম্মপুস্তকের সার : [The essence of the scriptures 1812]

ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস : [Scripture History from a school book of the Calcutta Missionary Church Society. 1830-32. pp 32]

ধর্ম্মীয় গ্রন্থের বিবরণের সহিত দুই মহা আজ্ঞা : [The Second Commandment with scripture extracts 1842, pp 20.]

ধর্ম্মীয় পাঠ্যপুস্তক : [Scripture Text Book. pp 224

ধর্ম্মব্যবস্থা : [A catechism Anglo Bengali Version 1821]

ধর্ম্মীয় সংলাপ : [Sripture Dialogues. Nine of thse were prepared by Mr. Ellerton, an indigo planter of Goamalty 1817-22]

ধর্ম্মের বিষয় সরল কথাবার্তা : [Simple conversation on Religion]

ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা অনুসন্ধানের বিষয় ঈশ্বরোচিত গুণের লাভ বিষয় : [On searching the scriptures and the profit of godliness by Rev. J. F. Osbookrne. pp 25.]

ধর্ম্মের পরীক্ষা : [The Test of Religion 1864, pp36]

ধর্ম্ম প্রচারের সহায়ক : [The Preacher's Companion by Rev. J. Wenger 1851]

ধর্ম্ম পুস্তকের প্রতীক : [Scripture emblem, by Rev. J. Long]

ধর্ম্ম প্রসঙ্গে প্রাথমিক বক্তৃতা : [Elementry Lectures on theology]

ধর্ম্ম পুস্তকের প্রশ্নোত্তর : [A scripture Catechism. Translated by Rev. W. O. Brien Smith. pp 18]

ধ্যান ও প্রার্থনা : [Meditation and prayers. Translated from Wilson's sacraprivate by Rev. K. M. Banerjee 1842]

নিশ্চিত আশ্রয় · [The Sure Refuge, verse, Pitambar Singh 1801]

নির্দিষ্ট স্তবমালা : [Select Hymms No. II 1818]

নির্দিষ্ট কথাবার্তা : [Select Discourses]

নিস্তার রত্নাকর : [Mines of Salvation]

নির্দিষ্ট খ্রীষ্টীয় স্তব : [Select Christian Hymms by Rev. G. Pearce 1833, pp 48]

নির্দিষ্ট দ্বাদশটি কথোপকথন : [Select twelve discourses by Rev. J.D. Pearson. 1828, pp 108]

নিগ্রো পরিচারক : [Negro Servant. Translated by Rev. R. Robinson, pp35]

নির্জনে প্রভুর ভোজ : [Sacra Private]

পার্থক্য অথবা কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের তুলনা : [The difference of Krishna & Christ compared verse by Marshman]

পৃথিবী সৃষ্টির বিবরণ : [Creation of the World, Verse]

পরিত্রাণের উপায় : [Way of Salvation]

পিতাম্বর সিংহের সদুপদেশ : [Good advice of Pitambar Sing]

পিতাম্বর সিংহের জীবনী : [Life of Pitambar Sing, 1819]

পীতাম্বর সিংহের স্মৃতিচারণ : [Memoir of Pitamber Sing 1831-32]

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্মান বিষয়ে অবতারদিগের সাক্ষ্য : [The Testimony of the Prophets of respecting our Lord Jesus Christ Translated from a Hindi tract by Rev. J. T. Thompson 1833-38]

প্রথম মিথ্যার খণ্ডন : [Refutation of first lie 1835, pp 24.]

পবিত্র যুদ্ধ : [Holy war; Translated by J Robinson at the expense of J. C Marshman]

পুরোহিত ও কর্ম্মচারীর কথোপকথন : [A Dilogue between a Priest and an officer 1819]

পর্বতে প্রদত্ত উপদেশ : [A sermon on the mount 1820]

পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন : [A Dialogue between a Padree and a Brahman 1818]

প্রথম ধর্ম্মব্যবস্থা : [First Catechism, 1822]

পণ্ডিত ও সরকারের কথোপকথন : [A diologue between a Pandit and a Sarkar by Rev. H. Toley pp 16]

পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : [A summary of a Holy Scripture]
পবিত্র অবতার : [The Holy incarnation by Rev. G Gogerly pp 36]
পাপ ও পুণ্যের বিষয় : [On Virtue and Vice pp 12]
প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও প্রেমের মাধুর্য : [Necessity of Prayer and excellency of love by Rev. G. F. Sborse pp 20]
পুনর্মিলনের বিষয় : [Reconciliation with God, pp 6]
পৌত্তলিকতার বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্য : [The voice of the Bible concerning idolatry by Rev. G. Pearce pp 70]
পণ্ডিতের নিকট মিশনারিদের পত্র : [Missonariy's letter to Pandit by Rev. T. Smith pp 8]
প্রতিবেশীকে বধ করিয়াছে এমন মানুষ : [The man that killed his neighbour Translated by Rev. Kalachand, pp 40.]
পাপের জন্য খ্রীষ্টের কষ্টভোগ : [On the sufferings of Christ for sins by Rev. J Robinson.]
পাপ কি : [What is sin by G. Pearce 1862]
পূর্ব্বগামীরা প্রস্তুত : [The Forgoings / Forgoers were prepared by Rev. G. Pearce]
প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ : [Treaties on the Lord's supper 1827 pp 90]
পাপ এবং মুক্তির বিষয়ে নেয়ার কথোপকথন : [Neffas Dialogue about sin and salvation 1849 pp 128]
পশুপালকের কন্যা : [The Dairyman's Daughter by Rev. J. Williamson, pp 28]
পরিপূর্ণ অবতার : [Fulfilled Prophecy by Rev. J. Vaugham 1868, pp 555]
প্রতিমূর্ত্তি : [Images by Rev. P.P. Greaves 1866]
প্রভুর ভোজ বিষয়ে : [On the Lord's supper, By Bishop D. Wilson. pp 52]
প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা : A Short catechismfous cateechemens
পনুরুত্থান বিষয়ে গ্রেগরির সাক্ষ্য : [Gregory's evidence on Ressurection 1853, pp 29]
পর্বতে দত্ত উপদেশের ব্যাখ্যা : [Exposition of the sermon on the mount by Rev. G. Mitra, 1857, pp 54]
ফটিক চাঁদের স্মৃতিচারণ : [Memoir of Fatikchand by Lawson, 1836]
ফুলমনি ও করুণার বিবরণ : [Fulmani and Karuna by Mrs. Mullens 1852, pp 306]
ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে : [On the Brahmans by Ram Ram Basu]

বর্ণানুক্রমিক পংক্তি ত্রস্তচরণ : [Alphabetical Lines and verses 1810. pp32]
বিশ্বাস এবং আশা : [Faith and Hope 1831-33 pp 8]
বাপিটস্টি চার্চগুলিকে সম্ভাসন : [Address to Baptist Chuerches.]
বিদ্যালয়ের জন্য ধর্ম্মীয় সংক্ষিপ্তসার : [Scripture extracts for schools. 1820]
বাপ্টিস্ট গীত পুস্তক : [Baptist Hymn Book edited by G. Pearce 1846. pp 97]
বাইবেলের সার : [Essence of Bible Poetry pp 20}
ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে : [Against fornication by Rev G. Pearce pp 22]
বিশ্রামবারের বিষয় : [On the Sabbath by Ganga Narayan Sil]
বিশ্রামবারে শয়তানের কৌশল : [Satan's devices Sabbath by Rev. J. Fos Borne pp 24]
বিভিন্ন মুসলমান উৎসব সম্বন্ধে : [On the various Muslim Ceremonies translated by Samuel Pir Baksh from an UrduTract by Subgut Ali, pp 26.
বীভৎস ভ্রমের খণ্ডন : [Refutation of Vulgar Errors]
বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা : [Vaishnabism examined. An exposure of the system of Kailsh Chandra Mukherjee pp 28]
বেদান্ত বিষয় : [On Vedantism by Rev. Lal Bhari De. pp 42]
বিবাহের চুক্তি বিষয় : [On the Marriage Contract, Translated by Rev. J. Robinson from a Tamil Tract, pp 24]
বার্থের চার্চের ইতিহাস : [Barth's Church History, Translated by C. Offord pp 348]
বাইবেল পাঠের সহচর : [Companion to the Bible Translated by G. Pearce 1846 pp 400]
বাইবেলের সম্বন্ধে যাত্রা ও ভ্রমণ : [Voyages and Travels of Bible translated by Mullense, pp 60]
বিধাতার বিষয়ে ছোটগল্প : [Anectdotes on Providence Translated by Rev. G. Mundy pp 286]
ব্রিটেনে দিকের আরম্ভ : [Daybreak in Britan. Translated by Mrs. Mullense from an English Tract by Miss Tucker pp 344]
বাক্সটারের স্বর্গের পথ প্রদর্শক : [Baxteris guide to Heaven, Translated by Rev. R. Robinson and Revised by J. Wenger pp 344]
বার্থের বাইবেলের গল্প : [Barth's Bible stories pp 252]
বিশ্বাস ও বিজয় : [Faith and victory, Translated from the English tract by Mrs. Mullense pp 304, 1887]

বসন্তের গল্প : [Story of Bashants by Miss Laslie pp 183]
বাইবেলের শেষ গ্রন্থের প্রদর্শিত পথ : [Course of Divine Revealation by J. Muir translated by Rev. K. M. Banerjee, pp 32]
ব্রাইটের এ্যানসিয়েন্ট কালেকটর্স নামে যে সকল প্রার্থনা আছে সেই অনুযায়ী ধর্ম্মীয় পুস্তকের ব্যাখ্যা : [Exposition of scripture followed by prayers founded on Bright's 'Ancient Collectors 1865
বাংলা দেশের চার্চের জন্য স্তবগীত : [Hymns for the Church of Bengal 1867 pp 12]
বাইবেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : [Brief History of the Bible 1836 pp 48]
বাইবেলের ধাতুর বিষয় : [The metals of Bible, Translated by Swaup 1845 pp 54]
বোরিয়ারের ধর্ম্মীয় হেঁয়ালি : [Baeiro's riddles on scripture passages, 1849, pp 51]
ভোজনের পূর্বে বা পরে প্রার্থনা বিষয়ক গল্প : [Annecdotes on Christian Graces Translated by Rev. S. Bost pp 162]
ভ্রম নির্দেশক : [The Revealer of error by J. Buckingam pp 28]
ভ্রমনাশক : [Destroyer of error by Radhanath pp 14]
ভ্রম আবিষ্কারক চিঠি : [A letter discovering error by J. Buckingham 1828-35, pp 16]
মানসিক প্রতিফলন : [Mental Reflection by J. Chamberlin in Verse 1823-36, pp 12]
মূর্খ গালাতীয় : [Foolish Galatians by Rev. G. Pearce 1844, pp59]
ম্যাথু লিখিত সুসমাচারের উপর বার্নির টীকা : [Barnis notes on Mathewo Translated by Rev. J. Robinson, 1835]
মাতা এবং কন্যার কথোপকথন: [Dialogues between a mother and daughter by Rev. J.D. Pearson, 1825]
মহা প্রায়শ্চিত্ত : [The Great atonement by Rev. J.D. Pearson pp8]
মনোযোগের বিষয় : [Subjects for consideratrion by Rev. T. Reichart pp26.]
মধুর চরিত্র : [Account of Madhu by Rev. W. Morton pp 12]
মদ্যপানের বিষয় : [On drunkeness by Rev. A.F. Lacroix, 1840, pp 40]
মুক্তির বিষয় : [On Salvation by Rev. R. Derot, pp 40]
মুসলমান না হইবার কারণ : [Reasons for not being a Musalman Translated by Rev. G. Paterson pp 40.]
মার্টিন লুথারের জীবনী : [Life of Martin Luther Translated by B. Geidt 1856, pp 144]

মহম্মদের জীবনী : [Life of Mohammad by Rev. J. Long]
মাদাগাস্করের খ্রীষ্টানদের হয়রাণি : [Persecution of Christians in Madagascar by Rev. J. Wenger 1865, pp 24]
মহাক মীমাংসক : [The Great Mediator by Rev. G. Pearce]
যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিবরণ : [Account of Jesus Christ]
যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে : [Concerning Jesus Christ 1832-35 pp 12]
যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ : [The Pilgrims Progress Prepared by Rev. J. D. Pearson, 1834, pp 408.]
যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুকালীন কথাবার্তা : [The Dying word of Jesus by Dr. Yates 1818]
যীশুই ত্রাণকর্তা : [Jesus, The saviour by J. D Pearson pp 4]
যীশু জীবনী : [Life of Jesus Christ by D. Pearson from an English tract by Rev. J. Bill pp 42]
যোযেফের ইতিহাস : [History of Joseph by J. D. Pearson 1830, pp 50]
যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ : [Pilgrims Progress, Translated by Felix Carey, 1821, pp 237]
যীশুর উপদেশ কথা : [The Parables of Christ, 1822]
যীশুর কথোপকথন : [The discourses of Christ, 1822]
যীশুর সম্বন্ধে কেরীর শিক্ষা : [Carey's lessons about Jesus 1849, pp 12]
যুবকদের জন্য সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে রচনা : [On the creation etc. for Youth, 1847, pp 71]
রোমানিজমের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতা : [Perservation against Romanise by Rev. K. M. Banerjee pp 31]
রাজদূত : [Kings messenger, From Adam Translated by K. M. Banerjee]
রাজপ্রাসাদ : [The King's Palace Translated from Champney's image by Rev. R.P. Greaves 1866, pp 12]
রোমীয়দের প্রতি টীকা : [Commentary on Romans by Rev. F. Carey 1825, pp 220]
রবির স্মৃতিকথা : [Memoir of Robee, Translated by Mrs. Weitlrecht]
রেবারেণ্ড সি. পিফার্ডের জীবন চরিত : [Life of Rev C. Piffard 1842, pp46]
রাখহরি ও সাধুর কথোপকথন : [A dialogue between Rakhahari and Sadhu by S. J. Keith pp 20]
লেডি জেন গ্রে : [Lady Jane Grey by Rev. G. Pearce pp 20]

লীচম্যানের খ্রীষ্টিয় উপদেশের সংক্ষিপ্তসার : [Leechman's summary of Christian doctrines 1836, pp 106]
শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পৌত্তিলকতা নিরসন : [Idolatry reufuted from Shastras by Brojomohon, An edition was published with notes in 1842, by Rev. W. Morton pp 60]
শিশুদের জন্য স্বর্গীয় শিক্ষনীয় গান : [Divine and moral songs for Children Chiefly from Watts pp 33]
শয়তানের বিরুদ্ধে ব্রুকের মূল্যবান প্রতিকার : [Brook's precious remedies against satan's devices by Kailas Chand Mukherjee, pp 228]
শিবের পূজা বিষয়ে : [On the worship of Shiva, 28. 1858]
শিশুদের বিষয়ে কথা : [A Word about the children Translated by Nadia Chand from an English tract by Rev. A Dallas, pp 24]
শ্রীরামপুর প্রার্থনা পুস্তক : [Serampore Hymn Book 1800, 1804, 1818]
শ্রীরামপুর হইতে প্রথম সাধারণ পত্র : [First General letter from the Serampore Misonaries]
শ্রীরামপুরে জগন্নাথের রথ থামা প্রসঙ্গে : [On the stopping of Jagannath's carr at Serampore by W. Ward]
শাস্ত্রীয় রীতির প্রর্থনা : [Catechism of Scripture Doctrine]
শ্রেষ্ঠ দান : [The Best Gift. Translated by Dr Carey, 1828]
সংক্ষিপ্ত সমাচার : [A short summary of the Gospel 1821]
সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ : [Most excellent doctrines Exposition by Rev. W. Carey, 1829, pp 20]
সত্য আশ্রয় : [The true refuge by W. H. Pearce 1828, pp 28]
সুমাচারের বিশেষ অর্থ : [The Signification of Gospel 1835, pp 4]
সত্য উপদেশ : [True Advice, 1828-33, pp 4]
সয়ম্ভূ ঈশ্বরের প্রশংসা : [The praises of the self existent Lord God, 1835
সুনির্দিষ্ট গীত [Select Hymn No. II 1818]
সত্য দর্শন [Satya Darshan Part 1, by E. Carey 1818]
স্বর্গীয় বাক্য [Divine Saying by Rev. D. Schmid]
স্কুল শিক্ষা [School Lessons. 1; 1818 Part II, 1819]
সৎ পরামর্শ [Good Counsel, by Rev. J. Keith pp4]
সুসমাচার পত্রিকা [Gospel magazine. The first number appeared in 1819]
সাক্ষ্য বহন : [Bearing Witness 1821]

সত্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা : [An Epitome of the True Religion by Rev. T Reichart. Poetry. pp 40]

সমাচার দূত : [Gospel Messenger by Rum Ram Basu. Highly useful 1819]

সভার সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মব্যবস্থা : [An abridgement of the Assembly's Catechism]

সত্য তীর্থ যাত্রিকতা : [The true Pilgrimage,. Translated by Rev. J. Wenger from an address to pilgrims by J. Alexander]

সত্য পথ প্রদর্শক : [The True Guide, pp 40]

সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী : [Short questions on True Religion 1860 pp 22]

সউকলার জীবনী : [The life of Sauquala from Mrs. Wylie's Gospel, 1862, pp 50]

সত্য প্রায়শ্চিত্ত : [The true atonement Translated from a Marathi tract by Rev. R. Nesbit 1863, pp 63]

সুসমাচারের দৃষ্টান্ত : [Gospel Parables pp 48]

সত্য পূজা বিষয়ে : [On the true Worship by a Native Christian 1867]

সাধারণের পূজার নিমিত্তে স্তবগীত : [Hymns for Public Worship by Rev. S. Trawin, pp 146]

সেন্ট মার্কের সুসমাচারের টীকা : [Commentary on St. Mark by Rev. J. Mundy, pp 426]

সত্য ধর্ম্মের অনুসন্ধান : [Investigation worth the true Religion pp 414]

সামাজিক জীবনের গল্প :. [Annecdotes on social life Translated by Rev. J. Mundy 1855, pp 216]

সংক্ষেপে বাইবেলের সাক্ষ্য : [The evidence of Bible briefly stated by Rev. J. Wenger, pp 178]

সাধারণ প্রার্থনা : [Book of Common Prayer. The First translation was made in 1822 by Rev. D. Schmid pp 267]

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা পুস্তক : [Abridgement of the Prayer Book by Dr. Haberlin, 1849, pp 48.]

স্যালিষ বেরির মেষপালক : [The shepherd of Salisbury. Plain Translated by Swarup, 1852, pp 52]

সাধু পৌলের জীবনচরিত : [Life of Apostle Paul ~~by~~ Dr. J. Muir translated by K. M. Banerjee, 1848, pp 97]

সত্য শাস্ত্র কাহার? : [Which has the true shastra 1850, pp 59]

সুসমাচারের সামঞ্জস্য : [Harmony of the Gospel based on Mocknight, 1813-1821]

হিন্দুদের প্রতি মিশনারিদের সম্বোধন : [The Missonarie's address to the Hindu by W. Ward translated by Carey.]

হিন্দুর প্রতি বক্তব্য : [Address to the Hindus by Marshman.]

হিন্দুর সাধারণ ভ্রম ও ঈশ্বরের দ্বারা সূচিত উপায় সমূহ : [Combat common errors among Hindus and points out the way of salvation through Christ.]

হিন্দু দেবতাদিগেব পাপ : [The vices of the Hindu Gods.]

হিন্দু দেবতাদিগের পাপের বিষয় কবিতা এবং যেরূপে পাপ ধৌত হইতে পারে তাহার বিষয় : [Poetry on the crimes of Hindu Gods and the modes in which sin can be cleansed by Ganga Govinda Giri]

হিন্দু ধর্ম্মীয় বাধার খণ্ডন : [Hindu Objection refuted by Rev. J Maudy pp 82]

হিন্দুদের নিকট আবেদন : [An appeal to the Hindus translated from an Oriya Tract By Rev. J. Stubbin 1846, pp 30]

হৃদয়ের আরশি : [The Mirror of the Heart by Rev. Lal Behari De, 1864, pp 76]

হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার্থে সংস্কৃত ট্যাক্টের উত্তর : [Reply to the Sanskrit tract in defence of Hinduism]

হিন্দু ধর্ম্মের খণ্ডীকরণ : [A Refutation of Hindu Mantras]

হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিমোঘাত : [A pounding of Hinduism by a Hindu 1858, pp 76]

হিন্দু দর্শন বিষয়ে কথোপকথন : [Dialogues of Hindu Philosphy, Translated by K. M. Banerjee.]

হিন্দুদের জন্য রাজকীয় উপদেশ :

য়িহুদীয়দের ইতিহাস : [History of the Jews by M.C. Tucker Edited by, Rev. J. Campbell, 1845, pp 257.

¤